ফ্রিল্যান্সিং

এবং ইন্টারনেটে আয়

সুচিপত্র

প্রথম অংশ : সহজে আয়
(পিটিসি, সার্ভে, মাইক্রোওয়ার্ক, এডসেন্স, ব্লগিং)

ইন্টারনেটে সহজে আয় : কতটা সহজ
- সহজে আয় সম্পর্কে ভুল ধারনা
- সহজে আয়ের নামে প্রতারনা
- ইন্টারনেটে আয়ের অন্যান্য বাধা

ইন্টারনেটে আয় : শুরু করুন এখনই
- ইন্টারনেটে আয় শুরু করতে কি প্রয়োজন
- সহজে আয়ের নির্ভরযোগ্য কিছু পদ্ধতি
- পেইড টু ক্লিক, পিটিসি
- সহজে আয়ের নির্ভরযোগ্য কিছু যায়গা
- সার্ভে থেকে আয়
- মাইক্রো-জব বা মাইক্রো ওয়ার্ক
- সাইট বাছাই করবেন কিভাবে
- সিদ্ধান্ত আপনার

ইন্টারনেটে আয়ের অন্যান্য পদ্ধতি : ব্লগ থেকে আয়

বিনামুল্যের ব্লগ তৈরী প্রচলিত ব্যবস্থা
টাকার বিনিময়ে ব্লগ
ব্লগার ব্যবহারের নিয়ম
কোন বিষয়ে ব্লগ তৈরী করবেন
ভাল ব্লগ তৈরীর জন্য যে তথ্যগুলি জানা প্রয়োজন
ব্লগারকে কি কাজ করতে হয়
ভিজিটর বাড়ানোর জন্য কি করতে পারেন

গুগল এডসেন্স থেকে আয়

এডসেন্স-এডওয়ার্ডস পরিচিতি
এডসেন্স থেকে আয়ের বাস্তবতা
এডসেন্স ব্যবহারের নিয়ম
কিভাবে এডসেন্স অনুমোদন পাবেন
এডসেন্স থেকে টাকা পাওয়া
গুগল কাষ্টম সার্চ (এডসেন্স ফর সার্চ)
এডসেন্স এর বিকল্প বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক, চিতিকা

ব্লগ থেকে অন্যান্য পদ্ধতিতে আয়

এফিলিয়েট মার্কেটিং
কোন ধরনের এফিলিয়েশন ব্যবহার করবেন
এফিলিয়েট মার্কেটিং এ ভাল করার কিছু সাধারন নিয়ম
ফেসবুক থেকে আয়
ই-মেইল থেকে আয়
ইমেইল একাউন্ট তৈরীর পদ্ধতি

অন্যের বিজ্ঞাপন প্রচার
পেইড রিভিউ
নিজস্ব পন্য বিক্রি
ব্লগ থেকে আয়ের বাস্তবতা

দ্বিতীয় অংশ : ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সিং কি, ফ্রিল্যান্সার কে
- অনলাইন এবং লোকাল ফ্রিল্যান্সিং
- পার্টটাইম এবং ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সিং
- ফ্রিল্যান্সার হওয়ার নানা কারন
- ফ্রিল্যান্সার না হওয়ার নানা কারন
- আপনি ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন কি-না
- অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কত ধরনের হতে পারে
- কোন ফ্রিল্যান্সিং কাজ আপনার জন্য (কোনটি আপনার জন্য না)
- একা এবং দলগত ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সার হতে চান, প্রস্তুতি নিন
- বিষয় ঠিক করুন
- প্রশিক্ষন নিন
- অভিজ্ঞতালাভের জন্য কাজ করুন
- অন্যকে শেখান

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজ কিভাবে পাওয়া যায়
- ফ্রিল্যান্সিং বা ক্রাউসসোর্সিং সাইট
- ফ্রিল্যান্সিং সাইটের ভালমন্দ
- কি দেখে ফ্রিল্যান্সিং সাইট বাছাই করবেন
- কেসষ্টাডি : ফ্রিল্যান্সার
- অন্যান্য ফ্রিল্যান্সিং সাইট

ফ্রিল্যান্সিং কাজ পাওয়া এবং কাজ করা
- কিভাবে সহজে কাজ পাবেন
- ভাল ফ্রিল্যান্সারের জন্য নীতিমালা
- কিভাবে বেশি কাজ করবেন

ফ্রিল্যান্সিং : কোন কাজ করবেন
- ডাটা এন্ট্রি
- লেখালেখি, অনুবাদ
- গ্রাফিক ডিজাইন, লোগো ডিজাইন
- ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট
- গ্রোগ্রামিং এবং অন্যান্য

সেলফ ডেভেলপমেন্ট : ফ্রিল্যান্সিং কাজে ভাল করার জন্য করনীয়
- নিজেকে তুলে ধরুন
- পেশাদারিত্ব দেখান
- ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করুন
- যে ভুলগুলি করবেন না
- সময়ের সঠিক ব্যবহার
- ফ্রিল্যান্সার কখন সফল হন

মার্কেটিং : বেশি কাজ পাওয়ার জন্য কি করবেন
- ক্লায়েন্ট কখন আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন
- স্বল্পকালীন কাজ বনাম দীর্ঘকালীন কাজ
- যে ভুলগুলি করবেন না

ব্লগ-সোস্যাল সাইট ব্যবহার

ফ্রিল্যান্সিং এবং ক্রিয়েটিভিটি
ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হওয়ার কারন
ক্রিয়েটিভিটি বাড়ানো

ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট : ক্লায়েন্টের সাথে আচরন কেমন হওয়া বাঞ্চনিয়
সবাই এক নন, প্রত্যেকেই আলাদা
কোন ধরনের কাজ পছন্দ করবেন
কোন ধরনের কাজ এড়িয়ে চলবেন
ক্লায়েন্টকে কখন অবিশ্বাস করবেন
ক্লায়েন্টকে কিভাবে না বলবেন

ফ্রিল্যান্সার এর সমস্যা এবং তার সমাধান
কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি বিষয়ক সমস্যা
কাজ বিষয়ক সমস্যা
অর্থ বিষয়ক সমস্যা
স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা
নিজেকে যাচাই করা
ফ্রিল্যান্সার নিজেই যখন সমস্যা
অন্যান্য সমস্যা

শেষ কথা

কেন এবং কিভাবে এই বই

ইন্টারনেটে আয়, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং ইত্যাদি বর্তমানে অত্যন্ত আলোচিত শব্দ। নানাভাবে এবিষয়ে প্রচারনা চালানো হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় লেখা হচ্ছে, সেমিনার-কর্মশালা হচ্ছে, বহু ওয়েবসাইট এবিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছে। মানুষ আগ্রহি হচ্ছে এবিষয়ে। তারপরও সামগ্রিকভাবে এর ভাল-মন্দ, কাজের সুযোগ, পদ্ধতি, সমস্যা সমস্ত বিষয় একসাথে তুলে ধরার প্রয়োজন মেটেনি। অনেকেই স্পষ্ট ধারনা না পেয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। অবাস্তব আশা করছেন। কেউ প্রতারিত হচ্ছেন।

ইন্টারনেটে আয়ের সমস্ত বিষয় একসাথে করার চেষ্টায় এই বই। বছর দুয়েক আগে বাঙলা-টিউটর নামে একটি ব্লগ চালু করা হয় কম্পিউটার বিষয়ক বিভিন্ন টিউটোরিয়াল নিয়ে। ইন্টারনেটে আয় বিষয়ে ভিজিটরদের আগ্রহের কারনে একসময় ফ্রিল্যান্সিং এবং ইন্টারনেটে আয় বিষয়টি মুল বিষয়ে পরিনত হয়েছে। সেখানে জমা হয়েছে ৭৫০ এর বেশি পোষ্ট, ভিজিটরদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং মতামত। ওয়েবসাইটটি খুব সাজানো না হওয়ায় অনেকের পক্ষেই কোথায় শুরু, কোন পোষ্টের পর কোন পোষ্ট ইত্যাদি খুজে পেতে সমস্যা হয়। সেই সমস্যা দুর করার জন্যই এই বই। বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানো। মুলত বাংলা-টিউটরি সাইটের বাছাই করা বিষয়গুলি রয়েছে এখানে।

বহু মানুষের অভিজ্ঞতার ফল এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কাজেই তথ্যে ভুল থাকার সম্ভাবনা খুব কম। তারপরও, ইন্টারনেট দ্রুত পরিবর্তনীল একটি যায়গা। আজ যে নিয়ম প্রচলিত আগামীকালই তার পরিবর্তণ হতে পারে। সেকারনে টাকা আয়ের কোন সাইট সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেটা সরাসরি অনুসরন না করে তাদের সাইটে দেয়া তথ্যগুলি দেখে নেবেন এটাই পরামর্শ।

এই বই কেন পড়বেন ? ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জন্য ?

আপনাকে ফ্রিল্যান্সার হতে হবে এমন কথা নেই। হয়ত অন্য কাজে আপনি আরো ভাল করবেন। সেজন্য জানা প্রয়োজন হতে পারে ফ্রিল্যান্সিং কেন আপনার উপযোগি না। অন্য কাজ কেন আপনার উপযোগি।

আর যদি ফ্রিল্যান্সার হতেই চান তাহলে কিভাবে শুরু করবেন, কিভাবে উন্নতির দিকে যাবেন, কি কি সমস্যার সম্মুখিন হতে পারেন, কিভাবে সমস্যা মোকাবেলা করবেন ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সরাসরি অনুকরন করার বদলে নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারেন সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে বিষয়গুলি।

মানুষ জানতে চায়। সেকারনেই মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বই মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কেউ পড়েন গল্প-কবিতা-উপন্যাস, কেউ পড়েন ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন। না পড়লেও চলত তবুও পড়েন। যারা পড়তে আগ্রহি তাদের যে কেউ এই বই পড়তে পারেন। এটুকু নিশ্চিত করতে পারি, এখানে কোন জটিল তত্ত্ব দেয়া হয়নি। গল্পের বইয়ের মত পড়া সম্ভব।

ছাপা বই হিসেবে এটা প্রকাশ করার কথা ছিল। সেটা হলে আরো বেশি মানুষের উপকার হতে পারত। কেন হয়নি জানার জন্য বাংলাদেশের প্রকাশক (পুস্তক ব্যবসায়ী) সম্পর্কে সামান্য ধারনাই যথেষ্ট।
বিনামুল্যের ই-বুক হিসেবে সকলের সামনে দেয়া হল। ডাউনলোডের জন্য ইন্টারনেট, পড়ার জন্য কম্পিউটার ইত্যাদি না থাকলে অনেকেই হয়ত ব্যবহারের সুযোগ পাবেন না।

এই বইটির জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য মুলত বাংলা-টিউটর ব্লগের ভিজিটরদের। তাদের আগ্রহের কারনে সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিপুল পরিমান তথ্য জমা হয়েছে। আগামীতে আরো হবে। এই বইতে নেই এমন বিষয় পেতে পারেন সেখানে। সেইসাথে কোন প্রশ্ন বা অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি চাইলে মন্তব্য লিখে জানাতে পারেন।

ব্লগের ঠিকানা : www.bangla-tutor.blogspot.com

ই আ কবীর
ডিসেম্বর ২০১২

ইন্টারনেটে সহজে আয় : আসলেই কি সহজ

সাবেক মার্কিন মন্ত্রী রামসফেল্ড এর সেই বিখ্যাত উক্তি কি মনে আছে ? কিছু বিষয় আপনি জানেন যে আপনি জানেন, কিছু বিষয় আপনি জানেন যে আপনি জানেন না, কিছু বিষয় আপনি জানেন না যে আপনি জানেন, কিছু বিষয় আপনি জানেন না যে আপনি জানেন না ।

মনে হতে পারে বক্তব্যটি জটিল । আসলে খুবই সরল । আপনি নিজের সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন না । এক্ষেত্রে সক্রেটিসের উক্তি উল্লেখ না করে পারা যায় না । জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে আপনি সবকিছু জানেন না সেটা উপলব্ধি করা । সেজন্যই প্রয়োজন নিজেকে জানা ।

এভাবে শুরু করার কারন বাস্তবতা । প্রত্যেকেই কমবেশি এই ভুলের শিকার । আর বিষয়টি যদি ইন্টারনেটে আয় সংক্রান্ত হয় তাহলে সে সম্ভাবনা আরো বেশি । এবিষয়ে অনেকেই এমন কথা বলেন যারা জানেন না যে তারা বিষয়টি জানেন না । অনেকের কথা শুনে এমন আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে যেখানে কেউ ভাববেন তিনিও সহজে বছরে লক্ষ ডলার আয় করতে পারেন । যেহেতু আরেকজন করেছেন এবং সেই পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে ।

ইন্টারনেটে ঘরে বসে খুব সহজে মাসে কয়েক হাজার ডলার আয় করতে পারেন, এধরনের কথা বহুবার শুনেছেন, ক্রমাগত শুনছেন । আউটসোর্সিং হবে বাংলাদেশের প্রধান আয়ের উৎস এবং এরফলে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে, কি ধনী দেশে পরিনত হবে এমন কথাও শুনেছেন ।

বাস্তবতা হচ্ছে, এখনও সে লক্ষন দেখা যায়নি বা যাচ্ছে না । কারন বুঝতে সহায়তা করবে এই বই ।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টি দেখা যাক । বছর পাচেক আগে যখন এই প্রচারনা শুরু হয় তখন পেশা ছিল পুরোপুরি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ডেভেলপারের । গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, এনিমেশন, কিছুটা লেখালেখি । এর আগে কয়েকটি সিডিভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া (মহানগর ঢাকা, নিজে পড়ি, খেলতে খেলতে শেখা ইত্যাদি) তৈরীর অভিজ্ঞতা হয়েছে । অনলাইনে আয় বিষয়ে আগ্রহ মোটেই ছিল না । পরিচিত একজন যখন এবিষয়ে একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে দিলেন তখন সেটা দেখেছিলাম মুলত মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে আগ্রহের কারনে ।

সেখানে কিছু তথ্য পেলাম যা বাস্তবের সাথে বেমানান । যেমন উল্লেখ করা হয়েছে গুগল এডসেন্স ব্যবহার করে মাসে হাজার ডলার আয় করা খুব সহজ এবং বিনামুল্যের ওয়ার্ডপ্রেস বা ব্লগার ব্লগ তৈরী করে সেটা করতে পারেন । বাস্তবতা হচ্ছে, ওয়ার্ডপ্রেস বিনামুল্যের ব্লগে কোন ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়া যায় না । ব্লগার ব্লগে দেয়া গেলেও গুগল বাংলা ব্লগে এডসেন্স বিজ্ঞাপনের অনুমতি দেয় না ।

একইভাবে ক্লিক করে আয় (পিটিসি) সম্পর্কে বলা হয়েছে আপনি সারাদিন ক্লিক করে মাসে কয়েকশত (কিংবা কয়েক হাজার) ডলার আয় করতে পারেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়নি আপনাকে সারাদিন ক্লিক করার সুযোগ দেয়া হবে না, কিংবা আয় দেখা গেলেও আপনি কখনো সেই টাকা হাতে পাবেন না।

মনে হতে পারে টাকা আয়ের সেই টিউটোরিয়াল সিডি পুরোপুরি ভাওতাবাজি। সিডি বিক্রি করে আয় করার পদ্ধতি। কারো কারো কাছে হয়ত তাই। এর ভাল দিকটি উল্লেখ করা যাক;

সেই মাল্টিমিডিয়া থেকেই আগ্রহ জন্মে ব্লগ তৈরীর। প্রযুক্তি বিষয়ক একটি ব্লগে (বর্তমানে চালু নেই) প্রযুক্তির সংবাদ এবং রিভিউ লেখার পাশাপাশি ইন্টারনেটে আয়ের সত্যিকারের তথ্য নিয়ে লেখা, এবিষয়ে ক্রমাগত খোজ নেয়ার ফল হচ্ছে একদিকে বর্তমান বাংলা টিউটর সাইট অন্যদিকে পুরোপুরি ফ্রিল্যান্সারে পরিনত হ্ওয়া। এবং এই বই।

কাজেই সেই সিডি যা করতে পেরেছে তা হচ্ছে আগ্রহ সৃষ্টি করা। ইন্টারনেটে আয় সম্পর্কে যখন কিছু বলা হয় তখন মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, এটাই ভাল দিক। কিংবা বলা যেতে পারে প্রথম পদক্ষেপ।

আর মন্দ দিক হচ্ছে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া, কিংবা অবাস্তব স্বপ্ন দেখা। বর্তমানে সেটা হচ্ছে। কেউ কেউ এরই মধ্যে সহজে টাকা আয়ের প্রতারনার ফাদ ফেলে অনেকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদের খবর প্রচার হচ্ছে। অন্যদিকে অনেকে সহজ ভেবে শুরু করে হোচট খাচ্ছেন কিংবা যে পরিমান আয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা না পেয়ে হতাস হচ্ছেন।

মুল বক্তব্যে ফেরা যাক। ইন্টারনেটে সহজে আয় করা যায় কথাটি সত্য না মিথ্যা।

সত্য এবং মিথ্যা দুটিই ঠিক। ইন্টারনেটে আয় করা যায় একথা সত্য। সহজে আয় করা যায় একথাও সত্য। সহজে বিপুল পরিমান আয় করা যায় একথা মিথ্যা।

সহজ আয় বলতে যা বুঝায় (যেমন বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে) তাতে মাসে ৫ থেকে ১০ ডলার আয় করাও কষ্টকর। এরবেশি আয় করা সম্ভব তবে তখন আর বিষয়টি সহজ থাকে না। এজন্য বিপুল পরিমান কাঠখড় পোড়াতে হয়।

তারপরও ইন্টারনেটে আয়, আউটসোর্সিং কিংবা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে এত আলোচনা কেন ?

কারন আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিং কাজকে পুরোপুরি পেশা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডলারে আয় বলে আয়ের পরিমানও তুলনামুলক বেশি। এমনটি সাধারন টাইপিং কাজে প্রতিপেজ ১ থেকে ২ ডলার পাওয়া যায়। লোগো ডিজাইন করে ২০ থেকে ২০০ ডলার পাওয়া যায় কিংবা ওয়েবসাইট তৈরী করে হাজার ডলার পর্যন্ত পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি বেশি গুরুত্ব বহন করে প্রথমত কম মজুরীর সুবিধার কারনে। মাসে ৫০০ ডলার আয় করে বাংলাদেশে ভালভাবে চলা যায় (অন্তত ঢাকা শহরের বাইরে)। উন্নত দেশের কেউ এই টাকায় চলতে পারেন না। কাজেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যখন কাজ দেয়া হয় তখন বাংলাদেশ থেকে তুলনামুলক কম টাকায় কাজ নেয়া সম্ভব। চাহিদার সাথে মিল রেখে যখন স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান হচ্ছে না তখন ফ্রিল্যান্সিং দেশের কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনতে পারে।

প্রথমেই একটি ভুলকে ভুল বলে মেনে নিন। ফ্রিল্যান্সিংকে সহজ কাজ না। এজন্য কোন একটি কাজে দক্ষ হতে হয়। এমনকি সাধারন টাইপিং (ডাটা এন্ট্রি) কাজেও দ্রুত-নির্ভুল টাইপ করতে হয়। শুধুমাত্র কাজ করতে পারাই যথেষ্ট না, কাজ পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা, কাজ পাওয়া, ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ রাখা, টাকা বুঝে পাওয়া সবকিছুর জন্য নিয়মমাফিক কাজ করতে হয়। ইংরেজিতে মোটামুটি দক্ষতা প্রয়োজন হয়। যথেস্ট সময় ব্যয় করতে হয়।

সহজ-কঠিন বিষয়টি আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা সহজ অপরজনের কাছে তা কঠিন, আরেকজনের কাছে অসম্ভব। একজন ওয়েব ডেভেলপার কয়েক ঘন্টায় একটি সাইট তৈরী করে হাজার ডলার আয় করতে পারেন, কাজেই একে সহজে যথেষ্ট পরিমান আয় বলতে পারেন। কিন্তু এই কাজ শেখার জন্য তাকে যে সময়, শ্রম, মেধা ব্যয় করতে হয় সেটা সহজ না।

ইন্টারনেটে সহজে বিপুল পরিমান আয় করা যায় কথাটার ব্যাখ্যা এভাবে ধরে নিতে পারেন, যদি নির্দিস্ট কোন বিষয়ে দক্ষ হতে পারেন, কাজটি সহজে করতে পারেন, তাহলে তাকে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ব্যবহার করে যথেষ্ট আয় করতে পারেন। টাকা আয় সহজ না, কাজটি যখন আপনার কাছে সহজ মনে হয় তখন কাজ করা সহজ।

এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথেষ্ট না। এজন্য প্রয়োজন আয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা, কাজের ধরন, কাজ পাওয়ার যায়গা, কাজ পাওয়ার পদ্ধতি, টাকা পাওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি স্পষ্টভাবে বোঝা। সেইসাথে কোথায় সমস্যা হতে পারে, কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে, কোন সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি জানা।

এই বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্যই এই বই। আরেকবার উল্লেখ করতে হচ্ছে, যারা নিয়মিত কাজ করেন, বিভিন্ন সময় নানাধরনের সমস্যার সম্মুখিন হয়েছেন তারা বাংলা-টিউটর সাইটে তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে তথ্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। এখানে দেয়া তথ্যকে মনগড়া ধরে নেবেন না।

সহজে আয়ের নামে প্রতারনা

যারা ই-মেইল ব্যবহার করেন তাদের একটি সাধারন অভিজ্ঞতা স্ক্যাম মেইল পাওয়া। একদিন মেইল পেলেন সেখানে লেখা, আপনি অমুক লটারীতে ১০ লক্ষ ডলার জিতেছেন। টাকা পাওয়ার জন্য নিজের নাম-ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করুন।

গুগল লটারী, ইয়াহু লটারী, মাইক্রোসফট লটারী, কোকাকোলা লটারী, আইরিশ লটারী ইত্যাদি নাম দেখে আপনি আগ্রহি হয়ে নিজের নাম-ঠিকানা দিতেই পারেন। ভাবতে পারেন কোন সমস্যা তো নেই। তারা তাদের প্রচারের জন্য এই সামান্য টাকা দিয়ে উতসাহ দিতেই পারে।

প্রতারনা এখান থেকে শুরু। উত্তর দিলে এরপর সাধারনভাবে যা বলা হয়, অমুক কাজ করতে ১০০ ডলার প্রয়োজন হবে, সেটা পাঠান। যদি সেটা দেন এরপর আরেক কারনে আরো ১০০ ডলার। এভাবে যতদিন আপনার কাছে টাকা নেয়া যায় ততদিন নিতে থাকবে।

আরেকটি উদাহরন, একদিন মেইল পাওয়া গেল, ব্যাংকক এয়ারপোর্টে মালিকবিহীন একটি বাক্স পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে এটা আপনার। আমাদের ধারনা এর ভেতরে ডলার আছে যার পরিমান আনুমানিক ১০ লক্ষ ডলার। নেয়ার জন্য নাম-ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করুন।

এরা প্রথমেই আপনাকে টাকা দিতে বলে না, শুরুতে প্রলোভন দেখায়। যাচাই করে। তারপর টাকার কথা বলে।

তারপরও এধরনের প্রতারনা ধরা সহজ। কিছুটা সচেতন হলে নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি লটারীর টিকিট না কিনে কিভাবে আইরিশ লটারীর টাকা জিতলেন, কিংবা ব্যবহার করেন গুগলের জি-মেইল আপনাকে ইয়াহু পুরস্কার দেবে কেন ? আর যদি প্রযুক্তির খবর রাখেন তাহলে ধরেই নেবেন মাইক্রোসফট লটারী বা এধরনের পুরস্কার কখনো দেয় না।

অনেক প্রতারনা ধরা এতটা সহজ না। বিশেষ করে সহজে আয়ের বিষয় যেখানে জড়িত। এভাবে আয় করা যায় একথা ঠিক, কাজেই পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছেন না। মনে হচ্ছে সত্যি হলেও হতে পারে।

প্রতারিত না হওয়ার জন্য বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন এর কথা স্মরন করতে পারেন। তিনি বিজ্ঞানী এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার অনেক কথা প্রবাদের মত সারা বিশ্বে ব্যবহার করা হয়। তার একটি হচ্ছে, এক টাকা বাচানোর অর্থ এক টাকা আয় করা।

আপনি ১০০ টাকা লাভ দেয়ার কথা বলে ১ টাকা খরচ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে গাছ লাগালে বাড়ি দেয়া হবে এমন প্রচারনার সাথে তুলনা করতে পারেন। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের টাকা দিয়েছেনও।

তারচেয়ে বরং সেই একটাকা জমিয়ে সেটাই আয় করুন।

বিশ্বে প্রতারকের অভাব নেই। ইন্টারনেটে পরিচয় গোপন রেখে কাজ করা যায় বলে প্রতারনার সুযোগ তুলনামুলক বেশি। আর যারা সহজে আয়ের পথ খোজেন তাদের প্রতারিত করা তুলনামুলক সহজ।

কিভাবে সহজে আয় করবেন সে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কি করলে প্রতারিত হবেন না, বা ঠকবেন না সেটা জানা জরুরী। আপনি নিশ্চয়ই এমন কাজে নিজের অর্থ-শ্রম-সময় ব্যয় করতে চান না যেখানে ফলাফল শুন্য। নিজের বিনিয়োগ হিসেব করলে মাইনাস।

প্রতারক সবসময়ই সাধারন ব্যক্তিদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান। এমন নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যে আগে থেকে শতর্ক থাকা যায় না। তারপরও কিছু পদ্ধতি সাধারনভাবে প্রতারনার পদ্ধতি হিসেবে স্বিকৃতি পেয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সাবধান রাখতে পারেন।

সাধারনভাবে সহজে আয়ের কথা বলে যে প্রতারনাগুলি করা হয় সেগুলি এমন;

প্রতারনা ১ : আগে টাকা নেয়া

এরই মধ্যে বাংলাদেশে এধরনের প্রতারনা ব্যবসা করা হয়েছে। সহজে বিপুল পরিমান লাভ দেয়া হবে বলে অগ্রিম টাকা নেয়া হয়েছে। আপনি ১০ হাজার টাকা জমা দেবেন, এরপর প্রতিমাসে ক্লিক করে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। আপনাকে বোঝানো হয়েছে আপনি এভাবে ক্রমাগত টাকা পেতেই থাকবেন। মাসে ৩ হাজার হিসেবে বছরে ৩৬ হাজার। জমা টাকার পরিমান ৩০ কিংবা ৪০ হাজার হলে আয়ের পরিমানও বেশি।

আপনাকে হয়ত প্রথম মাসে টাকা দেয়াও হয়েছে। আপনাকে বলা হয়েছে অন্যদের সদস্য বানালে আয় আরো বেশি। আপনার আয় দেখে অন্যরাও টাকা দিয়েছে। ধরুন ১০ জনকে আপনি উতসাহিত করলেন। সেই ১০ জনের মাধ্যমে আরো ১০০ জন। তাদের মাধ্যমে হাজার হাজার।

এবার হিসেবটা দেখা যাক। ১০০ জনের কাছে ১০ হাজার করে টাকা নিলে তারা পাচ্ছে অন্তত ১০ লক্ষ। প্রথম মাসে ৩ হাজার করে ফেরত দিলে তাদের হাতে থাকে ৭ লক্ষ। এটাই তাদের লাভ। এরবেশি ব্যাখ্যা হয়ত প্রয়োজন নেই।

কিছুটা অপ্রাসংগিক মনে হলেও উল্লেখ করতে হচ্ছে, বাংলাদেশে বিপুল পরিমান মানুষের মধ্যে সহজে টাকা আয়ের প্রবনতা রয়েছে। যেকারনে বিভিন্নভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারনার শিকার হয়েছেন। হাজার টাকা জমা দিলে লক্ষ টাকা পাবেন এই কথা শুনে নিজের টাকা দিয়েছেন। ফ্রিল্যান্সার হতে হলে প্রথমেই এই মানষিকতা ত্যাগ করতে হবে। ফ্রিল্যান্সার টাকা নেবেন কাজের বিনিময়ে। যে পরিমান কাজ তারসাথে মানানসই টাকা। কাজ না করে টাকা নেয় একমাত্র ভিক্ষুক এবং একজন ভিক্ষুক চোরের থেকেও নিম্ন পর্যায়ের। চোর অন্তত একটা কাজ দক্ষতার সাথে করে।

ইন্টারনেটে আয়ের জন্য প্রথম শিক্ষা, কাউকে অগ্রীম টাকা দেবেন না। কেউ টাকা চাইলে সেখান থেকে দুরে থাকুন।

বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। পিটিসি নামের যে সাইটগুলি রয়েছে সেগুলি ব্যবহারের জন্য ফরম পুরন করে সদস্য হতে হয়। এরপর তাদের সাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করলে আপনার নামে টাকা জমা হবে। পিটিসি সাইটের কাজ এখানে বিজ্ঞাপন প্রচারকের। একে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন কিংবা টিভির বিজ্ঞাপনের সাথে তুলনা করতে পারেন। আপনি যেহেতু নিজের টাকা খরচ করে (ইন্টারনেট বিল), সময় নষ্ট করে বিজ্ঞাপন দেখবেন না সেকারনে বিজ্ঞাপন দেখার জন্য টাকা দেয়া হয়। মুলত টাকা পিটিসি সাইট দেয় না, দেন বিজ্ঞাপনদাতা। পিটিসি সাইট তাদের কাছে টাকা নিয়ে যিনি বিজ্ঞাপন দেখেন তাকে কিছুটা দেন, বাকিটা নিজেদের লাভের হিসেবে জমা করেন।

কাজেই আপনি যখন ক্লিক করে আয় করছেন তখন তাদেরও আয় হচ্ছে। এটাই তাদের ব্যবসা। কাজেই আপনি বিনা টাকায় সদস্য হয়ে টাকা আয় করবেন এটাই স্বাভাবিক।

টাকা দিয়ে সদস্য হওয়ার হিসেব কিছুটা অন্যরকম। পিটিসি বিশ্বব্যাপি অত্যন্ত জনপ্রিয়। যেকারনে অনেক সাইটে হাজার হাজার, কিংবা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সদস্য হন। একে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে তারা অতিরিক্ত কিছু আয় করে।

হিসেবটা হচ্ছে, আপনি যদি টাকা দিয়ে সদস্য হন (মাসে বা বছরে নির্দিষ্ট ফি দেন) তাহলে বেশি ক্লিক করার সুযোগ পাবেন। বিনা টাকার সদস্য হিসেবে সীমিত সংখক ক্লিক করার সুযোগ পাবেন। আপনার আয় যেহেতু ক্লিকের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল সেহেতু তাদের টাকা দিলে আয়ের সম্ভবনা বেশি।

সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এভাবে, বিনা টাকার সদস্য হয়ে আয় শুরু করুন। যদি আয়কে সন্তোষজনক মনে হয়, সাইটকে নির্ভরযোগ্য মনে হয়, এভাবে আয় চালিয়ে যেতে চান তাহলে পরবর্তীতে টাকা দিয়ে বিশেষ সদস্য হতে পারেন।

ফ্রিল্যান্সিং জব সাইটের হিসেবও অনেকটা একই। আপনি কাজ করে আয় করবেন, সেই আয়ের কিছু তারা রেখে দেবে সার্ভিস চার্জ হিসেবে। সেখানেও কাজ পাওয়ার জন্য টাকা দেবার বিষয় নেই। তবে ফি দিলে অতিরিক্ত সুবিধের ব্যবস্থা আছে। যেমন সার্ভিস চার্জ কম রাখা, বেশি সংখক কাজের জন্য আবেদন করার সুযোগ কিংবা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া। এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেন ফ্রিল্যান্সিং অংশে।

প্রতারনা ২ : ভুয়া সাইট

ভুয়া সাইট বা স্ক্যাম (Scam) সাইট হচ্ছে যারা কাজ করার পর টাকা দেয় না। স্ক্যাম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে নির্দিস্ট করে তাদের কথা বুঝানো হচ্ছে যারা টাকা দেয়ার কথা বলে দেয় না।

টাকা চাইলে দেব না, এই শতর্কতা যারা অবলম্বন করেন তাদের ঠকানোর জন্য উন্নততর কৌশল এটা। তারা টাকা দিতে বলে না, কাজ করতে বলে। কাজ করে যে টাকা জমা হয় সেই টাকা পাওয়া যায় না।

উদাহরন দিয়ে দেখা যাক। ২ ডলার পিটিসি, ৬ ডলার পিটিসি, ১০ ডলার পিটিসি ইত্যাদি নামে কিছু পিটিসি সাইট রয়েছে (বা ছিল)। নাম থেকে ধারনা করা যায় তারা প্রতিবার ক্লিক করলে ২, ৬ বা ১০ ডলার দেবে। আপনি বিনা টাকায় তাদের সদস্য হতে পারেন। টাকা আয় করতে পারেন।

এরপর যা ঘটে, আপনি প্রতিবার ক্লিক করার সাথেসাথে দেখতে পাবেন আপনার একাউন্টে (তাদের সাইটে) টাকা জমা হচ্ছে। আপনি আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে থাকলেন। আপনাকে প্রথমেই শর্ত দেয়া হয়েছে ৬০০০ ডলার বা ১০ হাজার ডলার জমা না হওয়া পর্যন্ত টাকা উঠাতে পারবেন না (নিজের ব্যাংক একাউন্টে পাঠাতে পারবেন না)। এই নিয়মে কখনো আপনার নামে সেই পরিমান টাকা জমা হয় না।

৬০০০ ডলারের লক্ষে কাজ করে হয়ত ৫০০০ ডলার পর্যন্ত জমা করলেন। এরপর একদিন দেখলেন আপনার লগিন পাশওয়ার্ড কাজ করে না। তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানাল সব ঠিক আছে, আবারো চেষ্টা করুন, অথবা নতুন একাউন্ট করুন।

ততদিনে আপনার হয়ত শিক্ষা হয়ে গেছে। এভাবে অন্যরাও একপর্যায়ে শিক্ষালাভ করেন। তখন দেখা যায় সাইটটি উধাও।

আপনি নিশ্চয়ই এভাবে সময় নষ্ট করতে চান না।

আরেকটি উদাহরন ফাষ্ট২আর্ন নেটওয়ার্ক। তাদের অনেকগুলি সাইট রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে খুব সহজেই তাদের সম্পর্ক ধরতে পারেন। কখনো কখনো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য সামান্য টাকা উঠানোর সুযোগ দেয় (হয়ত ২ ডলার)। সেইসাথে আপনাকে বলে টাকা পাওয়ার প্রমান তাদের সাইটে প্রকাশ করতে যেন অন্যরা সেটা দেখে বিশ্বাস করে।

ইন্টারনেটে টাকা আয়ের সময় একথা মনে রাখাই ভাল, সব সাইটকে বিশ্বাস করা যায় না। এদের অনেকেই প্রতারক। কোন সাইটকে কিভাবে যাচাই করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে পরের দিকে।

প্রতারনা ৩ : টাকা দেয়ার সময় বাধা সৃষ্টি করা

এধরনের সাইটকে পুরোপুরি স্ক্যাম বলা কঠিন। এরা সাধারন নিয়ম মেনে কাজ করে, টাকা উঠানোর সময় কখনো কখনো নানা ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়। ফলে অনেকে বিভ্রান্ত হন। একজন কাজ করে ঠিকই টাকা পেয়েছেন আরেকজন পাননি এমন ঘটনা ঘটে। ফ্রিল্যান্সার নামের শীর্ষস্থানীয় সাইটের বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ করেছেন অনেকে।

অভিযোগটা এমন, আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার পর আপনার একাউন্টে টাকা জমা হল। যখন সেই টাকা উঠাতে যাবেন তখন বলা হল আপনার পরিচয় নিশ্চিত করতে। নিজের পরিচয়পত্র, পাশপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি হাতে ধরে ছবি উঠিয়ে পাঠানোর পরও আপত্তি করার উদাহরন রয়েছে।

কিংবা আপনাকে বলা হল যার কাজ (ক্লায়েন্ট) তিনি নিজের পরিচয় নিশ্চিত করেননি। যদিও এটা কোন কারন হতে পারে না। ক্লায়েন্ট তার পরিচয় ফ্রিল্যান্সিং সাইটের কাছে নিশ্চিত করেছেন কি-না সেটা ফ্রিল্যান্সারের খোজ করার বিষয় না। ফ্রিল্যান্সিং সাইটের কাছে যদি সেটা এতই গুরুত্বপুর্ন হয় তাহলে শুরুতেই তাদের সেটা করা

প্রয়োজন ছিল। কাজ বুঝিয়ে দেয়ার পর টাকা দেয়ার সময় এপ্রশ্ন তোলা কেন ? কাজ হয়ে গেছে, টাকা ফ্রিল্যান্সিং সাইটে জমা হয়েছে, এখন সেটা ফ্রিল্যান্সারের প্রাপ্য।

এটা টাকা না দেয়ার পদ্ধতি, অন্যকথায় প্রতারনা। কোন ফ্রিল্যান্সার যখন কাজ করে আয় করেন তখন সেটা তার টাকা। কোন কারনেই সেখানে বাধা সৃষ্টি করা উচিত না। এমনকি কে কাজ করেছেন সেটা নিয়েও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হওয়ার কথা না। কাজ ঠিকমত বুঝে পেলে টাকা ঠিকমত বুঝিয়ে দেয়ার কথা।

একজন ফ্রিল্যান্সারের টাকা অন্যজন উঠানোর কোন সম্ভাবনা নেই, এধরনের প্রতিবন্ধকতা এক ধরনের জালিয়াতি। টাকা উঠানোর ক্ষেত্রে যদি জালিয়াতি হয় তাহলে সেটা কেবলমাত্র সেই সাইটের কারো পক্ষে সম্ভব।

কোন কোন সাইট টাকা দেয়ার বিষয়ে খুবই সচেতন। শুধুমাত্র ইমেইল যাচাই করাই যথেষ্ট, নাম-ঠিকানা বা অন্য কোনকিছু নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। অনলাইনে আয়ের ক্ষেত্রে সেটাই বাঞ্ছনিয়। কাজ যখন ঠিকমত বুঝে পেয়েছেন তখন টাকা দেয়ার সময় মাথা চুলকাবেন কেন ?

কোন সাইটে কাজ করার সময় তাদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কি-না খোজ নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত। যারা কখনো কোন সাইটে প্রতারনার শিকার হন সাধারনত তারা সেটা ইন্টারনেটে কোথাও প্রকাশ করেন। কাজেই খোজ করার বিষয়টি খুব কঠিন না।

ইন্টারনেটে আয়ের অন্যান্য বাধা

ঘরে বসে সহজে আয়, এধরনের প্রচারনার সময় বলা হয় একটি কম্পিউটার থাকাই যথেস্ট। কেউ কেউ আরো একধাপ পেরিয়ে বলেন, ঘরও প্রয়োজন নেই, যখন বেড়াতে যাবেন তখনও আয় করতে পারেন (যদি সাথে ল্যাপটপ থাকে)। কেউ বলেন মোবাইল ফোনে আয় করতে পারেন যে কোন যায়গা থেকে, যখন খুশি তখন।

বাস্তবতা সেকথা বলে না। যদি সত্যিকারের আয় করতে হয় তাহলে সেজন্য নির্দিস্ট পরিকল্পনা থাকতে হয়, নির্দিস্ট সময় বরাদ্দ করতে হয়, নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ করতে হয়, নির্দিষ্ট কাজের যায়গাও ঠিক করতে হয়। তারচেয়েও বড় কথা, নির্দিষ্ট কিছু সুবিধে প্রয়োজন হয়। এমন কিছু যা ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না। বিদ্যুত, ইন্টারনেট ইত্যাদি আপনি ইচ্ছে করলেই ব্যবস্থা করে নিতে পারেন না।

ইন্টারনেট থেকে আয়ের জন্য যে বিষয়গুলি প্রয়োজন সেগুলি মোটামুটি এমন;

১. নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন

আপনি যোগাযোগ করবেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। হয়ত সারাদিনই ইন্টারনেট ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য উন্নতমানের ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। আউটসোর্সিং কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি কিংবা ডিজিটাল বাংলাদেশ যত কথাই বলা হোক, ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়নি। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ওয়াইম্যাক্স চালু করা হয়েছে (অনেকের ভাষায় ৪জি, যদিও ৪জি নামে পৃথক আরেকটি প্রযুক্তি রয়েছে), খোদ ঢাকা শহরে ওয়াইম্যাক্স নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। সম্প্রতি থ্রিজি চালু করা হয়েছে সরকার নিয়ন্ত্রিত মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে। অনেকের অভিযোগ (এবং নিজের অভিজ্ঞতা) তাদের মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কও ঠিকমত কাজ করে না।

আপনি ইচ্ছে করলেই এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারেন না। কিন্তু এটা যখন আপনার পেশার সাথে জড়িত তখন দাবী জানানো আপনার কর্তব্য।

২. ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন

বাংলাদেশে ইন্টারনেটের খরচ অত্যন্ত বেশি। মোবাইল অপারেটর গর্ব করে বিজ্ঞাপন দেয় ১০ মেগাবাইট ১০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি মেগাবাইট ১ টাকা। এই খরচে অনলাইনে আয় করতে হলে অনেক সময় আয়ের টাকার পুরোটাই ইন্টারনেট বিল দিতে চলে যাবে। ভুলে যাবেন না কখনো কখনো অনেক বড় ফাইল আপলোড-ডাউনলোড করা প্রয়োজন হতে পারে। ফটোশপে তৈরী বড় একটি বিলবোর্ড ডিজাইন কয়েকশত মেগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে।

আনলিমিটেড নামে যে সংযোগ দেয়া হয় তার লিমিট ১ গিগাবাইট কিংবা ৫ গিগাবাইট। যদিও নাম আনলিমিটেড। এবিষয়ে সরকারের বক্তব্য, তারা ব্যান্ডউইডথ এর দাম কমিয়েছেন। আইএসপিগুলি দাম কমাচ্ছে না, ব্যান্ডউইডথ পুরো ব্যবহার করছে না। এটুকু ব্যাখ্যা দিয়েই সরকার চুপ। ব্যবসায়ীদের এরকম আচরনের কারনটা সহজেই অনুমেয়। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে বলেন কতভাবে প্রতারনা করা যায় যদি শিখতে চান বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরদের প্রচারনা দেখুন।

এককভাবে ব্যবহারের সময় আপনি এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন কিন্তু যখন আউটসোর্সিং এর সাথে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের সম্পৃক্ততার কথা বলা হচ্ছে তখন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

৩. বিদ্যুত প্রয়োজন

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত ছাড়া আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন না। একজন ফ্রিল্যান্সারকে সময়ের

সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে হয় । যে কাজ নির্দিষ্ট কয়েক ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে সেকাজ ঘন্টাপ্রতি লোডসেডিং এর মধ্যে করতে পারেন না ।

৪. অর্থ লেনদেন সহজ হওয়া প্রয়োজন

আপনি সমস্ত কাজ করবেন ইন্টারনেট ব্যবহার করে, অর্থ পাওয়ার (এবং প্রয়োজনে দেয়ার) কাজটিও ইন্টারনেটেই সারবেন এটাই স্বাভাবিক । উন্নত দেশগুলিতে মানুষ ব্যাংকে যায় না, পকেটে টাকা নিয়ে বেড়ায় না । সব যায়গায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে । সরকারের পক্ষ থেকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে বাধ্য করা হয় । তাদের যুক্তি, এভাবে লেনদেনের রেকর্ড থাকে । তথ্য ফাকি দেয়া যায় না ।

অদ্ভুতভাবে, বাংলাদেশে বিপরীত ধারনা পোষন করা হয় । বলা হয় যদি অনলাইনে লেনদেনের সুযোগ দেয়া হয় তাহলে অবৈধ লেনদেন হবে ।

অনলাইনে কাজ করে টাকা পাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড এবং পে-পল নামের বিনামুল্যের অনলাইন ব্যাংকিং । বাংলাদেশে পে-পল ব্যবহার নিষিদ্ধ, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে এত বেশি শর্ত যে সাধারন মানুষের নাগালের বাইরে (দেশের মধ্যে প্রচলিত কার্ডগুলিকে এরসাথে গুলিয়ে ফেলবেন না । এগুলি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহার করা যায় না । এমনকি দেশে ব্যবহারের জন্য প্রথমে এটিএম খোজ করতে হয় । দোকানে টাকাই দিতে হয়) ।

এই ব্যবস্থার ফল হিসেবে যারা অনলাইনে আয় করেন তাদের সবাইকে বিকল্প পথের খোজ করতে হয় । কাউকে অন্যের হাত ঘুরিয়ে টাকা আনতে হয় । এটা একদিকে তাদের জন্য হয়রানি, অন্যদিকে সরাসরি টাকা পেলে সরকারের ঘরে যেটুকু জমা হতে পারত সেটা হয় না । বাস্তবতা যাচাই করার জন্য যারা অনলাইনে কাজ করেন তাদের টাকা পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করুন । নিশ্চিতভাবেই তারা স্পষ্ট উত্তর দেবেন না । এতটা গোজামিল রেখে দেশের প্রধান আয়ের উৎস বিকাশলাভ করে না ।

কখনো কখনো সরকার কিংবা কিছু বিশেষজ্ঞ বিষয়টি পাশ কাটানোর জন্য বলেন, কাজ তো চলছে । বিষয়টা এমন, পথের মাঝখানে দেয়াল রয়েছে তাতে কি, সেটা টপকে যাওয়া যায় । কিংবা পাশকাটিয়ে যাওয়া যায় । সেভাবে যান ।

সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরী হয় যখন কেউ আগে থেকে এবিষয়ে সচেতন না হন । কাজ করার পর দেখা যায় তারা যে পদ্ধতিতে টাকা দেয় সেই পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ তার নেই । তার পরিশ্রমের টাকা অন্যের হাতে থেকে যায় ।

আপাতত এটুকু পরামর্শ দেয়া যেতে পারে, আগে টাকা দেয়ার পদ্ধতি খোজ নিয়ে তারপর কাজে হাত দিন। কিন্তু এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। এখানে পরিবর্তণ প্রয়োজন।

৫. ব্যাংকিং ব্যবস্থা সহজ হওয়া প্রয়োজন

অনলাইনে কাজ করে আপনি ক্যাশ টাকা আশা করতে পারেন না। এক পর্যায়ে আপনাকে ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে হবে। কাজটি কারো কারো জন্য সহজ, সকলের জন্য না। অন্য কথায়, ব্যাংকে যদি আপনার কোটি টাকা থাকে ব্যাংক আপনার পেছনে ছুটবে। যদি অল্প টাকা হয় তাহলে আপনি সেবা পাওয়ার যোগ্য নন। যারা মাসে কয়েকশ ডলার আয় করেন তারা গুরুত্বপুর্ন ক্লায়েন্ট নন। ডলার থেকে টাকায় পরিবর্তনের সময় নির্দিষ্ট নিয়ম না মানা, অতিরিক্ত টাকা কেটে নেয়া সাধারন অভিযোগ। বাংলাদেশে বর্তমানে ডলারের দাম ৮২ টাকার ওপর। কোন কোন ব্যাংক ৬৫ টাকা পর্যন্ত দেয়। এটা প্রকাশ্য ডাকাতি। অভিযোগ করার কোন যায়গা নেই, করলেও ফায়দা নেই। তাদের আচরন দেখে মনে হয় তারা মনে করেন ফ্রিল্যান্সার পরিশ্রম করে আয় করেননি, চুরি করেছেন।

বাংলাদেশের বিষয় হচ্ছে, বেসরকারী বানিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কত সাধারন মানুষ জানে না। বরং নতুন কতগুলি ব্যাংক অনুমতি পাচ্ছে সেটাই খবর। এদের প্রত্যেকের কার্যক্রম মুলত ঢাকা ভিত্তিক। এর বাইরে প্রধান শহরগুলিতে কিছুটা উপস্থিতি রয়েছে। তাদের মুল লক্ষ কোটিপতি ব্যবসায়ি ক্লায়েন্ট পাওয়া। অভিজাত এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সদস্য কোজ করেন। মুল লক্ষ একটাই, তাদের কাছে টাকা জমা রাখা।

যদি দেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সিংকে ভুমিকা রাখতে হয় তাহলে ব্যাংককে গ্রাম পর্যায়ে নিতে হবে। গ্রামে বসেই কেউ ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন। সত্যি বলতে কি, শহরের চেয়ে ভালভাবে পারেন।

বাংলাদেশে জাতিয় পরিচয়পত্র (কারো ভাষায় ভোটার আইডি) তুলনামুলক নতুন। যাদের থাকার কথা তাদের অনেকের নেই, যাদের বয়স ১৮ এর নিচে তাদের থাকার প্রশ্নই আসে না। সরকারীভাবে জাতিয় পরিচয়পত্র ব্যবহার বাধ্যতামুলক না। ব্যাংকে বাধ্যতামুলক। কাগজে কলমে মোবাইল ফোন ব্যবহারেও বাধ্যতামুলক, যদিও খোজ করলে পাওয়া যাবে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাদের অধিকাংশের বয়স ১৮ এর নিচে। অধিকাংশ মোবাইল ফোনের রেজিষ্ট্রেশন নেই। যে আইন মানা হয় না সেই আইন কেন প্রয়োজন তা আইননির্মাতাই জানেন।

অন্যকথায় বর্তমান নিয়মে অনলাইনে আয় করার আগে বয়স ১৮ হতে হবে, পরিচয়পত্র হাতে পেতে

হবে। এরচেয়ে কমবয়সী যারা ছাত্র অবস্থায় আয় করতে চান তারা এপথে পা বাড়াবেন না। কারন ব্যাংক একাউন্ট করার সুযোগ পাবেন না, আয় করলেও টাকা হাতে পাবেন না।

জাতিয়ভাবে যখন অনলাইনে আয়ের কথা বলা হচ্ছে এর ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। মফস্বল শহর কিংবা গ্রাম থেকে কেউ যেন সহজে টাকা উঠাতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। একজন ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা উঠিয়ে নিয়ে যায়, আপনারা বাধা দেন না, আরেকজন পরিশ্রম করে উপার্জিত ১০০ ডলার আপনাদের মাধ্যমে উঠাবেন (আপনাদের ফি দিয়ে) তাকে বাধা দেবেন, এটা কখনো নিয়ম হতে পারে না।

৬. শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন

আপনি যখন অনলাইনে কোন কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করছেন তখন একই চেষ্টা করছে সারা বিশ্বের মানুষ। সমস্ত বিশ্বই আপনার প্রতিদ্বন্দি। যার দক্ষতা বেশি তিনি প্রতিদ্বন্দিতায় জিতবেন এটাই স্বাভাবিক। এদিক থেকে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে।

কারনটাও সহজে অনুমেয়। আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন যিনি সেই বিষয়ে গ্রাজুয়েট। আপনার গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে পড়ার সুযোগ নেই। সরাসরি কাজে লাগাতে পারেন এমন কোন বিষয়েই পড়ার সুযোগ নেই। গ্রাফিক ডিজাইন, এনিমেশন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয় হয় এই ধারনাই তৈরী হয়নি।

বিকল্প পথ থাকে বেসরকারী ট্রেনিং সেন্টার। এখানে সমস্যা ভিন্ন ধরনের। আমেরিকায় এনিমেশন বিষয়ে ৬ মাসের প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্সের খরচ কয়েক হাজার ডলার থেকে লক্ষ ডলার পর্যন্ত। এই কোর্স করলে আপনি সরাসরি কাজের জন্য তৈরী হতে পারেন। কারন যারা প্রশিক্ষন দেন তারা নিজেরা পেশাদার। কাজের জন্য যাকিছু প্রয়োজন সবই তারা শেখান।

বাংলাদেশে সমস্য দুদিকে, প্রথমত বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য অনেকের নেই। অন্যদিকে টাকা দিয়ে কোর্স করলেও আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হবে, কিংবা আপনি শিখবেন এই নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশের শিক্ষা অনেকটাই সার্টিফিকেট এবং ব্যবসা নির্ভর। যার টাকা আছে তিনিই ভর্তি হবেন, বিষয়টি তারজন্য মানানসই কিনা যাচাই করা হবে না। একসময় হাতে সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেয়া হবে। শিক্ষার্থীর মানষিকতাও সেভাবে গড়ে ওঠে। সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে নিজেকে যোগ্য ধরে নেন। অথচ এধরনের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন কাজকে গুরুত্ব দেয়া। সত্যিকারের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বাস্তব

কাজ শেখা। কোথায় পড়েছেন বা কি শিখেছেন এপ্রশ্ন না করে প্রশ্ন করা প্রয়োজন ছিল কোন কাজ সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারেন। সেটা করে দেখান।
এধরনের পেশাদারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না। শুরুটা এখনই হওয়া প্রয়োজন।

৭. কাজের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন
তুলনামুলক অল্প সময়ে তৈরী হওয়া বাংলাদেশে টিভি বিজ্ঞাপনের মান অত্যন্ত উচু, অনেক টিভি অনুষ্ঠান উচু মানের, দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্র ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এটাই বলে দেয় কাজের সুযোগ কি পরিবর্তন আনতে পারে।
টিভির জন্য কাজ করলে টাকা পাওয়া যায়। শতশত প্রোডাকশন হাউজ গড়ে উঠেছে একারনেই। এনিমেশন, ভিডিও এডিটিং বা গ্রাফিক ডিজাইন করলে অর্থ-সন্মান পাওয়া যায় বলে এদিকে যত সহজে কেউ আকৃষ্ট হয় তত সহজে প্রোগ্রামিং এ হয় না। কারন প্রোগ্রামার এর চাহিদা নেই।
আরেকটি উদাহরন দেখা যেতে পারে। একজন ভাল ক্রিকেটার যথেষ্ট আয়ের সুযোগ পান, যেকারনে শিশু-কিশোররা ক্রিকেটার হতে চায়। বাংলাদেশের ক্রিকেট দ্রুত উন্নত হচ্ছে। ফুটবলার আয়ের জন্য পরিচিত নন বলে কেউ ফুটবলার হতে চায় না। অথচ একসময় ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা ছিল, ঢাকার একজন ফুটবলারের আয় দেখে কলকাতার ফুটবলার আক্ষেপ করত।
যে কোন কাজের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আগ্রহ। অনলাইনে কাজের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরের ধাপ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা। স্থানীয়ভাবে কাজ করার সুযোগ না থাকলে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সুযোগ থাকে না। টিভি যেভাবে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সেভাবে অন্য কাজগুলিকেও ব্যবসা বা আয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রচারনা চালানো হয়। কর্মশালা থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমে ফলাও প্রচার করা হয়। আশ্চর্য্যজনকভাবে সমস্যার সমাধানের কথাগুলি বলা হয় না। বরং বাংলাদেশ থেকে কত সংখ্যক আগ্রহি মানুষ কোন ফ্রিল্যান্সিং সাইটের সদস্য হয়েছেন সেকথা বলা হয়।
সদস্য হওয়া খুব সহজ। যে কোন সময় যে কেউ হতে পারে। কাজ করে সফলতা লাভ করা কঠিন। সেই পরিসংখ্যান দেখার ব্যবস্থা থাকলে হয়ত জানা যেত বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়।
এটুকু বলা যথেষ্ট, এই সমস্যাগুলির সমাধান না করে খুব ভাল ফল আশা করা বোকামী।

ইন্টারনেটে আয় : শুরু করুন এখনই

এখনই ইন্টারনেটে আয় শুরু করতে চান ? সম্ভব। সরাসরি কম্পিউটারের সামনে বসে কয়েক মিনিটেই টাকা আয় করতে পারেন। টাকার পরিমান কিংবা কখন সেই টাকা হাতে পাবেন সেবিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, আয় নিশ্চিত। ফ্রিল্যান্সিং থেকে আয়ের জন্য বিশেষ কোন বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন হয়। সেজন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ প্রস্তুতি। এরপর নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ করা। সেই পর্যায়ে যাওয়ার আগেই যদি কিছু আয় করতে চান তাহলে এই পদ্ধতিগুলি কাজে লাগাতে পারেন। ইন্টারনেট থেকে আয় করা যায় একথা বোঝার জন্য, কিংবা দীর্ঘ সময় ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য এগুলি কার্যকর।

সমস্যার কথাও আগেই জানিয়ে রাখা ভাল। এভাবে আয়ের পরিমান অত্যন্ত কম। একে কখনোই পেশা হিসেবে ধরে নিতে পারেন না। বরং অন্য আয়ের সাথে কিছুটা বাড়তি আয় বিবেচনা করতে পারেন।

শুরু করবেন যেভাবে

শুরু করার জন্য আপনার প্রাথমিক কিছু বিষয় প্রয়োজন। অন্তত ব্যবহারযোগ্য একটি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ। কাজের জন্য কিছুটা সময় এবং যায়গা। যে কাজই করুন, মনোযোগ দিয়ে করা ভাল। নিজের বাড়িতে কাজ করার সময় অন্যরা যেন বিরক্ত না করে সেটাও নিশ্চিত হয়ে নিন। এরপর আয়ের জন্য কাজ শুরু করুন।

১. ইমেইল একাউন্ট না থাকলে তৈরী করে নিন

ইন্টারনেট মাধ্যমে যে কোন যায়গায় কাজের জন্য যোগাযোগের মাধ্যম ইমেইল। কোথাও সদস্য হতে হলে অন্য কিছু প্রয়োজন না হোক, অন্তত ইমেইল এড্রেস প্রয়োজন হবে। যদি ইমেইল একাউন্ট না থাকে তাহলে তৈরী করে নিন।

বিনামুল্যের ইমেইল ব্যবস্থার জন্য মাইক্রোসফট, গুগল এবং ইয়াহু জনপ্রিয়। কাজের জন্য অনেকে নির্দিষ্ট করে গুগল (জি-মেইল) ব্যবহারের পরামর্শ দেন। সেটা ব্যবহার করাই ভাল।

যদি আগে থেকে অন্য ই-মেইল ব্যবহার করেন তাহলেও কাজের জন্য পৃথক আরেকটি একাউন্ট তৈরী করে নিতে পারেন।

ই-মেইল একাউন্ট তৈরী করা খুব সহজ। তাদের সাইটে গিয়ে নাম, ঠিকানা, পাশওয়ার্ড ইত্যাদি দিয়ে ফরম পুরন করতে হয়। ভালভাবে পড়ে ধীরেসুস্থে ফরম পুরন করলে সমস্যা হওয়ার কথা না। এরপরও সমস্যা হলে এখানে দেয়া টিউটোরিয়াল অনুসরন করুন।

২. অনলাইন ব্যাংকিং একাউন্ট তৈরী করুন

অনলাইনে কাজ করে টাকা পাওয়ার জন্য অনেকগুলি পদ্ধতি রয়েছে। এবিষয়ে বিস্তারিত লেখা রয়েছে পরের দিকে। সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ই-মেইল ভিত্তিক ব্যাংকিং একাউন্ট ব্যবহার করা।

বাংলাদেশে পে-পল ব্যবহার করা যায় না। তাদের সাইটে বাংলাদেশে নাম নেই দেখে অনেকে অন্য দেশের নাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। একাজ কখনো করবেন না। বাংলাদেশ থেকে তাদের সাইটে ঢুকলে আপনার আইপি এড্রেস থেকে সেটা তারা জানবে। সেখানে জমা হওয়া টাকা কখনো উঠানোর সুযোগ পাবেন না।

পিটিসি ধরনের সহজে আয়ের সাইটগুলি সাধারনত পে-জা (আগের নাম এলার্ট-পে) ব্যবহারের সুযোগ দেয়। কিছু ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে টাকা উঠানোর জন্য মানিবুকারস ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশ থেকে এদুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। আপনার দুই একাউন্টই প্রয়োজন হতে পারে।

পেজা কিংবা মানিবুকারস এর একাউন্ট তৈরীর জন্য তাদের সাইটে গিয়ে ফরম পুরন করতে হয়। এখানে নাম-ঠিকানা ইত্যাদির সাথে ইমেইল এড্রেস দিতে হয়। এখানে যে ইমেইল এড্রেস ব্যবহার করবেন সেটা ব্যবহার করে টাকা গ্রহন করবেন।

তারা ইমেইল এড্রেস নিশ্চিত করার জন্য একটি লিংক সহ মেসেজ পাঠায়। ফরম পুরন করার পর ই-মেইল ওপেন করে সেই লিংকে ক্লিক করুন। নিশ্চিত করার কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (কয়েক ঘন্টা) করতে হয়। একাউন্ট তৈরীর সাথেসাথেই একাজটিও করে ফেলুন।

এদের সদস্য হওয়ার সময় ব্যাংকের তথ্য না দিলেও চলে। একাউন্ট তৈরী হলে সেখানে টাকা জমা করতে পারবেন, সেখান থেকে অনলাইনে কেনাকাটাও করতে পারবেন। টাকা উঠানোর সময় ব্যাংকের তথ্য দিয়ে টাকা উঠালে আপনার ব্যাংকে জমা হবে। সেকারনে এখানে নাম-ঠিকানা দেয়ার সময় নির্ভুল তথ্য দিন।

অনেকে অনলাইন একাউন্ট ব্যবহারের জন্য পৃথক ই-মেইল ব্যবহার করেন। আপনিও সেটা করতে পারেন।

এধরনের একাউন্টে টাকা পাওয়ার জন্য একাউন্টের ইমেইল এড্রেস দিতে হয় । সেখানে টাকা পাঠালে একাউন্টে টাকা জমা হবে এবং আপনার ইমেইলে একটি মেসেজ দিয়ে আপনাকে নিশ্চিত করা হবে ।
শতর্কতা : আপনার একাউন্ট নাম এবং পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে যে কেউ আপনার একাউন্টের টাকা খরচ করতে পারে । এই তথ্যগুলি কখনও কাউকে দেবেন না । এমনকি কোন সাইট যদি কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দিতে বলে তখনও না । কোন ভাল কারনে কারোই এই তথ্য প্রয়োজন হওয়ার কথা না ।

৩. নির্দিষ্ট সাইটে দিয়ে সদস্য হোন
আপনি ইন্টারনেটে টাকা খোজ করছেন না, কাজ খোজ করছেন । আপনাকে এমন কোন সাইটের সদস্য হতে হবে যারা আপনাকে কাজ দেবে । সেটা বিজ্ঞাপনে ক্লিক করাই হোক অথবা অন্য কাজই হোক (একটু পরই উদাহরন দেয়া হচ্ছে) ।
যে সাইটে কাজ করতে চান তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিন সেটা ব্যবহার করার উপযোগি কি-না । তাদের সাইটে গিয়ে একই নিয়মে ফরম পুরন করে সদস্য হোন । অনেক ক্ষেত্রেই আপনাকে মেইল পাঠিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে নিশ্চিত করার জন্য । ফরম পুরন করার পর ইমেইল দেখুন এবং তাদের দেয়া লিংকে ক্লিক করুন ।
কখনো কখনো তাদের পাঠানো মেইল জাংক মেইল হিসেবে জমা হতে পারে । যদি সরাসরি মেইলবক্সে মেইল না পান তাহলে সেখানে খোজ করুন ।

৪. কাজ করুন
আপনি যেখানে সদস্য হয়েছেন তাদের সাইটটি ভালভাবে দেখুন, কাজের নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়ে বুঝুন । এরপর আয় করার জন্য যা যা করতে বলেছে সেগুলি করুন ।
প্রতিটি সাইটের কাজের ধরন ভিন্ন ভিন্ন । সেকারনে প্রতিটি সাইটের নিজস্ব নির্দেশ পড়া জরুরী ।
সেইসাথে কিভাবে বেশি আয় করা যায় এধরনের নানা পরামর্শ দেয়া থাকে তাদের সাইটে । সেগুলি পড়ে নিন ।
যদি পিটিসি সাইটে কাজ করেন তাহলে কাজ করার সাথেসাথেই আপনার একাউন্টে জমা টাকার পরিমান দেখতে পাবেন ।

সহজে আয়ের নির্ভরযোগ্য কিছু পদ্ধতি

সহজে আয় বলতে এমন কাজ করা বুঝায় যার জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন হয় না। এজন্য পিটিসি বা ক্লিক করে আয় সবচেয়ে জনপ্রিয়। আলোচনাও শেখান থেকে শুরু করা যাক। জনপ্রিয় এবং প্রতিষ্ঠিত পিটিসি সাইট ক্লিক্সসেন্স বলে, আপনার পোষা বেড়ালকে যদি ক্লিক করতে শেখান এবং তাকে দিয়ে ক্লিক করান তাতেও তাদের আপত্তি নেই। আপনি টাকা পাবেন।

ক্লিক করার পাশাপাশি এই সাইটগুলি অন্যান্য কিছু কাজের সুযোগ দেয়। যেমন ইউটিউবে নির্দিষ্ট ভিডিও দেখা এবং ভোট দেয়া, টুইটারে নির্দিস্ট কাউকে ফলো করা, নির্দিষ্ট সফটঅয়্যার ডাউনলোড করে ইনষ্টল করা ইত্যাদি ছোট কিছু কাজ করে আয় করতে পারেন। এসব থেকে আয় ক্লিক করে আয়ের চেয়ে বেশি। লক্ষ করলে দেখবেন এদের প্রতিটিই ব্যবসায়িক প্রচারের জন্য। মুলত বিভিন্নভাবে ব্যবসার পরিচিতি বাড়ানো বা বিজ্ঞাপন প্রচার করে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এসব করা হয়।

এধরনের সাইট থেকে আয়ের একটি বড় উৎস তাদের লিংক প্রচার করা (এফিলিয়েশন)। সদস্য হলে আপনার জন্য একটি লিংককোড পাবেন। ব্লগ, ইমেইল, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে সেই লিংক প্রচার করতে পারেন। যারা সেই লিংকে ক্লিক করে সদস্য হবেন তারা যে আয় করবেন তার অংশ আপনার নামে জমা হবে। বিশেষ করে যারা ব্লগ পরিচালনা করেন তাদের জন্য আয়ের বড় সুযোগ হতে পারে এই ব্যবস্থা। কয়েকশত কিংবা কয়েক হাজার সদস্য তৈরী করে দিলে নিজে কিছু না করেও ভাল আয় করা সম্ভব।

পিটিসি এবং অন্যান্য আয়ের ভাল দিক মন্দ দিক দুইই রয়েছে। এখানে বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

সহজে আয়ের সাইটের ভাল দিক

১. সহজ আয়
   যেমন বলা হয় তেমনি আয় আসলেই সহজ। আপনার কোন দক্ষতা প্রয়োজন নেই।
   কম্পিউটার/মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলে যে কেউ যে কোন সময় আয় করতে পারেন।

২. যে কোন সময় কাজ করা যায়
   আপনি কখন কাজ করবেন, কতক্ষন কাজ করবেন এধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইচ্ছে হল কাজ করলেন, ইচ্ছে হল করলেন না এই নিয়মে কাজ করতে পারেন। দিনের যে কোন সময় তাদের সাইটে গিয়ে কিছুক্ষন কাজ করতে পারেন।

৩. সহজ সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা
এধরনের সাইটে সদস্য হওয়া খুবই সহজ। মুলত ই-মেইল এড্রেসটাই জরুরী। বাকি কোনকিছু নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। এমনকি নাম নিয়েও না। টাকা দেয়ার সময়ও সাধারনত প্রতিষ্ঠিত সাইটগুলি গড়িমসি করে না।

৪. আলাদা খরচ নেই
ইন্টারনেট ব্যবহার ছাড়া আলাদাভাবে কোন ফি দিতে হয় না। অবশ্য ফি দিয়ে সদস্য হলে আয় বাড়ানো যায়।

সহজে আয়ের সাইটের মন্দ দিক

১. আয় একেবারেই কম
কেউ যদি বলে অমুক সাইট থেকে ক্লিক করে মাসে ২০০ ডলার আয় করা সম্ভব, জানবেন তিনি বাস্তবতা জানেন না অথবা কোন কারনে মিথ্যে বলছেন। পিটিসি মুলত বিজ্ঞাপন পরিবেশন করে। টাকার মুল উৎস বিজ্ঞাপনদাতা। তারা চুক্তি করেন হয়ত ১ হাজার ডলারে ১ লক্ষ ক্লিকের। এর অর্ধেক টাকাও যদি আপনাকে দেয়া হয় তাহলেও ১ হাজার ডলার আয়ের জন্য আপনাকে ২ লক্ষ ক্লিক করতে হয়। সেটা বাস্তবসম্মত না। আপনাকে সবগুলি ক্লিক করার সুযোগও দেয়া হবে না। আপনার মত অন্য যারা আছেন তাদের মধ্যে ভাগাভাগির কারনে আপনি অল্পসংখ্যক ক্লিক করার সুযোগ পাবেন।

২. ভুয়া সাইটের সংখ্যা খুব বেশি
যারা ইন্টারনেটে আয় করতে চান তারা প্রথমেই আগ্রহ দেখান পিটিসি-র দিকে। তাদের অনভিজ্ঞতাকে পুজি করে সহজে ঠকানো যায়। অনেক সাইট একে পুজি করে ঠকবাজি ব্যবসা করে। বেশি টাকা দেয়ার কথা বলে কাজ করায়, টাকা দেয় না। কিছুদিন এভাবে টাকা আয় করার পর সাইটগুলি বন্ধ হয়ে যায়, নতুন নামে আরেকটি সাইট খুলে একই কাজ শুরু করে।

৩. কাজের ইচ্ছে নষ্ট করে
পিটিসি সাইট সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই সাইটগুলি মানুষকে কর্মবিমুখ করে। ব্যবহারকারীদের সবসময়ই বুঝানো হয় আরেকটু চেষ্টা করলে অনেক বেশি আয় করা যাবে। বাস্তবে

সেটা হয় না। যারা আগেই এই বিষয়টি বোঝেন তারা পিটিসি বিষয়টি মাথা থেকে বিদায় করে সত্যিকারের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন এবং কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেন।

পিটিসি সাইট ব্যবহারে সতর্কতা

ভাল এবং মন্দ দুদিক বিবেচনা করে যদি সিদ্ধান্ত নেন পিটিসি সাইট ব্যবহার করবেন তাহলে বিশেষ কিছু বিষয়ে সাবধান হওয়া ভাল। অন্তত পরিশ্রম যখন করছেন তখন সেটা যেন একেবারেই বৃথা না যায় সেটা নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রতিটি পিটিসি সাইটের নিয়ম আলাদা। তারপরও সাধারনভাবে কিছু নিয়ম সকলের জন্যই কার্যকর।

১. সঠিক সাইট ব্যবহার করুন
   কিছু পিটিসি সাইট প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসায় রয়েছে। টাকা দেয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এধরনের নির্ভরযোগ্য সাইট ব্যবহার করুন। কোন সাইট সম্পর্কে জানার জন্য সেই সাইটের নাম লিখে রিভিউ সার্চ করুন। কেউ উপকার পেলে সেগুলি যেমন লিখে প্রকাশ করেন তেমনি প্রতারিত হলে সেটাও প্রকাশ করেন। ভাল মন্তব্য না পাওয়া পর্যন্ত কোন সাইট ব্যবহার না করাই উত্তম।
   ptc-investigation.com নামে একটি ওয়েবসাইটে সব ধরনের পিটিসি সাইটের বিশ্লেষন পাবেন। অন্তত এখানে তাদের রিভিউ পড়ে ঠিক করে নিন কোনটি ব্যবহার করা যাবে, কোনটি থেকে দুরে থাকতে হবে। তারা কোন কোন সাইট ব্যবহার করতে বলে, কোনটি থেকে দুরে থাকতে বলে।
২. আয়ের বিষয়টি কতটা নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করুন
   ক্লিকপ্রতি আপনাকে সর্বোচ্চ দেয়া হতে পারে ০.০২ ডলার। কেউ যদি এরথেকে বেশি দেয়ার কথা বলে জানবেন সেটা মিথ্যে। ক্লিক করার জন্য এধরনের বিজ্ঞাপনও আপনাকে প্রচুর পরিমানে দেয়া হবে না। দিনে হয়ত কয়েকটি এধরনের বিজ্ঞাপন পাবেন ক্লিক করার জন্য, বাকিগুলির জন্য দেয়া হবে ০.০০১ ডলার। অর্থাৎ ১ ডলার আয়ের জন্য আপনাকে ১ হাজার বিজ্ঞাপন দেখতে হবে। এই আয় গ্রহনযোগ্য মনে হলে তবেই এভাবে আয়ের কাজে হাত দিন।
৩. তাদের নিয়ম মেনে চলুন
   যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে তাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে। অনেক পিটিসি সাইট এক পরিবার

থেকে একজনকে ব্যবহারের সুযোগ দেয় । এটা যাচাই করার পদ্ধতি একেকজনের একক রকম । । কেউ ইন্টারনেটের আইপি এড্রেস, কেউ নির্দিষ্ট কম্পিউটার, কেউ বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে যাচাই করে । এই নিয়মে গড়মিল করলে একাউন্ট বাতিল করা হবে এবং আয়ের জমা টাকাগুলি পাওয়া যাবে না ।

সহজে আয়ের নির্ভরযোগ্য কিছু যায়গা

সহজে আয়ের সাইটগুলির বড় একটি অংশ ভাওতাবাজির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে, অন্যকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজেরা ধনী হয় একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ যে পদ্ধতিতে আয়ের কথা বলা হয় সেটি স্বিকৃত, গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি । কেউ কেউ নিষ্ঠার সাথে এই ব্যবসা করছেন । অন্যদের আয়ের সুযোগ করে দিয়ে নিজেরা আয় করছেন ।

ইন্টারনেটে সার্চ করে, বিভিন্ন যায়গায় তাদের সম্পর্কে পড়ে ধারনা পেতে পারেন কোন সাইটের ওপর নির্ভর করা যায় । তাদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা দেয়ার জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের সাইটের ব্যবহারপদ্ধতি তুলে ধরা হচ্ছে এখানে;

কেসষ্টাডি : ক্লিক্সসেন্স (clixsense.com)

পিটিসি ব্যবহারকারীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ক্লিক্সসেন্স । যে কারনগুলির জন্য ক্লিক্সসেন্স সকলের কাছে গ্রহনযোগ সেগুলি হচ্ছে;

১. বিশ্বাসযোগ্য

সাধারনভাবে হিসেব করা হয় কোন সাইট দুবছর পুরনো হলে তাকে বিশ্বাস করা যায় । ক্লিক্সসেন্স কাজ করছে ২০০৭ সাল থেকে । এই সময়ে তারা অনিয়ম করেছেন এমন অভিযোগ করা হয়নি । যারা পিটিসি সাইট রিভিউ করেন তাদের হিসেবে একে বলা হয় এলিট সাইট ।

২. ব্যবহার সহজ

ক্লিক্সসেন্স ব্যবহার খুব সহজ । তাদের সাইটে গিয়ে ফরম পুরন করে সদস্য হোন, আয় শুরু করুন । সদস্য হওয়ার পর নিজের বাড়ির কম্পিউটার, অফিসের কম্পিউটার, সাইবার ক্যাফে যে কোন যায়গা থেকে এই সাইট ব্যবহার করা যায় ।

তাদের অন্যান্য নিয়মও সহজ। ৯০ দিনে একবার সাইটে ঢুকলেই একাউন্ট চালু থাকবে। রেফারেল আয়ের জন্য যারা ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই নিয়ম সুবিধাজনক। অনেক সাইটে রেফারেল আয় পাওয়ার জন্য প্রতিদিন সাইটে ঢুকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লিক করতে হয়, তাদের সাইটে সেই প্রয়োজন নেই।

৩. বিনামুল্যে ব্যবহারযোগ্য, সদস্য ফি কম

বিনামুল্যে সাধারন সদস্য হয়ে টাকা আয় শুরু করতে পারেন। প্রিমিয়াম মেম্বারশিপের জন্য বছরে ১৭ ডলার দিতে হয়। এই ফি অনেকের তুলনায় কম। যেমন মাই ব্রাউজার ক্যাশের সিলভার এবং গোল্ড মেম্বারশিপের মাসিক ফি ১৫ এবং ২৫ ডলার।

এই সাইটে ১৭ ডলার আয় করে সেই টাকায় ১ বছরের প্রিমিয়াম সদস্যপদ কেনা যায়।

৪. অন্যান্য আয়ের সুযোগ

সরাসরি ক্লিক করা ছাড়াও অন্যান্য বেশকিছু পদ্ধতিতে আয়ের সুযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ক্লিক্সগ্রিড নামে ব্যবস্থা যেখানে বিভক্ত করা ছবির অংশের ওপর ক্লিক করতে হয়। মুলত ছবির প্রতিটি অংশ একেকটি বিজ্ঞাপনের লিংক। বিশেষ অংশে ক্লিক করলে ৫ ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লিক করে বিজ্ঞাপন দেখার বিনিময়ে কিছু পাবেন না।

এছাড়া অফার এবং টাস্ক নামে দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলি থেকে আয় ক্লিক করে আয়ের থেকে তুলনামুলক বেশি। অফারে বিশেষ কোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিশেষ সুবিধে দেয়া হয়, টাস্কে ছোট কাজ করতে হয়। এরমধ্যে রয়েছে কিছু বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে সাজানো, নির্দিস্ট কিছু সার্চ করা ইত্যাদি। কাজগুলি কিভাবে করতে হয় শেখানোর জন্য টিউটোরিয়াল রয়েছে তাদের সাইটেই।

৫. ৮ লেভেল পর্যন্ত রেফারেল আয়

তাদের লিংক ব্যবহার করে অন্যকে সদস্য করে দিলে তার আয়ের অংশ পাওয়া যায়। বিশেষ করে ব্লগারদের জন্য এই পদ্ধতি লাভজনক। সাধারন সদস্যের জন্য শুধুমাত্র একজন (ডিরেক্ট রেফারেল) ব্যবহারের ব্যবস্থা আর প্রিমিয়াম মেম্বারদের জন্য এই সুযোগ ৮ লেভেল পর্যন্ত। অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে যিনি সদস্য হবেন তার মাধ্যমে যারা সদস্য হবে তাদের আয়ের অংশও পাবেন। পরবর্তী ৮ লেভেল পর্যন্ত আপনি টাকা পেতে থাকবেন। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) যে নিয়মে কাজ করে সেই নিয়মে।

ব্লগ ছাড়াও ফেসবুক, টুইটার, ইমেইল কিংবা অন্যের সাইটে মন্তব্য লেখার সময়ও অনেকে লিংক প্রচার

করেন । যারা সচেতনভাবে এধরনের প্রচার করেন এবং অন্যদের সদস্য বানাতে পারেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজের ক্লিক করা আয়ের থেকে রেফারেল আয় অনেক বেশি হয় ।

৬. টাকা উঠানো সহজ

টাকা পাওয়ার জন্য পে-জা ব্যবহার করা যায় । ১০ ডলার জমা হলে ক্যাশআউট লিংকে ক্লিক করে টাকা উঠানো যায় । সপ্তাহে দুবার টাকা উঠানোর সুযোগ দেয় তারা ।

ক্লিক্সসেন্সের সবকিছুই পছন্দের এমনটা ধরে নেয়া ঠিক না । যে বিষয়গুলি আপনার উতসাহ কমাতে পারে সেগুলি একবার জেনে নিন ।

১. আয় কম
আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, নির্ভরযোগ্য পিটিসি সাইটের সত্যিকারের আয় কম। বড় বিজ্ঞাপনে (৩০ সেকেন্ড) প্রতি ক্লিকে পাবেন ০.০১ ডলার, ছোট বিজ্ঞাপনে পাবেন ০.০০১ ডলার।

২. ক্লিকের সংখ্যা কম
আপনি দৈনিক কতগুলি ক্লিক করতে পারবেন সেটা ঠিক করা হয় সেই মুহূর্তে ব্যবহারকারীর সংখ্যা, বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ইত্যাদির ওপর। তাদের যেহেতু ব্যবহারকারী বেশি সেহেতু আপনার ভাগে সামান্য কিছু ক্লিক করার সুযোগ জুটতে পারে। বিশেষ করে ০.০১ বা ০.০০৫ ডলারের বিজ্ঞাপনগুলি। প্রিমিয়াম সদস্যরা এক্ষেত্রে প্রাধান্য পান।

৩. এক পরিবার থেকে একজন ব্যবহারের সুযোগ
তাদের নিয়ম হচ্ছে এক পরিবার থেকে একজন সদস্য হবেন। একজন ব্যক্তি একাধিক একাউন্ট করবেন না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ধরা পরলে একাউন্ট বাতিল করা হতে পারে।

ব্যবহারের নিয়ম

ক্লিক্সসেন্স ব্যবহার খুব সহজ। এজন্য যা করতে হবে;

১. তাদের সাইটে গিয়ে (clixsense.com) নিজের নাম, ইমেইল ইত্যাদি তথ্য দিয়ে ফরম পুরন করুন।
২. ইমেইল দেখুন। তাদের পাঠানো মেইলে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করুন।
৩. আপনার লগিন নেম / পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে তাদের সাইটে ঢুকুন।
৪. বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে আয়ের জন্য (View Ads) অংশে ক্লিক করুন। আপনার জন্য বরাদ্দ লিংকগুলি দেখা যাবে। কোনটি ক্লিক করলে কত পাওয়া যাবে, কত সময় অপেক্ষা করতে হবে ইত্যাদি তথ্য সহ।
৫. বিজ্ঞাপনের লিংকে ক্লিক করুন। বিজ্ঞাপনটি আরেকটি উইন্ডোতে ওপেন হবে।
৬. বিজ্ঞাপনটি আপনি দেখেছেন (অটোমেটেড সফটঅয়্যার ব্যবহার করেননি) বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরেকটি কাজ করতে হয়। ৫টি ছবির মধ্যে নির্দিষ্ট একটিতে ক্লিক করতে বলা হবে (সাধারনত ৫টি ছবির মধ্যে ৪টি কুকুরের, একটি বেড়ালের। বেড়ালের ছবিতে ক্লিক করতে হবে)। নির্দিষ্ট ছবিতে ক্লিক করুন এবং উল্লেখ করা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কাজ শেষ হলে আপনাকে জানানো হবে আপনার একাউন্টে টাকা জমা হয়েছে।

৭. উইন্ডাটি বন্ধ করুন এবং আরো বিজ্ঞাপন থাকলে সেখানে ক্লিক করুন ।
কোন বিজ্ঞাপন দেখার সময় কম্পিউটারে অন্য কাজ করবেন বা বা অন্য কোথাও ক্লিক করবেন না । সেটা করলে টাইমার থেমে যাবে । পুনরায় ক্লিক করে চালু করতে হবে ।

৮. মেনু থেকে একাউন্ট সামারি অংশে গেলে আপনার একাউন্টের তথ্য দেখতে পাবেন ।
একাউন্ট সামারি অংশে মাই এফিলিয়েট লিংক অংশে আপনার এফিলিয়েশন লিংক পাবেন (clixsense.com/?3866046 ধরনের কিছু লেখা) এটা কপি করে ব্লগ, ফেসবুক, ইমেইল ইত্যাদিতে প্রচার করে অন্যদের সদস্য বানাতে পারেন এবং তাদের মাধ্যমে আয় করতে পারেন ।

অধিকাংশ পিটিসি সাইট ব্যবহারের মুল নিয়ম ক্লিক্সসেন্সের মত ।

কেসষ্টাডি : মাই ব্রাউজার ক্যাশ (mybrowsercash.com)

অন্যান্য পিটিসি সাইট থেকে মাই ব্রাউজার ক্যাশ এর ব্যবহার পদ্ধতি ভিন্ন । সদস্য হওয়ার পর তাদের সাইট থেকে ছোট একটি সফটঅয়্যার ডাউনলোড করে ইনষ্টল করতে হয় । এরপর সেটা ওপেন করে লগিন তথ্য দিলে ব্রাউজারের সাথে (ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ক্রোম ইত্যাদি) সংযুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকে । যখনই ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন টাস্কবারে তাদের পপ-আপ বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে । ইচ্ছে করলে ক্লিক করে বিজ্ঞাপন ওপেন করতে পারেন, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে সেটা নাও করতে পারেন ।

মাই ব্রাউজার ক্যাশ এর সুবিধাগুলি এধরনের;

১. ইন্টারনেট ব্রাউজ করার সময় বিজ্ঞাপন দেখানো হয় । পৃথকভাবে তাদের সাইটে যেতে হয় না । ফলে অন্য কাজ করার সময়ও ব্যবহার করা যায় ।

২. সাধারনভাবে কোন সাইট ব্যবহারের সময় ব্যানার বিজ্ঞাপন হিসেবে বিজ্ঞাপন দেখানো হয় । ব্যবহারকারী হয়ত জানেনও না এই বিজ্ঞাপন তারা দিয়েছে অথচ সেজন্য টাকা পান ।

৩. ক্লিক্সসেন্স এর মত টাস্ক, অফার, সার্ভে এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে আরো বেশি আয় করা যায় ।

৪. তাদের রেফারেল লিংক প্রচার করে অন্যদের সদস্য বানিয়ে তাদের মাধ্যমে টাকা আয় করা যায়। বিনামুল্যের সদস্যপদ ছাড়াও সিলভার এবং গোল্ড নামে দুধরনের সদস্যপদ রয়েছে। বিনামুল্যের সদস্যের জন্য সর্বোচ্চ ৪০, সিলভার সদস্য ৫০০ এবং গোল্ড সদস্য ১০ হাজার রেফারেল ইউজার ব্যবহারের সুযোগ পান। এছাড়া রেফারেল আয়ের ক্ষেত্রেও পরিমান কমবেশি হয় সদস্যপদের ধরন অনুযায়ী। সাধারন সদস্য পান তাদের রেফারেলের বিজ্ঞাপন দেখার আয়ের ৩৫%, গোল্ড মেম্বার পান ৯০%, কিংবা অফার আয়ের ১৫%, গোল্ড মেম্বার পান ৩০%.

৫. ইচ্ছে করলে রেফারেল মেম্বার কেনা যায়। যতগুলি মেম্বার কিনবেন তারা যা আয় করবেন সেটা আপনার নামে জমা হবে। একইভাবে নিজের ক্লিক বিক্রিও করা যায়।

৬. একাধিক কম্পিউটার থেকে কিংবা যে কোন যায়গা থেকে ব্যবহার করা যায়।

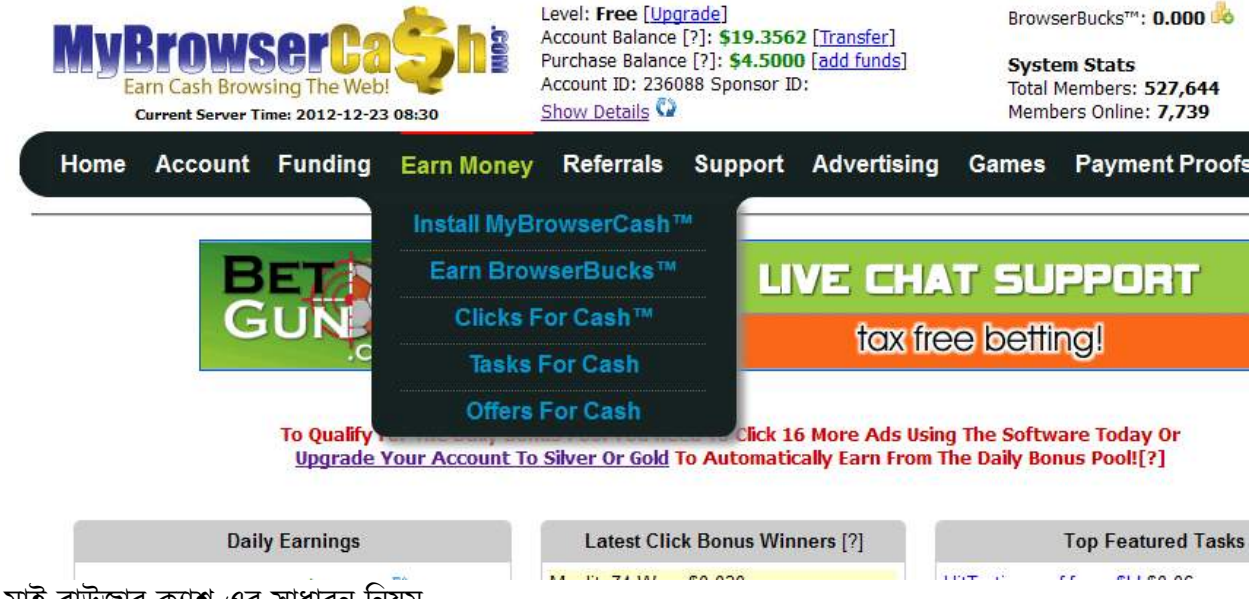

মাই ব্রাউজার ক্যাশ এর সাধারন নিয়ম

১. সাধারন সদস্যের জন্য ফি নেই। যে কোন সময় তাদের সাইটে গিয়ে সদস্য হওয়া যায়।

২. সিলভার মেম্বারশিপের জন্য ফি মাসিক ১৫ ডলার, গোল্ড মেম্বারশিপের জন্য ২৫ ডলার।
৩. কমপক্ষে ২০ ডলার জমা হলে টাকা উঠানো যায়। সাধারন সদস্য একবারে সর্বোচ্চ ৫০ ডলার পর্যন্ত উঠাতে পারেন। অন্যদের ক্ষেত্রে এই পরিমান ২০০ ডলার।
৪. কোন রেফারেল সদস্য তার সদস্যপদ আপগ্রেড করলে সাধারন সদস্য কমিশন পান না, অন্যান্যরা ৬ ডলার পর্যন্ত কমিশন পান।

সার্ভে থেকে আয়

বিভিন্ন কারনে মানুষের সার্ভে বা জরিপ করা প্রয়োজন হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের পন্য সম্পর্কে জনমত যাচাই করে যেমন সিদ্ধান্ত নেন তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনার জন্য জনমত যাচাই প্রয়োজন হয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে জনমত যাচাই করা সম্ভব ইন্টারনেটের মাধ্যমে, সেকারনে অনলাইন সার্ভে একটি প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিনত হয়েছে। এধরনের সার্ভেতে অংশ নেয়ার জন্য টাকা পাওয়া যায়।

সার্ভে বিষয়টি তুলনামুলক সহজ। নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করে সম্ভাব্য উত্তরসহ ফরম দেয়া হবে। আপনাকে সেটা পুরন করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের ধরন এবং সংখ্যার ওপর নির্ভর করে সময় এবং আয়। প্রতিটি সার্ভের জন্য ১ ডলার থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত আয় হতে পারে।

সার্ভে থেকে আয় করার জন্য সাধারন কিছু নিয়ম মনে রাখা জরুরী;

১. সব বয়সের জন্য না
   সাধারনত সার্ভে গ্রহনযোগ্য হয় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে করলে। সাধারন নিয়ম হচ্ছে, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে তারা সার্ভেতে অংশ নেবেন না। যদি উল্লেখ করা নাও থাকে তাহলেও এই নিয়ম মেনে চলা উচিত।
২. সব সার্ভে সকলের জন্য না
   যারা সার্ভে করেন তারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে করেন। কোনটি নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তিদের জন্য, কোনটি হয়ত শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য, কোনটি নির্দিষ্ট পন্য ব্যবহারকারীদের জন্য, কোনটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য। শুরুতেই জেনে নিন সার্ভেটি আপনার জন্য প্রযোজ্য কি-না।

৩. সার্ভে সব দেশের জন্য না
অনেক সার্ভেতে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন না। কারনটা অনুমেয়। কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি আমেরিকার বাজারের জন্য জরিপ করেন সেখানে বাংলাদেশে অবস্থানকারীর মতামতের গুরুত্ব থাকে না। শুরুতেই বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নিন।

৪. সকলের টাকা দেয়ার পদ্ধতি একরকম না
একেকজন একেকভাবে টাকা দেন। তাদের টাকা দেয়ার পদ্ধতির সাথে আপনার টাকা নেয়ার পদ্ধতির মিল আছে এমন সার্ভেতে অংশ নিন। যেমন যারা শুধুমাত্র পেপল মাধ্যমে টাকা দেয় সেখানে কাজ করলে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাবেন না।

সার্ভে জুরি (Survey Jury) একটি সার্ভে নেটওয়ার্ক। যারা অনলাইনে সার্ভে করেন তাদের তথ্য এবং লিংক এখানে দেয়া থাকে। শুধুমাত্র এখানে সদস্য হলে অনেক ধরনের সার্ভে কাজের সুযোগ পেতে পারেন।
সার্ভে জুরিতে নিজের ইমেইল এড্রেস দিলেই তারা ইমেইল করে লগিন নেম/পাশওয়ার্ড পাঠাবে। সেটা ব্যবহার করে তাদের সাইটে ঢুকুন। এরপর রেজিষ্টার্ড ইউজার প্যানেলে নাম লেখাতে হয়। সেখানে বাংলাদেশের নাম সরাসরি নেই। দেশের নামের বদলে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে প্যানেল সিলেক্ট করুন।
এরপর বিভিন্ন সার্ভে প্যানেলের সদস্য হতে চেষ্টা করুন। আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সব সার্ভে সব দেশের জন্য না। আপনার জন্য একটি প্রযোজ্য না হলে হতাস না হয়ে আরেকটিতে চেষ্টা করুন।
যখনই কোন সার্ভে কাজ জমা হবে তখনই ইমেইল এর মাধ্যমে আপনাকে আমন্ত্রন জানানো হবে। ফলে সার্ভে জুরিতে গিয়ে কাজ খোজার প্রয়োজন নেই।
পরবর্তী সমস্ত যোগাযোগ সরাসরি সার্ভে প্যানেলের সাথে, সার্ভে জুরির সাথে না। সার্ভে জুরি কাজ বা টাকা দেয়ার কাজ করে না। শুধুমাত্র প্রাথমিক যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়।
সার্ভে জুরির মত আরো অন্য সাইট খোজ করে সেখানেও কাজ করতে পারেন।

মাইক্রো-জব বা মাইক্রো ওয়ার্ক

নাম থেকেই ধরে নেয়া যায় মাইক্রোজব বা মাইক্রোওয়ার্ক কি হতে পারে। এবিষয়ে এরই মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে পিটিসি সাইট সম্পর্কে বলার সময়। অনেক পিটিসি সাইট যেমন এধরনের কাজের সুযোগ দেয় তেমনি কিছু সাইট শুধুমাত্র এই বিষয় নিয়েই কাজ করে।

মাইক্রো জব হচ্ছে খুব ছোট কাজ যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সবাই করতে পারেন। পিটিসি বিজ্ঞাপনের মত ক্লিক করার বদলে এগুলিতে নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়। ফলে আয় ক্লিক করা আয়ের থেকে বেশি। প্রতিটি কাজের জন্য কয়েক সেন্ট থেকে কয়েক ডলার পর্যন্ত আয় হতে পারে।

এখানে নানা ধরনের কাজ থাকলেও মুল উদ্দেশ্য একই, ব্যবসায়িক প্রচার। ইউটিউবে নির্দিষ্ট ভিডিও দেখা এবং ভোট দেয়া থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট ফেসবুক-টুইটার পেজ ব্যবহার করা, কোন সফটঅয়্যার ডাউনলোড করে ইনষ্টল করা, রিভিউ লেখা ইত্যাদি যে কোন কিছুই হতে পারে।

কোন কাজ কিভাবে করতে হবে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া থাকে বলে এবিষয়ে বর্ননা করা হচ্ছে না। সাধারনভাবে একটি সাইটের উদাহরন দেয়া হচ্ছে।

microworkers.com এধরনের একটি সাইট। বাংলাদেশ থেকে অনেকেই এটা ব্যবহার করেন। ব্যবহারের জন্য যা করবেন;

১. তাদের সাইটে গিয়ে পিটিসি সাইটের মত ফরম পুরন করে সদস্য হোন।
২. নিজের একাউন্টে ঢুকুন।
৩. সেই মুহুর্তে যে কাজগুলি রয়েছে সেগুলির একটি তালিকা পাবেন। কোন কাজের জন কতটা সময় লাগতে পারে, আপনাকে কত দেয়া হবে সেসব তথ্য কাজের পাশে দেয়া থাকে। যেমন ইউটিউব ভিডিওতে ভোট দেয়ার জন্য ১ মিনিট, পাবেন ১০ সেন্ট। ইনসুরেন্স ফরম পুরন করতে ৫ মিনিট, পাবেন ১.৫০ ডলার।
৪. যে কাজটি করতে চান সেই কাজের লিংকে ক্লিক করুন। কাজের বিস্তারিত বর্ননা পাবেন। পেজটি ওপেন রাখুন।
৫. নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করুন।

৬. কাজশেষে একটি কোড পাবেন। সত্যিসত্যি কাজ করেছেন সেটা নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা। কোডটি কপি করুন। যে পেজে কাজের বর্ননা রয়েছে সেখানে নির্দিষ্ট যায়গায় পেষ্ট করে পাঠিয়ে দিন। আপনার একাউন্টে উল্লেখিত টাকা জমা হবে।

তারা পেজা মাধ্যমে টাকা দেয় ফলে বাংলাদেশ থেকে ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই। টাকা উঠানোর জন্য একটি কোড ব্যবহার করতে হয়। কোডটি তারা পাঠায় পৃথকভাবে।
তাদের পরামর্শ, কাজ করার সময় কোন কাজে বেশি আয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজ করবেন না। এমন কাজ থাকতে পারে যা আপনার পক্ষে করা সম্ভব না (বিভিন্ন কারনে)। যে কাজ আপনার পক্ষে করা সম্ভব সেকাজ করুন।
দিনে কিছুটা সময় ব্যয় করে নিজের খরচের টাকা আয় করা সম্ভব এভাবে।
মাইক্রোওয়ার্কার্স ছাড়া মাইক্রোওয়ার্ক এর জন্য আরো বহু সাইট রয়েছে। ইন্টারনেটে সার্চ করে তাদের সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

সাইট বাছাই করবেন কিভাবে

পিটিসি বা মাইক্রোওয়ার্ক, যাই ব্যবহার করুন না কেন, আপনাকে কোন সাইটের সদস্য হতে হবে। আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এদের মধ্যে প্রতারক যেমন রয়েছে তেমনি আরো নানাবিধ কারনে বিশেষ সাইট আপনার উপযোগি না হতে পারে।
কোন সাইট ব্যবহারের আগেই নিশ্চিত হওয়া উচিত সেটা আপনার উপযোগি কি-না। কিছু নিয়ম মেনে আপনি সহজেই সেটা করতে পারেন।

১. স্ক্যাম সাইট যাচাই করুন
কোন সাইট লোকঠকানো ব্যবসা করছে কি-না জেনে তবেই কাজ শুরু করা উচিত। এজন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে ইন্টারনেটে রিভিউ খোজ করা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন অনেক ব্লগ বা ওয়েবসাইট নিজেদের আয়ের কারনে স্ক্যাম সাইটের প্রশংসা করেন এবং তাদের এফিলিয়েশন ব্যবহার করেন।

কাজেই সব সাইটের তথ্য নির্ভরযোগ্য একথাও মনে করবেন না। একাধিক সাইট থেকে তথ্য যাচাই করে নিন।

২. বাংলাদেশ থেকে ব্যবহারযোগ্য কি-না জেনে নিন
সব সাইট সব দেশে ব্যবহার করা যায় না। ক্লিক্সসেন্স একসময় বাংলাদেশে ব্যবহার করা যেত না, বর্তমানে যায়। অনেক সার্ভে সাইট বাংলাদেশ থেকে ব্যবহার করা যায় না। অন্যান্য অনেক সাইটেই বাংলাদেশ থেকে সদস্য হওয়া যায় না।

৩. টাকা দেয়ার পদ্ধতি জেনে নিন
সকলের টাকা দেয়ার পদ্ধতি একরকম না। বাংলাদেশ থেকে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। দুটি বিষয়কে একসাথে করলে যা দাড়ায় তা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে সব সাইট ব্যবহার করে আয় করতে পারেন না।
যেমন কোন সাইট শুধুমাত্র পেপল ব্যবহার করে টাকা দেয়। বাংলাদেশে যেহেতু পেপল ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই সেহেতু তাদের কাজ করলে টাকা পাবেন না। পেজা, মানিবুকারস কিংবা ব্যাংক চেক বাংলাদেশের জন্য গ্রহনযোগ্য। অয়্যার ট্রান্সফার ব্যবহার করা গেলেও ব্যয়বহুল বলে অল্প আয়ের জন্য সুবিধাজনক না।

সিদ্ধান্ত আপনার

ক্লিক করে আয় সম্পর্কে অনেক ভুল ধারনা প্রচলিত। এই দুটি সাইটের পরিচিতি হয়ত আপনাকে ধারনা দিতে পারে আপনি ক্লিক করে কতটা আয় করতে পারেন। সহজে হাজার ডলার আয়ের যে কথাগুলি বলা হয় তারসাথে কোনভাবেই মানানসই না।
আপনি ক্লিক করে আয় সম্পর্কে দুধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১. একে কখনোই প্রাথমিক আয় বিবেচনা করা যায় না। অন্য কথায়, এর ওপর নির্ভর করে চলা সম্ভব না। কাজেই একে মাথা থেকে পুরোপুরি বিদেয় করে নির্ভরযোগ্য, স্থায়ী কাজের পদ্ধতি খোজ করা। সেগুলি অবশ্যই ক্লিক করার মত সহজ না। সেজন্য প্রশিক্ষন এবং অন্যান্য প্রস্তুতি প্রয়োজন হতে পারে। তুলনামুলক কঠিন হলেও সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। অথবা,

২. এভাবে যতটুকু আয় করা যায় সেটা করে যাওয়া। পিটিসি একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। আয়োজকদের জন্য এই পদ্ধতি লাভজনক, যারা বিজ্ঞাপন দেন তারা উপকার পান। কাজেই এই ব্যবস্থা চালু থাকবে, ক্রমে আরো উন্নত হবে এটা ধরে নেয়া।

যে সিদ্ধান্তই নিন, ভেবেচিন্তে নিজের ইচ্ছেয় নিন।

ইন্টারনেটে আয়ের অন্যান্য পদ্ধতি : ব্লগ থেকে আয়

যিনি কখনো ব্লগ পরিচালনা করেননি তার মনে হতে পারে ব্লগ থেকে আয় বিষয়টিকে সহজ আয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত না। ব্লগ তৈরী করা, পরিচালনা করার জন্য অনেককিছু জানতে হয়।

তাদের আস্বস্ত করে জানাতে পারি, আগের কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি ব্লগ তৈরী করে ব্যবহার করতে পারেন। ফেসবুক-টুইটার যদি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে ব্লগ ব্যবহার করতে না পারার কোন কারন নেই। এজন্য এক লাইন কোডও লিখতে হবে না।

অবশ্য একথায় অর্থ এই ধরে নেবেন না, যারা ব্লগার তাদের এইচটিএমএল শিখতে হয় না। একথার অর্থ আপনি যদি এইচটিএমএল না জানেন তাহলেও ব্লগ তৈরী এবং পরিচালনা করতে পারেন, কিছুটা শিখে ভালভাবে করতে পারেন আর ভালভাবে শিখে আরো উচু মানের কাজ করতে পারেন। এমনকি ফ্রিল্যান্স কাজে ব্লগ/ওয়েবসাইট তৈরীর কাজ করতে পারেন। আগে উল্লেখ করা হয়েছে একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করে হাজার ডলার পাওয়া যায়।

ফেসবুক-টুইটার সাইটের যেমন পরিচিতি বর্ননা করা প্রয়োজন হয় না তেমনি সাধারনভাবে পরিচিত গুগলের ব্লগারেরও (ব্লগস্পট) পরিচিতি প্রয়োজন হয় না। ইংরেজিকে যদি ভয় পান তাহলেও সমস্যা নেই, ব্লগারের নির্দেশগুলি বাংলায় ব্যবহার করতে পারেন।

ব্লগারে ব্লগ তৈরী বিষয়টি এমন, তিনটি ক্লিক করে ব্লগ তৈরী।

তাদের সাইটে গিয়ে ব্লগের কি নাম দিতে চান, কোন বিষয়ে ব্লগ করতে চান ইত্যাদি লিখে দিন, পছন্দমত টেম্পলেট (ডিজাইন) সিলেক্ট করুন। সাথেসাথে ব্লগ তৈরী। এরপর সেখানে লেখা, ছবি, ভিডিও যা ইচ্ছে যোগ করতে থাকুন।

আপনাকে শুরুতেই নিখুত ব্লগ তৈরী করতে হবে এমন কথা নেই। ব্লগের যে কোন কিছু যে কোন সময় পরিবর্তন করা যায়। কাজেই কাজ শুরু করে একটু একটু করে শিখে একটু একটু করে উন্নত করতে পারেন।

ব্লগ বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব কেন দেয়া হচ্ছে সেকথা একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

১. ব্লগ কারো কাছে শখের বিষয়। ওয়েব এবং লগ শব্দদুটিকে একসাথে করে ব্লগ শব্দটি তৈরী। কাজেই একে অনলাইন ডায়রি হিসেবে কল্পনা করতে পারেন। ফেসবুক বা টুইটারে যেভাবে অন্যদের সাথে

যোগাযোগ করেন সেভাবেই নিজের বক্তব্য বা পছন্দের বিষয় অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারেন এর মাধ্যমে। কারো কাছে ব্লগিং পুরোপুরি পেশা, আয়ের মুল উৎস।

২. ফেসবুক বা টুইটারের মত অল্প লেখার সীমাবদ্ধতা ব্লগে নেই। যত বড় ইচ্ছে লিখতে পারেন, ইচ্ছেমত ছবি, ভিডিও ইত্যাদি রাখতে পারেন।

৩. ব্লগে বিজ্ঞাপন প্রচার করে নিজের ব্যবসার প্রচার যেমন করতে পারেন তেমনি অন্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করে টাকা আয় করতে পারেন। প্রায় সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সার ব্লগ ব্যবহার করেন। যে ওয়েবসাইটগুলি ভিজিট করেন সেগুলি দিকে একবার দৃষ্টি দিলে দেখবেন অনেক সাইটে তথ্যের চেয়ে বিজ্ঞাপন বেশি। প্রতিটি বিজ্ঞাপন থেকে তারা টাকা পান।

৪. গুগলের এডসেন্স ব্যবহার করে আয়কে মুল লক্ষ করে ব্লগ তৈরীর উদাহরনের শেষ নেই। শুধুমাত্র এডসেন্স থেকে বছরে লক্ষ ডলার আয়ের উদাহরন বহু রয়েছে।

৫. এফিলিয়েশন ব্যবহার করে আয়ের জন্য ব্লগ আদর্শ। অনেকের কাছেই এভাবে আয় প্রধান আয়ের উৎস।

ধরে নেয়া হচ্ছে এই বইয়ের পাঠক আগে থেকে ব্লগার নন, এখান থেকে উৎসাহ পেয়ে শুরু করবেন মুলত অর্থ উপার্জনের কারনে। তাদের জন্য বক্তব্য, ব্লগিং সময়সাপেক্ষ কাজ। শুরু করলেই সাথেসাথে টাকা আসতে শুরু করবে এমন আশা করবেন না। ব্লগকে আয়ের পর্যায়ে নিতে বছর গড়িয়ে যেতে পারে। সেকারনে প্রথমেই টাকা খরচ না করে বিনা টাকায় শুরু করা বেশি সুবিধেজনক। সেই সুযোগ রয়েছে বহুদিন থেকে।
বিনামুল্যের ব্লগিং সম্পর্কে বেশকিছু ভুল ধারনা (এবং ভুল প্রচারনা) রয়েছে। সেগুলি জেনে কাজ শুরু করা ভাল।

বিনামুল্যের ব্লগ তৈরী প্রচলিত ব্যবস্থা

বিনামুল্যে ব্লগ তৈরী এবং ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কারনে একেকটি একেক দেশে জনপ্রিয়। সুবিধা-অসুবিধার কারনেও বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সুবিধার বিচারে প্রধান কয়েকটির পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে এখানে।

১. ব্লগার বা ব্লগস্পট
ব্লগের জন্য খরচ না করে আয় করতে চাইলে ব্লগার প্রথম পছন্দ হতে পারে। এর পেছনে রয়েছে গুগল।

তারা সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে যেমন অপ্রতিদ্বন্দি তেমনি ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক এডওয়ার্ডস-এডসেন্স (এডচয়েজ) তাদের হাতে। ব্লগার ব্যবহার সহজ একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্লগারের সবচেয়ে বড় সুবিধে বিনামুল্যের সেবা বলে এতে কোন সীমাবদ্ধতা রাখা হয়নি। আপনি ইচ্ছেমত বিষয়ে ব্লগ তৈরী করতে পারেন, নিজস্ব কোড ব্যবহার করতে পারেন, বিজ্ঞাপন ব্যবহার করতে পারেন (তাদের এডসেন্স সহ অন্য যে কোন)।

যায়গা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা নেই। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে আপনার যতটা যায়গা প্রয়োজন ততটাই ব্যবহার করতে পারেন।

অনেকে তাদের নিজস্ব ডিজাইন সুন্দর না বলে উল্লেখ করেন। এবিষয়েও আসলে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ইন্টারনেটে বিনামুল্যের বহু টেম্পলেট পাওয়া যায়, সেখান থেকে পছন্দমত কোনটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন। এমনকি নিজের পছন্দমত তৈরী করে নিতেও পারেন।

২. উইবলি

উইবলি ব্লগার বা ওয়ার্ডপ্রেসের মত জনপ্রিয় না হলেও কিছু সুবিধার কারনে অনেকে পছন্দ করেন। এরা বিনামুল্যের ব্লগে এডসেন্স ব্যবহারের সুযোগ দেয়। যদিও সর্তসাপেক্ষে। সর্ত হচ্ছে এডসেন্স থেকে যা আয় হবে তার অর্ধেক তারা রেখে দেবে।

এর ব্যবহারও ব্লগার থেকে কিছুটা জটিল।

তারপরও অনেকে উইবলি পছন্দ করেন তাদের পেশাদার চেহারার ব্লগের কারনে। বিনামুল্যে চমৎকার টেম্পলেট রয়েছে, টাকা দিয়ে আরো বেশি ব্যবহারের সুবিধে নেয়া যায়।

৩. টুম্বলার

টুম্বলার তুলনামুলক নতুন হলেও দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে অনেকের কাছে। বিশেষ করে যারা ছবিভিত্তিক (যেমন ফ্যাসান বিষয়ক) ব্লগ তৈরী করেন তাদের খুবই প্রিয়। নতুন ধরনের কিছু করার জন্য এদিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

৪. ওয়ার্ডপ্রেস

কেউ কেউ বলেই বসতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেস এর নাম শুরুতে থাকা প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ব্লগিং ব্যবস্থা বিনামুল্যের হলেও যে কারনে একে শুরুতে রাখা হয়নি তা হচ্ছে এর সীমাবদ্ধতা।

বিনামুল্যের ব্লগে বিজ্ঞাপন ব্যবহারের সুযোগ নেই। কোড পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া হয় না। কাজেই

এখান থেকে আয় করতে পারেন না ।

সৌখিন ব্লগের জন্য এর তুলনা নেই । ওয়ার্ডপ্রেস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (সিএমএস) । ব্লগ থেকে শুরু করে যে কোন ধরনের ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য ব্যবহার করা যায় । নিউ ইয়র্ক টাইমস সহ বিশ্বের বহু খ্যাতনামা ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে তৈরী । যারা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ওয়েব ডিজাইনের কাজ করতে আগ্রহি তাদের জন্য অপরিহার্য ওয়ার্ডপ্রেস । কিন্তু এখানে যেহেতু কথা হচ্ছে আয়ের জন্য ব্লগিং সেহেতু এটা আপনার কাজে আসছে না ।

বরং এটুকু মনে করতে পারেন, বিনামুল্যে শুরু করে কোন একসময় সার্ভার ভাড়া করে সেখানে সরিয়ে নিজের করে নিতে পারেন । নিজস্ব ডোমেন-হোষ্টিং ব্যবহারের সময় কোন সীমাবদ্ধতা নেই ।

৫.

jux.com, wix.com, penzu.com, pixelpost.com ইত্যাদি আরো কিছু ব্লগিং ব্যবস্থা রয়েছে বিনামুল্যের। সেগুলি আলোচনায় এনে বিষয়কে জটিল করার প্রয়োজন নেই। বরং একে একেবারে সংক্ষিপ্ত করার জন্য বলা যেতে পারে, বিনামুল্যে ব্লগ তৈরী এবং সেটা ব্যবহার করে টাকা আয়ের জন্য ব্লগার শীর্ষে।

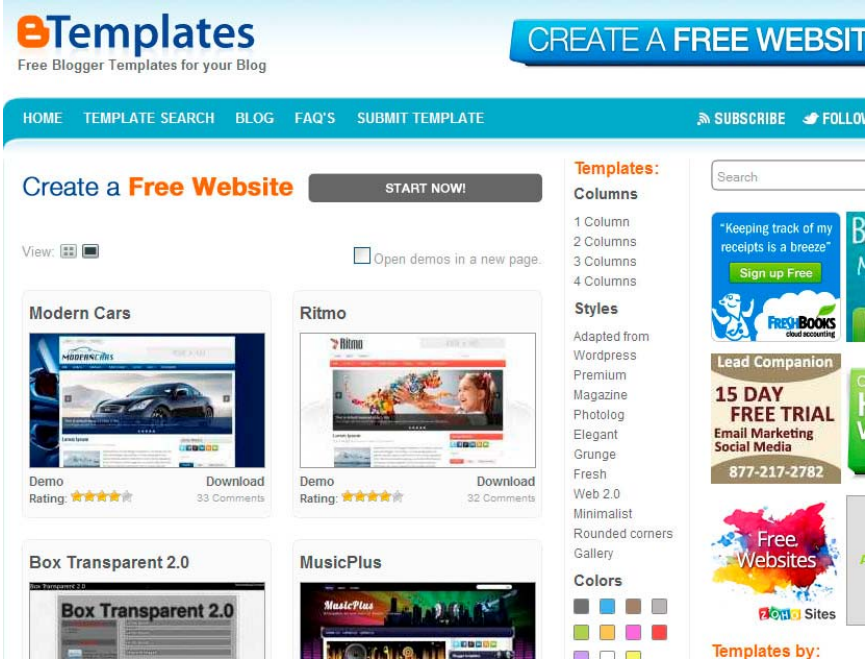

অন্তত ব্লগার দিয়ে শুরু করুন। যদি মনে করেন বিনামুল্যের হোষ্টিং এর কারনে নিরাপদ বোধ করছেন না (গুগল কোন কারনে সেবা বন্ধ করতে পারে, ব্লগ বন্ধ করে দিতে পারে) তাহলে কোনএকসময় একে অন্য যায়গায় সরিয়ে নিতে পারেন। এমনকি একে ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগে কনভার্ট করে নিতে পারেন। সেটা অত্যন্ত সহজ কাজ।

নিজস্ব ডোমেন-হোষ্টিং ব্যবহার সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে দুকথা বলা প্রয়োজন। বিনামুল্যের সাইটে আপনাকে সবসময়ই অন্যের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয়। নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাগুলি ছাড়াও কোন কারনে তারা আপনার

বিপক্ষে গেলে আপনার সাইট মুছে দিতে পারে। গুগল এজন্য কোন শতর্কবানীও জানায় না। তাদের অপছন্দের কোড সরাসরি মুছে দেয়।

নিজস্ব ডোমেন-হোষ্টিং ব্যবহারের জন্য আপনাকে প্রতিবছর টাকা খরচ করতে হয়। আপনার সাইটের নামের জন্য (ডোমেন রেজিষ্ট্রেশন) যেমন প্রতিবছর টাকা দিতে হয় তেমনি আপনার সাইট যে সার্ভারে রাখবেন সেখানে যায়গা অনুযায়ী ভাড়া দিতে হয়। বেশি যায়গা ব্যবহার করলে বেশি টাকা এই নিয়মে। আপনি যেহেতু টাকা দিয়ে সেবা কিনেছেন সেহেতু কেউই আপনার সাইট বন্ধ করার অধিকার রাখেন না (নিতান্ত আইনবিরোধী কিছু না করলে)। বন্ধ করা হলে আপনি আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

টাকার বিনিময়ে ব্লগ

আপাতত খরচের বিষয়টি থাকলেও নিজস্ব ডোমেন-হোষ্টিং ব্যবহারের সুবিধে অনেক। কিছু কোম্পানী বিনামুল্যের সাইটে এফিলিয়েশন দেয় না (যা ওয়েব সাইটের আয়ের বড় উৎস)। অন্যদিকে হোষ্টিং কোম্পানী যতধরনের সহায়তা করে বিনামুল্যের সেবায় সেটা পাওয়া যায় না। ব্লগের নিরাপত্তাও একটি গুরুত্বপুর্ন বিষয়। বিনামুল্যের ব্লগ সেবাদাতার ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। নিজে খরচ করলে ব্লগ আপনার নিজস্ব সম্পত্তি।

সিদ্ধান্ত এভাবে নিতে পারেন, শুরুতেই টাকা বিনিয়োগ না করে বিনামুল্যের ব্লগ তৈরী করে কাজ শুরু করা। এরপর কিছুটা পরিচিতি এবং আয় বাড়লে নিজস্ব ডোমেন-হোষ্টিং ব্যবহার করা।

ডোমেন কেনা বা সার্ভার ভাড়া করার জন্য বিশ্বের সেরা কোম্পানীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। তারা সাইট ট্রান্সফারের কাজে সহায়তা ছাড়াও সব ধরনের পরামর্শ এবং সহযোগিতা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে কেউ ইচ্ছে করে আপনার ব্লগে আক্রমন করতে পারে। আপনার নিজের পক্ষে সেটা সামলানো কঠিন। হোষ্টিং কোম্পানী এধরনের আক্রমন প্রতিহত করতে পারে।

সরাসরি তাদের কাছে টাকা পাঠানো অনেকের জন্য অসুবিধেজনক (অন্তত বাংলাদেশে), সেকারনে তাদের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথেও যোগাযোগ করে স্থানীয় মুদ্রায় টাকা দেয়া যায়। ইন্টারনেটে সার্চ করলে তাদের তথ্য পাওয়া যাবে।

ব্লগ কেনা বা বিক্রি

অনেকে শখ করে ব্লগ তৈরী করেন, একসময় জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এরপর কোন কারনে হয়ত তার পেছনে সময় ব্যয় করতে চান না। এধরনের প্রচলিত কোন ব্লগ তার কাছ থেকে কিনেও নিতে পারেন। জনপ্রিয় ব্লগ হলে সাথেসাথেই সেখান থেকে আয় আসতে শুরু করবে।

কিংবা বিপরীতভাবে ব্লগ তৈরী করে জনপ্রিয়তা লাভের পর সেটা বিক্রিও করতে পারেন। ওয়েবসাইট কেনা-বেচা অনলাইন ব্যবসার একটি সাধারন প্রক্রিয়া। জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং সাইট স্ক্রিপ্টল্যান্স কিছুদিন আগে বিক্রি হয়েছে আরেক সাইট ফ্রিল্যান্সার এর কাছে।

ব্লগার ব্যবহারের নিয়ম

ব্লগার বিনামুল্যের ব্লগিং ব্যবস্থা, এখানে ইচ্ছেমত কোড পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যায়। তারপরও সাধারন কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। গুগলের এই নিয়মগুলি না মানলে তারা ব্লগ মুছে দিতে পারে। অন্যদিকে যারা নিয়ম মেনে চলেন তাদেরকে ব্লগের প্রচারের ক্ষেত্রে প্রাধ্যান্য দেয়। এডসেন্স ব্যবহারের সময় বেশি আয়ের বিজ্ঞাপন পাওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেয়।

এখানে প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা হচ্ছে;

১. গুগল যে বিষয়গুলি সাইটে রাখতে নিষেধ করেছে সেগুলি রাখবেন না। যেমন কপিরাইট ভংগ করে এমন কিছু রাখবেন না।
২. স্প্যাম, ভাইরাস বা এধরনের ক্ষতিকর কিছু ব্লগে রাখবেন না।
৩. বিদ্বেসমুলক তথ্য প্রচার করবেন না। সাধারনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলেও উদ্দেশ্যমুলকভাবে জাতিগত, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ে আক্রমন করে কিছু প্রকাশ করলে সাইট বন্ধ করা হতে পারে।
৪. সাইটের প্রচারের জন্য অসাধু আচরন করবেন না। বিভিন্নভাবে অনেকে সেই চেষ্টা করেন। যেমন ইন্টারনেটে আয় সম্পর্কে সার্চ করে বেশি ভিজিটর একথা মনে করে ভিন্ন বিষয়ের সাইটে কোনভাবে ইন্টারনেটে আয়ের শব্দ যোগ করা। অনেকে হিডেন টেক্সট হিসেবে (সাইটে লেখাগুলি দেখা যায় না, সার্চ

করার সময় কাজ করে), ইমেজের নাম হিসেবে, টাইটেলে কিংবা ট্যাগে এধরনের শব্দ ব্যবহার করেন। এসবের কারনে সাইট বন্ধ করে দেয়া হতে পারে।

৫. আপনার সাইট নিজে অপরাধ করেনি, অন্য কোন সাইট করেছে, সেই সাইটের সাথে সম্পর্কের কারনে সাইট বন্ধ করা হতে পারে। গুগলের ভাষায় এটা ব্যাড নেবারহুড বা খারাপ প্রতিবেশি। ভিজিটর পাওয়ার জন্য অন্য কোন সাইটে লিংক রাখার বিষয়ে সাবধান থাকা জরুরী। তার কারনে আপনার সাইটের ক্ষতি হতে পারে। ভয়ংকর দিক হচ্ছে, কেউ ইচ্ছে করে আপনার সাইটের ক্ষতি করার জন্যও একাজ করতে পারে। এমন উদাহরন অনেক রয়েছে।

৬. টাকার বিনিময়ে ভিজিটর আনার চেষ্টা করলে সাইট নিষিদ্ধ হতে পারে। ইন্টারনেটে বহু বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন যারা অল্প টাকায় বহু ভিজিটর পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা বলে। গুগল বিষয়টি পছন্দ করে না। তারা আশা করে সাইটের নিজস্ব গুনে ভিজিটর সেখানে যাবে। বিশেষ করে এডসেন্স ব্যবহারের সময় এই নিয়ম মানা বাধ্যতামুলক।
অন্য কথায় টাকা দিয়ে লিংক কেনা-বেচা করবেন না।

৭. একই পোষ্ট কপি-পেষ্ট করে একাধিকবার ব্যবহার করবেন না। কিংবা অন্য সাইটের পোষ্ট কপি করে ব্যবহার করবেন না। সার্চ ইঞ্জিন বিষয়টি ধরতে পারে।

সহজ কথায়, গুগল বা অন্য সার্চ ইঞ্জিনকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা কখনোই করবেন না। ভুলে যাবেন না তারা প্রতি মুহুর্তে আপনার ওপর খবরদারী করছে। আপনার সাইটে ভিজিটর কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এসেছে, কোন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করেছে, কোন পেজে কতক্ষন সময় কাটিয়েছে সবকিছুই তাদের জানা। ধরে নিন আপনার ভাল করার কাজে তারা এগুলি ব্যবহার করবে। এবং তারা সেটা করেও। ব্লগার হিসেবে আপনি সৎ এবং নিষ্ঠাবান হলে তারা সার্চ ইঞ্জিনে আপনাকে প্রাধান্য দেবে, বেশি দামের বিজ্ঞাপন দেখানোর ব্যবস্থা করবে।

কোন বিষয়ে ব্লগ তৈরী করবেন

ব্লগ তৈরী করে সেখান থেকে আয়ের কথা যখন বলা হচ্ছে তখন স্বাভাবিক প্রশ্ন, কোন বিষয়ে ব্লগ তৈরী করা যায়। উত্তরটাও স্বাভাবিক। যে বিষয়ে বেশি ভিজিটর পাওয়া যাবে।

কোন বিষয়ে বেশি ভিজিটর পাওয়া যাবে নিশ্চিত করার সহজ পদ্ধতি নেই। ব্লগ থেকে আয়ের বিষয়ে প্রচলিত কথা, কেউ উচুমানের ব্লগ তৈরী করে আয় করতে পারেন না, কেউ সাধারন মানের ব্লগ তৈরী করে ভাল আয় করেন।

বিষয়টি ভাল সাহিত্য কিংবা চলচ্চিত্রের সাথে তুলনা করতে পারেন। যিনি উচুমানের সাহিত্য রচনা করেন কিংবা নিখুত চলচ্চিত্র তৈরী করেন তিনি বেশি পাঠক বা দর্শক পান না। বরং যিনি বানিজ্যিক বিষয়টি বুঝে লেখেন বা চলচ্চিত্র তৈরী করেন তিনি সহজে জনপ্রিয় হন।

ব্লগ তৈরীর সময় দুটি বিষয়ই বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়। সরাসরি লাভের কারনে বানিজ্যিক বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হয়। আবার ব্লগের সুনামের জন্য, লাভকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তার মান ঠিক রাখতে হয়।

উদাহরন দিয়ে দেখা যাক।

এই বইটি ইন্টারনেটে আয় সম্পর্কিত। বর্তমানে বাংলাদেশে (এবং সারা বিশ্বে) ইন্টারনেটে আয় অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। ব্লগ তৈরীর জন্য বিষয়টিও তুলনামুলক সহজ মনে হতে পারে। কাজেই মনে করা স্বাভাবিক এধরনের বিষয় নিয়ে ব্লগ তৈরী করলে দ্রুত বেশি ভিজিটর পাওয়া যাবে।

বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য ইন্টারনেটে আয় সম্পর্কিত কোন শব্দ লিখে গুগল সার্চ করুন। নিশ্চিতভাবেই কয়েক লক্ষ সাইটের দেখা পাবেন। শুধুমাত্র বাংলাভাষাতেই শতশত সাইট দেখলে অবাক হবেন না। এরা সবাই আপনার প্রতিযোগী। তদের সাথে প্রতিযোগিতা করে আপনাকে সামনে আসতে হবে। নিজস্ব বৈশিষ্ট তুলে ধরতে হবে।

কাজটি অসম্ভব না হলেও সহজ না। কাজেই বর্তমানের জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে ব্লগ করা একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না।

বিপরীতভাবে ব্লগিং এর মুলমন্ত্র হচ্ছে হুজুগকে কাজে লাগানো। ইন্টারনেট নিজেই হুজুগের যায়গা। তারসাথে যত বেশি মিল রেখে চলতে পারেন ইন্টারনেট থেকে আয়ের সম্ভাবনা তত বেশি।

আরেকটি উদাহরন দেখা যাক। অধিকাংশ জরিপ বলে ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফিতে মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ দেখায়। শতকরা ৮০ জনেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি খোজ করেন। একে কি ব্যবসার কাজে লাগানো যায় ?

শুরুতেই একে মাথা থেকে বিদায় করা ভাল। গুগল এধরনের সাইটে বিজ্ঞাপন ব্যবহারের সুযোগ যে দেয় না তাইনা, বরং এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেয়। এছাড়া বিভিন্ন দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি, নৈতিক এবং সামাজিক অপরাধের বিষয় তো আছেই।

আরেক উদাহরন হতে পারে পাইরেটেড কিছু নিয়ে সাইট তৈরী করা। সারা বিশ্বের মানুষ অনলাইনে পাইরেটেড সফটঅয়্যার, গান, ভিডিও, ই-বুক ইত্যাদি ব্যবহার করে। এগুলি ডাউনলোডের জন্য রেখে কি সাইট তৈরী করা যায় ?

এখানেও উত্তরটা একইরকম। গুগল এধরনের সাইটের বিপক্ষে। আর প্রতিযোগিতায় বিশ্বসেরা পাইরেসি সাইটগুলির সাথে পেরে ওঠার কোন প্রশ্নই আসে না। জানেন নিশ্চয়ই বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাইরেসি সাইটের প্রতিষ্ঠাতা কিম ডটকম বর্তমানে জেলে রয়েছেন।

তাহলে ব্লগ বা ওয়েবসাইট তৈরী করা যায় কোন বিষয়ে?

এজন্য বিশেষজ্ঞরা সাধারনভাবে যে পরামর্শ দেন সেগুলি একবার দেখে নিন;

১. যে বিষয়ে আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন
   প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু বিষয় থাকে যে বিষয়ে তিনি সবচেয়ে ভাল জানেন। শিক্ষাগত এবং পেশাগত কারন ছাড়াও যে বিষয়ে আগ্রহ বেশি সেবিষয়েও জানতে পারেন। কেউ চলচ্চিত্রে আগ্রহি, কেউ খেলাধুলায়, কেউ কম্পিউটার গেমে কেউ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির বিষয়ে, কেউ সাম্প্রতিক রাজনীতিতে। যে বিষয়ে নিয়মিতভাবে উচুমানের তথ্য দেয়া সম্ভব এমন বিষয় বেছে নিন।
২. দীর্ঘস্থায়ী কোন বিষয়
   পুরোপুরি হুজুগের ওপর নির্ভর করবেন না। এমন কোন বিষয় বেছে নিন যা দীর্ঘস্থায়ী। কোন কারনে সেখানে হুজুগের প্রভাব পড়লে সেখানেও সাথেসাথে পরিবর্তন আনুন।
৩. অন্যের উপকারী কোন বিষয়
   একজন ভিজিটর যখন আপনার ব্লগ থেকে উপকার পাবেন শুধুমাত্র তখনই ব্লগ নিয়মিত ব্যবহার করবেন। আন্তরিকভাবে ভিজিটরকে সাহায্য করতে চেষ্টা করুন। ভিজিটরকে বোকা ভাববেন না, ঠকাতে চেষ্টা করবেন না। নবীন থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ পর্যন্ত যে কেউ আপনার ব্লগের ভিজিটর হতে পারেন।

আয়ের জন্য কোন ধরনের ব্লগ তৈরী করে ভাল ফল পাওয়ার জন্য সফল ব্লগগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। সফল কিছু ব্লগের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলি নিয়ে আপনিও ব্লগ তৈরী করতে পারেন।

১. তথ্য বিষয়ক ব্লগ

বিপুল সংখ্যক মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য খোজ করার জন্য। এজন্য কি, কেন, কিভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সাইটগুলিতে ভিজিটর অত্যন্ত বেশি। কোন ডিভাইস কিভাবে কাজ করে, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কি দেখে কিনতে হয় থেকে শুরু করে কোন খাবার কিভাবে রান্না করতে হয়, এমন যেকোন কিছুই ব্লগের বিষয় হতে পারে। তথ্য জমা হতে হতে একসময় এনসাইক্লোপিডিয়ায় পরিনত হবে পারে আপনার ব্লগ।

২. তথ্য বিষয়ক ভিডিও ব্লগ

অনেক বিষয় লিখে বা ছবি দিয়ে যেভাবে প্রকাশ করা যায় ভিডিও দিয়ে তারচেয়ে অনেক ভালভাবে প্রকাশ করা যায়। টাই কিভাবে বাধতে হয় ভিডিওতে দেখানো থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্য যে কোন বিষয় নিয়ে ভিডিও তথ্য নিয়ে ব্লগ করা যেতে পারে। তথ্য বিষয়ক ভিডিও ব্লগগুলি সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি ভিন্ন ভাষার ব্যবহারকারীরাও ব্যবহার করেন। সাধারনভাবে টেক্সট টিউটোরিয়ালের চেয়ে ভিডিও টিউটোরিয়ালের দিকে মানুষের আগ্রহ বেশি।

এই বইতে মুলত নিজে কাজ করে আয়ের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। একে পুরোপুরি পেশা হিসেবে বিবেচনা করে ভিডিও ব্লগ তৈরী করা যেতে পারে। ভিডিও তৈরীতে যারা পেশাদার তাদের মাধ্যমে ভিডিও তৈরী করে নিলে অনায়াসে নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে।

ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরীর সময় একটি বিষয় মনে রাখা জরুরী। বাংলাদেশ সহ অনেক দেশে ইন্টারনেটের গতি কম, খরচ বেশি। ইচ্ছে থাকলেও অনেকে ইন্টারনেটে ভিডিও ব্যবহারের সুযোগ পান না।

৩. টিউটোরিয়াল ব্লগ

প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিষয় জানা প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের সময় জানার জন্য সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা ইন্টারনেট টিউটোরিয়াল। কম্পিউটারের কোন সফটঅয়্যারের টিউটোরিয়াল এজন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, প্রোগ্রামিং যে কোন বিষয় নিয়েই টিউটোরিয়াল ব্লগ তৈরী হতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এসব বিষয় নিয়ে বহু ব্লগ-ওয়েবসাইট রয়েছে। তারপরও চাহিদার কমতি নেই।

৪. বিষয়ভিত্তিক ব্লগ

ইতিহাস, পদার্থ বা রসায়নবিদ্যা, দেশ-বিদেশ, সাহিত্য ইত্যাদি যে কোন বিষয় নিয়ে বিশ্বকোষ জাতিয় ব্লগ তৈরী করা যেতে পারে। বিশ্বের অন্যতম সেরা ওয়েবসাইট উইকিপিডিয়াকে উদাহরন হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। এমন কোন তথ্য নেই যা সেখানে পাওয়া যায় না। এই সাইটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ইচ্ছে করলে যে কেউ তথ্য যোগ বা সংশোধন করতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক ব্লগের জন্য এধরনের সুবিধে থাকা গুরুত্বপুর্ন।

৫. বিনোদন মুলক ব্লগ

চলচ্চিত্র, সঙ্গিত, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে খবর, আলোচনা, ইত্যাদি নিয়ে আকর্ষনীয় ব্লগ তৈরী হতে পারে। নতুন আসা কম্পিউটার গেম, বই, গানের এলবাম, চলচ্চিত্রের খবর, রিভিউ ইত্যাদি অনেকের আগ্রহের বিষয়।

৬. ব্যবসা বিষয়ক ব্লগ

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্লগের চাহিদা সবসময়ই বেশি। মানুষের স্বাভাবিক প্রবনতা কোন পন্য দেখলে দাম খোজ করা। একসময় প্রাইসওয়াচ নামে একটি ইংরেজি ওয়েবসাইট সবধরনের পন্যের দাম জানানোর জন্য খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে অন্য সাইটগুলি তাদের দেয়া তথ্যকে সরাসরি নিজেদের সাইটে ব্যবহার করে বলে পৃথকভাবে সেটা ব্যবহার করা হয় না। বাংলাদেশের সাধারন পন্যগুলির বাজারদর উল্লেখ করে গুরুত্বপুর্ন সাইট তৈরী হতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা ইত্যাদি সম্পর্কে যার সামান্য আগ্রহ আছে তিনি নিয়মিত দামের খোজ রাখেন।

নতুন এবং পুরনো জিনিষপত্র বিক্রির একাধিক সাইট বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এধরনের ভিন্ন বিষয় নিয়ে, অতিরিক্ত সুবিধে দিয়ে আরো সাইট হতে পারে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এধরনের সাইটকে নিখুত হতে হয়। একা এধরনের সাইট তৈরী বা পরিচালনা করা যায় না। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এধরনের সাইটের পরিকল্পনা করাই ভাল।

৭. রিভিউ বিষয়ক ব্লগ

কোন পন্য কেনার প্রয়োজন হলে যারপক্ষে সম্ভব তিনি ইন্টারনেটে রিভিউ দেখে নেন। সেই পন্যের ভালমন্দ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় ইন্টারনেট রিভিউ থেকে। সেই পন্য যারা কিনেছেন এবং ব্যবহার করেছেন তারাও নিজেদের মত প্রকাশ করেন। কেউ সন্তুষ্ট হলে সেকথা যেমন জানান তেমনি

কেউ অসন্তুষ্ট হলে সেটাও জানান। নতুন ক্রেতার জন্য তথ্যগুলি খুবই উপকারী।
ইংরেজিতে এধরনের অসংখ্য সাইট থাকলেও বাংলায় সুযোগ রয়ে গেছে।

৮. প্রযুক্তি বিষয়ক ব্লগ
মানুষ নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে সবসময়ই আগ্রহি। প্রযুক্তির খবর, নতুন উদ্ভাবন, কোন প্রযুক্তির ব্যাখ্যা ইত্যাদি নিয়ে আকর্ষনীয় ব্লগ হতে পারে। এধরনের তথ্য সংগ্রহ করা তুলনামুলক সহজ। অনেক ব্লগ পাওয়া যাবে যেগুলি মুলত নির্দিস্ট কিছু ব্লগের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা।

৯. ফটোব্লগ
শুধুমাত্র ছবি নিয়েই জনপ্রিয় ব্লগ হতে পারে। চারিদিকে যাকিছু রয়েছে তার ছবি উঠিয়ে ব্লগে জমা করতে শুরু করুন। পরিচিত যারা ছবি উঠায় তাদের কাছে ছবি নিন। একসময় বিপুল পরিমান ছবির জনপ্রিয় ব্লগে পরিনত হবে।

ব্লগ তৈরীর বিষয়ের অভাব নেই। এমনকি জনপ্রিয় ব্লগগুলির লিংক নিয়েই জনপ্রিয় ব্লগ হতে পারে। ইন্টারনেটে অনেকগুলি ব্লগের দেখা পাবেন যেখানে রয়েছে মুলত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লিংক। এদের অনেকেরই রয়েছে লক্ষাধিক ভিজিটর।

ব্লগ থেকে আয় যখন মুখ্য তখন প্রথম লক্ষ ভিজিটর আকৃষ্ট করা। যে বিষয়ে ভিজিটর বেশি খোজ করেন সেগুলি নিয়ে ব্লগ তৈরী করা। এর পরের লক্ষ ভিজিটর ধরে রাখা। সেকারনে প্রয়োজন উচুমানের তথ্য যোগ করা, ক্রমাগত পরিবর্তন আনা।

এই দুটি বিষয় মনে রাখলে কয়েক মাসের চেষ্টায় ব্লগের পরিচিতি তৈরী সম্ভব। আর বছর দুয়েকের মধ্যে সেটা লাভজনক ব্যবসায় পরিনত হতে পারে।

ভাল ব্লগ তৈরীর জন্য যে তথ্যগুলি জানা প্রয়োজন

আপনি ব্লগ থেকে আয় করতে চান, সেজন্য প্রয়োজন ভাল ব্লগ। সেটা কিভাবে করবেন ?
বরং উল্টো প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভাল ব্লগ কাকে বলে ? উত্তরে নিশ্চয়ই বলা হবে যে ব্লগ বেশি ভিজিটর ব্যবহার করে।

উত্তরটা সবসময় সঠিক অর্থ বহন নাও করতে পারে। বিষয়টি বোঝার জন্য ব্লগিং বিষয়ক কিছু শব্দ এবং অর্থ জানা প্রয়োজন।

যে কোন ব্লগে ভিজিট সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা থাকে। কতজন সাইট ভিজিট করেছেন, তাদের কে কোন দেশ-এলাকা থেকে এসেছেন, কি লিখে সার্চ করেছেন বা অন্য কোন সাইট থেকে এসেছেন, কোন পেজে কতক্ষন সময় কাটিয়েছেন, কোথায় ক্লিক করেছেন, কোন অপারেটিং সিষ্টেম ব্যবহার করেছেন, কোন ব্রাউজার ব্যবহার করেছেন ইত্যাদি সমস্ত কিছু। একজন ব্লগার এগুলি থেকে ধারনা পান তার ভিজিটর সম্পর্কে। তারসাথে মিল রেখে সাইটের উন্নতি করেন।

সাইটের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য গুগলের বিনামুল্যের একটি সেবা রয়েছে গুগল এনালাইটিক্স নামে। সেখানে সদস্য হয়ে কয়েক লাইন কোড কপি করে যে কোন সাইটে ব্যবহার করা যায়। গুগল এনালাইটিক্স এরপর থেকে সাইটের সব ধরনের তথ্য রাখতে শুরু করে।

ব্লগারে বর্তমানে পরিসংখ্যান অনেকটা উন্নত করা হয়েছে। ড্যাসবোর্ডে (কন্ট্রোল প্যানেল) ষ্ট্যাটস লিংকে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ তথ্য জানা যায়। অনেকে শুধুমাত্র এর ওপর নির্ভর করেই কাজ চালাতে পারেন। তারপরও, আরো ভাল করতে হলে এনালাইটিক্স এর সদস্য হওয়াই ভাল। ড্যাসবোর্ডে এনালাইটিক্স লিংকে ক্লিক করে ব্লগের নাম-ঠিকানা দিয়ে আপনার জন্য কোড পেতে পারেন। সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই নির্দেশ সেখানেই পাবেন।

যে তথ্যগুলি ব্লগারের জানা প্রয়োজন হয় সেগুলি দেখা যাক।

১. ভিজিট বা হিট

ব্লগে নির্দিস্ট সময়ে কতবার ভিজিট করা হয়েছে সেই সংখ্যা। ব্লগার সর্বশেষ দুঘন্টা পর্যন্ত হিসেব দেখাতে পারে (গ্রাফ সহ)। এছাড়া ২৪ ঘন্টা থেকে শুরু করে মাস, বছর বা ব্লগ তৈরীর সময় থেকে যেকোন হিসেবই জেনে নিতে পারেন।

হিট হিসেব করা হয় ভিজিটরের কাজ অনুযায়ী। যেমন ভিজিটর প্রথমবার সাইটে ঢুকলেন সেটা এক হিট, কোন লিংকে ক্লিক করে অন্য পেজে গেলেন সেটা আরেক হিট। কোন সাইটের পরিসংখ্যানে যদি বলা হয় ১ লক্ষ ভিজিট, সেটা ১ লক্ষ জন ভিজিটর বলে ভুল করবেন না। প্রতিজন গড়ে ১০বার ক্লিক করলে

ভিজিটরের সংখ্যা ১০ ভাগের ১ ভাগ। একই ব্যক্তি কোন সাইটে দিনে কয়েকবার ভিজিট করতেও পারেন। সেই হিসেব এখানে যোগ হয়।

২. ইউনিক ভিজিটর

আগে যেমনটা উল্লেখ করা হল, একজন ভিজিটর বহুবার হিসেবে যোগ হতে পারেন। ব্লগারের জানা প্রয়োজন্য কতজন পৃথক পৃথক ভিজিটর সাইটে এসেছেন। সেটাই ইউনিক ভিজিটর। একজন ভিজিটর যদি তিনে ৫ বার সাইটে ঢোকেন তাহলেও তাকে একজন হিসেবে শনাক্ত করা হয়।

৩. নিউ ভিজিটর

কোন ভিজিটর প্রথমবার সাইটে ঢুকলে তাকে নিউ ভিজিটর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিউ ভিজিটর সংখ্যা বেশি হওয়ার অর্থ ভিজিটর আপনার সাইট সহজে খুজে পাচ্ছেন। নতুনদের কাছে সাইটের পরিচিতি বাড়ছে। কম পাওয়ার অর্থ আপনার প্রচারনা বাড়াতে হবে। বিপরীতভাবে ফিরে আসা ভিজিটর বেশি হওয়ার অর্থ ভিজিটররা আপনার সাইট কোন কারনে পছন্দ করছেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুটিই ব্লগের জন্য উপকারী।

৪. গড় ভিজিটের সময়

ভিজিটররা গড়ে কতটা সময় সাইটে কাটিয়েছেন সেই হিসেব। বিষয়টি সাইটের ধরনের ওপর নির্ভর করে। সংবাদপত্র, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি সাইটে সাধারনত ভিজিটররা বেশি সময় কাটান। সাধারনভাবে ২ মিনিট সময়কে ভাল বলে ধরা হয়। বাংলা-টিউটর সাইটে ভিজিটররা সময় কাটান ১০ থেকে ১২ মিনিট। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল মানুষ এপলের সাইটে সময় কাটায় ১ ঘন্টার বেশি। ভিজিটর ধরে রাখা সাইটের বড় সাফল্য।

৫. বাউন্স রেট

কোন ভিজিটর সাইটে ঢুকে সাথেসাথে সেখান থেকে চলে গেছেন, একে বলা হয় বাউন্স। বিভিন্ন কারনে ভিজিটর চলে যান। ভুল করে অন্য সাইটে ঢোকা থেকে শুরু করে সাইটের চেহারা বা বিষয় পছন্দ না হওয়া, লোড হতে দেরী হওয়া কিংবা অন্য কোন সমস্যা ইত্যাদি। সাধারনভাবে ৪০% পর্যন্ত বাউন্স রেট গ্রহনযোগ্য বলে ধরা হয়। এরথেকে যত কম হয় তত ভাল।

৬. পেজ পার ভিজিট

নাম থেকেই ধারনা করা যায়, ভিজিটর গড়ে কতগুলি পেজ ভিজিট করেন তার হিসেব। এটাও নির্ভর

করে সাইটের ধরনের ওপর। কোন সাইটে শুধুমাত্র নতুন পোষ্টটি গুরুত্বপুর্ন, কোন সাইটে পুরনো পোষ্টগুলিও সবসময়ই ভিজিটরকে আকৃষ্ট করে।

৭. ল্যান্ডিং পেজ

সাইটে ঢোকার সময় ভিজিটর প্রথম যে পেজে গেছেন তাকে বলা হয় ল্যান্ডিং পেজ। সবসময়ই এটা হোম পেজ হবে এমন কথা নেই। অন্য কোন বিষয়ে সার্চ করে সেই পেজে যেতে পারেন।
ল্যান্ডিং পেজ বিশ্লেষন করা জরুরী। যে পেজ সবচেয়ে বেশি ভিজিটর আকর্ষন করে সেটা উন্নত রাখা প্রয়োজন, দ্রুত লোড হয় এমন রাখা প্রয়োজন। যে কারনগুলির জন্য সেটি বেশি ভিজিটর আকর্ষন করে তাকে অন্য পেজেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্য গুরুত্বপুর্ন পেজের লিংকগুলি সেখানে রাখা যেতে পারে।

৮. ট্রাফিক সোর্স

ভিজিটর কিভাবে আপনার সাইট পেয়েছে সেটা ট্রাফিক সোর্স। তিনি সরাসরি সাইটের ঠিকানা টাইপ করে আসতে পারেন, সার্চ করে পেতে পারেন, অন্য কোন সাইটের লিংক থেকে আসতে পারেন। সাইটের প্রচারনা বাড়ানোর জন্য এগুলি বিশ্লেষন করা প্রয়োজন হয়।

৯. সার্চ কিওয়ার্ড

যে কোন সাইটের ভিজিটরের সবচেয়ে বড় উৎস সার্চ ইঞ্জিন। কোন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে আপনার সাইটে ভিজিটর এসেছেন সেটা জানা প্রয়োজন একারনেই। সাধারনত ব্লগাররা যা করেন, যে কিওয়ার্ডগুলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে আরো বেশি ব্যবহার করেন। কখনো কখনো শব্দ সামান্য এদিক-ওদিক করে ভাল ফল পাওয়া যায়।
উল্লেখ করা যেতে পারে, নতুন সাইটকে সার্চ করে প্রথমদিকে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। সার্চ ইঞ্জিনের কাছে প্রাধ্যান্য পাওয়ার (সার্চ র‍্যাংকিং এওপরের দিকে থাকা) একজন ব্লগারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) অনেকের পেশা যাদের দায়িত্ব কোন সাইটকে সামনের দিকে আনা।
আপাতত এটুকু মনে রাখা ভাল, আপনার নতুন ব্লগ সার্চ করে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে হতাস হবেন না। তার অবস্থান রয়েছে পেছনের দিকে কোথাও। তাকে সামনের দিকে আনাই আপনার দায়িত্ব।

১০. লোকেশন

ভিজিটর কোন দেশ বা কোন এলাকা থেকে এসেছেন সেটা জানা যায় এখান থেকে। অনেকের জন্যই বিষয়টি গুরুত্বপুর্ন। যদি স্থানীয়ভাবে কোন পন্য বা সেবা বিক্রি করতে চান আপনি নিশ্চয়ই স্থানীয় ভিজিটর খোজ করবেন। আবার আমেরিকা থেকে ক্লিক করলে আয় বেশি এমন অবস্থায় আমেরিকান ভিজিটর পাওয়া যাচ্ছে কি-না খোজ করবেন।

দেশ বিশ্লেষন করে ব্লগার ঠিক করেন তিনি কোন ধরনের বিষয় যোগ করবেন কিংবা কি পরিবর্তন আনবেন যেন সঠিক ভিজিটর বেশি পাওয়া যায়।

মুল এই বিষয়গুলি ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষন থেকে সাইটের উন্নতি করতে হয়। কাজ শুরু করে একটু একটু করে শেখার চেষ্টা করতে পারেন এবং একটু একটু করে প্রয়োগ করতে পারেন।

সাধারনভাবে বলা হয় কোন ব্লগের পরিচিতি লাভ করতে কমপক্ষে ৬ মাস, গড়ে ১ থেকে ২ বছর প্রয়োজন হয়। অনেক সার্চ ইঞ্জিনে তথ্য যেতেই ৩ মাস পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হয়। কাজেই ব্লগ তৈরীর সাথেসাথেই ভিজিটররা ভিড় জমাচ্ছেন না দেখে হতাস হবেন না।

যা লক্ষ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে আপনার ব্লগে ভিজিটর বাড়ছে কি-না। ব্লগের ভিজিটর যদি সামান্য করেও বাড়ে তাহলে ধরে নিতে পারেন আপনার ব্লগের উন্নতি হচ্ছে। আর যদি থেমে থাকে তাহলে জানবেন কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে। সেটা খুজে বের করে সংশোধন করা প্রয়োজন।

ব্লগারকে কি কাজ করতে হয়

ব্লগ থেকে আয় নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে এপর্যন্ত। প্রশ্ন করতে পারেন, ব্লগারের আসল কাজ কি ? তাকে কি কি জানতে হয়, কোন কাজগুলি নিয়মিত করতে হয়। এজন্য দৈনিক কতটুকু সময় ব্যয় করতে হয়।

ব্লগারের প্রথম কাজ অবশ্যই ব্লগ তৈরী করা। একে শুরু না ধরে বরং পরিকল্পনাকে শুরু হিসেবে ধরা ভাল। পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই ভালভাবে করা যায় না। ব্লগিং এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজন কিছুটা বেশিই।

ব্লগ থেকে আয় করবেন এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর যে কাজগুলি করতে হয় সেগুলি পরপর সাজালে এমন হতে পারে।

১. পরিকল্পনা এবং বিষয় নির্বাচন

কোন বিষয়ে ব্লগ তৈরী করবেন, সেখানে কোন পর্যায়ের তথ্য থাকবে, সম্ভাব্য ভিজিটর কারা হবেন ইত্যাদি হিসেব করা এই পর্যায়ের কাজ। ধরুন ফটোশপ টিউটোরিয়াল বিষয়ে ব্লগ তৈরী করবেন ঠিক করলেন। সাথে এটাও ঠিক করা প্রয়োজন সেটা একেবারে নবিনদের জন্য নাকি যারা নিয়মিত কাজ করেন তাদের জন্য পরামর্শ সেখানে থাকবে। যিনি কয়েকবছর ধরে কাজ করছেন তারও নতুন টিপস প্রয়োজন হয়। তিনি একেবারে নবিনদের জন্য টিউটোরিয়াল পছন্দ করবেন না। আবার যিনি ফটোশপ ব্যবহার শুরু করছেন তারকাছে পেশাদারি টিপস জটিল মনে হবে। ব্লগ কোন ধরনের ভিজিটরদের জন্য সেটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব্লগের বিষয় ঠিক করার পর তথ্য সংগ্রহ করা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ধরে নেয়াই ভাল। যথেষ্ট পরিমান তথ্য হাতে না রেখে ব্লগ শুরু করলে সময়মত তথ্য সরবরাহে সংকট তৈরী হতে পারে। এতে ভিজিটর বিরক্ত হন। একবার কোন ভিজিটর ফেরত গেলে তিনি পুনরায় হয়ত সেই ব্লগে আসবেন না। এরসাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ব্লগিং প্লাটফরম বিষয়ে। কোন ব্লগিং ব্যবস্থায় আপনার ব্লগ সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করবে ঠিক করা। বিনামুল্যের ব্লগিং দিয়ে শুরু করবেন নাকি সরাসরি ডোমেন-হোষ্টিং খরচ বহন করে ব্যবসা হিসেবে শুরু করবেন সেটা ঠিক করা। কখনো কখনো এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ওয়েব ডেভেলপারের সাহায্য নেয়া হতে পারে। তিনি আপনার ব্লগতে পছন্দমত তৈরী করে দিতে পারেন।

২. ব্লগ তৈরী করা

পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে অবশ্যই পরবর্তী ধাপ ব্লগ তৈরী করা। নিজে নিজেই হোক অথবা কারো সাহায্য নিয়েই হোক। ব্লগ তৈরীতে কারো সাহায্য নিলে তারকাছে জেনে নিন কিভাবে ব্লগে নতুন বিষয় যোগ করতে হয়, কিভাবে বিজ্ঞাপন যোগ করতে হয় ইত্যাদি। এই কাজের জন্য সবসময় অন্যের ওপর নির্ভর করতে পারেন না (যদি না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়)।

৩. তথ্য যোগ করা

ব্লগ তৈরীর পর নিয়মিত কাজের একটি হচ্ছে তথ্য যোগ করা। সাধারনভাবে বলা হয় ব্লগে প্রতিদিন অন্তত একটি করে তথ্য যোগ করা উচিত। অনেকে প্রথম অবস্থায় দিনে ১০ কিংবা আরো বেশি পোষ্ট যোগ করেন। বিষয়টি ব্লগের ধরনের ওপর নির্ভর করে। যত বেশি পোষ্ট যোগ করবেন তত ভাল। ভিজিটরকে সন্তুষ্ট করার মত পোষ্ট যোগ হলে এই সংখ্যা কমতে পারে। কখনোই বন্ধ করা উচিত না।

সাধারনভাবে বলা হয় সার্চ ইঞ্জিনগুলি ব্লগ পছন্দ করে। যতবার নতুন কিছু যোগ করা হয় ততবার ব্লগের তথ্য সার্চ ইঞ্জিনে যোগ হয়। ফলে ক্রমাগত সার্চের রেজাল্টে ওপরের দিকে আসতে থাকে।

৪. কমেন্ট আপডেট করা

ব্লগে কমেন্ট বা ভিজিটরের মতামত রাখার ব্যবস্থা রাখা জরুরী। এতে একদিকে ভিজিটর ব্লগকে নিজের মনে করেন, অন্যদিকে এর মাধ্যমে এক ব্লগের সাথে অন্য ব্লগের সম্পর্ক তৈরী হয়। এক সাইটের ভিজিটর অন্য সাইটে যান।

কেউ কেউ কমেন্ট না দেখেই পাবলিশ করার ব্যবস্থা রাখেন। অর্থাৎ ভিজিটর লিখলে সাথেসাথে সেটা ব্লগে দেখা যায়। এই পদ্ধতির সমস্যা হচ্ছে অনেকে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য লিখতে পারেন। কাউকে আক্রমন করে বক্তব্য দেয়া, গালাগালি করা সাধারন ঘটনা। এগুলি দেখে তারপর প্রকাশ করাই ভাল। যিনি একাজ করেন তাকে বলা হয় মডারেটর। ব্লগার নিজেই একাজ করতে পারেন।

৫. প্রশ্নের উত্তর দেয়া

মন্তব্য লেখার যায়গায় ভিজিটর কোন প্রশ্ন রাখতে পারেন। ব্লগারের দায়িত্ব এধরনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া। এরফলে এমন কোন তথ্য বা নির্দেশ প্রকাশ পেতে পারে যা হয়ত মুল ব্লগপোষ্টে থাকা প্রয়োজন ছিল, কোন কারনে বাদ পরেছে। এগুলি ব্লগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৬. সার্চ ইঞ্জিনে তথ্য পাঠানো

সাধারনভাবে সার্চ ইঞ্জিনগুলি নিজেই প্রতিটি ব্লগ বা ওয়েবসাইট পড়ে দেখে। কোন কোন সার্চ ইঞ্জিন এজন্য যথেষ্ট সময় নেয়। কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত। একাজ দ্রুত করার জন্য নিজে থেকে ব্লগতে তাদের তালিকাভুক্ত করতে পারেন। ডিরেক্টরী লিষ্টিং নামের এই কাজের জন্য সরাসরি তাদের সাইটে গিয়ে যেমন নাম লেখা যায়। যেমন গুগলের সাইটে গিয়ে আপনার ব্লগের ঠিকানা টাইপ করে দিতে পারেন। আবার এজন্য বিশেষ সফটঅয়্যার সেবা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন pingomatic, autopinger, feedping ইত্যাদি। তাদের সাইটে গিয়ে ব্লগের ঠিকানা এবং বর্ননা লিখে একবারে সমস্ত জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনে ব্লগের তথ্য পাঠাতে পারেন।

ব্লগ তৈরী করে সেখানে তথ্য যোগ করলেই ব্লগারের কাজ শেষ হয় না। প্রতিনিয়ত ব্লগে ভিজিটরের তথ্য দেখতে হয়, নিয়মিত আপডেট করতে হয় এবং তারচেয়েও গুরুত্বপুর্ন হচ্ছে ভিজিটর বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয়।

ব্লগে এই মুহূর্তে যে পরিমান নিয়মিত ভিজিটর আছে তাতে আপনি সন্তুষ্ট একথা ভাবার সুযোগ ব্লগারের নেই। ব্লগার যদি নিয়মিত ব্লগের দিকে দৃষ্টি না দেন তাহলে ভিজিটর কমতে শুরু করবে। যা কমতে থাকে তা একসময় শেষ হয়। আপনি নিশ্চয়ই সেটা চান না।

ভিজিটর বাড়ানোর জন্য কি করতে পারেন

একজন পেশাদার ব্লগারের কাছে বেশি ভিজিটর মানেই বেশি টাকা। ব্লগার সরাসরি টাকা খোজ করতে পারেন না, তিনি ভিজিটর খোজ করেন। সেহিসেবে ব্লগারের মুল লক্ষ আসলে ভিজিটরকে আকর্ষন করা। আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ব্লগের ভালমন্দ তথ্য এবং অন্যান্য বিষয় দিয়ে বিবেচনা করতে পারেন, তাতে ব্লগারের আর্থিক লাভ নেই। তার আর্থিক লাভ বেশি ভিজিটরে।

অনেক ক্ষেত্রে বেশি ভিজিটর মানেই বেশি টাকা একথাও সরলভাবে প্রয়োগ করা যায় না। এক সাইটে হয়ত দৈনিক ১০ হাজার ভিজিটর যান কিন্তু তারা বিজ্ঞাপন লিংকে ক্লিক করেন না (বিষয়ের কারনে সেটা হতে পারে), আবারে আরেক সাইটে হয়ত গড়ে ১ হাজার ভিজিটর যান কিন্তু নিয়মিত ক্লিক করেন।

ব্লগারকে সমস্ত বিষয়ই হিসেব করে নিয়ন্ত্রন করতে হয়।

তবে একটা বিষয়ে দ্বিমত নেই, ভিজিটর যত বেশি আয়ের সম্ভাবনা তত বেশি। কম ভিজিটর থেকে কোনভাবেই আয় আশা করতে পারেন না।

ব্লগে ভিজিটর বাড়ানোর বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। একেকজনের জন্য একেক পদ্ধতি কার্যকর। এই পদ্ধতিগুলিও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। কাজেই সবসময় একই পদ্ধতি ভাল ফল পেতে থাকবেন এমন কথা নেই। সবকিছু পর্যালোচনা করে নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হয়।

সাধারনভাবে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জেনে নিন;

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন

ব্লগে ভিজিটরের সবচেয়ে বড় উৎস সার্চ ইঞ্জিন। কাজেই ব্লগারের মুল দায়িত্ব ব্লগকে ঠিকভাবে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে তুলে ধরা। সার্চ ইঞ্জিন নিজে থেকে প্রতিটি ব্লগকে পড়ে দেখে একথা ঠিক, তারপরও ঠিকভাবে উপস্থাপন করা ব্লগ প্রাধান্য পায়।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিজেই একটি বড় বিষয়। অল্প পরিসরে বিস্তারিত বর্ননা করার সুযোগ নেই। একেবারে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন প্রক্রিয়াকে দুভাবে ভাগ করা হয়। একটি ব্লগ বা ওয়েবসাইট এর আভ্যন্তরীন, অন্যটি বাইরে থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আভ্যন্তরিন বিষয়গুলি হচ্ছে;

১. ব্লগের নাম

ব্লগের ডোমেন নেম সার্চ ইঞ্জিনের কাছে গুরুত্বপুর্ন। অর্থবোধক সহজ নাম সার্চ ইঞ্জিন সহজে ব্যবহার করতে পারে। বিনামুল্যের ব্লগের চেয়ে রেজিষ্টার্ড ডোমেনকে প্রাধান্য দেয়। কাজেই ভাল ফল পেতে হলে এদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

২. ব্লগের বর্ননা

প্রতিটি ব্লগে বা ওয়েবসাইটে সাইটের মুল কিওয়ার্ড ব্যবহার করে সাইটের সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। সার্চ ইঞ্জিনের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপুর্ন।

৩. পোষ্টের টাইটেল

পোষ্টটি যে বিষয়ে তার পরিচিতি পোষ্ট টাইটেল। যে কিওয়ার্ড ব্যবহার করে সার্চ করলে আপনার ব্লগ পাওয়ার আশা করেন সেগুলি পোষ্টের টাইটেলে রাখা জরুরী। এখানে গুরুত্বপুর্ন শব্দ আগে, কম গুরুত্বের শব্দ পরে এভাবে রাখাও জরুরী। অনেকে বাংলা ব্লগেও ইংরেজি টাইটেল ব্যবহার করেন। এতে সার্চ ইঞ্জিনে ভাল ফল পাওয়া যায় (যদিও গুগল সার্চ করার সময় অনুবাদ করে নেয়)।

পোষ্ট টাইটেলে একদিকে সার্চের জন্য কিওয়ার্ড রাখা জরুরী অন্যদিকে পোষ্টের বিষয়ের সাথে মিল রাখাও গুরুত্বপুর্ন। টাইটেলের সাথে মুল পোষ্টের তথ্যের গড়মিল থাকলে সেটা সার্চ ইঞ্জিন জানে, একসময় সেটাই ব্লগের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায়।

৪. উচুমানের পোষ্ট

ব্লগপোষ্টে ঠিক কি আছে সেগুলি সার্চ ইঞ্জিন যাচাই করে কয়েকভাবে। একবার পুরো পোষ্ট পড়ে সেখানকার গুরুত্বপুর্ন শব্দগুলির (কিওয়ার্ড) তালিকা তৈরী করা হয়। ভিজিটর কোন কিওয়ার্ড লিখে সেই পোষ্টে এসেছেন এবং তার প্রতিক্রিয়া কি, কতটা সময় সেখানে ব্যয় করেছেন ইত্যাদি হিসেব করা হয়।

কোন পোষ্ট অন্য কোন সাইটের পোষ্টের কপি কিনা সেটাও যাচাই করা হয় । সবকিছু মিলিয়ে ব্লগের জন্য পোষ্টই ব্লগের প্রাণ । সেখানে যত প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে, ভিজিটর যত বেশি সময় ব্যবহার করবেন সার্চ ইঞ্জিনের কাছে তত ভাল ফল পাওয়া যাবে ।

আর বাইরের পদ্ধতিগুলি হচ্ছে;

১. ডিরেক্টরী লিষ্টিং
যেখানে ব্লগ বিষয়ক তথ্য থাকে সেখানে ব্লগের নাম তালিকাভুক্ত করা । গুগল, ইয়াহু, বিং প্রত্যেকেরই সাইটে গিয়ে ব্লগের নাম এবং বর্ননা টাইপ করে একাজ করা হয় ।

২. অটো পিঙার ব্যবহার করা
পিং-ও-মেটিক এর মত কোন সফটঅয়্যার ব্যবহার করে সার্চ ইঞ্জিনে তথ্য পাঠানো । এধরনের বেশকিছু সাইট রয়েছে । উল্লেখ করা যেতে পারে বিনামুল্যের ওয়ার্ডপ্রেস নিজে থেকে একাজ করলেও ব্লগার করে না ।

৩. সোস্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার
ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস ইত্যাদি সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইট ব্যবহার করে ব্লগের প্রচার বাড়ানোর ব্যবস্থা করা । হয়ত লক্ষ করেছেন প্রায় সমস্ত ওয়েবসাইটের নিজস্ব ফেকবুক-টুইটার ইত্যাদি একাউন্ট থাকে ।

৪. অন্যের ব্লগ ব্যবহার
অন্য ব্লগে মন্তব্য বা পোষ্ট লিখে নিজস্ব ব্লগের সাথে লিংক তৈরী করা । লিংক বিল্ডিং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের গুরুত্বপুর্ন একটি কাজ । কারো সাথে লিংক বিনিময় করা যেতে পারে । অর্থাৎ নিজের লিংক অন্যের সাইটে রাখার বিনিময়ে অন্যের লিংক নিজের সাইটে রাখা । এতে দুপক্ষই উপকৃত হয় । এর ক্ষতিকর দিক হচ্ছে একজনের ক্ষতি হলে অন্যজনেরও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে গুগল বিষয়টি পছন্দ করে না । কারো সাথে লিংক বিনিময় করার সময় সেই সাইট সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিন ।

সার্চ ইঞ্জিন ছাড়াও অন্যভাবে যেহেতু ভিজিটর সাইটে যান সেহেতু অন্যভাবেও ভিজিটর বাড়ানো যায়। সেক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলি হতে পারে;

১. অনলাইন বিজ্ঞাপন দেয়া
জনপ্রিয় কোন সাইটে ব্যানার বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে ভিজিটর বাড়ানো একটি সাধারন পদ্ধতি। বিশেষ করে প্রথমদিকে দ্রুত প্রচারের জন্য এধরনের বিজ্ঞাপন ভাল কাজ দেয়।

২. রিভিউ লেখার ব্যবস্থা করা
ওয়েবসাইট বিষয়ক তথ্য প্রচার করা হয় এমন কোথাও সাইটের পরিচিতি তুলে ধরার ব্যবস্থা করা। এজন্য টাকা খরচ করতে হতে পারে। ভুলে যাবেন না, তারাও ব্যবসা করছেন। আপনার ব্লগে কেউ রিভিউ প্রকাশ করতে চাইলে আপনিও টাকা দাবী করবেন, নিতান্ত সেবামুলক বিষয় ছাড়া।

৩. পিটিসি বিজ্ঞাপন দেয়া
পিটিসি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে পিটিসি আসলে বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক। বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। মাত্র ৫ ডলারে হাজার ক্লিক (ভিজিট) দেয়ার মত পিটিসি সাইট অনেক পাওয়া যায়।
পিটিসি বিজ্ঞাপন দেয়ার সময় মনে রাখা ভাল, যারা পিটিসি ব্যবহার করেন তারা কম পরিশ্রমে অল্প টাকা আয় করতে আগ্রহি। সবধরনের সাইটের বিজ্ঞাপন তাদের আকৃষ্ট নাও করতে পারে।

৪. অফলাইন বিজ্ঞাপন দেয়া
খবরের কাগজে বা পত্রিকায়, পথের ধারে ব্যানার-বিলবোর্ড-পোষ্টার কিংবা ষ্টিকারে কোন ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন অবশ্যই চোখে পড়েছে। সাধারনভাবে সবার চোখে পড়ে এমন বিজ্ঞাপন সবসময়ই প্রচারে সহায়ক। ব্লগের প্রচারের জন্যও এধরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫. এক্সপার্টের সাহায্য নেয়া
নিজে না পারলে এক্সপার্টের কাছে যাও, এই নিয়মে অভিজ্ঞ কারো সাহায্য নিতে পারেন। বহু প্রতিষ্ঠানের মুল ব্যবসা অন্যের সাইটের প্রচারের ব্যবস্থা করা।
এধরনের সেবা নেয়ার সময় সাবধান থাকাই ভাল। অটোমেটেড ব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয় থাকে যা গুগল পছন্দ করে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে এধরনের সেবা না নেয়াই ভাল। যদি নিতেই হয় তারা ঠিক কি করবে, তারসাথে গুগলের নিয়মের বিরোধ জন্মাবে কি-না জেনে তবেই এধরনের সেবা নিন।

একজন ব্লগারকে এই নিয়মের মধ্যে কাজ করতে হবে এমন কথা নেই। তিনি নিজেও নিজস্ব পদ্ধতি বের করতে পারেন। একজন কিশোর তার ব্লগ থেকে লক্ষ ডলার আয়ের পর গুগল তাকে ডেকে চাকরী দিয়েছে এমন উদাহরন রয়েছে।
আপনার পক্ষেও সম্ভব নতুন পদ্ধতি বের করা।

গুগল এডসেন্স থেকে আয়

ব্লগ থেকে আয় করা সম্ভব একথা অনেক হয়েছে, এখন পর্যন্ত টাকার দেখা পাওয়া যায়নি। এবার দেখা যায় সেই টাকা কোথায় আছে, কিভাবে পাওয়া যায়।
যখনই ব্লগ থেকে আয়ের কথা বলা হয় তখনই গুগলের এডসেন্স এর উল্লেখ অনিবার্য। এডসেন্স গুগলের বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক। তাদের সদস্য হলে এডসেন্স বিজ্ঞাপনগুলি ব্লগে দেখা যায়, কোন ভিজিটর সেই বিজ্ঞাপনে কিক্ল করলে ব্লগের একাউন্টে টাকা জমা হয়। প্রতি ক্লিকের জন্য কয়েক সেন্ট থেকে কয়েক ডলার। বছরে এই টাকার পরিমান কয়েক হাজার ডলার কিংবা লক্ষ ডলারও হতে পারে।

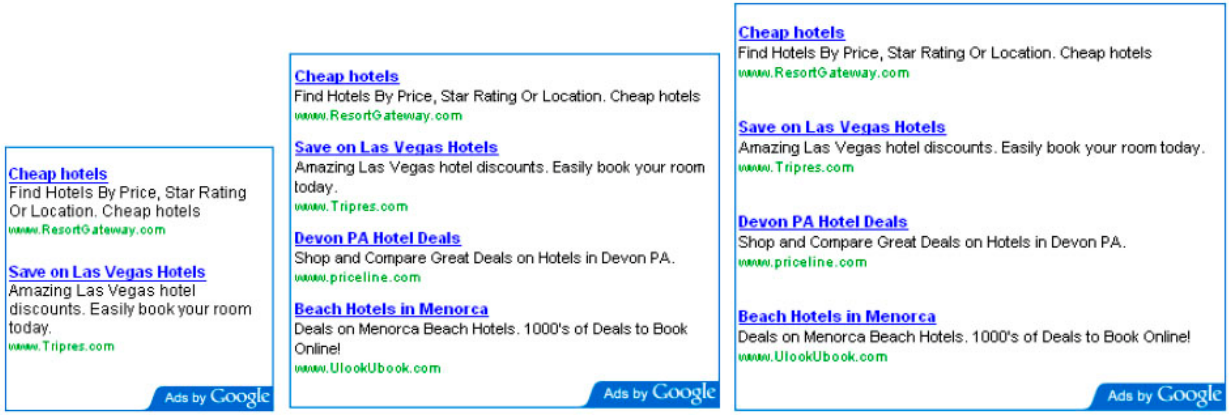

এডসেন্স-এডওয়ার্ডস পরিচিতি

এডসেন্স আসলে কি, এটা কিভাবে কাজ করে জানার জন্য গুগল এডওয়ার্ডস নামে আরেকটি বিষয় জানা প্রয়োজন।

ধরুন আপনার একটি ই-কমার্স সাইট রয়েছে ফটোগ্রাফি বিষয়ক। ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত পন্য, ক্যামেরা ইত্যাদি বিক্রি করেন। আপনি সাইটের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চান গুগলের মাধ্যমে।

আপনি গুগলের সাথে চুক্তি করলেন আপনার সাইটে ১০ হাজার ভিজিটর পাঠালে তাদের ১০ হাজার ডলার দেবেন। অর্থাত ভিজিটরপ্রতি ১ ডলার। বিজ্ঞাপনের সাথে আপনার দেয়া শর্ত হচ্ছে ফটোগ্রাফি, ক্যামেরা ইত্যাদি শব্দ নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে কেবলমাত্র তাদেরকে আপনার সাইটে পাঠাতে হবে।

এটাই এডওয়ার্ডস। অন্যকথায় নির্দিস্ট শব্দভিত্তিক বিজ্ঞাপন।

গুগল এই বিজ্ঞাপনগুলি প্রচার করে এডসেন্স (এডচয়েজ) নামের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। কোন ব্লগ বা ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে এর সদস্য হতে হয় (বিনামুল্যে)। যারা ফটোগ্রাফি বিষয়ক ব্লগ রয়েছে এমন কেউ যদি সদস্য হন তাহলে তার সাইটে উল্লেখিত ফটোগ্রাফি বিষয়ক বিজ্ঞাপন দেখানো হবে।

যেহেতু ব্লগটি ফটোগ্রাফি বিষয়ে সেহেতু ফটোগ্রাফিতে আগ্রহি ব্যক্তি সেই বিজ্ঞাপন দেখবেন এবং সেখানে ক্লিক করে বিজ্ঞাপনদাতার সাইটে যাবেন এটাই লক্ষ। মাঝখান থেকে যার সাইটে বিজ্ঞাপনটি দেখানো হল তিনি টাকা পেলেন গুগলের দেয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়ে। তিনি টাকা পান যখন কেউ সেই বিজ্ঞাপনে ক্লিক করেন সেই ক্লিক হিসেব করে।

গুগল মুল বিজ্ঞাপনের কত অংশ এভাবে দেয় সেটা প্রকাশ করে না। এমনকি যারা এডসেন্স থেকে আয় করেন তারা কত আয় করেন সেটা প্রকাশেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তারপরও বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন গুগল তাদের চুক্তির ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ ব্লগের মালিককে দেয়। আর সফল ব্লগার লক্ষ ডলার পর্যন্ত আয় করেন একথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এডসেন্স থেকে আয় কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত আপনাকে এডসেন্স ব্যবহারের অনুমতি পেতে হবে (পাবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। অনুমোদন নেয়ার পরও সেটা বাতিল করার উদাহরন রয়েছে অনেক)। আয়ের জন্য ব্লগে যথেস্ট পরিমান ভিজিটর আসতে হবে এবং ক্লিক করতে হবে।

ক্লিকপ্রতি টাকার পরিমানও বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিভিন্ন মানের হয়। সাধারনভাবে বলা হয় অর্থনীতি বিষয়ক বিজ্ঞাপনে আয় বেশি, প্রতি ক্লিকে কয়েক ডলার পর্যন্ত। বিনোদনমুলক বিজ্ঞাপনে আয় কম, সাধারনত ১ ডলারের নিচে।

কোন সাইটে দামী বিজ্ঞাপন দেয়া হবে, কোথায় কমদামী বিজ্ঞাপন দেয়া হবে সেটাও নির্ভর করে গুগলের ইচ্ছের ওপর। তারা সন্তুষ্ট হলে দামী বিজ্ঞাপন দিতে পারে, অসন্তুষ্ট হলে কমদামী বিজ্ঞাপন।

এডসেন্স থেকে আয়ের বাস্তবতা

এডসেন্স থেকে আয়ের কথা বলার সময় যারা সবচেয়ে ভাল করেছেন তাদের উদাহরন দেয়া হয়। যেমন বছরে লক্ষ ডলার কিংবা মাসে কয়েক হাজার ডলার। একে সাধারন হিসেব বলে ধরে নিয়ে এই পরিমান আয়ের আশা করলে হতাস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এডসেন্স ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব না। অনুমান করা যায় বহু লক্ষ। প্রতিদিন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের মধ্যে অল্পসখ্যক ব্যবহারকারী বড় ধরনের আয় করেন, অধিকাংশই বড় ধরনের আয় করতে পারেন না। কেউ কেউ হতাস হয়ে সরে যান। এর কারন একেজনের কাছে একেকরকম।

কারনগুলি হতে পারে;

১. বেশি প্রত্যাসা করা
   এডসেন্স ব্যবহারের সাথেসাথে আয় আসতে শুরু করবে এটা আশা করে শুরু করা। এরপর সেই আয় না পাওয়ায় হতাস হয়ে চেষ্টা কমিয়ে দেয়া। বাস্তবে এডসেন্স থেকে সত্যিকারের আয়ের জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা করে যেতে হয়।
২. বেশি ভিজিটর আকর্ষন করতে না পারা
   অনেকেই ধরে নেন তার ব্লগে বিপুল পরিমান ভিজিটর আসবে। বাস্তবে সেটা হয়না বিবিধ কারনে। আকর্ষনীয় তথ্য, প্রচারে ত্রুটি থেকে শুরু করে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা সবকিছুর কারনে এমনটা ঘটতে পারে। ফল হিসেবে এডসেন্সের আয় কমে যায়।

৩. এডসেন্স সঠিকভাবে ব্যবহার না করা

আয় কম হওয়ার একটি কারন এডসেন্স ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি অনুসরন না করা। গুগল এডসেন্স সঠিকভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিতে ত্রুটি করে না। তাদের সাইটে সব ধরনের নির্দেশ দেয়া আছে। সেদিকে দৃষ্টি না দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

৪. গুগলের নির্দেশ না মানা

গুগলের নির্দেশ না মানার কারনে এডসেন্সের আয় কম হতে পারে। তারা কিছু কাজ পছন্দ করে যেমন নিজস্ব উচুমানের তথ্য) আবার কিছু বিষয় অপছন্দ করে। যেমন মুল বিষয়ের চেয়ে বিজ্ঞাপনকে প্রাধান্য দেয়া, টাকা দিয়ে ভিজিটর আনার চেষ্টা করা ইত্যাদি। এসবের কারনে গুগল নিজেই আয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৫. এডসেন্স অনুমোদন বাতিল করা

এডসেন্স অনুমোদন বাতিল করার কারনে অনেকের পরিশ্রম বৃথা যায়। তাদের নিয়মের বড় ধরনের গড়মিল করলে তারা অনুমোদন বাতিল করতে পারে। যেমন সাইটে আপত্তিকর, আইনবিরোধী কিছু রাখা, অবৈধভাবে কিছু করার চেষ্টা করা ইত্যাদি। কি কি কাজ তারা পছন্দ করে না বা সমর্ধন করে না সেবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে তাদের সাইটে।

সমস্যা হচ্ছে অনেক সময় শত্রুতামুলকভাবে একজন অন্যজনের ক্ষতি করতে পারেন এর অপব্যবহার করে। গুগল আত্বপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সরাসরি ব্যবস্থা নেয়।

৬. এলাকাভিত্তিক কারন

বিশেষ দেশ থেকে এডসেন্সে ভাল ফল পাওয়া যায় না। যেমন বাংলাদেশ। প্রথমত বাংলা ওয়েবসাইটে এডসেন্স ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয় না। যদিও যে ভাষায় বিশ্বে মাত্র কয়েক লক্ষ মানুষ কথা বলেন এমন ভাষা অনুমোদন দেয়।

এডসেন্স ব্যবহারের সুযোগ না দেয়ার কারন অনুমান করা যায়। বাংলাদেশে অনলাইনে অর্থ লেনদেন বা কেনাকাটার সুযোগ নেই। আর বিজ্ঞাপনের মুল লক্ষ কিছু বিক্রি করা। ধরেই নেয়া হয় বাংলাদেশে বিক্রির সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশ থেকে গুগলের আয় হয় না বলেই তারা এদিকে দৃষ্টি দেয় না।

আপনি ইংরেজি সাইটে (অথবা বাংলা ইংরেজি মেশানো সাইটে) এডসেন্স অনুমোদন পেতে পারেন। সেখানেও কিছু কারনে আশানুরুপ আয় হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথমত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কম,

ইন্টারনেটের খরচ বেশি বলে ব্যবহারকারী নিতান্ত প্রয়োজনীয় যায়গা ছাড়া ক্লিক করেন না, আর কেনার সুযোগ নেই বলে কিছু কেনার জন্য আদৌ পন্যের বিজ্ঞাপনে ক্লিক করেন না ।

এডসেন্স থেকে বিপুল পরিমান আয় হবে এটা নিশ্চিত ধরে না নেয়াই ভাল । যদি এর ওপর নির্ভর করতেই হয় তাহলে এডসেন্স থেকে আয় কম হওয়ার যে কারনগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন থেকে করবেন এটাই প্রত্যাসা ।

সাধারনভাবে হিসেব করা হয়, এডসেন্স থেকে সত্যিকারের আয়ের জন্য কমপক্ষে ৬ মাস চেষ্টা করে যেতে হয় ব্লগকে উন্নত করার জন্য । এরপর ভিজিটর বাড়ানোর জন্য আরো বছর খানেক চেষ্টা করলে এই আয়ের ওপর নির্ভর করা যায় । দুবছর পর থেকে একে পেশার বিকল্প হিসেবে ধরা যায় ।

আপনার সাইট এডসেন্স থেকে আয়ের উপযুক্ত কিনা জানবেন কিভাবে ?

সাধারন হিসেব হচ্ছে দৈনিক গড়ে ১০০ জন ইউনিক ভিজিটর যদি থাকে তাহলে সন্তোষজনক আয় পেতে পারেন । কাজেই আপনার প্রাথমিক লক্ষ এই পরিমান ভিজিটর আনার ব্যবস্থা করা ।

অন্যভাবে বিষয়টি দেখতে পারেন । এডসেন্স থেকে আয় করতে চান, একে শখ হিসেবে না দেখে ব্যবসা হিসেবে কল্পনা করুন । নিজেকে বলুন এটা আমার ব্যবসা । ব্যবসার জন্য যেমন পরিশ্রম করতে হয় তেমন পরিশ্রম করব । অর্থ, সময়, শ্রম কোনটাতেই ঘাটতি রাখব না । অবশ্যই সফল হবেন ।

এডসেন্স থেকে আয়ের মুল সুত্র উচুমানের সাইট এবং বেশি ভিজিটর । যদি সেখানে এডসেন্স থেকে আয় হয় তাহলে ভাল, যদি নাও হয় আপনার পরিশ্রম বৃথা যাবে না । এডসেন্সের বিকল্প কোন ব্যবস্থা কিংবা এফিলিয়েটেড মার্কেটিং এর মাধ্যমে তাকে কাজে লাগিয়ে আয় করতে পারেন । অনেকে বলেন এডসেন্স থেকে এফিলিয়েটেড মার্কেটিং এর আয় অনেক বেশি, অনেক নিশ্চিত ।

সে বিষয়ে আলোচনা কিছুটা পরের দিকে ।

এডসেন্স ব্যবহারের নিয়ম

এডসেন্স আয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলেও বিষয়টি একদিকে সহজ না অন্যদিকে পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রনে না । একদিকে এজন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় অন্যদিকে গুগলের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয় ।

যদি এখান থেকে আয়ে ভাল করতে হয় তাহলে দুদিকই ঠিক রাখা প্রয়োজন। নিজের দিকটি ঠিক রাখা তুলনামুলক সহজ। কিছু নিয়ম মেনে সবকিছু ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে পারেন।

১. আপনি ইন্টারনেট মার্কেটিং বিষয়টি কতটা বেঝেন
স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় আপনি এখনই এই বিষয়ে ততটা দক্ষ নন। এখনই শিখতে শুরু করুন। এবিষয়ে সহায়তা করার জন্য বহু ওয়েবসাইট রয়েছে। কিভাবে ভাল ব্লগ তৈরী করতে হয়, কিভাবে পোষ্ট লিখলে বেশি ভিজিটর আকর্ষন করা যায় থেকে শুরু করে কিভাবে সাইটের প্রচার বাড়ানো যায় ইত্যাদি তথ্য বিনামুল্যেই পাবেন। এদের অনেকের সদস্য হলে নিয়মিত ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য পাবেন। সেগুলি পড়ে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন।
আপনি যে কাজ করছেন সেটা ভালভাবে না বুঝে ভাল ফল আশা করতে পারেন না।

২. আপনার সাইটের পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ রাখুন
আপনার সাইটে কি পরিমান ভিজিটর আসে, তারা কিভাবে আসে, কতক্ষন থাকে, কোন পোষ্ট বেশি পছন্দ করে ইত্যাদি লক্ষ করুন। যে বিষয় ভিজিটর বেশি পছন্দ করেন সেদিকে বেশি মনোযোগ দিন।

৩. এজন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ রেখেছেন বিবেচনা করুন
আপনি বছরে লক্ষ ডলার আয় করতে চান অথচ ব্লগের জন্য দিনে মাত্র ১ ঘন্টা সময় ব্যয় করবেন এটা হতে পারে না। একজন চাকরীজীবি কিংবা ব্যবসায়ীর আয় এবং সেজন্য সময়ের কথা বিবেচনা করুন। ব্লগ থেকে আয়ের জন্যও আপনাকে ঘন্টা হিসেবে কাজ করতে হবে। এই সময় ব্লগের পোষ্ট লেখা থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ করা, ব্লগের কোথাও ভুল থাকলে সংশোধন করা করা, ভিজিটররা কোন কিওয়ার্ড ব্যবহার করেছেন সেগুলি বিশ্লেষন করে আরো ভালভাবে ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করুন।

৪. শুরুতেই লাভের হিসেব করবেন না
কি পরিমান সময় এবং শ্রম ব্যয় হচ্ছে তারসাথে বর্তমানের আয় তুলনা করবেন না। ধরে নিন আপনি ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করছেন। একসময় আপনার সাইটে দৈনিক কয়েক হাজার ইউনিক ভিজিটর আসবে, তখন আপনিও বহু টাকা আয় করবেন।

৫. এখনই শুরু করুন
এখন শুরু করলে যদি ১ বছর পর ফল পাওয়া যায় তাহলে এখনই শুরু করুন। ১ বছর পর শুরু করলে

ফল পাবেন আরো ১ বছর পর। মাঝখান থেকে অন্যরা আপনার আগে শুরু করে প্রতিদ্বন্দির সংখ্যা বাড়াবে। অকারনে সময় নষ্ট করবেন না।

এই নিয়মগুলি আপনার নিজস্ব। এরপর আপনার বিবেচনায় আনতে হবে গুগলের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি। তারা যে কাজগুলি পছন্দ করে না সেগুলি ভুলেও করবেন না।

তাদের সাইটে (google.com/adsense/terms) নিয়মগুলি দেয়া আছে। মাঝেমাঝে সেগুলি পড়ে নেবেন। একবার পড়েছেন কাজেই তাদের নিয়ম জানেন এটা ধরে নেবেন না। বিভিন্ন সময়ে তারা আগের নিয়মে পরিবর্তন আনে, নতুন কিছু যোগ করে।

সাধারনভাবে যে নিয়মগুলি মানা বাধ্যতামুলক সেগুলি একবার জেনে নিন;

১. পর্নোগ্রাফি বা প্রাপ্তবয়স্কদের সাইটে এডসেন্স ব্যবহার করা যায় না।
২. কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, প্রতিষ্ঠান, দেশ, জাতি ইত্যাদির জন্য ক্ষতিকর হয় এমন আক্রমনাত্বক বক্তব্য প্রচার করা যাবে না।
৩. সহিংসতা ছড়াতে পারে এমন বক্তব্য প্রকাশ করা যাবে না।
৪. কপিরাইট আইন ভংগ করে এমন কিছু রাখা যাবে না।
৫. মাদক, মদ, সিগারেট বা এইধরনের কোন নেশাজাতিয় দ্রব্য, এমনকি ওষুধ পর্যন্ত প্রচারের কাজ করা যাবে না।
৬. ভাইরাস, স্প্যাম, ট্রোজান ইত্যাদি প্রচার করা যাবে না।
৭. ভিজিটরদের বিরক্ত করে এমন বক্তব্য প্রকাশ করা যাবে না।
৮. এডসেন্স বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার জন্য ভিজিটরকে অনুরোধ করা যাবে না। কোন পোষ্টে এধরনের বক্তব্য রাখা যাবে না।
৯. এডসেন্স বিজ্ঞাপনের ঠিক গা ঘেসে এমন কিছু রাখা যাবে না যেন এডসেন্সকে তার অংশ বলে মনে হয়।
১০. অবশ্যই নিজে কখনো বিজ্ঞাপনে ক্লিক করবেন না। কোন ভিজিটর কোথা থেকে ক্লিক করেছে সেটা তারা জানে। নিজে ক্লিক করে আয় করতে চাইলে একাউন্ট বাতিল করা হয়।
১১. কোন বিজ্ঞাপনদাতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন না।

১২. কোথায় ক্লিক করলে কত আয় হয় জানার চেষ্টা করবেন না। গুগলের সাইট থেকে আপনার মোট কত আয় সেটা জানতে পারেন। নিজের আয়ের তথ্য প্রকাশ করবেন না।
১৩. এডসেন্স বিজ্ঞাপনের কোডে কোন ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না। সামান্যতম পরিবর্তন করলে এডসেন্স বাতিল করা হবে।
১৪. পেজ লিংক এর পাশে এডসেন্স ব্যবহার করা যাবে না।
১৫. একজন ব্যক্তি একটিমাত্র এডসেন্স ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। একাধিক একাউন্ট তৈরীর চেষ্টা করবেন না। সেক্ষেত্রে সবগুলি একাউন্ট বাতিল করা হবে।
১৬. এডসেন্স একটিমাত্র সাইটের জন্য দেয়া হয়। অনুমোদন পেলে তাকে একাধিক সাইটে ব্যবহার করবেন না।

কিভাবে এডসেন্স অনুমোদন পাবেন

আগে ব্লগ বা ওয়েবসাইট পরে এডসেন্স এর জন্য আবেদন এটাই নিয়ম। তারা আপনার সাইট যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে আপনাকে অনুমোদন দেবে কিনা। সাইট তৈরীর আগে আবেদন করতে পারেন না। কাজেই ধরে নেয়া হচ্ছে আপনার চালু ওয়েবসাইট আছে যেখানে এডসেন্স ব্যবহার করতে চান।

১. যদি ব্লগার ব্লগ ব্যবহার করেন তাহলে ড্যাসবোর্ডে এডসেন্স এর লিংক পাবেন। সেখানে ক্লিক করলে এডসেন্স রেজিস্ট্রেশন পেজ ওপেন হবে। যদি ব্লগার ব্যবহার না করেন তাহলে সরাসরি তাদের সাইটে যেতে পারেন (adsense. google.com/)।
২. তাদের ফরম পুরন করুন। সেখানে নিজের নাম এবং ঠিকানা সঠিকভাবে দিন। টাকা দেয়ার সময় আপনার দেয়া ঠিকানায় তারা মেইল করে ব্যাংক চেক পাঠাাবে, কাজেই এখানে গড়মিল করবেন না।
৩. আপনার ইমেইল দেখুন। তারা অনুমোদন দিক বা না দিক, আপনাকে মেইল করে জানাবে।
৪. অনুমোদন দেয়া হলে আপনার এডসেন্স একাউন্টে ঢুকুন।
৫. তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আপনার জন্য কোড কপি করুন এবং আপনার সাইটে পেষ্ট করুন। ব্লগারে সরাসরি উইজেট হিসেবে এডসেন্স যোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এডসেন্স থেকে টাকা পাওয়া

এডসেন্স রেজিষ্ট্রেশনের সময় যে ঠিকানা দিয়েছেন সেই ঠিকানায় তারা আপনার নামে (সেখানে দেয়া নাম) ব্যাংক চেক পাঠাবে। সাধারন নিয়ম হচ্ছে কমপক্ষে ১০০ ডলার জমা হলে তবেই চেক পাঠানো হয়।

সাধারনত এক্ষেত্রে গুগলের পক্ষ থেকে কোন গড়মিল করা হয় না।

নাম-ঠিকানা ইত্যাদি পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যায়। তাহলেও এগুলি শুরুতেই ঠিকভাবে দেয়া ভাল। ওয়েব সাইট যার নামে এডসেন্স টাকার প্রাপক হিসেবে সেই একই নাম ব্যবহার করুন।

গুগল কাষ্টম সার্চ (এডসেন্স ফর সার্চ)

এডসেন্স থেকে আয়ের বিষয়টি এতটাই জনপ্রিয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থাগুলি আলোচনার বাইরে থেকে যায়। এডসেন্স যেমন লাভজনক তেমনি এর কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন বাংলা ওয়েব সাইটে এডসেন্স ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় না। খুব সহজেই এডসেন্স অনুমোদন বাতিল করা হয়।

অথচ তাদেরই আরেক ব্যবস্থা এডসেন্স ফর সার্চ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় তুলনামুলক সহজে। যদি কোন কারনে আপনাকে এডসেন্স ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া হয় তাহলে সেটা জানানোর সময় নিশ্চিতভাবেই এডসেন্স ফর সার্চ ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হবে।

এডসেন্স ফর সার্চ এর আরেকটি সুবিধে হচ্ছে আপনার যদি ওয়েবসাইট না থাকে তাহলেও সেটা ব্যবহার করতে পারেন। আপনার নিজস্ব একটি সার্চ ইঞ্জিন তৈরী হবে এবং সেটা গুগলের নিজস্ব ওয়েবসাইটে থাকবে। এর নাম গুগল কাষ্টম সার্চ (Google Custom Search)। তৈরী করার সময় সার্চ ইঞ্জিনের একটি নাম দেবেন, কোন বিষয়গুলি সার্চ করার সুযোগ দেবেন সেগুলি কিওয়ার্ড হিসেবে উল্লেখ করবেন। সাধারনভাবে আপনি যে বিষয়ে ভিজিটর পেতে আগ্রহি (আপনার ব্লগের বিষয়) সেই বিষয়ে কিওয়ার্ড ব্যবহার করবেন।

যখনই ব্যবহারকারী সার্চ করবেন এবং সার্চ রেজাল্টের ওপর ক্লিক করবেন তখন আপনার একাউন্টে টাকা যোগ হবে।

এডসেন্স ফর সার্চ দুধরনের হয়, বিনামুল্যের ষ্ট্যান্ডার্ড এডিশন এবং অতিরিক্ত সুবিধা সম্বলিত বিজনেস এডিশন। ষ্ট্যান্ডার্ড এডিশন হিসেবে শুরু করে পরবর্তীতে বিজনেস এডিশনে আপগ্রেড করতে পারে।

ষ্ট্যান্ডার্ড এডিশনে সবসময়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, বিজনেস এডিশনে বিজ্ঞাপন ছাড়া সার্চ রেজাল্ট দেখা, সার্চ রেজাল্টের এক্সএমএল ফিড, ইমেইল সাপোর্ট, গুগল চেক-আউটের মাধ্যমে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধে রয়েছে।

যেভাবে কাষ্টম সার্চ রেজিষ্টার করবেন;

১. তাদের সাইটে যান (www.google.com/coop/manage/cse/create/1)
২. আপনার নিজস্ব সার্চ ইঞ্জিনের নাম, বর্ননা, ভাষা ইত্যাদি তথ্য দিয়ে ফরম পুরন করুন।
৩. What do you want to search? অপশনে Only sites I select সিলেক্ট করুন।
৪. Select some sites অংশে আপনার সাইটের ঠিকানা দিন। একাধিক সাইট থাকলে সেগুলি ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে।
৫. আপাতত বিনামুল্যে ব্যবহারের জন্য free standard edition সিলেক্ট করুন।
৬. Next বাটনে ক্লিক করে সার্চ ইঞ্জিন পরীক্ষা করে নিতে পারেন।
৭. Get code ট্যাবে যান। সেখানে কয়েকলাইন কোড পাবেন। এটা কপি করুন এবং সেখানে দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী আপনার সাইটে পেষ্ট করুন।

ভিজিটর যখন এই সার্চবক্স ব্যবহার করবেন এবং সার্চ রেজাল্টে ক্লিক করবেন তখন আপনার একাউন্টে টাকা জমা হবে। এডসেন্স ফর সার্চ ব্যবহারের জন্য এডসেন্স এর নিয়মগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু নিয়ম মানতে হয়।

এডসেন্স ফর সার্চ ব্যবহারের নিয়মগুলি হচ্ছে;

১. এটা ব্যবহারের সময় একই সাইটে অন্য কোন সার্চ সার্ভিস এর ব্যবস্থা রাখা যাবে না।
২. শুধুমাত্র সার্চবক্স (বা এডসেন্স) ব্যবহারের জন্য পেজ তৈরী করা যাবে না। যেখানে ব্যবহার করবেন সেখানে অবশ্যই আপনার নিজস্ব তথ্য থাকতে হবে।
৩. রেজিষ্ট্রেশনের জন্য পেজ, চ্যাট পেজ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে না।

এডসেন্স অথবা এডসেন্স ফর সার্চ যাই হোক না কেন, এর নিয়মকানুন অনেক। ব্লগ তৈরী করে সাথেসাথে এগুলি ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিয়মগুলি বিশ্লেষন করুন, বোঝার চেষ্টা করুন। একবার ভুল করলে সেটা সংধোন করার সুযোগ নাও পেতে পারেন।

এডসেন্স এর বিকল্প বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক, চিতিকা

গুগল বিশ্বের শীর্ষ ধনী কোম্পানীগুলির একটি। ইন্টারনেট ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যরা তারথেকে অনেক পিছিয়ে। এটাও হয়ত জানেন এই কোম্পানী তুলনামুলক নতুন। অন্তত এর প্রধান প্রতিদ্বন্দি ইয়াহু কিংবা মাইক্রোসফট এর তুলনায়।

প্রশ্ন থাকতে পারে তারা যখন এডসেন্স থেকে বিপুল পরিমান আয় করছে তখন অন্য কোম্পানীগুলি এধরনের ব্যবস্থা চালু করছে না কেন ?

উত্তর হচ্ছে, অন্য কোম্পানীগুলি চেষ্টা করেছে, এখনো করছে। তাদের পক্ষে গুগলের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি তাদের সার্চ ইঞ্জিনের সাফল্যের কারনে। কেউ যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন গুগল তার ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরন পর্যালোচনা করে। তার পছন্দের বিষয়, কেনাকাটার ধরন ইত্যাদি বিশ্লেষন করে তারসাথে মানানসই বিজ্ঞাপন তাকে দেখতে দেয়া হয়। ফলে বিজ্ঞাপনে সাফল্যলাভের সুযোগ বেশি। বিজ্ঞাপনদাতারা এই বিষয় পছন্দ করেন।

অন্য সার্চ ইঞ্জিনগুলি এখানেই পিছিয়ে রয়েছে গুগল থেকে এবং সেকারনেই তাদের বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক বিজ্ঞাপনদাতা আকর্ষন করতে পারেনি। ব্যবহারকারীরাও বেশি আয় করতে পারেননি বলে আগ্রহ কম দেখান। তাদের নেটওয়ার্কগুলি সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য না হওয়ার কারনে সীমাবদ্ধতাও বেশি।

এরই মধ্যে চিতিকা নামে একটি বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। একে এখনই এডসেন্স এর সাথে তুলনা করতে পারেন না। অন্তত এডসেন্স এর মত আয় চিতিকা থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপরও এর কিছু সুবিধে রয়েছে।

১. এডসেন্স থেকে চিতিকার অনুমোদন পাওয়া তুলনামুলক সহজ। যে কোনসাইটের জন্যই আবেদন করতে পারেন। যদি কোন কারনে এডসেন্স অনুমোদন না পান তাহলে চিতিকা ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারেন।

২. এডসেন্স এবং চিতিকা দুটি বিজ্ঞাপন একই সাইটে ব্যবহার করা যায় । একের সাথে অন্যের বিরোধ নেই ।

৩. ব্লগার ব্লগে গুগল এডসেন্স সরাসরি চিতিকা বিজ্ঞাপন যোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে । এছাড়া অন্য সাইটে যোগ করার জন্য কোড তাদের সাইটে পাওয়া যবে ।

যাদের এডসেন্স ব্যবহারের সুযোগ নেই তারা অন্তত চিতিকা ব্যবহার করতে পারে । ব্যবহারের জন্য তাদের সাইটে গিয়ে সাইটের তথ্য এবং নিজের নাম-ঠিকানা দিয়ে ফরম পুরন করতে হয় । ব্যবহারের নির্দেশ তাদের সাইটে দেয়া আছে ।

তারা মেম্বারশিপকে দুভাগে ভাগ করে। আপনার সাইটে যদি দৈনিক ৫ হাজার আমেরিকান ভিজিটর যায় তাহলে গোল্ড মেম্বারশিপ। সেক্ষেত্রে আপনি দামী বিজ্ঞাপন পাবেন। এর কম হলে সিলভার মেম্বারশিপ। সেক্ষেত্রে ক্লিকপ্রতি আয় কম হবে।

তাদের সদস্য হওয়ার পর তাদের লিংক প্রচার করেও আয় করা যায়। তাদের সাইট থেকে কোড কপি করে ব্লগে ব্যবহার করুন। সেখানে তাদের ব্যানার বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। সেখানে ক্লিক করে কেউ সদস্য হলে তিনি যা আয় করবেন তার কিছু অংশ পাবেন।
তারা টাকা দেয় ব্যাংক চেক এর মাধ্যমে, ফলে টাকা পেতেও সমস্যা নেই। কত টাকা জমা হলে আপনি চেক পেতে চান সেটা ঠিক করে দিতে পারেন আপনার প্রোফাইলে।
চিতিকার মুল লক্ষ আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা, ভারত ইত্যাদি দেশ। এসব দেশের ভিজিটরকে টার্গেট করে ওয়েবসাইট করলে ভাল করার সম্ভাবনা বেশি।
আয়ের মুলমন্ত্র এডসেন্স এর মত একই। ভিজিটর যত বেশি, ক্লিক তত বেশি, আয় তত বেশি।
তাদের ঠিকানা : www.chitika.com

ব্লগ থেকে অন্যান্য পদ্ধতিতে আয়

যে বিষয়ের ব্লগই হোক, সেখানে যদি যথেষ্ট সংখ্যক ভিজিটর থাকে তাহলে সেখান থেকে কোন না কোনভাবে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায়। আয়ের বিষয়ে আপনি যত সচেতন আয় তত বেশি।
ব্লগে সাধারনভাবে যে আয়ের বিষয় গুলি যোগ করা যায় সেগুলির পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে এখানে;

এফিলিয়েট মার্কেটিং

এফিলিয়েট মার্কেটিংকে অনেকে ব্লগ থেকে আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস মনে করেন। এমনকি গুগলের এডসেন্স থেকেও অনেকের বেশি প্রিয় এই ব্যবস্থা। এর কারন কয়েকটি;

১. গুগল এডসেন্স ব্যবহারের সময় যেমন গুগলের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয় এফিলিয়েট মার্কেটিং এর সময় সেটা করতে হয় না।
২. এতে আয়ের পরিমান এডসেন্স থেকে অনেক বেশি। আপনার সাইট থেকে কোন পন্য বা সেবা কিনলে আপনি ৮০ ভাগ পর্যন্ত কমিশন পেতে পারেন।
৩. এফিলিয়েশন দেয়ার জন্য রয়েছে হাজার হাজার কোম্পানী। সদস্য হওয়া খুবই সহজ। এমনকি পিটিসি সাইটের সদস্য হয়ে তাদের এফিলিয়েশন লিংক ব্যবহার করলেও সেখান থেকে আয় আসতে শুরু করে।
৪. অনেকে দীর্ঘকালীন আয়ের সুযোগ দেয়। যেমন আপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্রেতায় পরিনত হলে তিনি যতবার কিছু কিনবেন ততবারই আপনি কমিশন পাবেন।

এফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে অন্যের ব্যবসার প্রচার করা। সরাসরি কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাইটে গিয়ে তাদের এফিলিয়েশনের জন্য আবেদন করতে পারেন। সাধারনত তাদের মুল পেজে কোথাও এজন্য লিংক দেয়া থাকে (যেমন আমাজন)। সেখানে ক্লিক করে তাদের ফরম পুরন করে সদস্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। অনুমোদন পেলে তাদের দেয়া কোড কপি করে নিজের সাইটে রাখুন। সেই কোড আপনার সাইটে তাদের বিজ্ঞাপন দেখাবে।

এফিলিয়েশন নেটওয়ার্ক নামে একধরনের সেবা রয়েছে যারা বিভিন্ন কোম্পানীর এফিলিয়েশন পেতে সহায়তা করে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কাছে নিজেদের তথ্য জমা দেয়, তারা তাদের সদস্যদের সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এধরনের নেটওয়ার্কের সদস্য হওয়ার সুবিধে হচ্ছে তাদের বিশাল তালিকা থেকে নির্দিষ্ট ধরনের পন্য বা প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে পারেন।

share a sale, Linkshare, affiliatebot, Sharecash, এগুলি ছাড়াও আরো অনেক নেটওয়ার্ক রয়েছে। ইন্টারনেট সার্চ করে তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিয়ে তবেই সদস্য হোন।

এফিলিয়েশনের ধরন

এমন কোন ব্যবসা নেই যে বিষয়ে এফিলিয়েশন নেয়া যায় না। অনলাইনে জিনিষপত্র বিক্রির সবচেয়ে বড় সাইট আমাজনের এফিলিয়েশন নিয়ে তাদের জিনিষ যেমন বিক্রি করতে পারেন, অনলাইন অকশান সাইট ই-বে এর এফিলিয়েশন নিতে পারেন তেমনি নির্দিষ্ট পন্য বা সেবার সাথে মিল রেখে তাদের এফিলিয়েশন নিতে পারেন।

খুব সহজ কিছু উদাহরন এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে;

১. শিক্ষা বিষয়ক ব্লগে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেনিং সেন্টার, ভাষা কোর্স বা অন্য অনলাইন কোর্সের এফিলিয়েশন ব্যবহার করতে পারেন ।

২. অর্থবিষয়ক সাইটে অনলাইন ব্যাংকিং এর এফিলিয়েশন ব্যবহার করতে পারেন । যেমন পে-জা । এফিলিয়েশনের মাধ্যমে কেউ সদস্য হলে তারা ১০ ডলার করে দেয় (শর্তসাপেক্ষ । সদস্য ২০০ ডলার লেনদেন করার পর এই টাকা দেয়া হয়) ।

৩. সহজে আয়ের তথ্য পরিবেশনের সময় পিটিসি সাইটগুলির এফিলিয়েশন ব্যবহার করতে পারেন ।

৪. আমাজন, ই-বে ছাড়াও প্রায় সমস্ত ই-কমার্স সাইট এফিলিয়েশন ব্যবহারের সুযোগ দেয় । তাদের ওয়েবসাইটে এজন্য লিংক দেয়া থাকে ।

কোন ধরনের এফিলিয়েশন ব্যবহার করবেন

ইন্টারনেটে আয় সম্পর্কিত কথা উঠলেই বাংলাদেশের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে হয় । বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে কেনাকাটা করার সুযোগ নেই । অন্য কথায় টাকা দেয়ার সহজ ব্যবস্থা নেই । কেউ যদি

আমাজনের ডিসকাউন্টে ই-বুক রিডার কিনতে চান কিংবা কোন বই কিনতে চান তিনি শুধুমাত্র টাকা দেয়ার সুবিধে না থাকার কারনে কিনতে পারেন না।

ফল হিসেবে আপনার সাইট থেকে বিক্রি করে কমিশন পাওয়ার সুযোগও হাতছাড়া হয়।

আপনি শুধুমাত্র কল্পনা করতে পারেন এই সুবিধেটুকু থাকলে আপনি কি করতে পারতেন। অন্য দেশের সাথে ব্যবসা প্রয়োজন নেই, দেশের মধ্যেই যার কিছু কেনা প্রয়োজন তিনি ঘরে বসে আপনার কাছে কিছু কিনতে পারতেন। আপনি বড় ধরনের বিনিয়োগ না করে, শুধুমাত্র একটি ওয়েবসাইট তৈরী করেই জিনিষ বিক্রি করতে পারতেন। বর্তমানে একটি বই কেনার জন্য একজনকে বড় শহরে যেতে হয়। অথচ আপনি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি নিশ্চিত করে বই কিনে পাঠাতে পারতেন। দেশের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যেত।

বর্তমানে এফিলিয়েশন ব্যবহার করে আয়ের সময়ও এধরনের সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশ থেকে কেউ অনলাইন কোর্সে টাকা পাঠানোর সুযোগ পাবেন না। ফলে তিনি যেমন ঘরে বসে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন না তেমনি ভর্তিতে সহায়তা করে আপনি আয় করবেন সেটাও সম্ভব হবে না।

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, অনলাইন সেবা নেয়া থেকে শুরু করে পছন্দের কিছু কেনা পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই এই সীমাবদ্ধতা বিরাজমান।

এসব সীমাবদ্ধতার পরও বাংলাদেশে অনলাইনে কেনাকাটার যে সাইটগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেদিকে লক্ষ করতে পারেন। এসব সাইটে মুলত পন্যের বর্ননা এবং দাম দেয়া থাকে। যিনি কিনতে আগ্রহি তিনি সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিক্রেতার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং পরে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কেনেন। একে অনলাইন বেচা-কেনা বলা হলেও লেনদেন হয় অফলাইনে, সাধারন কেনাকাটার মত।

আরেকটি বিষয় এখানে মনে রাখতে পারেন। উন্নত দেশগুলিতে মানুষ কিছু কেনে তথ্যের ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশে কেনার সময় জিনিষ দেখে, দরদাম করে কিনতে হয়। এভাবে কেনাকাটায় জিনিষে এবং দামে দুদিকেই ঠকার সম্ভাবনা থেকে যায়।

এবিষয়ে প্রচলিত একটি কথা এমন, বাংলাদেশে একজন গরু কেনেন হাটে গিয়ে, টিপে দেখে, দরদাম করে। তিনি পছন্দমত গরুই কেনেন। আমেরিকায় একজন গরু কেনেন বর্ননা দেখে। যেখানে লেখা থাকে গরুর জাত, বয়স, ওজন, মাপ ইত্যাদি। সাথে ছবি এবং তার কোন রোগ নেই সেই সার্টিফিকেট। আসলে তিনি গরু কেনেন না, কাগজ কেনেন। কোনটা ভাল বিবেচনার দায়িত্ব আপনার।

মুল কথা হচ্ছে, এফিলিয়েশন থেকে আয় অন্য দেশের জন্য যতটা কার্যকর বাংলাদেশের জন্য ততটা না। আপনাকে শুরুতেই বিষয়টি মনে রেখে কাজ করতে হবে। টাকা দেয়ার ধরন অনুযায়ী এফিলিয়েশন বাছাই করে নিতে হবে। কাজটি করতে পারেন এভাবে;

১. কোন কোন এফিলিয়েশন এর টাকা পাওয়া যায় ভিজিটর ক্লিক করে তাদের সাইটে গেলেই। প্রতি ক্লিকেই আপনার আয় নিশ্চিত, তিনি কিছু কিনুন বা না কিনুন।
এধরনের ক্লিকপ্রতি আয় বিক্রির থেকে কম হলেও আয় নিশ্চিত। এধরনের এফিলিশেন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন।

২. কোন কোন এফিলিয়েশনে টাকা দেয়া হয় নির্দিস্ট কোন কাজ করলে। যেমন ফরম পুরন করা, কোন তথ্য দেয়া, কিছু ডাউনলোড করা ইত্যাদি। বাংলাদেশ থেকে যে কাজগুলি করা সম্ভব, যে বিষয়ে বেশি ভিজিটরের আগ্রহ রয়েছে তাদের এফিলিয়েশন ব্যবহার করতে পারেন।
এধরনের এফিলিয়েশনে আয় ক্লিকপ্রতি আয়ের থেকে বেশি।

৩. কোন কোন এফিলিয়েশন টাকা দেয় শুধুমাত্র বিক্রির পর। সেক্ষেত্রে আপনার বিবেচনা করা প্রয়োজন ভিজিটরের সেখানে ক্লিক করে কেনার সম্ভাবনা কতটুকু। বাংলাদেশি ভিজিটরের কেনার সুযোগ যেহেতু নেই সেহেতু বিবেচনা করতে হবে অন্য দেশের ভিজিটর কিনবেন কি-না। এধরনের এফিলিয়েশনে আয় সবচেয়ে বেশি। অনেকে এদের কোনকোনটিকে আজীবন আয় বলে উল্লেখ করেন। কারন একবার কিছুসংখ্যক ক্রেতা পাঠালে সেখান থেকে সবসময় আয় আসতে থাকে।
আয়ের সম্ভাবনা বেশি হলেও পরিস্থিতির কারনে এধরনের এফিলিয়েশন আপনার জন্য বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে।

৪. কোন কোন এফিলিয়েশন থেকে আয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি বলে উল্লেখ করা হলেও বাংলাদেশ থেকে ব্যবহারের আদৌ সম্ভাবনা নেই। অনলাইন জুয়া, লটারী, ফোরেক্স, ডেটিং ইত্যাদি সাইটের এফিলিয়েশন বাংলাদেশের জন্য অকার্যকর। যদিও অনেক দেশে এফিলিয়েশন হিসেবে এগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয়।

৫. ইন্টারনেটে উপার্জনের অন্যান্য পদ্ধতির মত এখানেও তাদের টাকা দেয়ার পদ্ধতি আগেই জেনে নেয়া উচিত। পেপল এজন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, অথচ আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন না। তাদের দেয়া পদ্ধতিতে আপনি টাকা পাবেন এটা জেনে তবেই তাদের এফিলিয়েশন ব্যবহার করুন।

৬. সব এফিলিয়েশন বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য না। উদাহরন, অনেক ক্ষেত্রেই ক্লিকব্যাংক নামে বিনামুল্যের একটি সেবা ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় আয়ের হিসেব রাখার জন্য। পেপল এর মত এটাও বাংলাদেশ থেকে ব্যবহার করা যায় না। এধরনের আরো কিছু ব্যবস্থা বাংলাদেশ থেকে ব্যবহার করা যায় না।

কারো এফিলিয়েশন ব্যবহারের আগে তাদের সমস্ত নিয়ম পড়ে নিন এবং আপনার দিক থেকে কোন সীমাবদ্ধতা আছে কি-না যাচাই করে নিন।

৭. কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিনামুল্যের হোষ্টিং এর জন্য এফিলিশেন ব্যবহারের অনুমোদন দেয় না। সেকারনে বিনামুল্যের ব্লগার ব্যবহারের সময় সবযায়গায় অনুমোদন পাবেন না। একে ব্যবসা হিসেবে দেখলে নিজস্ব ডোমেন-হোষ্টিং ব্যবহার করুন।

এফিলিয়েট মার্কেটিং এ ভাল করার কিছু সাধারন নিয়ম

ভিজিটর যত বেশি আয় তত বেশি, সাধারনভাবে কথাটি প্রচলিত হলেও বাস্তবে সবসময় এই ফল পাওয়া যায় না। কোন সাইটে ভিজিটর বেশি কিন্তু তিনি কোন কারনে সাইটকে আপন ভাবেন না। আবার কোন সাইটে ভিজিটরের সংখ্যা তুলনামুলক কম, অথচ তিনি সাইটকে এতটাই পছন্দ করেন যে বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলে ব্লগারের আয় হবে একথা ভেবে কিছু ক্লিক করেন। যেকারনে কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্লগিং এর পরামর্শ দেয়ার সময় বলেন, শুধুমাত্র পরিসংখানের ওপর নির্ভর করবেন না। ভিজিটর সংখ্যায় কম হয়েও সাইট সফল হতে পারে।
মুল কথা, ব্লগ এমন রাখা প্রয়োজন যেন ভিজিটর পছন্দ করেন। এজন্য ব্লগের বিষয় ছাড়াও পরীক্ষিত কিছু কারন চিহ্নিত করেন বিশেষজ্ঞরা। এগুলির দিকে দৃষ্টি রাখুন।

১. ফন্ট বড় রাখুন

সাধারনভাবে আপনি ব্লগের সাথে মানানসই ফন্ট ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। ফন্ট ছোট রাখলে পুরো পেজ সুন্দর দেখায়। সমস্যা হচ্ছে, অনলাইনে পড়ার সময় পাঠক বই পড়ার মত মনোযোগ দিয়ে

পড়েন না। পড়তে সামান্য সমস্যা হলেই তিনি সাইট থেকে চলে যান।
ব্লগে এমন ফন্ট রাখুন যা সহজে পড়া যায়।

২. বিনামুল্যে কিছু দিন
সবাই বিনামুল্যে কিছু পেতে পছন্দ করে। ব্লগ থেকে বিনামুল্যে ডাউনলোডের জন্য কিছু রাখুন। ব্লগিং এর ভাষায় স্কুইজ পেজ বলে একটি শব্দ রয়েছে, পৃথক একটি পেজ যেখানে ডাউনলোডের জন্য কিছু রাখা হয়। বিনামুল্যের সফটঅয়্যার, ই-বুক ইত্যাদি রাখা যায় সেখানে। এমনকি সেগুলি নিজের সাইটে না রেখে তাদের লিংক রেখেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

৩. এবাভ দি ফোল্ড ব্যবহার করুন
কোন পেজ স্ক্রল না করে সরাসরি যেটুকু দেখা যায় তাকে এবাভ দি ফোল্ড বলা হয়। পেজের গুরুত্বপুর্ন এবং আকর্ষনীয় বিষয়গুলি এই অংশে রাখুন।

৪. ভিজিটরকে তথ্য দিতে বাধ্য করবেন না
ভিজিটরের নাম-ইমেইল ইত্যাদি দিতে বাধ্য করবেন না। অনেকেই কিছু ডাউনলোডের সময় বা মন্তব্য লেখার সময় তাদের ইমেইল সংগ্রহ করেন। অনেক ভিজিটর এতে বিরক্ত হন, কেউ মনে করেন এগুলি অপব্যবহার করা হতে পারে (সেটা করা হয়ও। যারা সহজে নিজের ইমেইল এড্রেস দেন তাদের মেইলবক্স স্প্যাম মেইলে ভর্তি হয়ে থাকে। অনেকে ইমেইল এড্রেস বিক্রি করেন হ্যাকারদের কাছে)। যিনি নিজের নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে ডাউনলোড করতে বা মন্তব্য লিখতে চান তাকে সেই সুযোগ দিন।

৫. আকর্ষনীয়ভাবে লিখুন, সংক্ষিপ্ত লিখুন
যে বিষয়েই লিখুন না কেন, এমনভাবে লিখুন যেন ভিজিটর আগ্রহ নিয়ে পুরোটা পড়েন। আপনি লিখলেন অথচ ভিজিটর পড়লেন না, এমন লেখার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই।
কাজটি কঠিন। জনপ্রিয় ব্লগগুলি দেখে তাদের ধরন থেকে অনুসরন করতে পারেন। ব্লগিং এর ক্ষেত্রে বলা হয়, লেখা ছোট মন্তব্য বড়। ছোট করে ব্লগপোষ্ট এমনভাবে লিখবেন যেন সেটা পড়ে ভিজিটর তারচেয়েও বড় মন্তব্য লেখেন।

৬. সবকিছু সরল রাখুন
নানারকম বিষয় দিয়ে পেজ ভর্তি করবেন না। অনেকে ক্যালেন্ডার, ঘড়ি ইত্যাদি যোগ করেন এবং মনে

করেন এতে সাইটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবতা হচ্ছে ভিজিটর এগুলি দেখার জন্য কোন সাইটে যান না। বরং এগুলি যোগ করার কারনে পেজ লোড হতে সময় বেশি লাগে, মুল বিষয় আকর্ষন হারায়। এমনকি চোখে পড়ার মত এনিমেশন, এনিমেটেড টেক্সট বা ব্যানার ইত্যাদি ব্যবহারে শতর্ক থাকুন। বিজ্ঞাপনকে আকর্ষন করার জন্য এনিমেটেড বিজ্ঞাপন দিতে বিজ্ঞাপনদাতা আগ্রহি হতে পারেন, এতে সাইটের মুল বিষয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৭. এফিলিয়েশন লিংক গোপন করবেন না

অনেকে এফিলিয়েশন লিংক এমনভাবে লেখেন যেন সেটা দেখে এফিলিয়েশন লিংক মনে না হয়। আশা করেন এভাবে বেশি ক্লিক পাওয়া যাবে। বাস্তবে এরফলে ভিজিটর সেখানে ক্লিক করতে ইতস্তত করেন। বরং তাকে এফিলিয়েশন লিংক হিসেবে তুলে ধরুন। ভিজিটর জানবেন সেখানে ক্লিক করলে অন্তত নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

৮. নিজের পরিচয় ব্যবহার করুন

বিভিন্ন কারনে অনেক ব্লগার নিজের পরিচিতি প্রকাশ করেন না। ভিন্নমত প্রকাশের সময় নিরাপত্তার কারনে সেটা প্রয়োজন হয় এটা অস্বিকার করার উপায় নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে থাকা যায় না, আবার সেটা করে নিজের বিপদ ডেকে আনাও বুদ্ধিমানের কাজ না।

ব্যবসার কথা যেখানে বলা হচ্ছে সেখানে নিজের পরিচিতি তুলে ধরতে সমস্যা হওয়ার কথা না। অন্তত লেনদেনের বিষয় যেখানে থাকে তখন সবাই অন্যপক্ষের পরিচিতি জানতে চান। অদৃশ্য ব্যক্তির সাথে কেউ লেনদেনে আগ্রহি হন না।

৯. প্রশংসাপত্র ব্যবহার করুন

কেউ যদি কোন প্রশংসা করেন, ভাল কিছু বলেন সেটা ওয়েবসাইটে রাখুন। অনেকে এভাবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরতে ইতস্তত বোধ করেন একথা ঠিক। বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ ভালমন্দ বিচার করে অন্যের দৃষ্টিতে। অমুকে ভাল বলেছে কাজেই সেটা ভাল এই নিয়মে। হয়ত লক্ষ করেছেন একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন মডেল ভাল বলেছেন এই কারনে পন্যের বিক্রি বেড়ে যায়। যদিও তিনি ভাল করেই জানেন যিনি বলছেন তিনি টাকা নিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ করছেন। ব্যবসার প্রচারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলি কাজে লাগান।

১০. পাঠক আগে ব্যবসা পরে

আপনার মুল উদ্দেশ্য ব্লগ থেকে আয় করা। বিষয়টি এমনভাবে তুলে ধরবেন না যেন ভিজিটর মনে করেন আপনি ব্যবসা করার জন্যই ব্লগ করেছেন। বরং ভিজিটরকে এমন তথ্য দিন যেন তিনি নিজের উপকারের কারনে আপনার ব্লগ ব্যবহার করেন। তাকে পাঠকে পরিনত করুন। তিনি সন্তুষ্ট হলে আপনার ব্যবসার সুযোগ করে দেবেন।

এই নিয়মগুলির কোনটিই সরাসরি এফিলিয়েটেড মার্কেটিং এর সাথে সম্পর্কিত না। বিষয়গুলি ব্লগিং সম্পর্কিত। ভাল ব্লগ মানে বেশি ভিজিটর, বেশি ভিজিটর মানেই বেশি আয় এই নিয়মে পরোক্ষভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি করতে পারে এগুলি।

ফেসবুক থেকে আয়

ফেসবুক সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে সামাজিক নেটওয়ার্কের এই মাধ্যমটি এতটাই জনপ্রিয় যে অনেকে মুলত ফেসবুকের জন্যই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগ রাখেন, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি শেয়ার করেন।

ফেসবুক থেকে কি আয় করা সম্ভব ?

অনেকেই করছেন। হয়ত লক্ষ করেছেন প্রায় প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেসবুক ব্যবহার করে। তাদের টাকা আয়ের ধরন অবশ্য আলাদা। সরাসরি ফেসবুক থেকে আয়ের কথা না ভেবে তাকে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।

সাধারন ফেসবুক ব্যবহারকারী সরাসরি আয়ের জন্যই ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে ফেসবুকে ভক্ত বাড়ানোর জন্য টাকা ব্যয় করেন একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমে একটা বিষয় পরিস্কার করে নেয়া ভাল। ফেসবুক নিজে ব্যবসার সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ সরাসরি তাদের কাছে টাকা আশা করবেন না (সত্যিকারের টাকা পাবেন না। কাল্পনিক টাকা দেয়ার ব্যবস্থা আছে)।

ফেসবুকের মাধ্যমে যেহেতু অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সেহেতু এর মাধ্যমে কোন এফিলিয়েশন প্রচার করে টাকা আয় করতে পারেন।

এজন্য যা করতে হবে;

১. আগের বর্ননা অনুযায়ী সুবিধেজনক কোন প্রতিষ্ঠানের এফিলিয়েশন নিন ।

২. তাদের এফিলিয়েশন লিংক ফেসবুকে রাখুন ।

ফেসবুক ব্যবহারের সুবিধে এটুকুই । সহজে এফিলিয়েশন লিংক প্রচারের সুযোগ । বাকি আয় নির্ভর করে আপনি কার এফিলিয়েশন নিয়েছেন, ফেসবুকে আপনার ভক্ত কতজন, তারা আপনার দেয়া লিংক কতটা ব্যবহার করে এসবের ওপর ।

অনেকে এফিলিয়েশন আয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন । তাদের নিয়ম হচ্ছে, বেশ কয়েকজন নিজেরা বিভিন্ন কোম্পানীর এফিলিয়েশন নেবেন, এরপর প্রত্যেকে প্রত্যেকের লিংকে ক্লিক করে একে অন্যের আয়ে সাহায্য করবেন ।

এভাবে আপাত আয় সম্ভব, কিন্তু ভুলে যাবেন না যারা বিজ্ঞাপন দেন তারা বিজ্ঞাপনের ফল কি হয় সেটা লক্ষ করেন । ক্রমাগত ক্লিক হচ্ছে অথচ তাদের ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে না এটা তারা একসময় লক্ষ করবেন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন । এধরনের অনৈতিক কাজে জড়াবেন না ।

ইমেইল থেকে আয়

ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে বিনামুল্যে ইমেইল ব্যবহার করা যায় । একে টাকা আয়ের কাজেও ব্যবহার করা যায় । ইমেইল মার্কেটিং নামে একটি বিশেষ ধরনের ব্যবসা প্রচলিত রয়েছে বিশ্বব্যাপি । আপনি কিভাবে ইমেইল ব্রবহার করে আয় করতে পারেন জেনে নিন ।

এজন্য আপনার ইমেইল ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে । বিনামুল্যের জনপ্রিয় ইমেইল ব্যবস্থার মধ্যে মাইক্রোসফটের হটমেইল, গুগলের জিমেইল এবং ইয়াহু মেইল বেশি ব্যবহৃত হয় । ব্যবহারকারীর সংখ্যার হিসেবে মাইক্রোসফট শীর্ষে থাকলেও অনেকে সরাসরি জি-মেইল ব্যবহারের পরামর্শ দেন । কাজেই অন্য ইমেইল ব্যবহার করলেও টাকা আয়ের জন্য জি-মেইল একাউন্ট তৈরী করে নিন ।

একই ব্যক্তি একাধিক ইমেইল ব্যবহার করতে পারেন । কাজেই কয়েকটি ইমেইল একাউন্ট তৈরী করতে সমস্যা নেই ।

ইমেইল মুলত একটি বিশেষ ঠিকানা যা বিশেষ ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। যেমন আপনার নাম rahman হলে আপনার জি-মেইল পরিচিতি হতে পারে rahman@gmail.com যখনই কেউ এই ঠিকানা ব্যবহার করে মেইল পাঠাবেন তখন সেটা কেবলমাত্র আপনি পাবেন।

ইন্টারনেটে অর্থ লেনদেনের জন্যও শুধুমাত্র ইমেইল ব্যবহার করা যায়। যেমন পে-জা কিংবা পেপল। টাকা পাওয়ার আপনার ইমেইল এড্রেস দিন, টাকা পাঠালে আপনার একাউন্টে জমা হবে। কখনো কখনো হ্যাকিং এর ঘটনা ঘটলেও এই ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপি প্রচলিত।

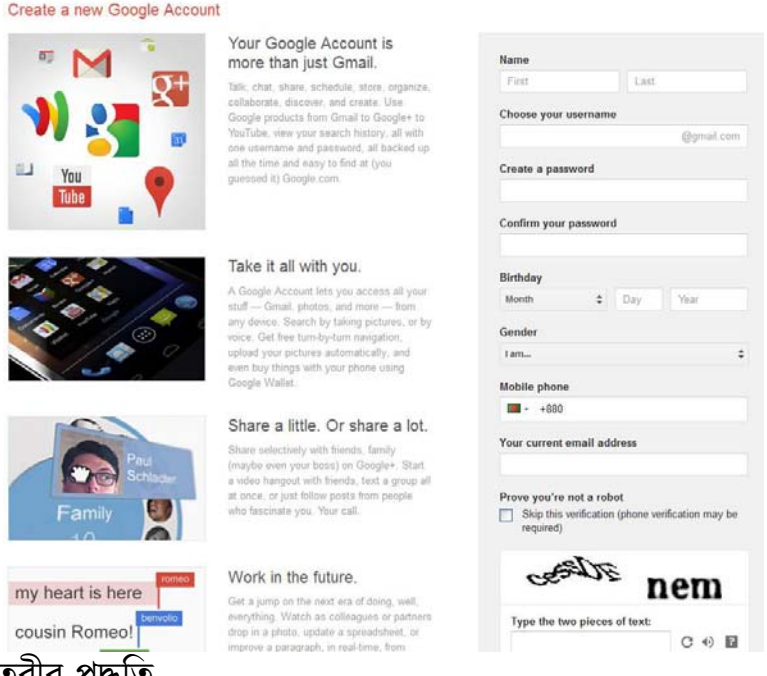

ইমেইল একাউন্ট তৈরীর পদ্ধতি

ইমেইল একাউন্ট তৈরীর জন্য সেবাদানকারীর ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম-ঠিকানা সহ অন্যান্য তথ্য দিতে হয়। কয়েক মিনিটেই ইমেইল একাউন্ট তৈরী করতে পারেন।

জিমেইলের ঠিকানা *mail.google.com/*

তাদের সাইটে গিয়ে সাইন-আপ বাটনে ক্লিক করুন। ছবির মত একটি ফরম পাওয়া যাবে। এখানে নিজের নাম, ইমেইলে যে নাম ব্যবহার করতে চান সেই নাম, পাশওয়ার্ড, জন্ম তারিখ, মোবাইল ফোন নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে ফরম পুরন করুন।

নিচের দিকে একটি ভেরিফিকেশন কোড পাবেন। সেটা দেখে দেখে টাইপ করার যায়গায় টাইপ করুন। কখনো কখনো লেখা পড়তে সমস্যা হতে পারে। স্পিকার বাটনে ক্লিক করে শব্দটি শুনে নিতে পারেন। কিংবা অন্য শব্দ পা্ওয়ার জন্য আইকনে ক্লিক করতে পারেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করতে চাইলে একে এড়ানো যায়। তবে এভাবে নিশ্চিত করাই সুবিধেজনক।

তাদের শর্ত আপনি মানতে রাজি একথা নিশ্চিত করতে তাদের শর্ত পুরনের যায়গায় টিক দিন।

মুল কাজ এটুকুই। এরপর স্ক্রিনের নির্দেশ মেনে কাজ করলে সাথেসাথে আপনার ইমেইল ব্যবহারের সুযোগ তৈরী হবে।

ইমেইল একাউন্ট তৈরীর সময় কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরী;

১. ইমেইল এড্রেসে ইংরেজি ছোট অক্ষর এবং সংখ্যা ব্যবহার করা যায়। বড় অক্ষর (ক্যাপিটাল লেটার) ব্যবহার করা যায় না।

২. আপনার নাম আগেই আরেকজন ব্যবহার করতে পারেন। একই নাম দুজন ব্যবহার করতে পারেন না। কাজেই আপনাকে সেখানে কিছু পরির্বতন এনে ব্যবহার করতে হতে পারে। যেমন নামের সাথে কোন সংখ্যা ব্যবহার।

৩. ইমেইল এড্রেসে একটি ডট (.) ব্যবহার করা যায় অনেকে দুটি শব্দ ব্যহার করেন এবং ডট দিয়ে তাকে পৃথক রাখেন।

৪. এমন পাশওয়ার্ড ব্যবহার করুন যা একদিকে অন্যে অনুকরন করবেন না অন্যদিকে মনে রাখা সহজ। পাশওয়ার্ড ভুলে গেলে আপনি নিজেও ইমেইল ব্যবহার করতে পারবেন না (নিতান্ত সমস্যা হলে নতুন পাশওয়ার্ড পাওয়ার ব্যবস্থা আছে)।

৫. ইমেইল পাশওয়ার্ড কখনো কাউকে দেবেন না। অনলাইনে টাকা লেনদেন করলে এই পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে যে কেউ আপনার টাকা উঠিয়ে নিতে পারে।

৬. বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অকারনে নিজের ইমেইল এড্রেস দেবেন না। অনেকে এগুলি সংগ্রহ করে হ্যাকারদের কাছে বিক্রি করে।

এবারে আয়ের পদ্ধতি দেখা যাক। আগেই এফিলিয়েশন থেকে আয়ের কথা বলা হয়েছে। ধরুন আপনি ক্লিক্সসেন্স এর সদস্য হলেন। অন্যদের সদস্য করতে পারলে তাদের আয়ের ভাগ পাবেন।

১. ক্লিক্সসেন্সে সদস্য হয়ে ক্লিক করে সহজে টাকা আয় করা যায় একথা লিখে ইমেইল তৈরী করুন।
২. ক্লিক্সসেন্স এ আপনার জন্য লিংকটি কপি করে ইমেইলে পেষ্ট করুন।
৩. ইমেইলটি পরিচিতদের কাছে পাঠান।

যারা আগ্রহি হয়ে সেই লিংক থেকে সদস্য হবেন তাদের মাধ্যমে আপনার আয় হবে।

এটাই ইমেইল মার্কেটিং এর একেবারে সাধারন উদাহরন। আপনি কোন কোম্পানীর এফিলিয়েশন নিয়ে এভাবে ইমেইলের মাধ্যমে প্রচার করে বিক্রির কমিশন পেতে পারেন। অনেকের কাছেই এটা বড় ধরনের ব্যবসা।
হয়ত লক্ষ করেছেন অধিকাংশ ই-কমার্স সাইটে একবার ইমেইল এড্রেস দিলে নিয়মিত নিউজলেটার সহ অন্যান্য মেইল আসতে থাকে। এটা মুলত প্রচার (ব্যবসা) বাড়ানোর জন্য করা হয়। এজন্য অটো-রেসপন্ডার নামে একটি বিশেষ সেবা ব্যবহার করা হয়। মেইলের উত্তরগুলি একবারে তৈরী করে রাখলে নির্দিষ্ট নিয়মে সেগুলি যেতে থাকে।
বিষয়টির সাথে অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। বিনামুল্যে ইমেইল রেসপন্ডার ব্যবহার করা যায় না। সেকারনে এখানে বিস্তারিত জানানোর সুযোগ নেই। ব্যবসায় আগ্রহি হলে ইন্টারনেটে সার্চ করে জেনে নিতে পারেন।

অন্যের বিজ্ঞাপন প্রচার

বর্তমান যুগকে অনেকে বলেন বিজ্ঞাপনের যুগ। সংবাদপত্র-টিভি এদের মুল আয় আসে বিজ্ঞাপন থেকে। আর সারা বিশ্বে অনলাইন প্রচারের জন্য যে ব্যয় করা হয় সেটা কি ধারনা করতে পারেন ?

সংখ্যা না জেনে এভাবে ধারনা পেতে পারেন, টাকার হিসেবে ছাপা বিজ্ঞাপনকে ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগে। শতবর্ষ পুরনো বিশ্বখ্যাত পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের বিজ্ঞাপন কমে যাওয়ায়, তারা ছাপা পত্রিকার বদলে অনলাইন সংস্করন ব্যবহার করছেন।

আপনার ব্লগ বা ওয়েবসাইট যদি জনপ্রিয় হয় তাহলে সেটা সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচার করে আয়ের বড় উৎস হতে পারে। অনেকেই সেটা করছেন।

অবশ্যই আপনি প্রথম আলো অনলাইন সংস্করনের মত প্রচুর বিজ্ঞাপন আশা করেন না। অন্তত এখনই। বরং এভাবে ভাবতে পারেন, একদিন আপনার সাইট এতটাই জনপ্রিয় হবে যেখানে অন্যেরা আগ্রহি হয়ে বিজ্ঞাপন দিতে আসবে।

অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেয়ার কাজটি সহজ। এজন্য পৃথক কোন খরচ নেই (ছাপার ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হয়)। একটি ছবি রেখে তারসাথে লিংক যোগ করে ব্যানার বিজ্ঞাপন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এছাড়া টেক্সট লিংক এর ব্যবহারও রয়েছে।

বাংলাদেশে অতি জনপ্রিয় কয়েকটি সাইট ছাড়া অনলাইন বিজ্ঞাপন ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কারন একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আশার কথা, একসময় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আরো বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করবে, অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা আরো সহজ হবে। এখনই প্রস্তুতি নিয়ে সাইট তৈরীর কাজ শুরু করতে পারেন।

সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আপনাকে যা করতে হবে;

১. জনপ্রিয় সাইট তৈরী
   অন্যান্য আয়ের মত এখানেও বেশি পরিমান ভিজিটর আসা আয়ের মুলসুত্র। যে পত্রিকা বেশি মানুষের হাতে যায় তারা বেশি বিজ্ঞাপন পান, তাদের বিজ্ঞাপনের রেটও বেশি। আপনার সাইটকে সেধরনের কিছু হিসেবে কল্পনা করুন।

২. প্রচার বৃদ্ধি করুন
   ওয়েবসাইটের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য যত ধরনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আরো যত ধরনের পদ্ধতি আপনি কল্পনা করতে পারেন তাদের সবগুলি প্রয়োগ করুন। ভুলে যাবেন না ইন্টারনেট হুজুগের যায়গা। একজন কোন সাইট ব্যবহার করলে আরেকজন তাকে অনুসরন করেন। এমনভাবে

প্রচার করুন যেন একজন অন্যজনের সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করে। অন্য সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়া কিংবা ছাপা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া প্রয়োজন হলে সেটাও করুন।

৩. নমুনা বিজ্ঞাপন দিন
শুরুতেই কেউ আগ্রহি হয়ে আপনার সাইটে বিজ্ঞাপন দিতে এগিয়ে আসবে এটা ধরে নেবেন না। পরিচিত কারো বিজ্ঞাপন কম খরচে রাখার ব্যবস্থা করুন। তিনি সুফল পেলে তাকে অনুসরন করে অন্যরাও ভিড় জমাবেন।

৪. বিজ্ঞাপনের তথ্য প্রচার করুন
আপনার সাইটে বিজ্ঞাপন দিলে কত খরচ হবে, কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি তথ্য সহজে জানার ব্যবস্থা করুন। তিনি যেন সহজে যোগাযোগ করতে পারেন সেজন্য ই-মেইল, ফোন, বা সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখুন।

৫. বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি নিয়োগ করুন
বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য প্রচলিত একটি পদ্ধতি প্রতিনিধি ব্যবহার করা। প্রতিটি সংবাদমাধ্যমের কিছু প্রতিনিধি থাকে যারা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে কমিশন পান। উদাহরন হিসেবে, আপনি সরাসরি বিজ্ঞাপন দিতে গেলে যে টাকা দিতে হয় বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেখান থেকে ৩০ ভাগ থেকে আরো বেশি কমিশন পান। অনেকে এর অংশ বিজ্ঞাপনদাতার সাথে ভাগাভাগি করেন। ফলে মুল বিজ্ঞাপনদাতার খরচ কম হয়। পরিচিতদের জানিয়ে দিন তারা যদি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে তাহলে আয়ের অর্ধেক কিংবা আরো বেশি তিনি পাবেন।

সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ হঠাত করে পাওয়া যায় না। সঠিক পরিকল্পনামত কাজ করলে অসম্ভবও না। ওয়েবসাইটকে যখন আয়ের জন্য ব্যবহার করবেন তখন বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না।

পেইড রিভিউ

পেইড রিভিউ এক ধরনের বিজ্ঞাপন। আপনি কোন পন্যের সম্পর্কে ভালভাল কথা লিখে প্রকাশ করলেন, পাঠক সেটা পড়ে সেই পন্য কিনতে আগ্রহি হলেন। তিনি জানলেন না সেই ভাল কথাগুলি লেখার জন্য লেখক-প্রকাশক টাকা পেয়েছেন।

অনেকে সরাসরি বিজ্ঞাপনের কথা বিশ্বাস করেন না। তাদের ঘুরিয়ে বিশ্বাস করানোর জন্য এই পদ্ধতি। কোন পত্রিকায় যখন যখন পন্য বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বর্ননা দেখেন তখন ধরে নেবেন না সেটা বিনা টাকায় সম্ভব হয়েছে। এজন্য সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠাানকে টাকা গুনতে হয়েছে। বিষয়টি এতটাই ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখা হয় যে কোন কোন পত্রিকা (সংবাদপত্র) সরাসরি হিসেব করে বলে দিতে পারেন তাদের ছাপা প্রতিটি শব্দের দাম কত টাকা।

যিনি ব্যবসা করেন তিনি তার পন্যের প্রচার চান। সেই পন্যের সাথে আপনার সাইটের মিল থাকলে অনায়াসে সেই প্রচারের কাজ করতে পারেন।

পেইড রিভিউ লেখা হয় পুরোপুরি ব্যবসায়িক কারনে। কারো কাছে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পরে, কেউ এতটা সাবধানে লেখেন যে তাকে প্রচার বলে মনে হয় না।

ভাল পেইড রিভিউ এর গুরুত্বপুর্ন বৈশিষ্ট

পেইড রিভিউ এমনভাবে লেখা প্রয়োজন যেন সেটা থেকে একদিকে বিজ্ঞাপনদাতা উপকৃত হন অন্যদিকে পাঠক উপকৃত হন। সেইসাথে ব্লগার নিজে লাভবান হন। সবদিকে সমন্বয় করে কাজ করা নিশ্চয়ই কঠিন। যারা এবিষয়ে অভিজ্ঞতা তারা এবিষয়ে ভাল করার জন্য সাধারন কিছু নিয়ম তৈরী করেছেন। বাস্তবে সেগুলি প্রয়োগ করে সকলেই উপকার পান।

পেইড রিভিউ লেখার সময় সেই নিয়ম মেনে ভাল ফল পেতে পারেন;

১. একমাত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করবেন না। যদিও ব্যবসায়ীরা এধরনের প্রচার পছন্দ করেন। বুদ্ধিমান ক্রেতা সহজেই বোঝেন এই কথাগুলি ভুল। কেউই নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী করতে পারেন না। কল্পনা করুন, আপনি একটি সুগন্ধি তেলকে বললেন সবচেয়ে ভাল, পরদিন আরেকটি সুগন্ধি তেল সম্পর্কে একই কথা বললেন। সচেতন পাঠক আপনাকেই অবিশ্বাস করবেন।

২. যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুন। ভাল দিকগুলি উল্লেখ করুন। সেইসাথে খারাপ কিছু থাকলে সেটাও উল্লেখ করুন। ত্রুটি গোপন করে ভাল রিভিউ হয় না। ব্যবহারকারী অপছন্দ করতে পারেন এমন বিষয়ে রিভিউ না লেখাই ভাল।

৩. সত্যিকার ভাল পন্যের রিভিউ লিখুন। আপনি নিজে কোন কারনে ব্যবহার করতে পছন্দ করেন না শুধুমাত্র আয়ের কারনে সেই পন্যের রিভিউ লিখবেন না। এমন পন্য বিষয়ে রিভিউ লিখুন যা আপনি কোন কারনে পছন্দ করেন। সেটা মান, দাম, সহজলভ্যতা, স্থায়িত্ব যেকোন কিছুই হতে পারে।
৪. যতটা সম্ভব কারিগরি দৃষ্টিতে রিভিউ লিখুন। শুধুমাত্র বিশেষনের ওপর নির্ভর করে ভাল রিভিউ হয় না। ঠিক কি কারনে পন্যটি ভাল, তার পেক্ষাপট কি ইত্যাদি বর্ননা করুন। ইন্টারনেটে যদি ক্যামেরা বা মোবাইল ফোনের রিভিউ পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন সেই রিভিউ এর দিকে মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয় যেখানে কারিগরি দিকগুলি তুলে ধরা হয়।
৫. রিভিউ এর সাথে পাঠকের মন্তব্য লেখার সুযোগ রাখুন। কোন ব্যবহারকারী তার প্রশংসা বা সমালোচনা করতে পারেন। অনেকে অনলাইনে রিভিউ পড়ার সময় বর্ননার চেয়ে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দেন।
   সমালোচনা গোপন করবেন না। কেউ কোন কারনে অসন্তুষ্ট হলে সেটা তুলে ধরা জরুরী। সমালোচনা ত্রুটি সংশোধন করে আরো উন্নতির পথে যেতে সাহায্য করে। কোন সফটঅয়্যারের বেটা ভার্শনের হিসেবটি মনে রাখুন। সেগুলি বিনামুল্যে ব্যবহার করতে দেয়া হয় যেন ব্যবহারকারী কোন সমস্যা পেলে জানাতে পারেন। সেগুলি সংশোধন করে একসময় মুল ভার্শন ছাড়া হয়। প্রতিটি পন্যেরই আরো ভাল করার সুযোগ থাকে এবং সেকারনেই নিয়মিতভাবে মডেল পরিবর্তন করে নতুন মডেল আনা হয়।
৬. অনলাইনে জনপ্রিয় সাইটগুলির রিভিউ পড়ে দেখুন, সেখান থেকে শিখুন। যে পন্যের রিভিউ লিখবেন সেই ধরনের অন্য পন্যের রিভিউ দেখে জানার চেষ্টা করুন সেখানে কি কি তথ্য থাকা প্রয়োজন।
৭. অবৈধ, অনৈতিক, কারো জন্য ক্ষতিকর কোন কিছুর প্রচারের জন্য রিভিউ লিখবেন না। একে আপাত লাভজনক মনে করলেও একসময় আপনার সাইটের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

রিভিউ লেখার উপকারিতা বিভিন্ন ধরনের। একদিকে সরাসরি টাকা পাওয়া যায়, অন্যদিকে রিভিউগুলি সাইটে জমা হতে থাকে বলে একসময় ভিজিটর রিভিউ পড়ার জন্যই সাইটে আসেন।
বিষয়টি কল্পনা করুন, আপনি নির্দিস্ট মডেলের ক্যামেরার রিভিউ লিখেছেন তার বিক্রেতার বিক্রি বাড়ানোর জন্য। একজন ক্যামেরা কিনতে আগ্রহি ব্যক্তি সেই ক্যামেরার মডেল লিখে সার্চ করলেই আপনার সাইট পাবেন।

বেশি ভিজিটর মানেই বেশি আয়, মনে আছে নিশ্চয়ই । রিভিউ সবসময়ই ভিজিটর বাড়াতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে ।

নিজস্ব পন্য বিক্রি

ওয়েবসাইট বা ব্লগ থেকে যদি নিজে কিছু বিক্রি করতে পারেন তাহলে কেমন হয় ?
সহজ উত্তর, এরথেকে ভাল কিছু হয় না । একে ওয়েবসাইট থেকে আয় না বলে সরাসরি ব্যবসা থেকে আয় বলতে পারেন । সমস্যা হচ্ছে যদি বাংলাদেশ থেকে কাজটি করতে হয় ।
বাংলাদেশে অনলাইনে কেনা বা বিক্রির সুযোগ নেই । এমনকি অনলাইনে ক্রেতার কাছে পাঠানো যায় (যেমন ই-বুক বা সফটঅয়্যার) এমন কিছুও না ।

ইন্টারনেটে কেনার জন্য সাধারনভাবে যে কাজগুলি করা সম্ভব সেগুলি আরেকবার দেখে নেয়া যাক;

১. একটি অনলাইন ষ্টোর তৈরী করা যেখানে পন্যের বর্ননা, দাম ইত্যাদি লেখা থাকবে । সহজে তারমধ্যে নির্দিষ্ট পণ্য খুজে বের করার ব্যবস্থা ।
২. ক্রেতার কেনার ব্যবস্থা । তিনি নির্দিস্ট পন্য (গুলি) ক্লিক করে কি কি কিনবেন সেগুলি একসাথে করা এবং দাম হিসেব করা ।
৩. অনলাইনে দাম দেয়া । সাধারনত ক্রেডিট কার্ড বা পেপল ব্যবহার করে টাকা দেয়ার কাজটি করা হয় ।
৪. ক্রেতার পন্যগুলি তারকাছে পাঠিয়ে দেয়া ।

বাংলাদেশে লেনদেনের কাজগুলি করা যায় না । আপনি যেমন ক্রেতার কাছে টাকা নিতে পারেন না তেমনি ক্রেতার কাছে খুব সহজে জিনিষ পাঠাতে পারেন না । বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিস যথেষ্ট ভাল মনে করতে পারেন, তারপরও অনলাইনে কেনাকাটার জন্য আরো উন্নতি প্রয়োজন ।
কাজেই যদি বিক্রি করতে চান আপনাকে নির্ভর করতে হবে বিদেশী ক্রেতার ওপর । কিছু প্রতিষ্ঠান এধরনের কাজ করছে । বিশেষ করে অন্য দেশ থেকে বাংলা বই কেনার জন্য একাধিক সাইট যথেস্ট পরিচিতি লাভ করেছে ।

কাজটি সকলের পক্ষে সম্ভব না বা সহজ না। আপনাকে টাকা নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতাগুলি মাথায় রেখে, অন্য দেশে যে নিয়ম প্রচলিত সেই নিয়মে। ক্রেডিট কার্ড বা পেপল ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেইসাথে পন্য পাঠানোর নিশ্চয়তাও দিতে হবে। অনলাইনে ব্যবসা সেবার মানের ওপর নির্ভর করে। আপনি পন্য পাঠাতে দেরী করলে দ্রুতই সবাই জেনে যাবে সেকথা, ক্রমে আপনার ব্যবসা খারাপের দিকে যাবে।

অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আভ্যন্তরিন কেনাকাটার পদ্ধতি বড় ধরনের বাধা। ক্রেতা সবসময়ই ভাবেন বিক্রেতা তাকে ঠকাচ্ছে বা ঠকানোর চেষ্টা করছে। প্রতিমুহূর্তে ভেজাল, খারাপ মানের পন্য, অতিরিক্ত দাম নেয়া ইত্যাদি কারনে ক্রেতা কখনোই বিক্রেতাকে বিশ্বাস করেন না। এই অবস্থায় আপনি অনলাইনে ঠকাবেন না এই বিশ্বাস অর্জন করা কঠিন।

অনলাইনে ব্যবসা করতে হলে কোন এক পর্যায়ে ক্রেতা-বিক্রেতার আস্থা বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, ক্রেতার স্বার্থ রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, প্রতারক ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এটা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এখনো সেটা শুরু হয়নি।

আপাতত পন্য বিক্রির একটিমাত্র পদ্ধতি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। ই-বুক বা সফটঅয়্যার বিক্রি করা। অনেকেই তাদের ই-বুক বা সফটঅয়্যার অন্যের মাধ্যমে বিক্রি করেন, এজন্য ভাল কমিশন দেন। শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত। মুলত অন্যদেশের ক্রেতার কাছে।

একে এফিলিয়েট মার্কেটিং এর কাজ মনে করতে চান ?

করতে পারেন। সত্যিকারভাবে বাংলাদেশ থেকে আপনি নিজের পন্য অনলাইনে বিক্রি করতে পারেন না। বড়জোর প্রচার করে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারেন। মুল বিক্রির কাজ অফলাইনেই করতে হবে।

ব্লগ থেকে আয়ের বাস্তবতা

ব্লগ থেকে মাসে ১০ হাজার ডলার আয় করা যায় একথা শুনে মনে হতেই পারে, তাহলে সবকিছু ছেড়ে ব্লগার হলেই হয়।

একথা ভেবেই প্রতিদিনই বহুসংখ্যক মানুষ নতুনভাবে ব্লগারের খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে তাদের অভিজ্ঞতা কি। তারা কি সত্যিই আয় করছেন ?

ব্লগিং বিষয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ব্লগ প্রো-ব্লগার। সম্প্রতি তারা জড়িপের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা এই প্রশ্নের উত্তর পেতে সহায়তা করতে পারে।

১. ব্লগ থেকে আয় করা যায়

ব্লগ তৈরী করবেন কি-না সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রথম প্রশ্ন এটাই, আদৌ ব্লগ থেকে আয় করা যায় কি-না।

এককথায় উত্তর হচ্ছে, যায়্ শখ হরে ব্লগ তৈরী করে কারো এফিলিয়েশন নিন (ক্লিক্সসেন্স এর মত পিটিসি থেকে শুরু করে অন্য যে কারো)। সেখানে ভিজিটর আসলেই আয় আসতে শুরু করবে।

ব্লগ থেকে শুরুতে আয় একেবারে সামান্য। সময়ের সাথে সাথে ভিজিটর বাড়লে আয়ও বাড়তে থাকে। সেইসাথে দক্ষতা বাড়ার কারনে লাভজনক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সাধারনভাবে দুবছর পর থেকে সত্যিকারের আয় আসতে থাকে, পুরোপুরি এই আয়ের ওপর নির্ভর করতে ৫ বছর বা আরো বেশি সময় লাগতে পারে। সবাইকে এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে এমন কথাও নেই। অনেকে খুব দ্রুত বিপুল পরিমান আয় করেছেন এমন উদাহরন রয়েছে।

২. আয়ের জন্য ব্লগের নির্দিস্ট বিষয় নেই

অনেকে ধরে নেন ইন্টারনেটে আয় বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেশি, কাজেই এবিষয়ে ব্লগ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে। বাস্তবতা সেকথা বলে না। বরং সত্যিকারের সফল ব্লগগুলির বিষয়ের রয়েছে বিচিত্র ধরন। খাবার বিষয়ক ব্লগ, ফ্যাসান বিষয়ক ব্লগ, ভ্রমন বিষয়ক ব্লগ, শিশুদের জন্য ব্লগ, কার্টুন ব্লগ, স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্লগ ইত্যাদি ভাল করার উদাহরন রয়েছে।

৩. আয় হওয়ার নির্দিস্ট কোন নিয়ম নেই

এমন কোন পদ্ধতি কি রয়েছে যা মানলে নিশ্চিত আয় করা যাবে ? সহজ উত্তর হচ্ছে, নেই। একই বিষয় নিয়ে উচুমানের ব্লগ তৈরী করে একজন আয় করতে পারছেন না, আরেকজন তুলনামুলক সাধারন ব্লগ থেকে ভাল আয় করছেন এমনটা ঘটতে পারে।

এথেকে এই শিক্ষালাভ হতে পারে, অন্যের সাফল্য অনুসরন করে সফল হওয়া যায় না। সাথে নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।

৪. বেশিরভাগ ব্লগার পুরোপুরি ব্লগিং এর ওপর নির্ভর করতে পারেন না

প্রো-ব্লগারের জড়িপ অনুযায়ী অর্ধেকের বেশি ব্লগারের আয় মাসে ৫০০ ডলারের কম। ১ হাজার ডলার

থেকে ১০ হাজার ডলার আয় করেন এদের সংখ্যা শতকরা ৯ ভাগ। ১০ হাজার ডলারের বেশি আয় করেন শতকরা ৪ ভাগ।

এই জড়িপে যারা অংশ নিয়েছেন (প্রো-ব্লগার এর ভিজিটর) তারা তুলনামুলক নতুন ব্লগার। যারা দীর্ঘদিন ধরে ব্লগিং এর সাথে জড়িত তাদের ফল পৃথক হওয়া স্বাভাবিক।

সহজ কথায়, সবাই ব্লগ থেকে সন্তোশজনক আয় করেন না।

৫. ব্লগিং থেকে আয়ের জন্য সময় প্রয়োজন

যারা ব্লগ থেকে আয়ের ওপর নির্ভর করতে পারেন তাদের ৮৫ ভাগই ব্লগিং এর কাজ করছেন ৪ বছরের বেশি। এদের অনেকেই প্রথম দুবছরে উল্লেখ করার মত আয় করেননি।

৬. ব্লগিং এর জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন হয়

ব্লগ তৈরী করার পর সেখান থেকে আয় আসতে শুরু করবে এটা ভুল ধারনা। আয় আশা শুরু হওয়ার পরও ক্রমাগত তাকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করতে হয়, নতুন বিষয় যোগ করতে হয়, প্রচার বাড়াতে হয়। সেটা না করলে আয় কমতে থাকে।

ব্লগ থেকে আয়ের কথা বলার সময় বাংলাদেশের অন্যান্য বাস্তবতা মনে রাখা জরুরী। অনেকেরই আয়ের বড় উৎস গুগলের এডসেন্স। গুগল বাংলা ব্লগে এডসেন্স ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে কেনাকাটার সুযোগ না থাকায় অন্যের পন্য বিক্রি করে আয় করাও যায় না। ইন্টারনেট ব্যবহারের হার কম হওয়াও আয় কম হওয়ার আরেক কারন।

ব্লগ থেকে আয়ের বাস্তবতা এককথায় প্রকাশ করলে যা দাড়ায় তা হচ্ছে, আয় করা যায়, যথেস্ট পরিমান আয় করা যায়, এজন্য দীর্ঘদিন ধরে পরশ্রম করতে হয়।

দ্বিতীয় অংশ : ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সিং কি, ফ্রিল্যান্সার কে

তাহলে আপনি ফ্রিল্যান্সার হতে চান। এই বইতে এপর্যন্ত ইন্টারনেটে আয়ের যে কথাগুলি বলা হয়েছে তাতে আপনি নস্তুষ্ট নন।

সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম প্রশ্ন, ফ্রিল্যান্সিং কি ? ফ্রিল্যান্সার কাকে বলে ? সবাই কি ফ্রিল্যান্সার হতে পারে ?

কেউ কেউ কবি নন, সকলেই কবি। একথার সাথে মিল রেখে বলতে পারেন কেউ কেউ ফ্রিল্যান্সার নন, সকলেই ফ্রিল্যান্সার।

বিশ্বাস করা কঠিন। তাহলে উদাহরন দিয়ে দেখা যাক।

আপনি কাঠের একটি বুকসেলফ তৈরী করতে চান। সেটা কোন মাপের করবেন, কি দিয়ে তৈরী করবেন, দেখতে কেমন হবে পরিকল্পনা করলেন। এরপর গেলেন একজন কাঠমিস্ত্রির কাছে। তাকে কাজটি বুঝিয়ে দিলেন। দাম ঠিক করলেন। কাজটি কখন পাবেন জেনে নিলেন। নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিয়ে তৈরী বুকসেলফ নিয়ে এলেন।

এখানে কাঠমিস্ত্রী ফ্রিল্যান্সার, আপনি তার ক্লায়েন্ট। ফ্রিল্যান্সিং কাজের সাধারন বৈশিষ্টগুলি এখানে বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা করে দেখা যাক;

১. আপনি নির্দিষ্ট কাঠমিস্ত্রি বেছে নিয়েছেন কারন আপনি জানেন সে কাজটি করতে পারবে। সে তার নিজের কাজে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ।

২. আপনি যেভাবে কাজ করতে চান সেটা সে বুঝেছে। সেভাবে কাজ হবে বলে আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং আপনি তার কথার ওপর আস্থা রেখেছেন। তার আগের কাজ দেখে আপনি নিশ্চিত হয়েছেন সে কাজটি করতে ব্যর্থ হবে না।

৩. সে তুলনামুলক কম টাকায় কাজ করবে বলে আপনাকে জানিয়েছে। নইলে আপনি অন্য কারো কাছে যেতেন খরচ কমানোর জন্য।

৪. সে কাজটি সময়মত, ঠিকভাবে করেছে। আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলেই টাকা দিয়ে কাজটি নিয়েছেন।

ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে ফ্রি বা মুক্ত শব্দটি লক্ষ্যনীয়। সে আপনার কাজ করতে বাধ্য না। তার হাতে আরো লাভজনক কাজ থাকলে সে আপনার কাজ করতে রাজী হত না। আপনি তাকে বাধ্য করতে পারতেন না।

এখন নিশ্চয়ই ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টি কিছুটা বোধগম্য হয়েছে। ফ্রিল্যান্সার তিনিই যিনি নিজের সুবিধে বিবেচনা করে ঠিক করেন কোন কাজ করবেন কি করবেন না। করবেন সিদ্ধান্ত নিলে সময়মত কাজ করেন। তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেব করেন তার দক্ষতা এবং শ্রমের ওপর। তিনি বিনা টাকায় কাজ করেন না, আবার যেটা তার প্রাপ্য সেখানে ছাড় দেন না।

কাজেই তিনি একজন ফ্রিল্যান্সার, যে কাজ করছেন সেটা ফ্রিল্যান্সিং। অনেকে বাংলায় বলেন মুক্তপেশাজীবি।

এবার চারিদিকে লক্ষ করুন। দেখবেন প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ফ্রিল্যান্সার। একজন ছাত্র চাকরী ছাড়াই যখন কোন কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন তিনি তখন ফ্রিল্যান্সার। একজন চাকুরীজীবি তার অফিসের কাজের বাইরে কিছু করে আয় করলে তিনি ফ্রিল্যান্সার। আবার কোন কোন পেশা পুরোপুরি ফ্রিল্যান্সারের। একজন লেখক, শিল্পী, অভিনেতা সবাই কাজ করেন নিজের পছন্দমত। তারা সবাই ফ্রিল্যান্সার।

একটি খটকা এখানে থেকে গেছে। যখনই ফ্রিল্যান্সিং এর কথা বলা হয় তখনই ইন্টারনেটের কথা বলা হয়। এদের কারো কাজের সাথেই ইন্টারনেটের সরাসরি সম্পর্ক নেই।

ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল এটাই। এই ভুল উল্লেখ করার জন্যই এসব প্রসংগ।

ইন্টারনেটে যখন ফ্রিল্যান্সিং কাজ করবেন তখন তাকে নির্দিষ্টভাবে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং বলতে পারেন। তিনি সবসময় শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ পাবেন এবং করবেন এটা ধরে নেয়ার কোন কারন নেই। একজন গ্রাফিক ডিজাইনার অনলাইন ফ্রিল্যান্সার। সবসময় সেকাজ করেন। তাকে যদি একটি বিজ্ঞাপন ডিজাইনের জন্য হাজার টাকার দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় তাহলে কি তিনি সেটা করবেন না সেটা ইন্টারনেটের না বলে!

অবশ্যই কাজটি করবেন। অনলাইনের বাইরের কাজকে অফলাইন বা লোকাল ফ্রিল্যান্সিং যদি বলা হয় তাহলে একটা বিষয় স্পষ্ট করে নিন, লোকাল ফ্রিল্যান্সিং অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর বড় একটি অংশ। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর আগেই এটা শুরু করতে হয়, পরবর্তীতে নানা কারনে ফ্রিল্যান্সারকে এটা চালিয়ে যেতে হয়।

বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপুর্ন যে লোকাল ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেটা আগে দেখে নেয়া যাক।

(যিনি ফ্রিল্যান্সিং করেন তিনি ফ্রিল্যান্সার এভাবেই শব্দগুলি প্রচলিত। অনেক ফ্রিল্যান্সার নিজেকে ফ্রিল্যান্সার না বলে ফ্রিল্যান্স শব্দ ব্যবহার করেন। সেঅর্থে ফ্রিল্যান্স শব্দটি কাজ এবং ব্যক্তি দুইই বুঝায়। দুটিই ঠিক।)

অনলাইন এবং লোকাল ফ্রিল্যান্সিং

এই বইয়ের মুল বক্তব্য অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে তথ্য তুলে ধরা। সেকারনেই সরাসরি বক্তব্য, যদি অনলাইন ফ্রিল্যান্সার হতে চান তাহলে শুরু করুন লোকাল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ দিয়ে।

কিছু উদাহরন দেখা যাক।

আপনি গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে চান। এজন্য যেখানে কাজ পাওয়া যাবে সেখানে সদস্য হলেন, কাজের জন্য আবেদন (বিড) করলেন। যার কাজ তিনি কি আপনাকে কাজ দেবেন ?

কাজ দেয়ার আগে ফ্রিল্যান্সারের যে বৈশিষ্টগুলি তিনি লক্ষ করেন তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকবার দেখে নিন।

১. আপনি সেই কাজে দক্ষ কি-না সেটা নিশ্চিত করতে হবে।
২. আপনার অভিজ্ঞতা কতটুকু জানাতে হবে। আপনার আগের করা কাজগুলি দেখে তিনি আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারনা পাবেন।
৩. আপনি কাজ সময়মত করে দিয়েছেন এমন কোন উদাহরন তিনি দেখতে চাইবেন।
৪. আপনি কাজের সাথে মানানসই টাকা চেয়েছেন কি-না সেটা পর্যালোচনা করবেন। তার বাজেটের চেয়ে বেশি চাইলে তিনি কাজ দেবেন না, একেবারে কম চাইলে ধরে নেবেন আপনি উচুমানের কজের যোগ্য নন।

বিষয়গুলি একসাথে করলে যা দাড়ায়, আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা দুইই থাকতে হবে। আপনি হয়ত নিজের দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত। সেই নিশ্চয়তা ক্লায়েন্টকেও দিতে হবে। কাজ না করে কি অভিজ্ঞতা দেখাতে পারেন ?

দক্ষতার বিষয়েও খুব সহজে নিশ্চিত হবেন না। আপনি যখন গ্রাফিক ডিজাইন শিখেছেন তখন আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে ঠিকভাবে করেছেন। আপনার মনে হয়েছে আপনি দক্ষতা লাভ করেছেন। আপনার দক্ষতা কি একবার যাচাই করে দেখবেন।

কাজটি খুব সহজ। আপনার ডিজাইনটি বিভিন্নজনকে দেখিয়ে মন্তব্য করতে বলুন। অনায়াসে বলা যায় অনেকের মন্তব্য আপনার পছন্দ হবে না। প্রত্যেকেই কিছু একটা ভুল তুলে ধরবেন, অন্য কি করলে ভাল হত সেকথা বলবেন (একেবারে পরিচিত কেউ আপনাকে খুশি রাখার জন্য মুখে প্রশংসা করতে পারে। এধরনের মতামত আপনার ক্ষতি ছাড়া উপকার বয়ে আনে না। একটা কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখুন, নিজের উন্নতির পথে সমালোচক যতটা উপকার করতে পারেন প্রশংসাকারী সেটা পারেন না)।

কাজেই আপনি যাকে নিখুত কাজ মনে করছেন সেটা নিখুত কাজ না। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যেহেতু আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্টের কাজ করতে হবে সেকারনে আরেকটি বিষয় এখানে শিখে নিন;

প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারের ধরন আলাদা। একজন সরল ডিজাইন পছন্দ করেন আরেকজন পছন্দ করেন জটিল, একজন হাল্কা রং পছন্দ করেন আরেকজন পছন্দ করেন উজ্জলতা, একজন সংক্ষেপে বক্তব্য তুলে ধরতে চান আরেকজন চান বিস্তারিত বর্ননা (এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ পাবেন পরের দিকে)।

কাজেই শুধুমাত্র গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষ হলেই আপনি দক্ষ ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইনার নন। যতক্ষন পর্যন্ত না আপনি ক্লায়েন্টের চাহিদা বোঝেন। এই কাজে অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই।

একজন ক্লায়েন্ট যখন আপনার ডিজাইনের ত্রুটি সংশোধন করবেন তখন তাকে শুধুমাত্র সেই ডিজাইনের বিষয় হিসেবে না দেখে সেখান থেকে সার্বিকভাবে শিক্ষালাভ করা, তাকে অন্য কাজে ব্যবহার করা, এটাই পেশাদারিত্বে লক্ষন। যেকারনে অভিজ্ঞতার সময়কে এতটা গুরুত্ব দেয়া হয়। ধরে নেয়া হয় যিনি যত বেশিদিন ধরে কাজ করেছেন তত বেশি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তিনি সহজে কাজ বুঝবেন, ক্লায়েন্টের চাহিদা বুঝবেন।

স্থানীয়ভাবে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন না করে সরাসরি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজের চেষ্টা করলে আপনি সহজে কাজ পাবেন না।

এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে লোকাল ফ্রিল্যান্সিং। নিজের যা শিখেছেন সেটা প্রয়োগ করার জন্য স্থানীয়ভাবে কাজ খোজ করুন। সেগুলি করার সময় ক্লায়েন্টের দেয়া নির্দেশগুলি মানার চেষ্টা করুন। আরেকবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, যিনি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করাচ্ছেন তিনি নিজে গ্রাফিক ডিজাইনার নন। তিনি এমন ভুল করতে পারেন যা নিয়মের পরিপন্থি। তারপরও টাকা দেবেন তিনি, কাজ হবে তার পছন্দমত। একজন দর্জির দোকানের

কথা একবার উদাহরন হিসেবে দেখে নিন (বাস্তব ঘটনা)। যিনি প্যান্ট বানাবেন তিনি বললেন তিনি পেছনে দুটি পকেট নেবেন, দর্জি মনে করলেন সেটা সেকেলে, বর্তমানে একটা পকেট মানানসই। তিনি এক পকেট রেখে প্যান্ট বানালেন। ফলাফল অনুমান করতে পারেন।

এখানে গ্রাফিক ডিজাইনকে উদাহরন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে নিজের অভিজ্ঞতা সহজে প্রকাশ করা যায় বলে। অন্য কাজের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম একইভাবে কার্যকর। সবসময়ই যার কাজ তার নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকে। যিনি কাজ করবেন তার দায়িত্ব সেগুলি সহজে বোঝা, কাজ করে দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখা।

আরেকটি সত্য এখানে জেনে নিন, ফ্রিল্যান্সিং কাজে আপনি সবসময় ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। এমন ক্লায়েন্ট রয়েছেন যিনি কখনোই সন্তুষ্ট হবেন না বলে পন করেছেন, কেউ কেউ সংশোধনের কিংবা পরিবর্তনের সুযোগ দিলে ক্রমাগত সেটা করতেই থাকবেন। এদের সবকিছুই ফ্রিল্যান্সারের শিক্ষনীয় বিষয়। কাজ শেখার সাথে সাথে ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনাও শেখা জরুরী।

মুল বক্তব্য হচ্ছে, আপনি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজ করার আগে লোকাল ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন। এরফলে যে সুবিধেগুলি পাওয়া যাবে সেগুলি সংক্ষেপে এমন;

১. বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতালাভ
   শুধুমাত্র কোর্স করে, ট্রেণিং নিয়ে কিংবা নিজে ট্রায়াল দিয়ে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতালাভ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজন কারো কাজ করা, তার চাহিদা পুরন করা, কোন সমস্যা হলে সেটা ঠিক করা। স্থানীয়ভাবে কাজ করে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তুলনামুলক সহজ।
   অন্যভাবে বললে, প্রয়োজন অনুযায়ী শেখা যায়। একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ সুন্দর ডিজাইন করা। যার কাজ তার উদ্দেশ্য ডিজাইনকে বিশেষ প্রয়োজন মেটানো। এই দুটি বিষয় সমন্বয় করার সুযোগ পাওয়া যায় স্থানীয়ভাবে কাজ করে।
২. কাজ করা সহজ
   স্থানীয়ভাবে কাজ করা সহজ বিভিন্ন অর্থে। প্রথমত ধরে নেয়া হচ্ছে যার কাজ তিনি আপনার পরিচিত। কাজে ভুল করলে তিনি আপনাকে ভুল ধরিয়ে দেবেন (অনলাইন কাজে অনেকসময়ই ক্লায়েন্ট সেটা করেন না বিভিন্ন কারনে। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন, ফ্রিল্যান্সারকে অনভিজ্ঞ মনে করতে পারেন ইত্যাদি। তিনি নিজে মাথা ঘামাবেন না বলেই তো ফ্রিল্যান্সার ঠিক করেছেন)।

স্থানীয়ভাবে কাজের সময় এই সমস্যা তত প্রকট হয় না। সরাসরি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ থাকে, সময় বাড়ানো যায়, কোন কাজ জটিল মনে হলে সেটা অন্য কাউকে দিয়ে নিজে তুলনামুলক সহজ কাজে হাত দেয়া যায়।

৩. নমুনা জমা করা যায়

আবারো গ্রাফিক ডিজাইনকে উদাহরন হিসেবে ধরা যাক। আপনি স্থানীয়ভাবে যে কাজগুলি করেছেন সেগুলি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজের সময় আপনার কাজের নমুনা হিসেবে দেখাতে পারেন। এরফলে আপনার কাজের মান সম্পর্কে তিনি ধারনা পাবেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা এনিমেশন ইত্যাদি কাজে যত সহজে নমুনা দেখানো যায় অনেক কাজে সেভাবে নমুনা দেখানোর সুযোগ থাকে না। সেক্ষেত্রে যার কাজ করেছেন তারকাছে প্রশংসাপত্র চেয়ে নিতে পারেন। প্রশংসাপত্র সবসময়ই কাজ পেতে সহায়তা করে।

৪. যোগাযোগের দক্ষতা লাভ

ফ্রিল্যান্সিং কাজে যোগাযোগের দক্ষতা খুবই গুরুত্বপুর্ন। অনেকেই মনে করেন কাজ করার চেয়ে কাজ পাওয়া কঠিন। কারন কাজ পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ক্লায়েন্টের সাথে সঠিক যোগাযোগ রক্ষা করা। হঠাত করেই আপনি একাজ শুরু করতে পারেন না। ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়, তিনি সমালোচনা করলে কিভাবে সেটা গ্রহন করতে হয়, এমনকি কোন কাজ না করতে চাইলে কিভাবে না বলতে হয় সবকিছুই করতে হয় দক্ষতার সাথে। আপনি কোন কারনে কোন ক্লায়েন্টের ওপর বিরক্ত হয়ে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিলে, এমনকি প্রতারিত হয়েছেন মনে করলেও এমনভাবে প্রকাশ করতে হয় যেন আপনি অভদ্র আচরন করেছেন বলার সুযোগ তৈরী হয়। এধরনের পরিচিতি ফ্রিল্যান্সারের পেশার ক্ষতি করে।

লোকাল ফ্রিল্যান্সিং আপনাকে এধরনের অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দিতে পারে।

৫. অর্থ উপার্জন

আপনি চেষ্টা করলেই অনলাইন কাজ পেতে শুরু করবেন এটা ধরে নেয়ার কোন কারন নেই। এবিষয়ে বাস্তবতা হচ্ছে প্রথম কাজ পাওয়ার জন্যই কয়েক মাস চেষ্টা করে যেতে হতে পারে। কারো ক্ষেত্রে কম কারো বেশি। নিজের আয়ের ব্যবস্থা না থাকলে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেকের সেই সুযোগ নেই, অনেকের কাছে বিষয়টি অসন্মানের।

স্থানীভাবে কাজ করার সময় আপনি টাকার বিনিময়ে কাজ করবেন। আয় কম হলেও একে শেখার সময় হিসেবে বিবেচনা করে সেই আয়ে চলতে পারেন।

৬. বিকল্প আয়ের পথ খোলা রাখা
শুরুতেই বলা হয়েছে যিনি চাকরী করেন তিনি অফিসের বাইরে কাজ করে আয় করতে পারেন, অনেকেই সেটা করেন। অনলাইনে কাজ করার সময়ও বিকল্প বা অতিরিক্ত আয়ের পথ খোলা রাখা প্রয়োজন। ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত শব্দ, ফিষ্ট এবং ফেমিন, বাংলায় বলতে পারেন ভোজ এবং দুর্ভিক্ষ। কখনো এত বেশি কাজ পাওয়া যায় যা করে শেষ করা যায় না, কখনো আদৌ কাজ পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রকৃতিক, বছরের বিশেষ সময় ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে এটা হয়। লোকাল ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ পাওয়ার সুযোগ খোলা রাখলে দুর্ভিক্ষের সময় নিজের খরচ চালানো যায়।

৭. পেশাগত দক্ষতা লাভ
পেশাগত দক্ষতা কাকে বলে সে নিয়ে অনেক বড় আলোচনা হতে পারে। এখানে এটুকু উল্লেখ করা যায়, একজন পেশাদার বিনা টাকায় কাজ করেন না, কাজ করলে নিজের প্রাপ্যে ছাড় দেন না। তিনি কোন কাজের জন্য কি পরিমান টাকা নেবেন সেটা ঠিক হয় কাজের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে। অনলাইনে কাজের সময় অনেক চুক্তি হয় সময়ভিত্তিক। যেমন ঘন্টাপ্রতি ১০ কিংবা ১০০ ডলার। এই নিয়মে যতঘন্টা কাজ করবেন ততঘন্টার টাকা পাবেন। সাধারনত দীর্ঘকালিন কাজে এধরনের চুক্তি করা হয়। আপনার কাজের ঘন্টাপ্রতি রেট কত হতে পারে সেটা নির্ভর করে আপনি ঘন্টাপ্রতি কতটা কাজ করতে পারেন, সেই কাজের মান ইত্যাদির ওপর। অভিজ্ঞতা ছাড়া আপনি এই রেট ঠিক করতে পারেন না। লোকাল ফ্রিল্যান্সিং আপনাকে সুযোগ দিতে পারে নিজের রেট করার বিষয়ে।

লোকাল ফ্রিল্যান্সিং এর আরো অনেক সুবিধে হয়ত আপনার মনে কাজ করছে। মুল বিষয় ফ্রিল্যান্সিং বোঝার জন্য আপাতত এটুকুই যথেষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন থাকতে পারে কাজ কিভাবে পাবেন। কোথায় পাবেন। একেবারে নবীনদের কাছে এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি যথেষ্ট জটিলও বটে। বাংলাদেশে পার্টটাইম কাজ বলে কোনকিছুর প্রচলন নেই। সেকারনে এধরনের কাজ দেয়া-নেয়ার সাধারন পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। যার কাজ করানো প্রয়োজন এবং যিনি কাজ

করতে পারেন দুপক্ষের মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাস, আস্থার অভাব। কেউ কেউ এবিষয়ে আগ্রহি হয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন। এধরনের জটিল নতুন কোন পদ্ধতি চালু করার কাজটি সহজ না। ক্রমে তারা সফল হবেন, একসময় ফ্রিল্যান্সিং শব্দটি ব্যাপকভাবে সমাজে ব্যবহার হবে এমন প্রত্যাসা করতে পারেন।

আপাতত কাজ পাওয়ার সম্ভাব্য কিছু যায়গা বা পদ্ধতির উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে। কাজের বিষয় হিসেবে এখানেও গ্রাফিক ডিজাইনকে উদাহরন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১. পরিচিত সবাইকে জানিয়ে দিন আপনি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করেন টাকার বিনিময়ে। তদের কারো নিজের বা পরিচিত কারো কোন কাজের প্রয়োজন থাকলে তারা জানাবেন। সেটা এটাও জানিয়ে দিন আপনি কাজ করেন টাকার বিনিময়ে।

২. বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলি ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট দুধরনের বিজ্ঞাপন নিয়ে কাজ করেন। সব যায়গাতেই গ্রাফিক ডিজাইন প্রয়োজন হয়। এদের সাথে যোগাযোগ করুন। কাজ করেন এমন কারো সাথে থেকে শিক্ষানবিস হয়ে কাজের সুযোগ পাওয়া অনেক বড় সুযোগ। কেউ কেউ টাকা আয়ের কথা না ভেবে, প্রয়োজনে নিজের টাকা খরচ করে হলেও এধরনের সুযোগ কাজে লাগান।

৩. যারা সফটঅয়্যারের কাজ করেন তাদের গ্রাফিক ডিজাইন প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা বেতনভোগি ডিজাইনার রাখেন না। তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিজের যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে রাখতে পারেন।

৪. অন্য ফ্রিল্যান্সারের সাথে কাজ করা আরেকটি ভাল পদ্ধতি হতে পারে। অনলাইন অথবা লোকাল যে কাজই হোক, তিনি সহজ কাজগুলি নবিন কাউকে দিয়ে করাতে পারেন।

৫. ছাপাখানার সাথে গ্রাফিক ডিজাইনের নিবিড় সম্পর্ক। তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ পেতে পারেন।

৬. কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। খবরের কাগজ থেকে শুরু করে চারিদিকে যে পোষ্টার, ব্যানার, ফেষ্টুন, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড ইত্যাদি দেখা যায় তাদের সমস্তই বর্তমানে করা হয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে। তাদের সাথে যোগাযোগ করে কাজের খোজ করতে পারেন। বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও সকলের কাছেই এধরনের কাজ পাওয়া যায়।

৭. নিজে প্রতিষ্ঠান দেয়া যদি সম্ভব হয় তাহলে সেটা সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি। পথ চলতে গ্রাফিক ডিজাইন, প্রিন্ট ইত্যাদির দোকান নিশ্চয়ই দেখেছেন। বরং বলতে পারেন শতশত দেখেছেন। না দেখে থাকলে একবার নীলক্ষেত ঘুরে আসুন। এধরনের ব্যবসা শুরু করলে ক্লায়েন্ট নিজেই কাজ নিয়ে আসবেন।

সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশে যায়গার খরচ অত্যন্ত বেশি। সেইসাথে অন্যান্য যন্ত্রপাতি-আসবাবপত্র ইত্যাদির খরচ। যে কারনে ইচ্ছে থাকলেও অনেকের পক্ষে একাজ করা সম্ভব হয় না। একা সম্ভব না হলে কয়েকজন মিলে চেষ্টা করা যেতে পারে।

শুরু করে সাথেসাথেই পছন্দমত কাজ পেতে থাকবেন, সন্তোষজনক আয় আসতে শুরু করবে এটাও ধরে নেবেন না। বরং ফ্রিল্যান্সিং এর প্রথম ধাপ হিসেবে ভাল সেবা দিয়ে পরিচিতি বাড়াতে সচেষ্ঠ হবেন এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকাই ভাল।

পথের ধারে দোকান দেয়া সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি, একথা শুনে কি নিজেকে বলছেন, ওই ছোট কাজে আমি হাত দেব! আমি অনলাইনে কাজ করে মাসে কয়েক হাজার ডলার আয় করব। পড়াশোনা করেছি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে, বিদেশি ডিগ্রী হাতে আছে।

দুঃখিত। এই মানষিকতা ত্যাগ না করলে ফ্রিল্যান্সিং আপনার জন্য না। আপনি হয়ত আমেরিকার হোটেলে থালাবাসন ধোয়ার জন্য বেশি উপযোগি। রাগ করবেন না। আমার এক বন্ধু ডাক্তার, গ্রীনকার্ডধারী, বাংলাদেশ থেকে এমবিবিএস পাশ করে আমেরিকায় এই কাজ করছে। সে কেমন আছে জিজ্ঞেস করায় বাংলাদেশে হোটেলে কাজ করা কোন বালককে দেখে তারকথা মনে করতে বলেছে।

পার্টটাইম এবং ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সারের সুবিধে হচ্ছে কাজ পছন্দ হলে তিনি সেটা করবেন, পছন্দ না হলে করবেন না। অন্য কোন কারনে কাজ করতে ইচ্ছে না হলেও সেকাজ করবেন না। হয়ত পুরো সপ্তাহ ঘুমাবেন বা কোথাও বেড়াতে যাবেন। বাধা দেয়ার কেউ নেই।

তার অর্থ ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টিই পার্টটাইম। এমনকি পার্টটাইম কাজে যে বাধ্যবাধকতা থাকে সেটাও নেই। তাহলে ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সিং শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন কি!

ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে প্রচারের ভুলের কারনে এই ধারনা তৈরী হয়েছে অনেকের মধ্যে। বিষয়টি স্পষ্ট করা ভাল, ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার মানে ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার। ফ্রিল্যান্সিং তার চাকরী, ব্যবসা যা বলতে চান বলতে পারেন। মুল কথা হচ্ছে, চাকরী বা ব্যবসার জন্য যেভবে নিয়ম মেনে, সময় হিসেব করে, নির্দিস্ট পরিকল্পনা করে কাজ করতে হয় ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সারকে ভাল ফলের জন্য তার সবগুলিই করতে হয়। প্রথাগত অফিসের মত না হলেও

তাকে একধরনের অফিস চালাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে চাকরী বা ব্যবসার চেয়েও বেশি সময় এবং শ্রম ব্যয় করতে হয়।

ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে প্রচলিত তথ্য, একজন শুরু করেন পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সার হিসেবে, একসময় ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সারে পরিনত হন। পরিসংখ্যান বলে যারা ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার তাদের অধিকাংশই পার্টটাইমার হিসেবে শুরু করেছেন। কিংবা অন্যভাবে, যারা পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন তাদের অর্ধেকের বেশি ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সারে পরিনত হন।

পার্টটাইম এবং ফুলটাইম দুধরনের ফ্রিল্যান্সিং এর ভাল এবং মন্দ দিক বিদ্যমান। এগুলি দেখে নেয়া যাক।

পার্টটাইপ ফ্রিল্যান্সিং এর ভাল দিক;

১. বর্তমান কাজ ঠিক রেখে করা যায়। ফলে বর্তমান আয়ের সাথে অতিরিক্ত আয় যোগ হয়। জীবনযাত্রার খরচ যখন বাড়তে থাকে এবং তারসাথে মিল রেখে বর্তমান আয় না বাড়ে তখন বিকল্প আয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২. অন্য পেশা ঠিক রেখে শুরু করা যায় বলে পরিকল্পনামাফিক কাজ করার সুযোগ থাকে। যেহেতু সেখান থেকে আয়ের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না সেহেতু কাজ পেতে অতিরিক্ত সময় লাগলেও সমস্যায় পরতে হয় না।

৩. বর্তমান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া হয় আপনি যে বিষয়ে বর্তমানে কাজ করছেন তারসাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে সেই দক্ষতার ওপর ভর করে আপনার পক্ষে ফ্রিল্যান্সিং এর দিকে যাওয়া তুলনামুলক সহজ।

৪. মানষিকভাবে মুক্ত থাকা যায়। যেহেতু আপনার খরচ চালানোর ব্যবস্থা আছে সেহেতু নতুন কিছু শেখায় সময় ব্যয় করা যায়।

৫. অলস সময়কে কাজে লাগানো যায়। অনেকেরই স্বাভাবিক কাজ করার পর অন্য কাজ থাকে না। সেই সময়কে টাকা উপার্জন করার কাজে ব্যবহার করা যায়। সেইসাথে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায়।

৬. নতুন আয়ের পথ তৈরী হয়। পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সিং শুর করে একসময় লাভজনক মনে করলে সেদিকেই পুরো সময় দেয়ার মত পরিস্থিতি তৈরী হতে পারে।

পার্টটাইপ ফ্রিল্যান্সিং এর মন্দ দিক;

১. পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সিং কাজে বর্তমান কাজের অতিরিক্ত কাজ করতে হয় বলে কাজের চাপ বেড়ে যায়। অনেকের কাছে শারীরিক, মানষিক, পারিবারিক ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

২. যোগাযোগের সমস্যা তৈরী হয়। একজন ফ্রিল্যান্সারকে সবময়ই ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন হতে পারে। সেখানে বিঘ্ন ঘটে বলে কাজের সমস্যা তৈরী হয়।

৩. ফ্রিল্যান্সিং কাজে পুরো সময় ব্যয় করার সুযোগ না থাকায় বড় কাজে হাত দেয়া যায় না।

৪. পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সারদের তুলনামুলক কম টাকায় কাজ করতে হয়। কারনটাও বোঝা সহজ। আপনি অন্য কাজের বিষয় হিসেবের মধ্যে রেখে কাজ নিচ্ছেন, কাজেই সহজ, সংক্ষিপ্ত কাজের খোজ করতে হচ্ছে। কাজ পাওয়ার জন্য কম টাকায় বিড করতে হচ্ছে।

৫. সবদিকে সমতা রক্ষা করা কঠিন হয়। পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয় বলে একদিকে বর্তমান পেশা, অন্যদিকে ফ্রিল্যান্সিং দুদিকই সামল তে হয়। অনেকের জন্যই বিষয়টি কষ্টকর। একজন ছাত্র পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সার হলে তার পড়াশোনার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

বিষয়গুলি একসাথে করে প্রশ্ন করা যাক, পার্টটাইম ফ্রিল্যান্সিং কি পছন্দ করবেন ?
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর হতে পারে, হ্যা। এর ভাল দিকগুলি বিবেচনা করুন। এটা ফ্রিল্যান্সিং শুরুর প্রথম ধাপ। এমনকি সরাসরি ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার হওয়ার চেষ্টার চেয়েও সুবিধেজনক।
যে সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি যদি কারো ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা তৈরী করে তাহলে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, একজন ফ্রিল্যান্সার কোন কাজ করতে বাধ্য নন। চেষ্টা করে বিষয়গুলি মানিয়ে নিতে না পারলে যে কোন সময় বাদ দিতে পারেন।
অন্তত চেষ্টা করে দেখতে নিশ্চয়ই সমস্যা নেই।

ফ্রিল্যান্সার হওয়ার নানা কারন

ফ্রিল্যান্সার কেন হবেন ?
ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা এরই মধ্যে বলা হয়ে গেছে। তারপরও প্রশ্ন করতে পারেন, সেগুলি সমাধানের পথ কি ফ্রিল্যান্সিং ?

শুরু থেকে যেভাবে বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে সেদিকে আরেকবার দৃষ্টি দিন। কখনোই আপনাকে বলা হচ্ছে না আপনি অমুক কাজ করুন। প্রতিটি বিষয়ের ভাল এবং মন্দ, সুবিধা এবং অসুবিধা তুলে ধরা হচ্ছে। সেগুলি বিবেচনার দায়িত্ব আপনার।

এখনে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলিকে অভ্রান্ত ধরে নেবেন না। রামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত কথাটি মনে আছে কি ? যত মত তত পথ। আপনি যত জানবেন, তত নতুন নতুন পথ খুলে যাবে। সব মতই গুরুত্বপুর্ন। এরমধ্যে প্রয়োজনীয় মত বাছাই করার দায়িত্ব আপনার নিজের। একজনের জন্য যা গ্রহনযোগ্য আরেকজনের জন্য সেটা নাও হতে পারে।

সাধারনভাবে ফ্রিল্যান্সার হওয়ার পক্ষের যুক্তিগুলি দেখে নিন তাহলে;

১. নিজের কর্মসংস্থানের উপায়

যদি ফ্রিল্যান্সার না হন তাহলে আপনি কি করতে পারেন ? চাকরী, বা ব্যবসা, বা অন্য কিছু। যদি এরই মধ্যে এদের কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট না হন, যদি শুরু করতে হয় তাহলে জেনে নিন. এদের কোনটিই সহজ না। সরকারী হিসেবে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লক্ষের মত, বেসরকারী কিছু হিসেব বলে প্রায় ৩ কোটি কিংবা আরো বেশি। আপনি হয়ত তাদের একজন। যেপথেই যেতে চান না কেন, এই বিশাল সংখ্যার সকলে আপনার প্রতিযোগি। চাকরী পাওয়ার সময় কি আপনার প্রতিযোগিদের পেছনে ফেলে চাকরী পেতে আশা করেন!

অনেকে করেন না। বাংলাদেশে অনেকেই শিক্ষা জীবন শেষ করে, কয়েক বছর সম্ভাব্য সবকিছু চেষ্টা করে একসময় চাকরী পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে ফ্রিল্যান্সিং আপনাকে কর্মসংস্থানের পথ দেখাতে পারে।

২. বর্তমান আয়ের সাথে অতিরিক্ত আয় যোগ করা

আপনি বর্তমানে কিছু করেন। হয়ত সেই আয়ে কোনভাবে চলতেও পারেন। আগামীতে চলতে পারবেন সেই নিশ্চয়তা কি আছে ?

অনেকের জন্যই নেই। নিজের অভিজ্ঞতায় গত দুই দশকে ঢাকা শহরে বাড়িভাড়া ১০ গুন বাড়তে দেখেছি। বর্তমানে বৃদ্ধির হার আরো বেশি। সেইসাথে যাতায়াত, খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসা খরচ, সন্তান বা অন্যদের পড়াশোনার খরচ যোগ করলে যে হিসেব দেখা যায় সেটা মাথা খারাপ করার মত। এই সমস্যা

সমাধানের পথ কেউ দেখাচ্ছে না।
আপনি নিজেই পথ দেখে নিতে পারেন ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে।

৩. বিনিয়োগ ছাড়াই ব্যবসা
আপনি ব্যবসা করতে চান। বড় ধরনের অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটিই সম্ভাবনা, কাজেই ক্ষতির ঝুকি থাকেই। সেইসাথে রাজনৈতিক, অবকাঠামোগত এবং আরো বহুবিধ কারন রয়েছে বাংলাদেশে যা ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।
ফ্রিল্যান্সিংকে ব্যবসা হিসেবে কল্পনা করলে সেটা বিনা টাকার ব্যবসা। কথাটা এভাবে বলে হয়ত ফ্রিল্যান্সিংকে ছোট করা হয়। এজন্য মেধা, শ্রম, সময় ইত্যাদি যাকিছু বিনিয়োগ করতে হয় যার মুল অর্থের চেয়ে বেশি। তারপরও অন্তত সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে না। অনেকের কাছে অর্থবিনিয়োগই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

৪. সব ধরনের পরামর্শ, সহায়তা পাওয়ার সুযোগ
অনেক দেশে সরকার যখন সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন না তখন নানাভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেন। প্রযুক্তিগত পরামর্শ, সহজে অর্থঋন ইত্যাদি দেয়া হয় যেন কেউ সহজেই প্রতিষ্ঠান গড়ে নিজের এবং আরো অন্যান্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারেন। আমেরিকায় ১০০ কোটি ডলার আয় করা কোম্পানীকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য করা হয় না। ধরে নেয়া হয় এই পরিমান আয়ের যোগ্যতা যাদের আছে তারা সেই অর্থ বিনিয়োগ করে আরো বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা রাখে।
বাংলাদেশে এধরনের কিছু কি দেখেছেন ?
সম্ভবত না। এরথেকে বেশি বক্তব্য রাজনৈতিক বক্তব্যে পরিনত হতে পারে। আপনি যখন ফ্রিল্যান্সার হতে চান তখন পরামর্শের যায়গার অভাব নেই। প্রতিটি ফ্রিল্যান্সিং সাইট সবসময় উন্নতি করার পথ দেখাচ্ছে (ফ্রিল্যান্সার যত ভাল করেন তাদের আয় তত বাড়ে, সেটাই তাদের ব্যবসা)।
এছাড়া ইন্টারনেটে রয়েছে বহু ওয়েবসাইট, ব্লগ, ফোরাম ইত্যাদি। সবাই বিনামুল্যের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিছু শিখতে চান, ইন্টারনেটে টিউটোরিয়ালের অভাব নেই। একথায়, ফ্রিল্যান্সিং কাজ শেখার ইচ্ছে করাটাই যথেষ্ট। এরপর কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে জানা কোন সমস্যা না।

৫. নিজেই নিজের বস

যার চাকরী করার অভিজ্ঞতা আছে তিনি জানেন, চাকরী সুখকর বিষয় না। বিশেষ করে যদি মানানসই বস না পান। সরকারী চাকরী হলে বস মনে করবেন তার পরের সবাই তার ক্রীতদাস, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বস মনে করবেন লাঙ্গলের সাথে গরু জোতা হয়েছে, তাকে ইচ্ছেমত খাটানো যাক। আপনার কিছু বলার সুযোগ নেই। এটা একেবারে খারাপের উদাহরন। মধ্যম পর্যায়ের উদাহরন হচ্ছে, আপনি কাজে ফাকি দিলেন কি-না, কাকে ফোন করলেন, কেন করলেন ইত্যাদি খোজ রাখা। আপনার ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। তারথেকে ভাল উদাহরন হচ্ছে ..

যাকগে। একজন ফ্রিল্যান্সার নিজেই নিজের বস। কেউ আপনাকে তদারক করছে না। কাজ করার সময় কেউ ঘাড়ের ওপর থেকে উকি দিয়ে খবরদারি করছে না। আপনি কাজ করছেন নিজের দায়িত্বে। আপনি জানেন কখন, কতটুকু কাজ করলে ক্লায়েন্টকে সময়মত কাজ বুঝিয়ে দিতে পারবেন। সেই নিয়ম মেনে চলাই যথেষ্ট।

৬. নিজের পছন্দমত কাজ করার সুযোগ

চাকরী করার সময় কি আপনার পছন্দের কাজ আপনাকে দেয়া হয়। নিশ্চয়ই না। আপনি যে কাজ করতে একেবারেই পছন্দ করেন না সেকাজ করতে বললেও আপনার আপত্তি করার সুযোগ নেই। এমনকি আপনার মুল দায়িত্বের বাইরে হলেও। একজন সৎ ব্যক্তি, যিনি ঘুষ সহ্য করতে পারেন না, তাকে কোন কাজ করিয়ে আনার জন্য ঘুষ দেয়ার দায়িত্ব দেয়া স্বাভাবিক ঘটনা। বাধ্য হয়ে এধরনের কাজ করা নীতিবান ব্যক্তির কাছে সহ্য করা কঠিন।

ফ্রিল্যান্সার এধরনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। যে কাজ পছন্দ কেবলমাত্র সেটাই করবেন, যা পছন্দ করবেন না সেখান থেকে দুরে থাকবেন। সিদ্ধান্ত আপনার।

৭. পছন্দমত সময়ে কাজ করা

বাংলাদেশে সরকারী চাকরী করলে হরতালের দিন অফিস করা বাধ্যতামুলক। যারা সেটা করেন তারা জানেন বিষয়টি কি। জীবনের ঝুকিও নিতে হয়। হরতালের দিনে অফিস যাওয়ার সময়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা, একজনকে রাজপথে জামাকাপড় খোলা হয়েছিল।

কিংবা ঝড়-বৃষ্টি, কিংবা যানজটে আটকা পড়া, কিংবা প্রিয় দলের খেলার দিন। আপনি ইচ্ছে করলেই কি অফিস বাদ দিতে পারেন ?

পারেন না। সেটা করলে কৈফিয়ত দিতে হয়। যদিও সে কারনে আপনার কাজে কোন ত্রুটি হয়নি। অতিরিক্ত কাজ করে সেটা পুরন করেছেন। তারপরও, কিছু বসের ক্ষমতা দেখানোর বাতিক থাকেই। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি এই সমস্যা থেকে মুক্ত। কাজ সময়মত শেষ করতে হবে এটা আপনি জানেন, এরবেশি জানা প্রয়োজন নেই। একদিন ঘুমিয়ে আরেকদিন করলেও কেউ আপত্তি করছে না।

৮. যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার

আপনি কি আপনার যোগ্যতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করেন ?

হয়ত অবাক হবেন বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে সত্যিকারের উত্তর হবে, না। অনেকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতেও চান না। অধিকাংশ মানুষ চাকরী বা ব্যবসা করাকে টাকা আয়ের কারন বলেই ভাবেন। সত্যজিৎ রায়ের সেই গল্পের কথা কি মনে আছে, একজন চাকরী ছেড়ে থিয়েটারে গেলেন, আরেকজন থিয়েটার থেকে চাকরীতে এলেন। দুজনেই খুশি তাদের স্বপ্নপুরন হল বলে, আর আশ্চর্জজনকভাবে একজন আরেকজনের যায়গা দখল করলেন।

আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এক বিষয়ে, বিশেষ কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন অথচ বাস্তবতার চাপে অন্য ধরনের কাজ করছেন। পদার্থবিদ্যায় পড়াশোনা করে হয়েছেন ব্যাংকের কেরানী (বর্তমানে কেরানী শব্দের প্রচলন নেই) কিংবা কোন কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধি। ফ্রিল্যান্সিং আপনাকে এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

৯. সবার সাথে সম্পর্ক রাখা

আপনি আড্ডা দিতে পছন্দ করেন, চাকরীর কারনে আড্ডা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফ্রিল্যান্সারের সে সমস্যা নেই। বরং আড্ডাকেই এমনভাবে সাজিয়ে নিন যেন তার মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজের পরিচিতি বাড়ানো যায়, তার মাধ্যমে কাজ পাওয়া যায়।

১০. সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার

ঢাকা শহরে যারা বাস করেন তাদের সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম যানজট। অনেককে কর্মস্থলে যেতে দুঘন্টা, ফিরতে দুঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। অর্থখরচ এবং অন্যান্য হয়রানির বিষয়তো আছেই। এই সময় কারোই কোন উপকারে আসে না।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজের সময় আপনাকে কোথাও যেতে হচ্ছে না বলে সময়কে কাজে লাগানো সম্ভব। বেশি সংখক মানুষ এতে যোগ দিলে পথের যানজটও কমার সম্ভাবনা।

১১. পছন্দমত যায়গায় বাস করা

বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ১০ জন মানুষ বাস করেন ঢাকা শহরে। এর ফল কি উল্লেখ না করলেও চলে। ঢাকা বসবাসের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে অনুপযোগি শহরে পরিনত হয়েছে। দুষিত পরিবেশ, যানজট, বিপুল খরচ, ভেজাল খাবার, ছিনতাই, কোলাহল, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার এগুলি ঢাকার পরিচিতিতে পরিনত হয়েছে। ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহি এই শহর নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারত, অথচ সেই শহর ধ্বংশের মুখে। অনেকে সরাসরি বলছেন আগামীতে মানুষ এই শহর ছেড়ে পালাবে। কেউ কেউ সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

এরপরও কর্মসংস্থানের প্রধান যায়গা ঢাকা। অনেকে এমন পেশায় জড়িত যারপক্ষে ঢাকার বাইরে যাওয়া সম্ভব না।

আসলেই কি! আরেকবার ভালকরে ভেবে দেখুন। যে কোন ফ্রিল্যান্সিং কাজ আপনাকে ঢাকা থেকে বাইরে থাকার সুযোগ করে দিতে পারে। ঢাকায় বেশি টাকা গোনা যায় একথা ঠিক, খরচের সাথে মেলানোর পর হিসেব করে দেখেছেন কি? ১০ হাজার টাকা আয় করলে থাকার জন্য পছন্দমত একটা ঘর ভাড়া করতে পারেন না। অথচ অন্য শহরে এই পরিমান আয় করে বাড়িভাড়া দিয়ে, টাটকা খাবার, নির্মল আবহাওয়ায় থাকতে পারেন। সেইসাথে পরিবার, বন্ধুবান্ধব এর সাথে থাকার সুযোগ।

আপনি এবং আপনার মত আরো কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিলে দেশের অন্য এলাকাও ক্রমে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠতে পারে।

এই কারনগুলির বাইরে আরো বহু কারনের কথা আপনি নিজেই খুজে পেতে পারেন। প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টি থাকে, সমস্যা থাকে। ফ্রিল্যান্সিং কাজটি এমনই যেখানে প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত কাজ পেতে পারেন।

আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্ন করতে পারেন, ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে যত প্রশংসা করা হচ্ছে, যে কোন বিষয়ে পছন্দমত কাজ, বাস্তবে সবাই যদি ফ্রিল্যান্সার হতে চেষ্টা করে সেখানেও তো ভিড় জমে যাবে। সেখানেও সমস্যা তৈরী হবে।

যারা ফ্রিল্যান্সিং পর্যালোচনা করেন তাদের বক্তব্য, এই ব্যবসা এখনো পুরোপুরি বিকাশলাভ করেনি। ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। কাজের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। বহু কোম্পানী ফ্রিল্যান্সারকে দিয়ে কাজ করাতে আগ্রহি হচ্ছেন। একসময় স্থায়ী চাকরীর সুযোগ কমবে, ফ্রিল্যান্সিং কাজ বাড়বে।

আর বর্তমানে ফ্রিল্যান্স সাইটে প্রতিদিন যে হাজার হাজার কাজ জমা হয় তারমধ্যে পছন্দমত কাজ পাওয়া অসম্ভব না। আগে শুরু করা মানে এগিয়ে থাকা। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শুরু করতে পারেন এখনই, আগামীতে ফল পাবেন। ততদিনে কাজের অভাব হবে না।

ফ্রিল্যান্সার না হওয়ার নানা কারন

কেউ হয়ত মন্তব্য করতে পারেন, সবাই যদি ফ্রিল্যান্সার হন তাহলে একসময় কলকারখানা-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবকিছু বন্ধ করে দিতে হয়।

না, আপনি এতদুর যেতে পারেন না। সবাই ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন না। অন্য প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য কাজগুলি সচল থাকবে, আরো প্রসারলাভ করবে এটাই স্বাভাবিক।

ফ্রিল্যান্সার হওয়ার পেছনে বহু ভাল যুক্তি থাকলেও ফ্রিল্যান্সিং সকলের জন্য না। যিনি অন্য কাজে বেশি ভাল করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই সেকাজ থেকে সরে যেতে পারেন না। ভালোর সাথে ফ্রিল্যান্সিং এর কিছু সমস্যার দিকও রয়েছে।

ফ্রিল্যান্সার না হওয়ার জন্য যে কারনগুলি কাজ করতে পারে সেগুলি একবার দেখে নেয়া যাক;

১. অন্য কাজে ভাল করার সুযোগ

প্রায় সব ধরনের ফ্রিল্যান্সিং কাজ আছে উল্লেখ করার সময়ও একথা মনে রাখা প্রয়োজন, সবধরনের বলতে কম্পিউটার ভিত্তিক কাজ বুঝানো হচ্ছে। অন্তত অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং বলতে এমন কাজ বুঝানো হয় যা অনলাইনে পাঠানো যায়। যেমন ফটোগ্রাফি হয়ত সরাসরি কম্পিউটারেরর কাজ না। তারপরও, যোগাযোগ যেহেতু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেহেতু একসময় কম্পিউটারে আনতে হয় (ফিল্ম ক্যামেরা ব্যবহার করলেও)।

অথচ সবাই কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট কাজ করেন না। যিনি ব্যবস্থাপনায় ভাল তিনি হয়ত সরাসরি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নিজের এবংং প্রতিষ্ঠানের/দেশের ভাল করতে পারেন। তেমনি একজন শিক্ষক বা

ডাক্তার তার নিজের পেশায় থেকে ভাল করতে পারেন। যিনি শিল্পকারখানায় আগ্রহি তিনি সেকাজ করে ভাল করতে পারেন।

২. অনিশ্চিত আয়

চাকরী করলে মাসশেষে বেতন পাওয়া যায় এটা নিশ্চিত। এর ওপর হিসেব করে আপনি পরিকল্পনা করতে পারেন। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনার কত আয় হবে সেবিষয়ে আগে নিশ্চিত হতে পারেন না। সেকারনে আগে থেকে পরিকল্পনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হতে পারে।

৩. অনিয়মিত আয়

ফ্রিল্যান্সার নিয়মিত আয় করেন না। কখনো বেশি আয় করেন, কখনো কম, কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য আদৌ কোন আয় থাকে না। কয়েকমাস কোন আয় না থাকা অনেকের জন্যই বড় ধরনের সমস্যা তৈরী করতে পারে।

৪. ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সফলতা না পাওয়া

আপনি যে ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে চান সে বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ, তারপরও সফল হবেন এমন কথা নেই। কাজের দক্ষতা ছাড়াও যোগাযোগের দক্ষতা, ফ্রিল্যান্সিং এর নিয়মকানুন বোঝা এবং মেনে চলা, পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়া ইত্যাদি বহু কারন সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এবিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন। আপাতত এটুকু বলা যেতে পারে, যার সফল হওয়ার কথা এমন অনেকে সফল হন না আবার তুলনামুলক কম যোগ্যতার ব্যক্তি সফল হন এমন উদাহরন অনেক রয়েছে। কারো কাছে বিষয়টি হতাসার মনে হতে পারে।

৫. ফ্রিল্যান্সিং পদ্ধতিকে মানিয়ে নিতে না পারা

একজন ফ্রিল্যান্সারকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, অনেকেই নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বরং কেউ নির্দেশ দিলে ভালভাবে মেনে চলতে পারেন। তাদের জন্য অন্য পেশা সুবিধেজনক।

৬. একা কাজ করতে না পারা

অনেকে কাজ করার সময় সমস্যায় পরলে কারো পরামর্শ আশা করেন। অনেক সময় এতে এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যে একা কাজ করতে সমস্যাবোধ করেন। ফ্রিল্যান্সারকে নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হয়। এটাও কারো কারো জন্য ফ্রিল্যান্সিং কাজে সমস্যা হয়ে দাড়াতে পারে।

৭. ব্যক্তিগত মানষিকতা, পারিবারিক ইত্যাদি সমস্যা

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা একেকজনের একেকরকম। চারিদিকে অসংখ্য উদাহরন পাবেন যেখানে শারীরিক থেকে শুরু করে করে নানাবিধ কারনে কেউ বিশেষ কাজ পছন্দ করেন, বিশেষ কাজ পছন্দ করেন না বা ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেন না। অনেক সময় পরিবার থেকে নির্দিস্ট কাজ করতে বলা হয়। খুব সহজ একটি উদাহরন দেখতে পারেন, কোন পরিবার মনে করে ব্যবসা অসন্মানের বিষয়। সেখানে সবসময় লাভ-লোকসানের হিসেব কশতে হয়, টাকা একমাত্র বিবেচনার বিষয়, চাকরী তারচেয়ে সন্মানজনক। কেউ মনে করেন চাকরী করলে স্বাধীনতা থাকে না, অন্যের কথা শুনে চলতে হয়। অনেককেই বাধ্য হয়ে পারিবারিক ব্যবসা বা অন্য কোন দায়িত্ব নিতে হয়।

ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রেও এধরনের সমস্যা থাকতে পারে।

৮. পরিবেশ মানিয়ে নিতে না পারা

কেউ একা থাকতে পছন্দ করেন, কেউ হট্টগোল পছন্দ করেন। কাজের সময়ও অন্যদের পাশে দেখতে আশা করেন, তাদের সাথে কথা বলতে চান। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, অফিসে সহকর্মীদের সাথে একধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সাধারনত ফ্রিল্যান্সারের সেই সুযোগ থাকে না। তাকে একা কাজ করতে হয়। একাকিত্ব কারো কারো জন্য ফ্রিল্যান্সিং কাজে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে।

৯. অর্থনৈতিক ঝুকি

অর্থনীতিবিদরা বলেন অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান যেখানে ভবিষ্যতবানী কাজ করে না। সমস্ত হিসেব যা নির্দেশ করছে বাস্তবে সেটা ঘটে না। ফ্রিল্যান্সিং এর মত পারস্পরিক যোগাযোগের ওপর বেশি নির্ভরতা পুরো অর্থনীতির ওপরই ঝুকি তৈরী করতে পারে। বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের ওপর নির্ভরতার সাথে একে তুলনা করতে পারেন। কোন কারনে যদি পোষাক রপ্তানী সমস্যার সম্মুখিন হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুহুর্তে সমস্যায় পরবেন।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটতে পারে। ডট-কম বাবল নামের ২০০০ সালের উদাহরন মনে করতে পারেন। তখন বহু প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরী হারিয়েছে।

১০. জনজীবনের ওপর প্রভাব

যিনি ফ্রিল্যান্সার হতে চান তিনি হয়ত এবিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না। বাস্তবতা হচ্ছে, যদি কোন বিশেষ পেশার মানুষের হাতে অতিরিক্ত টাকা আসতে থাকে তখন সাময়িকভাবে হলেও অন্যরা সমস্যার সম্মুখিন হন। তারা বেশি করে কিনতে শুরু করেন বলে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। যাদের আয় সেই তুলনায় বাড়েনি তারা সমস্যায় পড়েন।

চীনের দ্রুত উন্নতিকে এধরনের উদাহরন হিসেবে তুলনা করতে পারেন। কিছু মানুষ এত দ্রুত ধনী হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলের মানুষ সমস্যায় পড়েছে। প্রায় সমস্ত দেশ যখন প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টা করে তখন তাদেরকে সেটা সীমিত রাখার জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির কারনে এধরনের ঘটনা ভারতে ঘটেছে। কেউ দ্রুত ধনীতে পরিনত হয়েছেন, দরীদ্র আরো খারাপ অবস্থার দিকে গেছেন।

বলা হয় সব সমস্যার সমাধান আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলে প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। ফ্রিল্যান্সিং এর সমস্যা দুর করার পদ্ধতি দুভাবে বিবেচনা করতে পারেন, এক হচ্ছে সমস্যার মোকাবেলা করে তাকে জয় করা। আরেকটি, ফ্রিল্যান্সিং বিষয়কেই মাথা থেকে বিদায় করে নিজের জন্য সুবিধেজনক পেশায় যুক্ত থাকা।
যাই হোক না কেন, সচেতনভাবে করা ভাল। যেদিকেই যাননা কেন, একদিকে যান।

আপনি ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন কি-না

ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। এবারে বাস্তব জগতে আসা যাক। আপনি নিজে কি ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন ?
এর উত্তর একমাত্র আপনি নিজেই দিতে পারেন। যাচাই করার কাজটিও সহজ।
উদাহরন দিয়ে দেখা যাক। আপনার হয়ত কোন জিনিষ প্রয়োজন। সেটা কত ধরনের হয়, কোন কোম্পানীর কোন মডেলের জিনিষের সুবিধে কি, অসুবিধে কি, কোথায় পাওয়া যায় সবই খোজ নিলেন। জিনিষটি হাতে পাওয়ার জন্য আপনাকে দুটি বিষয় যাচাই করতে হয়।

১. দোকানে দিয়ে জিজ্ঞেস করা, তার জন কত টাকা দিতে হবে।

২. সেই টাকা আপনার আছে কিনা নিশ্চিত করা ।

ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে আপনি কাজটি করতে পারেন একই নিয়মে ।

১. ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কি কি কাজ পাওয়া যায় ।
২. এর কোনটি আপনার পক্ষে করা সম্ভব ।

অন্যকথায় আপনি খোজ নিতে পারেন ফিল্যান্সাররা সাধারনত কোন কাজগুলি করেন । এদের কোনটির জন্য কি কতটুকু দক্ষতা থাকতে হয়, সেটা কিভাবে অর্জন করতে হয়, কি কি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য বিষয় প্রয়োজন হয়, কতটা সময় ব্যয় করতে হয়, কিভাবে যোগাযোগ করতে হয়, কি কি সমস্যা হতে পারে, সেগুলির সমাধান কিভাবে করতে হয় ।

এরসাথে নিজেকে মেলাতে পারেন এভাবে, এর কোন কাজটি পছন্দ করেন, কোনটি আপনি এখনই জানেন, কোনটি আপনি শিখে নিতে পারেন, শেখার সুযোগ কতটকু আছে, যে সমস্যাগুলি হতে পারে সেগুলি আপনি সমাধান করতে পারেন কিনা বা মানিয়ে নিতে পারেন কি-না ইত্যাদি ।

এই তথ্যগুলি তুলে ধরার জন্যই এই বই । ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক বই যখন পড়ছেন তখন ধরে নেয়া যায় এবিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে । বাকিটা বাস্তবতার ।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কত ধরনের হতে পারে

অন্যভাবে প্রশ্ন করলে প্রশ্নটা হতে পারে, ফ্রিল্যান্সাররা কোন কাজগুলি করেন ।

এর উত্তরে একটা তালিকা তৈরী করলে সেটা এতই বড় হবে যে নিশ্চিতভাবেই সেটা পড়ার দৈর্য্য আপনার হবে না । বরং অত্যন্ত পরিচিত কয়েকটির উল্লেখ করা যাক,

১. টাইপ করার মত তুলনামুলক সহজ কাজ যাা ডাটা এন্ট্রি নামে পরিচিত ।
২. যে কোন বিষয়ে লেখালেখি এবং অনুবাদ ।
৩. গ্রাফিক ডিজাইন । কোন ছবির সমস্যা দুর করা থেকে বিজ্ঞাপন, ব্যানার, টিসার্ট ডিজাইন, পন্যের লেবেল বা প্যাকেজ ডিজাইন, লোগো ডিজাইন ইত্যাদি ।

৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, প্লানিং।
৫. ওয়েবপেজ তৈরী বা পরিবর্তন করা। ফটোশপে ওয়েবপেজের নমুনা তৈরী থেকে শুরু করে পুরোপুরি ই-কমার্স সাইট তৈরী পর্যন্ত যে কোন পর্যায়ের কাজ।
৬. প্রোগ্রামিং, মোবাইল ফোন বা পিসিতে ব্যবহারের জন্য সফটঅয়্যার পুরো, আংশিক তৈরী বা সমস্যার সমাধান করা। যে কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে।
৭. গেম ডিজাইন, গেমের চরিত্র তৈরী (মোবাইল বা পিসির জন্য), কোডিং।
৮. থ্রিডি মডেলিং, ক্যারেকটার তৈরী, আর্কিটেকচারাল ভিজুয়ালাইজেশন, এনিমেশন, রেন্ডারিং, এনিমেটেড লোগো তৈরী ইত্যাদি।
৯. টুডি এনিমেশন, ক্যারেকটার তৈরী, ড্রইং ইত্যাদি
১০. ভিডিও এডিটিং, স্পেশাল ইফেক্ট, এনিমেটেড লোগো তৈরী।
১১. স্ক্রীন ক্যাপচার, ভয়েস ট্যালেন্ট।
১২. ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি।
১৩. মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরী।

এই তালিকা ইচ্ছেমত বড় করে যেতে পারেন। আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কম্পিউটারের (ইন্টারনেটের) মাধ্যমে আদান-প্রদান করা যায় এমন সমস্ত কাজ করার সুযোগ রয়েছে ফ্রিল্যান্সারের।
অনেক সময় ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং শব্দদুটিকে একসাথে ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দুটি এক হলেও কিছু পার্থক্যও রয়েছে। এভাবে দুটিকে পৃথক করতে পারেন;
কোন কাজ যখন নিয়মিত কাউকে নিয়োগ না দিয়ে বাইরের কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয় তখন সেটা আউটসোর্সিং। কল-সেন্টারও সে হিসেবে আউটসোর্সিং। আমেরিকা বা ইউরোপের কোন প্রতিষ্ঠান তাদের খরচ কমানোর জন্য কম মজুরীর কোন দেশে কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেন। আউটসোর্সিং কাজ বলতে সাধারনত দলগতভাবে করার মত বড় কাজ বুঝানো হয়।
অন্যদিকে তুলনামুলক ছোট কাজ যখন সারা বিশ্বের ফ্রিল্যান্সারদের সামনে তুলে ধরা হয় তখন সেটা ফ্রিল্যান্সিং। একজন ফ্রিল্যান্সার কোন সাইটের সদস্য হয়ে কাজের তালিকা দেখে আবেদন করতে পারেন। এগুলিও আউটসোর্সিং তবে তুলনামুলক একা করার উপযোগি।

আপনি একা ফ্রিল্যান্সার হওয়ার পথে যেতে পারেন, দলগতভাবে বড় কাজের দিকে যেতে পারেন, কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন (নাম জিজ্ঞেস করবেন না। আমার জানামতে নাম জানানোর মত পরিচিতি কোন প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত লাভ করেননি। বরং কিছু প্রতিষ্ঠান লোক ঠকানোর ব্যবসা করেছে। ভবিষ্যতে অবশ্যই হবে। আপনি নিজেই উদ্দ্যোগ নিতে পারেন)। যেপথেই যান না কেন, মুল কথা হচ্ছে কম্পিউটার সংক্রান্ত কোন বিষয় যদি জানা থাকে, আগামীতে জানার সুযোগ-সম্ভাবনা থাকে এবং আপনার ইচ্ছে-আগ্রহ থাকে তাহলে আপনি ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন। ফ্রিলান্সিং কাজ কত ধরনের হতে পারে সে প্রশ্নের উত্তর আসলে খুব ছোট, কম্পিউটারে যত ধরনের কাজ করা যায়।

কোন ফ্রিল্যান্সিং কাজ আপনার জন্য (কোনটি আপনার জন্য না)

বাংলায় বলে সকল কাজের কাজি, ইংরেজিতে আরেকটু স্পষ্ট করে বলে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাষ্টার অফ নান। আপনি সবকিছুই জানেন, কোন কাজে দক্ষ নন।

বিষয়টি ফ্রিল্যান্সিং এর ঘোর বিরোধী। আপনি একজন ব্যক্তি, একইসাথে গ্রাফিক ডিজাইন করবেন, থ্রিডি মডেল তৈরী করবেন, প্রোগ্রামিং কোড লিখবেন সেটা সম্ভব না। এদের প্রতিটিই আলাদা আলাদা জগত। সফলতার জন্য আপনাকে যে কোন একদিকেই দৃষ্টি দিতে হবে।

কোন বিষয়ে দক্ষ হওয়ার প্রথম শর্ত শিক্ষালাভ। আপনি যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন বা করছেন সেই বিষয়ে ভাল করবেন এটাই স্বাভাবিক। তারপরও বাংলাদেশের মত দেশে বাস্তবতা সেকথা বলে না। অনেককে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে পড়তে হয়, কেউ কেউ পড়াশোনার সময় আদৌ জানেন না তার পড়ার বিষয়টি কোন কাজে-কিভাবে ব্যবহার করা হবে। এক বিষয়ে পড়াশোনা করে অন্য বিষয়ে কাজ করা সাধারন ঘটনা।

অথচ এটা হওয়ার কথা ছিল না। যার মেধা যেদিকে তিনি সেই বিষয়ে পড়াশোনা করবেন, কর্মজীবনের প্রস্তুতি নেবেন এটাই কাম্য। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভাল করার জন্য অংকে ভাল হতে হয়। সবাই সেটা হয় না। বাস্তবে তুলনামুলক কম শিক্ষিত (প্রায় অশিক্ষিত) এমন ব্যক্তিকে দেখার ঘটনা ঘটেছে যার মস্তিস্ক হিসেবের জন্য তৈরী (ম্যাথমেটিক্যাল ব্রেন)। আপনি ক্যালকুলেটর টিপে বড় গুন করতে যে সময় নেবেন তারথেকেও দ্রুত সে উত্তর বলে দিতে পারে।

সমস্যা তৈরী হয় যখন পড়াশোনার সাথে হুজুক যোগ হয়। অমুক বিষয়ে পড়লে অর্থ, সন্মান পাওয়া যাবে একথা ভেবে সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার কারনে এটা ঘটে। বাংলাদেশে এই গুজুগ বা প্রবনতা অত্যন্ত বেশি। কখনো ডাক্তার,

কখনো ইঞ্জিনিয়ার, কখনো আইটি, কখনো এমবিএ ইত্যাদি হুজুগের পেছনে ছোটার ঘটনা ঘটেছে। এখনো ঘটছে। শিক্ষার বানিজ্যিকীকরন তাকে আরো গতিশীল করেছে। অনেকে বিজ্ঞাপন দেন, আপনার সন্তানের মেধা প্রয়োজন নেই। সাথে যোগ করতে পারেন, আপনার টাকা থকাই যথেষ্ট।

ফল হিসেবে যার যে পরিমান যোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়ে সমাজ তৈরী হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। এমন ব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছেন যিনি ওহমের সুত্রের মত সাধারন বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝেন না। প্রতিটি ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে দক্ষ হতে পারেন, মনোবিজ্ঞানীরা বলেন। সেটা বাস্তবে ঘটেনি। কাজেই যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন তিনি নিজেকে নিজে যোগ্য ভাববেন এটা স্বাভাবিক। যদিও বাস্তবে তিনি সেকাজের যোগ্য নন। পরিচয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কাজ ভবন নির্মানের সময় শ্রমিক তদারক করা এমন ঘটনার অভাব নেই।

কাজের কথায় ফেরা যাক। ফ্রিল্যান্সার এর খাতায় যখন নাম লেখাচ্ছেন তখন কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করছে না আপনি কি পাশ করেছেন। বরং আপনাকে বলতে হচ্ছে কোন কাজ আপনি ভাল পারেন। কতদুর ভাল পারেন। আগে কি কি কাজ করেছেন। সেগুলির নমুনা দেখান।

নিজে একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি যা কাউকে উৎসাহিত করতে পারে। কর্মসুত্রে একজন থাইল্যান্ডের প্রোগ্রামারের সাথে পরিচিতির সুযোগ হয়েছিল। তিনি জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থার প্রোগ্রামার হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বা অংকের ছাত্র ছিলেন না, প্রোগ্রামিং বিষয়ে কোন প্রশিক্ষন নেননি। পুরোটাই শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, একা একা। তার সম্পর্কে অন্যরা বলত, তাকে যদি বোঝানো যায় আপনি কি চান, তিনি সেটা করে দিতে পারবেন। তিনি সি প্রোগ্রামার।

এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য এটাই, আপনি যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন সেই বিষয়ে ভাল করবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। আবার বিপরীতভাবে কোন বিষয়ে ভাল করার জন্য সেই বিষয়ে পড়াশোনা করে আসতে হবে এমন কথা নেই। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর আপনি নিশ্চয়ই সেখানে ফেরত যেতে পারেন না। অন্যভাবে শিখেও দক্ষ হতে পারেন।

গ্যালিলিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, একসময় তিনি সেটা ছেড়ে অংকে উৎসাহ দেখান। লু-সুন ডাক্তারী ছেড়ে সাহিত্যিক হয়েছেন। বাঙালী বিজ্ঞানী জগদিশচন্দ্রেরও ডাক্তার হওয়ার কথা ছিল। তিনি হয়েছেন বিশ্বখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী।

ফ্রিল্যান্সিং কাজ বাছাইয়ের সময় পড়াশোনার বিষয় গুরুত্বপুর্ন এতে কোন সন্দেহ নেই। মুল বিষয় হচ্ছে আপনি যদি প্রোগ্রামার হতে চান অংকে ভাল হতে হবে। সেটা আপনার পড়াশোনার বিষয় হোক বা না হোক।

ভুল প্রচারনা, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অনেক সময় মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আপনি কোনভাবে জানলেন গেম তৈরী করে অমুকে কোটি ডলার আয় করেছে, আপনার আগ্রহ জন্মাল, কোন ট্রেনিং সেন্টারে গেলেন খোজ নিতে। নিশ্চিতভাবেই তারা আপনাকে ভর্তির বিষয়ে যতরকম উৎসাহ দেয়া সম্ভব দেবে। আপনার কাছে টাকা নেয়াই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনি যা করতে চান সেটা আদৌ করতে পারবেন কি-না তানিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আপনাকে সেটা জানানোও হবে না।

ভেবে দেখুন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি এভাবে সবাইকে ভর্তি করতে শুরু করে তাহলে সমাজের অবস্থা কি দাড়াবে। থ্রিডি গেম সম্পর্কে আগ্রহের কারনে একটি বইয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে, সেখানে লেখা হয়েছে আপনি থ্রিডিতে কতটা দক্ষ তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি অংক কতটা বোঝেন সেটাই বিষয়। সলিড জিওমেট্রি, ক্যালকুলাস ইত্যাদির কিছু উদাহরন সেখানে দেয়া হয়েছে সেগুলি অধিকাংশ ব্যক্তিকে পড়তে হয় না। কাজেই থ্রিডি গেম তৈরীর কল্পনা করতে পারেন বাস্তবে সম্ভব না। যদি না সেই বিষয়ে কোথাও পড়াশোনার ব্যবস্থা না করেন। ইন্টারনেটে কোন থ্রিডি বিষয়ক বড় চাকরীর যোগ্যতা দেখলে লক্ষ করবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখা রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কোন বিষয়ে পিএইচডি থাকতে হবে। সাথে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা।

হাস্যকর একটি উদাহরন দিতে পারি। পরিচিত একজন ব্যক্তি হঠাত করেই সিদ্ধান্ত নিলেন থ্রিডি গেম তৈরী করে বিক্রি করবেন (কোটি ডলার যখন পাওয়া যায়)। তিনি খোজ করতে শুরু করলেন একাজ করার মত কাকে পাওয়া যায়। সেইসাথে বাজার থেকে ভিডিও গেম কিনতে শুরু করলেন সেগুলি থেকে গেমের মডেল সংগ্রহ করবেন বলে।

বিষয় সংক্ষিপ্ত করা যাক। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কোন বিষয় বেছে নেবেন ঠিক করার জন্য কে কি বলেছে তার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। কাজটি কি বোঝার চেষ্টা করুন, ফ্রিল্যান্সিং সাইটে গিয়ে কাজের বর্ননা দেখুন, নিজে সেকাজ করার চেষ্টা করুন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর আগে লোকাল ফ্রিল্যান্সিং। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর মান আরো উচুতে। আন্তর্জাতিক মানের।

যে কাজ আপনার পক্ষে ভালভাবে করা সম্ভব তেমন কাজে হাত দিন। যে কাজ এককভাবে করার সময় সমস্যার সম্মুখিন হতে পারেন তেমন কাজে হাত দেবেন না। যখনই কোন কাজে সমস্যাবোধ করবেন তখন তারচেয়ে সহজ কাজের দিকে দৃষ্টি দিন।

সুখবর এটাই, আপনাকে বিশেষ কোন কাজ করতেই হবে এমন কথা নেই। সেকাজ বাদ দিয়েও বহু কাজ রয়েছে যার কোনটি আপনার জন্য মানানসই হতে পারে।

এখনও যদি ঠিক করতে না পারেন আপনার জন্য কোন কাজ উপযোগি তাহলে কোন ধরনের কাজ উপযোগি এই দৃষ্টিতে চেষ্টা করতে পারেন। প্রত্যেকেই কোন বিশেষ দিকে দক্ষ হন। সেই দক্ষতার বিচারে কাজ বাছাই করুন। এজন্য গাইডলাইন হতে পারে এমন;

১. ম্যানেজমেন্ট

আপনার কি মনে হয় আপনি ম্যানেজার হিসেবে ভাল করবেন ? অন্যের সাথে যোগাযোগ, সমঝতা ইত্যাদি বিষয়ে আপনি দক্ষ ? এই বিষয়গুলি উপভোগ করেন ?

ফ্রিল্যান্সিং পেশায় এই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। হয়ত আপনি নিজে কাজ করবেন না, কাজ সংগ্রহ করবেন। ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন, কাজ নেবেন, সেই কাজ কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন, টাকা গ্রহন করবেন। নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে না দেখে প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করুন।

অনেক ফ্রিল্যান্সার যোগাযোগে দক্ষ নন। কাজ পেলে ভালভাবে করতে পারেন। তাদের কাজে লাগাতে পারেন আপনি। একই সংগে অনেকজনক কাজে লাগিয়ে তাদের যেমন উপকার করতে পারেন তেমনি একজন ফ্রিল্যান্সারের চেয়ে অনেক বেশি আয় করতে পারেন।

ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলিতে ফ্রিল্যান্সার এবং কন্ট্রাক্টর দুভাবে সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এজন্যই।

২. দক্ষ কর্মী

আপনার দক্ষতা বিশেষ কোন কাজে। আপনি সেকাজের জন্য যোগাযোগ করে কাজ নেবেন এবং সেই দক্ষতার ভিত্তিতে কাজ করবেন।

নিজের জন্য আপনার আত্মবিশ্বাস হতে পারে, আমি একাজে ভাল করব কারন একাজে আমি অন্যদের থেকে দক্ষ। এই মনোবল থাকলে আপনার সফল না হওয়ার কোন কারন নেই।

গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, এনিমেশন, প্রোগ্রামিং এদের যেকোনটিই আপনার বিষয় হতে পারে।

৩. শিক্ষকতা

আপনি কি অন্যকে শিখাতে পছন্দ করেন? নিজে যা জানেন সেটা অন্যদের জানাতে চান ?
সেক্ষেত্রে আপনি কাজে লাগিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। ব্লগ, টিউটোরিয়াল সাইট, আর্টিকেল লেখা, ই-বুক তৈরী ইত্যাদি থেকে আয়ের দিকে যেতে পারেন। এরসাথে এফিলিয়েশন যোগ করে নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৪. কিছু তৈরী

আপনি কি কিছু তৈরী করতে আগ্রহি ? সফটঅয়্যার, গেম, ভিডিও হোক বা অন্য কোন পণ্যই হোক, নিজে এবং অন্যদের সহযোগিতায় কিছু তৈরী করা যদি আপনার আগ্রহের বিষয় হয় তাহলে সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। এমন কিছু যা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন। প্রচারের জন্য ইন্টারনেট অত্যন্ত ভাল যায়গা।

এভাবেই বড় প্রতিষ্ঠানের সুচনা হতে পারে আপনার হাত দিয়ে।

৫. স্বল্পকালীন কাজ

আপনি অন্য কোন কাজের সাথে জড়িত, সেটা ঠিক রেখে তারসাথে স্বল্পমেয়াদী কাজ করতে আগ্রহি। অনেক প্রতিষ্ঠানই বিশেষ কোন কাজ খন্ডকালীন ব্যক্তিদের দিয়ে করান। এই প্রবনতা ক্রমেই বাড়ছে। আপনার পছন্দের ধরন এমন হলে এধরনের কাজ খোজ করতে পারেন। কয়েক মাসের জন্য চুক্তি বা নির্দিষ্ট কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তির মাধ্যমে আপনার চাহিদা মিটতে পারে।

একা এবং দলগত ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার কথা যখন বলা হয় তখন ধরে নেয়া হয় এককভাবে কাজ করা বুঝানো হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়টা তেমনই। তারপর দলগতভাবে কাজ করার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। ফ্রিল্যান্সিং শুরুর আগেই দলগত ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টি জেনে নেয়া ভাল।

যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কাজ পাওয়া। তারা কাজ পেলে করতে পারেন কিন্তু কাজ পাচ্ছেন না। এজন্য রয়েছে বহু কারন। কাজ জানার সাথে ভাল ইংরেজি জানতে হয়, যোগাযোগের দক্ষতা বাড়াতে হয়, ইন্টারনেটে কাজ খুজতে হয়, ভালমন্দ যাচাই করতে হয়, অর্থ লেনদেনের বিষয়গুলি বুঝতে হয় এবং সুবিধেজনক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। এবং এজন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং এ কতজন

আগ্রহি জানা যায় ফ্রিল্যান্সিং সাইটের পরিসংখ্যান দেখলে। অনেক সাইটে সদস্যের সংখ্যা বিচারে বাংলাদেশ প্রথমদিকে। বাস্তবে এদের অনেকেই আশানুরুপ ফল পাচ্ছেন না। খোজ করলে দেখা যাবে কারনগুলি আগে উল্লেখ করা একটি বা একাধিক।

দলগতভাবে কাজ করে সহজেই এই সমস্যা দুর করা সম্ভব।

একটি উদাহরন দিয়ে দেখা যাক। মুলত গ্রাফিক ডিজাইন নির্ভর একটি দল তৈরী করা হল। একজন ফটোশপে অত্যন্ত দক্ষ, আরেকজন ইলাস্ট্রেটরে, আরেকজন ফ্লাশে, আরেকজন থ্রিডি ষ্টুডিও ম্যাক্সে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারেন। কখনো কখনো একজনের কাজে আরেকজনের সাহায্য প্রয়োজন হয়। যিনি ফটোশপে কাজ করবেন তার ম্যাক্সে কিছু তৈরী করা প্রয়োজন, কিংবা যিনি ফ্লাশে এনিমেটেড ব্যানার তৈরী করবেন তার ইলাস্ট্রেটরে ড্রইং প্রয়োজন। একে অন্যকে সাহায্য করে কাজ সহজে করা যায়। যদি এই সুযোগ না থাকে তাহলে প্রত্যেককেই সবকিছু শেখার চেষ্টা করতে হয়। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, কেউই সব বিষয়ে সমান পারদশী হন না। একেকজনের দক্ষতার ধরন একককরকম।

দলগতভাবে কাজ করার সত্যিকারের সুবিধে অন্য যায়গায়। ইংরেজি ভাল জানেন, যোগাযোগের পটু, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভাল বোঝেন এমন কাউকে এসব কাজের দায়িত্ব দিন। এগুলিই তার একমাত্র কাজ। ফলে গ্রাফিক ডিজাইন শিখে দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন তার নেই। অথচ তিনি কাজ সংগ্রহ করছেন, কাজ শেষে টাকা সংগ্রহ করছেন বলে অন্যদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না।

আপনি যদি এধরনের কাজে দক্ষ হন তাহলে নিজে ফ্রিল্যান্সার না হয়েও ফ্রিল্যান্সিং ব্যবসা শুরু করতে পারেন। একদিকে নিজের লাভ অন্যদিকে যারা কাজ করতে আগ্রহি তাদের লাভ এবং উপকার।

দলগতভাবে কাজ করার সুবিধে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না কারোই। তারপরও কিছু কথা থেকে যায়। বাংলাদেশে পার্টনারশীপ ব্যবসার অভিজ্ঞতা অনেকেরই ভাল না। কেউ কেউ এতটাই বিরক্ত যে পার্টনারশীপের কথা শুনতেই চান না। কারনটাও যৌক্তিক। দলগতভাবে কাজ করার ভাল এবং মন্দ দিকগুলি দেখে নেয়া যাক।

দলগত ফ্রিল্যান্সিং এর ভাল দিক

১. দক্ষতা বৃদ্ধি

বিখ্যাত ফাষ্টফুড কোম্পানী ম্যাকডোনাল্ডস অনেক বিষয়য়ে উদাহরন। তাদের একটি হচ্ছে কাজ ভাগ

ভাগ করে করা। তাদের কাছে যিনি পেয়াজ কাটেন তিনি সবসময়ই পেয়াজ কাটেন। ফলে সেকাজে তার দক্ষতা অসাধারনভাবে বৃদ্ধি পায়। একইভাবে একেকজন একেককাজে দক্ষতা অর্জন করে, সন্মিলিতভাবে সকলে দ্রুত এবং ভাল কাজ করতে পারে।

ফ্রিল্যান্সিং কাজে একই ব্যক্তিকে কাজ খোজা, কাজের নমুনা তৈরী করা, কাজ করা, ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ রাখা, কাজ মেষে টাকা নেয়া সমস্ত কিছু করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই তার মুলকাজের দক্ষতার ওপর প্রভাব পড়ে। এমনকি কাজের ক্ষেত্রেও একইসাথে বিভিন্ন সফটঅয়্যার ব্যবহার করলে সত্যিকারের দক্ষতালাভ সম্ভব হয় না। কাজগুলি আলাদা আলাদা ব্যক্তি করলে প্রত্যেকেই তাদের কাজে দক্ষ হতে পারেন। দলগতভাবে কাজ করার সময় কাজ ভাগ করে প্রত্যেকেই নিজের কাজে দক্ষ হতে পারেন।

২. বড় কাজের সুযোগ

একজন ফ্রিল্যান্সার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ খোজ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাকে ছোট কাজের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ডাটা এন্ট্রি কাজের সময়ও অল্প কয়েক পৃষ্ঠা টাইপের কাজ করতে পারেন। অথচ অনেকেরই অল্প সময়ে হাজার পৃষ্ঠা টাইপ করা প্রয়োজন হয়। দলগতভাবে কাজ করার সময় বড় কাজের দিকে যাওয়া যায়।

ওয়েব ডিজাইনকে আরেক উদাহরন হিসেবে দেখতে পারেন। এজন্য গ্রাফিক ডিজাইন, কোডিং দুধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। দুজন দুবিষয়ে দক্ষ হলে সহজে এধরনের কাজ করা যায়।

৩. বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ

নির্দিস্ট একজন পছন্দের ক্লায়েন্ট সবসময় একই কাজ করাবেন এমন কথা নেই। তার একসময় ডাটা এন্ট্রি কাজ প্রয়োজন, আরেক সময় গ্রাফিক ডিজাইন প্রয়োজন, আরেক সময় ওয়েব ডিজাইন, আরেক সময় ভিডিও এডিটিং প্রয়োজন। যেহেতু ভাল ক্লায়েন্ট হিসেবে আপনি তাকে হাতে রাখতে চান সেহেতু তার সব ধরনের কাজই করে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন।

৪. কাজ পাওয়া সহজ

অনেক ক্লায়েন্ট ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বেশি পছন্দ করেন। মাইক্রোসফটের মত কোম্পানীও অন্য কোম্পানীর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করে দেয়। বেশি সংখ্যক কর্মী বা বিভিন্ন ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি একসাথে কাজ করলে সহজে এধরনের কাজ পাওয়া যায়।

দলগতভাবে কাজ করার সুবিধে থাকার পাশাপাশি কিছু অসুবিধেও রয়েছে। অনেকের মধ্যেই দলগতভাবে কাজ করার মানষিকতা নেই বলে দলগতভাবে শুরু করে ভাল করার পরও একসময় দল ভেঙে যায়। কারনগুলি এমন;

১. দলগত কাজের মানষিকতা না থাকা
দলের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরী হয় যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে দলগতভাবে কাজের মানষিকতা না থাকে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে বাংলায় যার অর্থ হয়, বড় কেকেন ছোট অংশ এবং ছোট কেকের বড় অংশ। বড় একটি কেকের ছোট একটি অংশও একটি ছোট কেকের থেকে বড় হতে পারে। অনেকে এই নিয়মে বিশ্বাস করেন না, পুরোটই নিজে পেতে চান, ছোট কেক হলেও। এবিষয়ে বাংলাদেশের খুব সুনাম নেই। একারনে আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দা বা অন্য কারনে সমস্যা সৃষ্টি হলে ছোট কোম্পানীগুলি একসাথে হয়, বাংলাদেশে কোম্পানী ভেঙে পৃথক হয়।

২. দলের সমন্বয় না থাকা
দলে কাজ কাজ কি এটা নির্দিষ্ট করা না থাকলে এবং সেটা মেনে না চললে দল টেকে না। কেউ মনে করেন আমি না করলেও কাজ তো হচ্ছে, আরেকজনকে কাজের স্বার্থে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সেই সমস্যা দুর করতে হয়। একসময় বিষয়টি মারাত্মক সমস্যা তৈরী করে এবং দল ভেঙে যায়।

৩. নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানোর প্রবনতা
নিজের ভুল স্বিকার করার মানষিকতা না থাকলে দলের সাথে কাজ করা যায় না। ভুল প্রত্যেকেই করতে পারেন। দলগতভাবে কাজ করার সময় নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানোর সুযোগ থাকে। যদি সেটা করা হয় তাহলে সেই দল ভাল করতে পারে না।

৪. আয়ের বিষয়ে নির্দিস্ট নিয়ম না মানা
আয়ের কত অংশ কে পাবেন এটা যদি নিদিষ্টভাবে না মানা হয় তাহলে দলে একসময় বিভেদ তৈরী হয়। একজন মনে করেন অন্যরা তাকে ঠকাচ্ছে। পরিনতি দল ভেঙে যাওয়া।

৫. খরচ বেশি হওয়া
দলগতভাবে কাজ করার সময় একসাথে হওয়ার জন্য যায়গা এবং অন্যান্য উপকরন প্রয়োজন হয়। ফলে নিয়মিত কিছু খরচ হতেই থাকে। এমনকি যখন আয় থাকে না তখনও।

প্রবাদ আছে, একতাই বল। দলগতভাবে কাজ করলে প্রত্যেকের উপকার একথা প্রত্যেকেই বোঝেন। অন্তত মুখে স্বিকার করেন। তারপরও বাংলাদেশে দলগতভাবে সফল কাজের উদাহরন খুব বেশি নেই। মাইক্রোসফট, এপল, গুগল, ফেসবুক যেদিকেই দৃষ্টি দিন না কেন, এদের প্রত্যেকেই শুরু করেছেন কয়েকজন মিলে। তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি।

ফ্রিল্যান্সিং দলগতভাবে কাজের সুযোগ করে দিতে পারে সহজেই। আপনার মাধ্যমেই এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে যা একসময় বিশ্বে পরিচিতি লাভ করবে।

ফ্রিল্যান্সার হতে চান, প্রস্তুতি নিন

আপনি হঠাৎ করে ফ্রিল্যান্সারে পরিনত হতে পারেন না। কাজের দক্ষতা নিয়ে অনেকদিন চেষ্টা করেও হয়ত ভাল সফল ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন না যদি না ফ্রিল্যান্সারের গুরুত্বপুর্ন বৈশিষ্টগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকেন।

প্রখ্যাত অষ্ট্রেলিয় ক্রিকেটার এবং বর্তমান ধারাভাষ্যকার ইয়ান চ্যাপেলের একটি কথা এখানে স্মরন করতে পারেন। যারা ক্রিকেটার হতে চান তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, যে মুহুর্তে আপনি ক্রিকেটার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সেই মুহুর্ত থেকে আপনি সাধারন মানুষ নন, আপনি ক্রিকেটার। আপনার কথাবার্তা, আচরন, প্রকাশভঙ্গি, পোষাক, খাওয়াদাওয়া সবকিছুই ক্রিকেটারের মত।

একজন ফ্রিল্যান্সারের ক্ষেত্রেও কথাটি একইভাবে প্রযোজ্য। কথাবার্তা, আচরন, অন্যের সাথে যোগাযোগ সমস্তকিছুই ফ্রিল্যান্সারের মত হলে তবেই আপনি ভাল ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন। প্রতিটি বিষয়ই ফ্রিল্যান্সিং কাজে প্রভাব রাখে।

ফ্রিল্যান্সার যে বিশেষ কাজ করবেন সেই বিষয়ে দক্ষ হবেন এটা স্বাভাবিক। ক্রমাগত দক্ষতা ব্যবহারে কাজের মানে উন্নতি আনতে থাকবেন। সেইসাথে অন্যান্য বিষয়গুলির দিকেও সমভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কাজে অত্যন্ত দক্ষ কিন্তু বাস্তব জীবনে সফল নন এমন উদাহরন দেখানো প্রয়োজন নেই। বরং এটাই বেশি ঘটে। যে ছাত্র সবচেয়ে বেশি জানে সে সবচেয়ে ভাল ফল করবে এমন কথা নেই।

ফ্রিল্যান্সার হতে চাওয়ার প্রথম ধাপ এটাই। আপনি ফ্রিল্যান্সার হতে চান এই সিদ্ধান্ত নেয়া। যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেন তাহলে এজন্য যাকিছু করনীয় সবই করার প্রস্তুতি নিন।

বিষয় ঠিক করুন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে একই ব্যক্তি সব বিষয়ে পারদর্শী হন না। কিছুটা দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু বিশেষজ্ঞ সবসময়ই এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, একজন স্কুল ছাত্রকে বহু বিষয় পড়তে হয়, এরপর যাত্রা যত ওপরের দিকে বিষয় তত কমতে থাকে। একসময় একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট অংশে এসে থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বিশাল বিষয়। এর সিভিল, ইলেকট্রিকাল, মেকানিক্যাল ইত্যাদি বড় ধরনের ভাগ হয়ে একসময় একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারেন শুধুমাত্র পিসিবি ডিজাইনের মত একক বিষয়ে। পিসিবি (প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড) নিশ্চয়ই চেনেন। যেকোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের অংশগুলি যে বোর্ডের ওপর লাগানো হয়।

বিষয় নির্বাচনে আপনি যত নির্দিষ্ট ফল পাওয়ার সম্বাবনা তত দ্রুত। অর্জুনকে সেরা তীরন্দাজ বানানোর জন্য এক যায়গায় নিয়ে প্রশ্ন করা হল, সামনে কি দেখতে পাও। অর্জুন বললেন, গাছে একটা পাখি। আবার বলা হল, ভাল করে দেখে বল, সামনে কি দেখতে পাও। অর্জুন বললেন, পাখির মাথা। আবার বলা হল, আরো ভাল করে দেখ, কি দেখতে পাও। অর্জুনের উত্তর, পাখির চোখ। এবার তাকে তীর ছুড়তে বলা হল।

মানুষের সাধারন একটি প্রবনতা, সবসময় সামনে যা দেখেন তারদিকে আকৃষ্ট হওয়া। একজন ব্যবসায়ী আরেকজনকে যে ব্যবসা করতে দেখেন সেই ব্যবসা করতে আগ্রহি হন। সেকারনে একই যায়গায় একই ধরনের অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এধরনের অনুকরন প্রবনতা পেশাগত সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর প্রভাব ফেলে। মনের ওপর অনুকরন বিষয়টি কতটা প্রভাব ফেলে ধারনা পেতে পারেন এই উদাহরন থেকে। ঢাকা শহরে কলাবাগান মোড়ে দাড়িয়ে যদি চারিদিকে দোকানগুলির নাম লক্ষ করেন দেখবেন বিচিত্রার সমারোহ। বই বিচিত্রা, নিউ বই বিচিত্রা, বিশ্ব বিচিত্রা, জ্ঞান বিচিত্রা ইত্যাদি। আমার ধারনা তাদের সামনে ফুটপাতের ফলের দোকান যদি সাইবোর্ড বানায় সেখানে লিখবে ফল বিচিত্রা। কিংবা হোটেলের নাম খাদ্য বিচিত্রা।

বাংলা-টিউটর ব্লগের উদাহরনও অনেকটা একই ধরনের। সবসময় উদাহরন হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইন উল্লেখ করা হয় বলে অধিকাংশ ভিজিটর তাকেই মুল বিষয় মনে করেন। ওয়েব ডিজাইন কিংবা প্রোগ্রামিং নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারত। বিজিটরদের অনেকেই হয়ত সেদিকে ভাল করবেন।

বিষয় ঠিক করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সবকিছু বিবেচনায় আনাই ভাল। বাংলাদেশে অনেকেই পরিকল্পনার চেয়ে কল্পনাকে বেশি কদর করেন। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনাকে পরিকল্পনার পথে যেতে হবে।

বিষয়টি হতে পারে এভাবে। একটি কাগজ নিন। আপনার ফ্রিলান্সিং কাজের জন্য যে বিষয়গুলি সামান্যতম বিবেচনায়ও আসতে পারে তাদের সবগুলির নাম লিখুন। তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে খোজ নিন।

আরেকটি কাগজ নিন। যে বিষয় আপনার সবচেয়ে উপযোগি তাকে প্রথমে রেখে ক্রমান্বয়ে কম গুরুত্বের বিষয়গুলি লিখে সাজান।

আরেকবার সম্বাব্যতা যাচাই করুন। কোন বিষয়ে কতটুকু শিখতে হবে, আপনার জন্য শেখার সুযোগ কতটা আছে, অন্যান্য যাকিছু প্রয়োজন সেগুলি পাওয়া সম্ভব কিনা সবকিছু যাচাই করুন। প্রয়োজনে কিছুটা কাজ করে দেখুন।

এরপর তৃতীয় লিষ্ট তৈরী করুন। খুবই সম্ভাবনা আপনি সঠিক বিষয় বেছে নিতে পেরেছেন।

আপনাকে একটিমাত্র বিষয়ে থেমে থাকতে হবে এমন কথা নেই। সব কাজেই ক্রমে উন্নতি করার সুযোগ পাবেন। আগামী ৬ মাসের জন্য এক পর্যায়, ২ বছরের জন্য আরেক পর্যায়, ৫ বছরের আরেক পর্যায় এভাবে ভাগ করে আপনি ভবিষ্যত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পেতে পারেন। এটাই বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা। যে লিষ্ট তৈরী করেছেন সেটা হারাবেন না। বরং মাঝেমাঝে সেটা দেখে নিন। অন্য পরিবর্তনের সাথে এখানেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হতে পারে। হয়ত এই মুহুর্তে যে কাজ আপনার কাছে অত্যন্ত কঠিন আগামীতে সেটা সহজ হতে পারে। আপাতত গুরুত্বহীন কোন বিষয় আগামীতে গুরুত্ব পেতে পারে।

পরিবর্তনকে ফ্যাসানের সাথে তুলনা করতে পারেন। প্যান্ট ঢিলে হবে না টাইট হবে সেটা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়, ঘুরেফিরে একবার টাইট একবার ঢোলা এটাই চলে আসছে। একসময় লম্বা চুল রাখা গর্বের আরেকসময় মাথা ন্যাড়া করা গর্বের। একসময় রং লাগিয়ে সাদা চুল কালো করবেন আরেকসময় রং লাগিয়ে কালো চুল সাদা করবেন। কিংবা একবার মোবাইল সেট কত ছোট পাওয়া যায় খোজ করবেন আরেকবার কত বড় হয় খোজ করবেন।

ফ্রিল্যান্সিং কাজ মানেই টাকার বিনিময়ে অন্যের কাজ করা। যার টাকা তার ইচ্ছেয় কাজ এই নিয়মে চাহিদার দিকে লক্ষ রাখুন এবং সেকাজ ভালভাবে করার দক্ষতা অর্জন করুন।

ফ্রিল্যান্সিং এর প্রস্তুতিকে বর্তমানের কোন কাজে নিজেকে দক্ষ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং আগামীতে কি হতে যাচ্ছে সেজন্য প্রস্তুতি নেয়া ধরে নিতে পারেন। ট্রেন্ড বা প্রবনতা যত সহজে বোঝা যায় ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ভাল করার সম্ভাবনা তত বেশি। বর্তমানে এন্ড্রয়েড প্রোগ্রামারের অভাব নেই অথচ কয়েকবছর আগে এই নামটিই ছিল অপরিচিত।

আরেকবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক বিষয়টি, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ঠিক কোন কাজ করবেন সেটা ঠিক করুন। গ্রাফিক ডিজাইন একটি বিশাল বিষয়। কেউ ডিজাইন করেন ছাপার জন্য, কেউ ওয়েবের জন্য, কেউ ভিডিও-এনিমেশনের জন্য। কেউ ব্যানার ডিজাইন করেন, কেউ লোগো ডিজাইন করেন, কেউ প্যাকেজ ডিজাইন করেন। কেউ ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার কাউকে অন্য ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে হয়। একেকজন একেক কাজে দক্ষ হন, একেকধরনের কাজ পছন্দ করেন। প্রতিটি কাজই গুরুত্বপুর্ন।
আপনার জন্য কোনটি মানানসই একমাত্র আপনি ঠিক করতে পারেন।

প্রশিক্ষন নিন

শেখার সেরা পথ প্রশিক্ষন নেয়া। একথা বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে ভাল হত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিশ্চিতভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কোথায় প্রশিক্ষন নেব?
এই উত্তর সহজ না। সম্ভবত সত্যিকারের ব্যাখ্যা নেইও।
অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে কম্পিউটার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানে বহু উত্থান-পতনের ঘটনা রয়েছে। একসময় হুজুগ তৈরী হয়েছিল (তৈরী করা হয়েছিল!) যখন এখানে-ওখানে-সেখানে আইটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মুল প্রতিষ্ঠান, তাদের শাখা-প্রশাখা। দেশি-বিদেশি। তাদের সাথে অমুক বিশেষজ্ঞ, তমুক বিশেষজ্ঞ। কেউ মাল্টিমিডিয়া বিশেষজ্ঞ, কেউ রং বিশেষজ্ঞ, কেউ ডিজিটাল ভবিষ্যতবক্তা। অনেকের কোর্স ফি ছিল লক্ষাধিক টাকা।
এর পরবর্তী ফল যা হয়েছে তাকে বলা যায়, মানুষের আগ্রহের গোড়ায় কুড়াল মারা। যারা লক্ষ টাকা ব্যয় করে কোর্স করেছেন তাদের কে কোথায় কেউ খোজ করা প্রয়োজন বোধ করেন না। পরিচিত একজন আড়াই লক্ষ টাকার মাল্টিমিডিয়া কোর্স করে বর্তমানে কাপড় ব্যবসায়ী। একসময় ক্রমে প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরাও পরিচিতি বদল করেছেন। মানুষের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। প্রবাদ আছে ঘরপোড়া গরু আগুনে মেঘ দেখলে ভয় পায়। অনেকেই প্রচারনা শুনলে আতকে ওঠেন।
বাস্তবে এটা হওয়ার কথা ছিল না। প্রযুক্তি বিষয়ক কোন শিক্ষায় ফাকিবাজির বিষয় ধরা সহজ হতে পারত।
কারন অনুসন্ধান করলে দায় নিতে হয় অনেককেই। যারা একে ব্যবসা হিসেবে তুলে ধরে ব্যবসা করেছে সেটা অবশ্যই অপরাধ। তাদেরকে সেই সুযোগ দেয়া আরেক অপরাধ। সেইসাথে যারা পর্যাপ্ত খোজ না নিয়ে নিজের টাকা দিয়েছেন তারাও অপরাধী।

বিষয়টি অন্যভাবে ব্যাখা করা যাক। শিক্ষা প্রদান করা কি শিক্ষকের একার কর্তব্য ? শিক্ষার্থীর কি কোন দায় নেই শিক্ষা গ্রহনে ?

গ্রামের কোন স্কুলে খোজ করলে হয়ত এমন শিক্ষক পাবেন যিনি বাড়ির খেয়ে স্কুলের ছাত্র চড়ান। নিজের সমস্যার কথা বলতে রাজপথে নামবেন, পুলিশের লাঠিপেটা খাবেন, তারপর আবার ফিরে এসে সেই কাজই করবেন। তিনি পণ করেছেন তার সামনের শিশুদের জ্ঞানদান না করে ছাড়বেন না।

বানিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেটা আশা করতে পারেন না। আপনি টাকা ঠিকমত দিচ্ছেন কিনা সেটাই বিষয়। যদি না দেন তাহলে বিদেয় হন। আর যদি সেটা ঠিক থাকে তাহলে ক্লাশ না করলেও ক্ষতি নেই। সময়মত এসে সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন।

নিজের ছাত্রজীবনে দেখা একজন শিক্ষকের (!) কথা উল্লেখ না করে পারছি না। অংকের শিক্ষক। ছাত্রদের বড়িতে অংক করে তারকাছে খাতা জমা দিতে হত। দ্রুতই ছাত্ররা লক্ষ করল যার খাতায় অতিরিক্ত সাদা পাতা থাকে সে বেশি নম্বর পায়। কাজেই সাদা পাতা দিয়ে খাতা মোটা হতে শুরু করল। একজন খাতা বানানোর কষ্টে না গিয়ে সরাসরি দিস্তে কাগজ কিনে জমা দিল অংকের খাতা হিসেবে এবং ভাল নম্বরও পেল। ধারনা করতে পারি এধরনের অর্থলোভী শিক্ষকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ থেকে লজ্জার আবরন খসে পড়েছে।

শিক্ষা গ্রহনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর অনেকটাই। এজন্য যোগ্য শিক্ষক প্রয়োজন একথা মনে রেখেই বলা যায়, শিক্ষককে অযোগ্য হওয়ার সুযোগ দিলে তিনি অযোগ্য হিসেবে থেকে যান। সুযোগ পেলে এদের অনেকেই যোগ্যতা দেখাতে পারেন। কাউকে কাউকে বাধ্য হরতে হয়। তারপরও যিনি যোগ্যতা দেখাতে পারেন না তারকাছে শিক্ষার জন্য না যাওয়াই ভাল।

শিক্ষক যাচাই করবেন কিভাবে ?

খুব সহজ। যিনি শিক্ষাদান করতে চান তিনি আশা করেন ছাত্ররা প্রশ্ন করবে। শেখার জন্য বিষয়টি অপরিহার্য্য। যে ছাত্র যত বেশি প্রশ্ন করে (অবশ্যই প্রাসংগিক বিষয়ে) তাকে তিনি তত পছন্দ করেন।

এর বিপরিত চিত্র, অযোগ্য শিক্ষক প্রশ্ন পছন্দ করেন না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এমন শিক্ষক দেখেছি যিনি শুরুতেই জানিয়ে দেন ক্লাশে প্রশ্ন করা যাবে না। এধরনের অপদার্থ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা আশা করতে পারেন না।

বাংলাদেশে কম্পিউটার বিষয়ে পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা মুলত ট্রেনিং সেন্টার। তাদের যাচাই করুন প্রশ্ন করে। আপনি যে কাজ করতে চান সেই কাজ কিভাবে করতে হবে শেখার চেষ্টা করুন। তাদের কাছে যাওয়ার মুল কারন

তো সেটাই। ফটোশপে কিভাবে রঙের কারসাজি দেখাতে হয় না শিখে পছন্দের একটি বিজ্ঞাপন সামনে নিয়ে বলুন, আমি একাজ করতে চাই। কিভাবে করতে হবে বলে দিন।

সমাধান না পেলে অন্যদের জানান যেন তারা সেখানে না যায়। একসময় তারা মান উন্নত করতে বাধ্য হবে। কোথাও ভাল ফল পেলে তাদের প্রশংসা করুন যেন তারা উৎসাহ পেয়ে আরো ভাল করার চেষ্টা করেন।

সমস্যা হচ্ছে, এভাবে পছন্দ করার মত যথেষ্ট প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নেই। একজন ব্যক্তি ডজন ডজন শাখা তৈরী করে সারা দেশে ব্যবসা করতে পারেন। তিনি নিজেও জানেন না এদের সংখ্যা কত। বিষয়টি এমন, তিনি এতবড় বিশেষজ্ঞ যে তার নাম জপ করলেই শেখা হবে।

ফ্রিল্যান্সারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা কি মনে আছে ? হয়ত এটাই আপনার ফ্রিল্যান্সিং ব্যবসা হতে পারে। নিজের দক্ষতা অন্যদের শেখান এবং সেখান থেকে আয় করুন। অনেক সময়ই নিজে একা আয় করার থেকে এভাবে আয় বেশি, অন্যদিকে যাদের দক্ষ করবেন তারাও নিজের পায়ে দাড়ানোর সুযোগ পাবে।

প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে শেখার অন্যান্য যে পদ্ধতিগুলি বিদ্যমান সেগুলি ব্যবহার করতে হতে পারে অনেককেই। বই পড়ে, ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে, ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের চেষ্টায় অনেকেই ভাল করতে পারেন। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যতটুকু শিক্ষাগ্রহন সম্ভব তারথেকেও ভাল করার উদাহরনের অভাব নেই।

সমস্যা হচ্ছে, এই পদ্ধতি সকলের জন্য কার্যকর না। অনেকেরই হাতে ধরে শেখানো প্রয়োজন হয়। কমবেশি প্রত্যেকেরই সেটা প্রয়োজন হয় এক পর্যায় পর্যন্ত। শিশুকালে অ-তে অজগর দিয়ে যখন শুরু করা হয়েছিল তখন বাড়ির সদস্যরা কি পরিমান পরিশ্রম করেছিলেন সেকথা কল্পনা করতে পারেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে শেখার যে পদ্ধতিগুলি রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করে নিজে শিখতে পারলে অবশ্যই ভাল। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত। নিজেই যখন শিক্ষালাভ করতে পারেন সেই পর্যায়ে যাওয়াই শিক্ষিতের লক্ষন।

তারপরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কখনো উপেক্ষা করা সম্ভব না। সেকারনে সবধরনের বইপত্র এবং অন্যান্য শিক্ষাউপকরন থাকার পরও প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক প্রয়োজন হয়। স্কুলে-কলেজে যেতে হয়।

আপনার জন্য সুবিধেজনক শিক্ষার পথ খুজে নিন।

অভিজ্ঞতালাভের জন্য কাজ করুন

আপনি ফ্রিল্যান্সিং কাজের জন্য কোন বিষয় পছন্দ করেছেন, সেবিষয়ে প্রশিক্ষন-প্রস্তুতি ইত্যাদি নিয়েছেন। আপনি মনে করছেন আপনি কাজ পেলে করতে পারেন। আপনার দক্ষতা যাচাই করেছেন কি ?

এই ভুলটি অনেকেই করেন। কোর্স করে বা শিক্ষাজীবন শেষ করেই নিজেকে কাজের উপযোগি ভাবেন। অন্তত বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে সরাসরি কাজের উপযোগি করে না। অন্য দেশের কথা তুলনায় আনতে পারেন, প্রযুক্তির খবরে নিয়মিতই এমআইটি এর উদ্ভাবনের খবর পাবেন। প্রতিনিয়ত সেখানে নতুন বিষয় নিয়ে গবেষনা হচ্ছে। সেজন্য অর্থ, যন্ত্রপাতি, পরামর্শ যাকিছু প্রয়োজন সবই তাদের আছে। আপনি ছাত্র অবস্থায় গবেষনার সুযোগ পাবেন না। এজন্য খরচ, অন্যান্য উপকরন পাবেন না।

কম্পিউটার বিষয়ক কাজে সাধারনত দামি উপকরন প্রয়োজন হয় না। তারপরও পড়াশোনা শেষ করেই আপনি কাজে হাত দিতে পারেন না কারন বাস্তব কাজ কিভাবে করা হয় সেটা আপনাকে শেখানো হয়নি (সম্ভবত)। যিনি আপনাকে প্রোগ্রামিং শিক্ষা দিয়েছেন তিনি নিজে প্রোগ্রামার নন। তিনি প্রোগ্রামের নিয়মকানুন শেখাতে পারেন, বাস্তব সমস্যার সমাধানের অভিজ্ঞতা তার নেই।

একাডেমিক এবং প্রফেশনাল, শিক্ষাকে এই দুভাবে ভাগ করা হয়। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় আপনাকে একাডেমিক শিক্ষা দেয়া হয়। বাস্তবে কাজের উপযোগি করা হয় না।

এজন্য প্রয়োজন প্রফেশনাল ট্রেনিং। যেখানে বাস্তব কাজ দেখার সুযোগ থাকে। আগে একাধিকবার বলা হয়েছে বাংলাদেশে এধরনের শেখার প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কথা।

কাজেই আপনার নিজেকে যাচাই করার একটিমাত্র পথ থাকে। সেটা হচ্ছে নিজে বাস্তব কাজ করা।

সরাসরি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজের চেষ্টা করলে আপনাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে তাদের সাথে যাদের রয়েছে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা। সেখানে আপনি পিছিয়ে পড়বেন এটাই স্বাভাবিক।

সমাধান, স্থানীয়ভাবে কাজ করা। একেবারে সহজ কাজ খুজে সেটা করে হাত পাকানো। সেখানে কি ভুল হচ্ছে লক্ষ করা, তা থেকে শিক্ষা নেয়া।

বাস্তবে কাজ করার সুবিধে শুধুমাত্র শেখাকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই না, যার কাজ তিনি কোন বিষয়গুলি লক্ষ করেন সেটা জানা, ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হয়, সেখানে কি কি বিষয়ে সাবধান থাকতে হয়, না থাকলে কি ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি অভিজ্ঞতা লাভ করা।

হয়ত অবাক হতে পারেন, টাকা কিভাবে পাবেন জানার জন্যও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে শিক্ষাজীবনে সাধারনত কাউকে লেনদেনের কাজ করতে হয় না। পড়াশোনার সমস্ত খরচ, পরবর্তী খরচ পরিবার থেকে দেয়া হয় বলে টাকা আয় কি জিনিষ একথাও অনেকে জানেন না (অনেক দেশেই একজন ছাত্র পড়ামোনার খরচ মেটানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋন নেন। পরিবার থেকে নেয়া টাকাকে ঋন বিবেচনা করেন। পড়াশোনা শেষ করে

আয় করার সময় তাদের প্রথম কাজ সেই ঋন শোধ করা)। এই অনভিজ্ঞতা নিয়ে বাস্তবে কাজ করলে প্রতিপদে ঠকতে হয়। টাকার জন্য মানুষ খুন করার খবর নিয়মিতই শোনা যায়।

আপনি যদি দায়িত্বশীল হন তাহলে অনভিজ্ঞতার সমস্যা আরো বেশি। আপনি বিশ্বাস ভংগ করেন না, অন্য কেউ বিশ্বাসভংগ করবে একথা সহজে আপনার মাথায় আসার কথা না। যখন মাথায় আসবে ততক্ষনে আপনার ক্ষতি হয়ে গেছে। অনেকের কাছে পাওনা জমে গেছে। খোজ করলে দেখবেন বহু প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র বাকির কারনে বন্ধ হয়ে গেছে।

আপনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ শেষ করবেন এবং আশা করবেন নিজ দায়িত্বে আপনার পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে, তাহলে ভুল করবেন। হয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিকমত টাকা পাবেন। তারপরও এমন ক্লায়েন্ট পাবেন যিনি নানা ধরনের কারন দেখিয়ে বাকি জমা করবেন, একসময় সেই টাকা পাবেন না।

একে শুধুমাত্র লোকাল ফ্রিল্যান্সিং এর বিষয় ধরে নেবেন না। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর সময় নানারকম ব্যবস্থা থাকার পরও এটা ঘটে। আপনি বড় কোন কাজে হাত দিয়েছেন, কিছু কাজ করার পর টাকাও পেয়েছেন। এরপর কাজ করেই চলেছেন টাকার খোজ নেই। নানারকম কারন দেখিয়ে দেরী করার পর দেখা যায় একসময় ক্লায়েন্ট উধাও।

সমস্যা শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে হয় এটাও ধরে নেবেন না। ফ্রিল্যান্সারের কারনেও নানাধরনের সমস্যা তৈরী হয়। একজন ক্লায়েন্টের সাথে পরিচিত একজনের সাক্ষাতের কথা ছিল কাজের বিষয়ে আলোচনার জন্য। তিনি ৫ মিনিট দেরী করে পৌছানোয় তাকে অফিসে ঢুকতে দেয়া হয়নি। একইভাবে কাজ হাতে নিয়ে সময়মত করে দিতে না পারলে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন। কাজ বাতিল করা হতে পারে, পাওনা টাকা না দেয়া হতে পারে। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর সময় এই দুর্নাম চিরদিনের জন্য নামের সাথে লেগে থাকবে।

মোটকথা, আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সেজন্যই প্রয়োজন অভিজ্ঞতা। ব্যর্থতা সাফল্যের চাবিকাঠি, একথা অন্তত ফ্রিল্যান্সারের জন্য ঠিক। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিন, একই ভুল দ্বিতীয়বার করবেন না। অন্তত তৃতীয়বারে যেন না যায় সেদিকে লক্ষ রাখুন।

সেই প্রবাদ মনে আছে কি ? একবার যদি ঠকেন তাহলে যে ঠকায় তার দোষ। যদি দ্বিতীয়বার ঠকেন তাহলে আপনার দোষ।

অন্যকে শেখান

অন্যকে শেখানো নিজে শেখার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। আপনি ফটোশপ কিছুটা শিখেছেন, আরেকজনকে শেখাতে শুরু করুন। যেটুকু শিখেছেন সেটা আরো ভালভাবে রপ্ত হবে অন্যদিকে নতুন বহুকিছু শেখা হবে যা নিজে শেখার সময় হয়ত দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যদি শেখানোর জন্য টাকা আয় হয় সেটা বাড়তি পাওনা।

অনেকের মধ্যে এমন প্রবনতা দেখা যায় যারা অন্যকে শেখাতে চান না। বিষয়টি মনস্তাত্বিক। একেকজনের কাছে একেকরকম। কেউ ভয় পান নিজের দুর্বলতা ধরা পরবে, কেউ ভাবেন শিখলে নিজের প্রতিদ্বন্দি তৈরী হবে। কেউ হয়ত মার্ক টোয়েনের হাকলবেরি ফিনের বাবার মত। আমি নিজে কম জানি, আমার ছেলে পড়াশোনা করে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে কেন, এই মনোভাব পোষন করেন।

একজন আদর্শ শিক্ষকের মুল লক্ষ ছাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া যেন একসময় তাকে ছাড়িয়ে যান। সেটা আদর্শ। বাস্তবে সবাই আদর্শ নন। অনেকের মধ্যেই সংকীর্নতা কাজ করে। কেউ কেউ আরো বাড়িয়ে সরাসরি বলেই বসেন, বাঙালীর দোজখে পাহারাদার প্রয়োজন হয় না। ল্যাং মারার দক্ষতা অস্বাভাবিক। কেউ কেউ আঞ্চলিক ভাষায় বলেন কাচিমারার দক্ষতা।

কারন যাই হোক না কেন, এর শেষফল কি সেটা ভেবে দেখা হয় না। অন্তত ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে আপনার প্রতিদ্বন্দি আপনার সমস্যা না। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেশকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বিশেষ কাজের সুযোগ দেয়া হয় না। অনুমান করা যায় তার/তাদের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে কারো কাজ দেখে। অর্থাৎ কেউ যদি সত্যিকার দক্ষ না হন তিনি না জেনেই আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। বিপরীতভাবে কেউ যখন দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেন তখন কাজ দেয়ার সময় বাংলাদেশের কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এমন উদাহরনও রয়েছে। সবগুলি বড় ফ্রিল্যান্সিং প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে গুরুত্বে সাথে বিবেচনা করে।

আপনি যখন কাউকে শেখাবেন তখন তার দক্ষতা বাড়বে। হয়ত কোন কোন কাজে আপনাকে টপকে কাজ পেতেও পারে। তারপরও লাভ-ক্ষতির বিচারে লাভ দুজনারই।

আরেকটি লাভের কথা ভাবতে পারেন। দক্ষ কারো সাথে যদি সুসম্পর্ক থাকে তাহলে অনায়াসে কাজ ভাগাভাগি করে করা যায়। একজন হয়ত বেশি কাজ পেলেন, আরেকজন পেলেন না এমন অবস্থায় পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করা যায়। উপকার দুপক্ষেরই।

অন্যকে শেখানোর সময় অনায়াসে এধরনের কাউকে বেছে নিতে পারেন। একসময় তাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। বিশ্বের কোন বড় কাজ এককভাবে করা সম্ভব হয়নি। মাইক্রোসফট, এপল, গুগল, ফেসবুক যেদিকেই দৃষ্টি দেন না কেন, প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কয়েকজনের দেখা পাবেন।
আপনি ভালভাবে শেখান এই পরিচিতি তুলে ধরতে পারলে একসময় একেই বিকল্প পেশা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। বাংলাদেশের পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার কথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তুতির যে বিভিন্ন পদ্ধতির কথা এতক্ষন উল্লেখ করা হল তাদেরকে একসাথে সংক্ষিপ্ত করে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে;

১. সম্ভব হলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং নিন। প্রতিষ্ঠান না পেলে পেশাদার কাউকে অনুরোধ করে কিছু সময়ের ব্যবস্থা করুন। এজন্য টাকা খরচ করতে দ্বিধা করবেন না। ভুলে যাবেন না, এখানে খরচ করার বিনিময়ে যা শিখবেন সেটা সারা জীবন ব্যবহার করবেন। হয়ত যে পরিমান অর্থ ব্যয় হবে সেটা ১ সপ্তাহেই আয় করবেন।
২. পড়াশোনা করুন। প্রয়োজনীয় বই কিনুন, ইন্টারনেটে বই-টিউটোরিয়াল-টিপস ইত্যাদি খোজ করুন। বাজারে বিশ্বখ্যাত লিনডা, ডিজিটাল টিউটর, টোটাল ট্রেনিং, কেলবি এবং আরো অনেক কোম্পানীর ভিডিও টিউটোরিয়াল পাওয়া যায় কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিষয়ে। এগুলি যারা তৈরী করেন তারা এই বিষয়গুলিতে পেশাদার এবং অভিজ্ঞ। সহজবোধ্যভাবে তারা বাস্তব কাজগুলি শেখান।
৩. কাজ করুন। নিজে ক্লায়েন্ট খুজুন, অন্য কেউ কাজ করলে তারসাথে থেকে শেখার চেষ্টা করুন। টাকা নিয়ে, টাকা ছাড়া কিংবা প্রয়োজনে নিজের টাকা খরচ করে হলেও শেখাকে বেশি গুরুত্ব দিন।
৪. অন্যকে শেখান। শেখানোর সময় নিজে শেখা যায়। যত ভালভাবে শেখাবেন, শেখানোর প্রস্তুতি নেবেন আপনার নিজের দক্ষতা তত বাড়বে।
৫. সমস্ত যোগাযোগ করতে হবে ইংরেজিতে। মুলত লিখে হলেও কোন কোন ক্লায়েন্ট স্কাইপ বা অন্যভাবে কথা বলার সুযোগ চান। ইংরেজি ব্যবহারে কোন ঘাটতি থাকলে সেটা পুরন করুন। বহু ওয়েবসাইট পাবেন যেখানে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে কাজ করার সময় আপনাকে বাংলাদেশী হিসেবে বিবেচনা করা হবে, ধরে নেয়া হবে ইংরেজি আপনার প্রাথমিক ভাষা না। আপনার

ইংরেজিতে কিছু ভুল থাকতেই পারে। বক্তব্য ঠিকভাবে বোঝা এবং বুঝাতে পারাই মুল লক্ষ। বক্তব্য লিখে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করুন।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজ কিভাবে পাওয়া যায়

হয়ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন অনলাইন ফ্রিল্যান্সার হবেন। ইন্টারনেটে কাজ খোজ করে সেই কাজ করবেন। বিষয়ও ঠিক করে ফেলেছেন। কিন্তু কাজ পাবেন কোথায় ?

যার কাছে কাজ পাওয়া যাবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে খোজ করতে পারেন না বা এভাবে যোগাযোগ করতে পারেন না। এজন্য প্রয়োজন সহজ কোন পদ্ধতি যেখানে কারোসাথে যোগাযোগ না করেই কাজ পাওয়া যায়।

সেই ব্যবস্থা চালু রয়েছে অনেকদিক ধরেই। ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে। কিছু প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে এধরনের সহায়তা দেয়। এধরনের প্রতিষ্ঠানের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাক।

ফ্রিল্যান্সিং বা ক্রাউডসোর্সিং সাইট

কেউ বলেন ফ্রিল্যান্সিং সাইট, কেউ বলেন আউটসোর্সিং সাইট, কেউ বলেন ক্রাউডসোর্সিং সাইট। এদের কাজ, যারা কাজ করাতে চান তাদের কাজ সংগ্রহ করে যারা কাজ করতে আগ্রহি তাদের সামনে তুলে ধরা। সাধারন জনগনের (ক্রাউড) সামনে তুলে ধরা হয় বলে ক্রাউডসোর্সিং শব্দটির ব্যবহার।

কাজটি হয় এভাবে, তারা তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যারা কাজ করাতে আগ্রহি তাদের আহ্বান জানান তাদের সাইটে কাজ জমা দিতে। যারা কাজ করতে আগ্রহি তাদেরকে আহ্বান জানান সেখানে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরতে। এরফলে তাদের সাইটে কাজের এবং ফ্রিল্যান্সারের তালিকা জমা হয়।

সাধারনত ফ্রিল্যান্সার কাজের তালিকা দেখে তারসাথে মানানসই কাজের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনকারীর সংখ্যা কয়েকজন থেকে কয়েকশত হতে পারে। যার কাজ তিনি ফ্রিল্যান্সারের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি কত টাকায় কাজটি করতে চান জানেন। প্রয়োজন হলে প্রশ্ন করে বিষয়গুলি যাচাই করেন। এরপর তাকে কাজটি করতে বলেন।

ফ্রিল্যান্সার তাকে দেয়া সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করে সাইটের মাধ্যমে জমা দেন।

ফ্রিল্যান্সিং সাইট দুপক্ষের কাজ নিশ্চিত করে। যার কাজ তিনি টাকা দিলে তবেই তিনি কাজ হাতে পান। আবার তিনি কাজ বুঝে পেলে তবেই ফ্রিল্যান্সার টাকা পান। এই সুযোগ করে দেয়ার জন্য তারা দুপক্ষের কাছ থেকেই কিছু অর্থ নেন।

ফ্রিল্যান্সিং সাইট কত টাকা নেন তার হিসেব জটিল। অনেকে শুরুতে বলেন কাজ করা বা করানোর জন্য কোন টাকা দিতে হবে না। বাস্তবে অনেকের হিসেব বোঝা কঠিন। যেমন আপনাকে বলা হল আপনাকে দিতে হবে কাজ প্রতি ৫ ডলার বা ১৫%, এদের মধ্যে যেটা বেশি। আপনি যদি ১০ ডলারের কাজ করেন তাহলে দিতে হবে ৫ ডলার (৫০%), আর যদি ১০০০ ডলারের কাজ করেন তখন দেবেন ১৫% (১৫০ ডলার)। এর অর্থ আপনি ৫ ডলারের কাজ করলে পুরোটাই দিতে হবে, আরো কম টাকার কাজ করলে নিজের টাকা দিতে হবে। এধরনের আরো কিছু জটিল হিসেবের কারনে অনেক সময়ই আয়ের বড় অংশ তাদের হাতে চলে যায়।

ফ্রিল্যান্সার যেমন কাজ বাছাই করেন, অনেক সময় যার কাজ তিনিও ফ্রিল্যান্সার বাছাই করেন। তালিকা থেকে যাদের তার পছন্দ তাদের সাথে যোগাযোগ করেন।

ফ্রিল্যান্সিং সাইট ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট কিছু প্রচলিত শব্দ এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে সেগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

১. ক্লায়েন্ট এবং ফ্রিল্যান্সার
   যিনি ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কাজ জমা দেন তিনি ক্লায়েন্ট। যিনি সাইট থেকে কাজ নিয়ে করেন তিনি ফ্রিল্যান্সার। অধিকাংশ সময় ফ্রিল্যান্সার কাজ নিয়ে নিজেই করেন। কখনো কখনও প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদস্য হয়ে কাজ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অন্যদের দিয়ে করান। এমনকি নিজস্ব আরেকটি সাব-ফ্রিল্যান্সিং প্রতিষ্ঠানও গড়তে পারেন। সেকারনে অনেক সময় কন্ট্রাক্টর শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

২. প্রোফাইল
   কোন ফ্রিল্যান্সার সদস্য হওয়ার সময় (বা পরে) তার পরিচিতি প্রকাশ করার জন্য নানাধরনের তথ্য তুলে ধরেন। নাম-ঠিকানা-ইমেইলের মত ব্যক্তিগত তথ্য ছাড়াও সেখানে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, আগের কাজের নমুনা, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি রাখা হয় যেন ক্লায়েন্ট জানতে পারেন তিনি কাজটি কতটা দক্ষতার সাথে করতে পারবেন। এটাই ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইল।

প্রোফাইল ফ্রিল্যান্সারকে প্রকাশ করে। সেকারনে প্রোফাইল উন্নত রাখা গুরুত্বপুর্ন। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি কাজ পান।

৩. রেটিং

কোন ফ্রিল্যান্সারের যোগ্যতা প্রকাশের জন্য রেটিং ব্যবহার করা হয়। যার দক্ষতা যত বেশি তার রেটিং বেশি এটাই প্রাথমিক নিয়ম। এরসাথে প্রতিনিয়ত তিনি যেভাবে কাজ করছেন সেগুলির তথ্যও যোগ হয়। তিনি ভাল করলে পয়েন্ট বাড়ে, ভুল করলে কমে। যেমন কাজ বুঝে পাওয়ার সময় ক্লায়েন্ট কতটা সন্তুষ্ট জানাতে বলা হয়, কিংবা ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করলে কত দ্রুত উত্তর দেয়া হয়েছে সেটাও লক্ষ করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই যে ফ্রিল্যান্সারের রেটিং বেশি তিনি সহজে কাজ পান। ক্লায়েন্টের আচরন কেমন সেবিষয়ে ফ্রিল্যান্সারও ভোট দিতে পারেন। অভিজ্ঞ ফ্রিল্যান্সার কাজের সাথে ক্লায়েন্টও বাছাই করে নেন।

৪. বিড

টেন্ডার বা বিড শব্দটি সম্পর্কে কমবেশি সকলেরই কিছু ধারনা রয়েছে। নির্দিষ্ট কোন কাজের বর্ননা প্রকাশ করার পর যারা কাজ করতে আগ্রহি তারা নির্দিস্ট নিয়মে আবেদন করেন। ফ্রিল্যান্সারের কাজের পদ্ধতি একই, সেকারনে একই শব্দ (বিড) ব্যবহার করা হয়।

ফ্রিল্যান্সার কাজের বর্ননা দেখে সেটা কত টাকায়, কতদিনে করে দিতে ইচ্ছুক সেটা জানান। এটাই বিড। ক্লায়েন্ট তাদের মধ্যে থেকে এক (বা একাধিক) জনকে কাজ দেন।

৫. সাধারন সদস্য এবং বিশেষ সদস্য

প্রায় সমস্ত ফ্রিল্যান্সিং সাইটেই ক্লায়েন্ট এবং ফ্রিল্যান্সার বিনামুল্যে সদস্য হতে পারেন। মুলত কোন সাইটে ক্লায়েন্ট এবং ফ্রিল্যান্সার কত বেশি সেটা তাদের সাফল্য। এটাই তাদের ব্যবসা। বিনামুল্যে সদস্য হওয়ার সুযোগ দিলেও কিছু বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রাখা হয়, টাকা দিয়ে সদস্য হলে সেগুলি দেয়া হয়। মুলত অতিরিক্ত কিছু টাকা আয় করা এর উদ্দেশ্য।

সীমাবদ্ধতাগুলি বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন রকম। যেমন কোন সাইটে বলা হয় বিনামুল্যের সদস্য হিসেবে মাসে ১০টির বেশি বিড করার সুযোগ পাবেন না, কমিশন হিসেবে বেশি টাকা কাটা হবে, কিংবা বিড করার সময় উদাহরন হিসেবে কিছু আপলোড করার সুযোগ দেয়া হবে না, ইত্যাদি। যত বেশি টাকা দিয়ে সদস্য হবেন তত বেশি সুবিধে পাবেন।

একেক সাইটের সদস্য ফি ও একেক রকম। মাসে ২৫ ডলার বা ৫০ ডলার ইত্যাদি।
কোন ফ্রিল্যান্সার সাধারন সদস্য, কোন ফ্রিল্যান্সার টাকা দিয়ে সদস্য এই পরিচিতি সবসময়ই তাদের পরিচিতির পাশে থাকে। টাকা দিয়ে সদস্য হলে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। যিনি টাকা দিয়েছেন তিনি কাজে বেশি আগ্রহি, এটাই ধরে নেয়া হয়।
নতুনদের জন্য সাধারনভাবে পরামর্শ, সাধারন সদস্য হিসেবে শুরু করে আয় শুরু হলে তখন সদস্যপদ কেনার কথা ভাবা যায়। আয় ছাড়াই মাসে ২৫ ডলার দেয়া অনেকের জন্যই অসুবিধেজনক (এবং অনিশ্চিত)।

৬. টাকা পাওয়ার পদ্ধতি
প্রতিটি ফ্রিল্যান্সিং সাইটের টাকা দেয়ার নির্দিস্ট এক বা একাধিক পদ্ধতি থাকে। তাদের সাইটে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়া থাকে। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপুর্ন কারন বহুল ব্যবহৃত কিছু পদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যবহার করা যায় না। যেমন ক্রেডিট কার্ড বা পেপল ইন্টারনেটে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও বাংলাদেশে ব্যবহার করা যায় না। অন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে অয়্যার ট্রান্সফার, মানিবুকারস, ব্যাংক চেক, সরাসরি ব্যাংকে ডিপোজিট ইত্যাদি। সব সাইটে আপনার ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি থাকবে এমন কথা নেই। ইন্টারনেটে আয়ের অন্য যে কোন পদ্ধতির মত এখানেও প্রথমেই জেনে নেয়া প্রয়োজন তাদের টাকা দেয়ার পদ্ধতির সাথে আপনার গ্রহন করার পদ্ধতি মানানসই কি-না।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার সময় আপনাকে পর্যায়ক্রমে যা করতে হবে তা হচ্ছে;

১. কোন ফ্রিল্যান্সিং সাইটে গিয়ে নাম-ঠিকানা-ইমেইল ইত্যাদি তথ্য দিয়ে সদস্য হওয়া।
২. ফ্রিল্যান্সার হিসেবে প্রোফাইল তৈরী করা। দুলাইনে নিজের পরিচিতি তুলে ধরা থেকে শুরু করে আপনি কোন বিষয়ে কাজ করতে চান সেগুলি উল্লেখ করা। একাধিক বিষয় উল্লেখ করতে পারেন। আগের করা কাজের উদাহরন, বর্ননা তুলে ধরতে পারেন এখানে। প্রোফাইল একবারেই তৈরী করতে হবে এমন কথা নেই। সময় নিয়ে এর উন্নতি করতে পারেন।
৩. আপনার কাজের রেট ঠিক করা। কোন সাইটে ঘন্টাপ্রতি কাজের রেট উল্লেখ করতে হয়, কোন সাইট আপনার দক্ষতা-অভিজ্ঞতা হিসেব করে নিজেরাই সেটা ঠিক করে দেয়, কোন সাইটে বিষয়টি গোপন রাখা যায়।

ঘন্টাপ্রতি হিসেব বিষয়টি অনেকের কাছে স্পষ্ট না। অনেকে ধরে নেন অনবরত কাজ করতে যত সময় লাগবে ততটা। কখনো কখনো এই হিসেব ঠিক হলেও সাধারনভাবে ভুল। হিসেব হচ্ছে, আপনি একটি কাজ দেখে হিসেব করবেন সেটা করতে টানা কত ঘন্টা সময় লাগতে পারে। ধরুন ৩ ঘন্টা। সেক্ষেত্রে আপনার রেট অনুযায়ী ৩ ঘন্টার পরিমান টাকা আপনি পেতে পারেন। বাস্তবে কাজটি ৩ ঘন্টায় শেষ না করে ৩ দিনেও করতে পারেন।

ঘন্টাপ্রতি রেট ক্লায়েন্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। আপনি যে রেটে কাজ করবেন সেটাই উল্লেখ করুন। আপনি ঘন্টায় ২০ ডলার উল্লেখ করে ৪০ ডলার আশা করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে আগেই প্রোফাইলে পরিবর্তন করে নিন।

৪. আপনি কিভাবে টাকা পেতে চান সেই তথ্য দেয়া। আগে উল্লেখ করা হয়েছে সব পদ্ধতি আপনার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। টাকা পাওয়ার বিষয়টি আগেই নিশ্চিত করে নিন।

৫. আপনার কাজের ধরন অনুযায়ী কাজের তালিকা দেখুন। সেখানে বর্ননা পড়ুন। যদি মনে হয় আপনি কাজটি করতে পারেন তাহলে সেখানে ক্লিক করে বিড করুন। সাধারনত এজন্য ফরম পুরন করাই যথেস্ট। সেখানে কাজটি কত টাকায় এবং কত সময়ে করবেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন। সাথে সংক্ষেপে আপনার আগ্রহের কথাও জানাতে পারেন।

ভালভাবে কাজ না বুঝে কখনো বিড করবেন না। কিান বিষয় স্পষ্ট না হলে প্রয়োজনে ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করুন। মেসেজ বোর্ডে ক্লিক করে প্রশ্ন জমা দিতে পারেন। ভুলে যাবেন না, আপনি কোন ভুল করলে সেটা আপনার প্রোফাইলে জমা হবে।

সাইটে গিয়ে কাজ খোজা ছাড়াও আপনার পছন্দের ধরনের কাজগুলির লিষ্ট প্রতিদিন ইমেইলের মাধ্যমে পাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

৬. ক্লায়েন্ট আপনার কাছে কোন মেসেজ পাঠালে দ্রুত উত্তর দিন। সাধারনত কোন মেসেজ পাঠালে আপনার ই-মেইল বক্সে সেটা পাবেন। অথবা ফ্রিল্যান্স সাইটে লগিন করে আপনার কোন মেসেজ আছে কিনা দেখে নিন। কখনোই উত্তর দিতে দেরী করবেন না।

ক্লায়েন্ট সাধারনত নিশ্চিত হতে চান আপনি কাজটি ঠিকভাবে করতে পারবেন কিনা, সময়মত জমা দিতে পারবেন কিনা। কখনো কখনো টাকা কমানোর কথাও বলা হয়। যাই হোক না কেন, পেশাদারিত্ব বজায় রেখে তাকে আস্বস্ত করুন।

৭. ক্লায়েন্ট সন্তুষ্ট হলে আপনাকে কাজ করতে বলা হবে। নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে কাজটি করে জমা দিন। পুরো প্রক্রিয়াই সহজে করার ব্যবস্থা ফ্রিল্যান্সিং সাইটে থাকে। কোথাও সমস্যায় পড়লে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে পরামশ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। তারা সবসময়ই সহায়তা করেন। ভুলে যাবেন না, এটা তাদের ব্যবসা।

৮. কখনো কখনো কাজ করার পর কাজের ধরন অনুযায়ী ক্লায়েন্ট তাতে সামান্য পরিবর্তনের কথা বলতে পারেন। সেটা করে দিন। ক্লায়েন্ট কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট হলে তবেই আপনার দায়িত্ব শেষ।

৯. কাজ জমা দেয়া, ক্লায়েন্টের কাজ বুঝে পাওয়া, টাকা দেয়া ইত্যাদি কাজগুলি ফ্রিল্যান্সিং সাইট করে। এখানে আপনার সরাসরি কিছু করার থাকে না। সাধারনত এই প্রক্রিয়া শেষ হলে আপনার একাউন্টে টাকা জমা হবে। আপনার একাউন্ট দেখে নিশ্চিত হতে পারেন সেটা হয়েছে কি-না।
কোন কারনে টাকা জমা না হলে, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে সেবিষয়ে খোজ নিতে পারেন। সরাসরি ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ফ্রিল্যান্সিং সাইটে অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট যায়গা আছে সেখানে জানাতে পারেন।

১০. ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলিতে সাধারনত বলে দেয়া হয় কমপক্ষে কত টাকা জমা হলে আপনি উঠাতে পারেন। সেই পরিমান টাকা জমা হলে টাকা উঠানোর লিংক থেকে টাকা উঠান।
সাধারন পরামর্শ, ফ্রিল্যান্সিং সাইটে বেশি টাকা জমা রাখবেন না। উঠানোর মত টাকা জমা হলে সাথেসাথে নিজের একাউন্টে সরিয়ে নিন।

১১. আপনি যোগাযোগ করলেই সাথেসাথে কাজ পেতে শুরু করবেন এটা ধরে নেবেন না। এজন্য ধীর্ঘদিন চেষ্টা করে যেতে হতে পারে। প্রতিবার চেষ্টার পর নিজের কোন ভুল হয়েছে কিনা, কিভাবে আরো ভাল করা যায় এই বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিন।

কোন বিশেষ সাইটে বিশেষ নিয়ম থাকতে পারে। তারপরও সাধারনভাবে জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলি ব্যবহারের মুল নিয়ম এটাই। এখানে সমস্যাহীন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে অনেক সময় নানা ধরনের জটিলতা তৈরী হয়। এগুলির ধরন এত বিচিত্র যে আলোচনা করার সুযোগ নেই। এমনকি আগে থেকে সাবধান হওয়ার সুযোগও নেই।
সচেতন থাকুন, এটাই একমাত্র পরামর্শ। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিন। ব্যর্থতা ছাড়া কেউই একবারে সফল হন না।

ফ্রিল্যান্সিং সাইটের ভালমন্দ

ভাল-মন্দ বিষয়টি আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা ভাল আরেকজনের কাছে কোন কারনে তা ভাল মনে নাও হতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং এর কাজের ধরন যেমন বিচিত্র তেমনি ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলির কাজের পদ্ধতিও ভিন্ন। এক সাইটের নিয়ম অন্য সাইটে অন্যভাবে থাকতে পারে।

কাজেই কোন সাইট ভাল, কোন সাইট মন্দ একথা সরাসরি বলার সুযোগ নেই। অবশ্য স্ক্যাম সাইটের কথা এখানে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না।

ফ্রিল্যান্সিং সাইটকে সরলভাবে দুভাগে ভাগ করতে পারেন। বড় সাইট এবং ছোট সাইট। বড় সাইট হচ্ছে যেগুলি বেশি সংখ্যক ক্লায়েন্ট এবং ভিজিটর ব্যবহার করেন। সেখানে কাজের পরিমান বেশি। এর বিপরীত অবস্থাকে ছোট সাইট বলতে পারেন।

বড় এবং ছোট সাইটের মধ্যে কোনটি পছন্দ করবেন ?

এরও উত্তর এককথায় দেয়া কঠিন। বলা যেতে পারে যার জন্য যেটা মানানসই। হিসেব করতে পারেন এভাবে;

১. বড় সাইটে বেশি সংখ্যক ক্লায়েন্ট, কাজেই সেখানে সবময়ই বেশি কাজ জমা থাকে। বিড করার মত কাজ পেতে সমস্যা হয় না।
২. যারা উচুমানের কাজ করাতে চান তারা বড় সাইটে যোগাযোগ করেন। ফলে বড় সাইটে কাজের রেট তুলনামুলক ছোট সাইট থেকে বেশি। ফ্রিল্যান্সার বেশি আয়ের সুযোগ পান।
৩. বড় সাইটগুলির নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা, সেবাদান, টাকা উঠানোর ব্যবস্থা, পরার্মশ দেয়ার ব্যবস্থা সবকিছুই উন্নত। ফলে ফ্রিল্যান্সার সাধারনত সমস্যায় পড়েন না।
৪. বড় সাইটের কিছু সমস্যাও বিদ্যমান। বিশেষ করে নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য। বড় সাইট মানেই বেশি ফ্রিল্যান্সার। তাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা এতটাই বেশি যারসাথে নতুনদের প্রতিযোগিতা করে কাজ পাওয়া কঠিন।

বড় এবং ছোট সাইটের মধ্যে বিচার করার সময় এভাবে ভাবতে পারেন। যদি বড় সাইটে কাজ পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে ছোট সাইট প্রয়োজন নেই। আর নতুন অবস্থায় কাজ পেতে যদি সমস্যার সম্মুখিন হন তাহলে ছোট

সাইটে চেষ্টা করতে পারেন। ফ্রিল্যান্সিং শুরুর দিকে অর্থের চেয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর দিকে বেশি দৃষ্টি দেয়া ভাল।

উদাহরন হিসেবে বলা যায়, ওডেস্ক বা ফ্রিল্যান্সারে কোন কাজ করে যে পরিমান অর্থ পেতে পারেন, গুরু সাইটে সেই মানের কাজ তুলনামুলক কম টাকায় করতে হতে পারে। সেখানে কাজ পাওয়া তুলনামুলক সহজ।

কাজের ধরন অনুযায়ীও সাইট বিভিন্ন ধরনের হয়। কোন সাইটে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ বেশি, কোথাও ডাটাএন্ট্রি বিষয়ক কাজ বেশি, কোথাও ওয়েব ডিজাইন বিষয়ক কাজ বেশি। এবিষয়ে পরামর্শ দেয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং সম্ভাব্য সবগুলি সাইটে গিয়ে তাদের সাইট ভালভাবে দেখে বোঝার চেষ্টা করতে পারেন আপনার কাজের জন্য সেটা কতটা উপযুক্ত।

কি দেখে ফ্রিল্যান্সিং সাইট বাছাই করবেন

ফ্রিল্যান্সিং সাইট বাছাই করার কাজ সবসময়ই কঠিন। ভুলে যাবেন না এটা একটা ব্যবসা। ব্যবসায়িক কারনে প্রচার এবং অপপ্রচার দুইই করা হয়। কেউ প্রচার করেন আর্থিক সুবিধের জন্য, সেকারনে ইচ্ছে করে বাড়িয়ে প্রচার করা হতে পারে। কোন সাইট বিশেষ ধরনের কাজের জন্য ভাল হওয়ার পরও আপনার কাজের জন্য ভাল না হতে পারে, অন্য দেশের জন্য ভাল হওয়ার পর বাংলাদেশের জন্য ভাল না হতে পারে। এমনকি ব্যক্তিগত কোন কারনেও আপনার জন্য কোন সাইট ভাল না হতে পারে।

সাধারনভাবে কোন সাইট বাছাইয়ের জন্য যা করতে পারেন;

১. স্ক্যাম সাইট কিনা জেনে নিন

স্ক্যাম সাইটের বিষয়ে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এধরনের সাইট নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে কাজ করায়, কখনো কিছু টাকা দেয় কখনো আদৌ দেয় না। আরেকধরনের স্ক্যাম সাইট টাকা দিয়ে কাজ পাওয়ার কথা বলে। যদি বলা হয় অমুক সাইটে টাকা দিয়ে সদস্য হলে ডাটা এন্ট্রি করে দিনে ২০০ ডলার আয় করা যাবে, কিংবা সার্ভে করে মাসে ১০ হাজার ডলার আয় করা যাবে, জানবেন সেটা স্ক্যাম সাইট। কোন ধরনের ডাটা এন্ট্রি করেই দিনে ২০০ ডলার আয় করা যায় না।

কোন সাইট যে কথাগুলি বলে সেগুলি বাস্তবসম্মত কিনা এপ্রশ্ন করে সহজে স্ক্যাম সাইট যাচাই করতে পারেন।

২. রিভিউ পড়ে নিন

ইন্টারনেটে সার্চ করে যে কোন সাইটের রিভিউ পড়ার সুযোগ পাবেন। কেউ একজন হয়ত সেটা লিখেছেন অন্যদের জানানোর জন্য। এরপর সেই সাইট যারা ব্যবহার করেছেন তারা নিজেদের মতামত জানিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। সাধারনত কেউ কোনভাবে প্রতারিত হয়েছেন মনে করলে সেগুলি এধরনের সাইটে প্রকাশ করেন। কোন সাইটের ত্রুটি আছে কি-না জানার জন্য এগুলি অত্যন্ত সহায়ক। একইভাবে যারা উপকার পেয়েছেন তারাও তাদের সন্তুষ্টির কথা জানান।

৩. কাজের ধরন জেনে নিন

কোন সাইট কোন ধরনের কাজের জন্য সুবিধেজনক জেনে নিন। আপনি যেধরনের কাজ করতে চান সেগুলি সেই সাইটের প্রধান বিষয় কিনা খোজ নিন। তাদের সাইটে গিয়ে কাজের বর্ননা দেখে নিতে পারেন।

৪. তাদের নিয়মগুলি পড়ে নিন

প্রতিটি সাইট ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। প্রত্যেকের নিয়ম আলাদা হতে পারে। সেখানে নিয়ম, শর্ত ইত্যাদি পড়ে নিন। আপনার জন্য সমস্যার কারন হতে পারেন এমন কোন শর্ত থাকলে সেখানে কাজ করবেন না।

ফ্রিল্যান্সিং সাইটের অভাব নেই। একটা পছন্দ না হলে আরেকটা হবে। খোজ করলে অবশ্যই আপনার জন্য সুবিধেজনক সাইট পাবেন।

৫. টাকা দেয়ার নিয়ম জেনে নিন

তাদের টাকা দেয়ার পদ্ধতির সাথে আপনার টাকা নেয়ার পদ্ধতির মিল যাচাই না করে কখনো কাজ করবেন না। অন্যের একাউন্ট ব্যবহার করা বা অন্য কোনভাবে টাকা নেয়ার পদ্ধতি গ্রহনযোগ্য না। গ্রহনযোগ্য এবং প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে লেনদেনে যাবেন না।

৬. পরীক্ষা করে দেখুন

ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলি সবসময়ই তাদের সুবিধার কথা বাড়িয়ে বলে। অনেকসময় এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা

হয় বা আপাত ঠিক মনে হলেও বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। যেহেতু বিনামুল্যে সদস্য হয়ে কাজের চেষ্টা করা যায় সেহেতু নিজে সদস্য হয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিন।

৭. একাধিক সাইট ব্যবহার করুন

বিভিন্ন কারনে কোন বিশেষ সাইটে সমস্যা হতে পারে। পুরোপুরি কোন একক সাইটের ওপর নির্ভর না করাই ভাল। সবসময়ই অন্য সাইটের সাথে যোগাযোগ রাখুন। আরো ভাল সাইটের খোজ করুন। ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলি আপনাকে দিয়ে ব্যবসা করছে, সবসময়ই আপনার চেয়ে ভালো কাউকে খোজ করছে। ভাল সাইট খোজ করা আপনার অধিকার।

কেসষ্টাডি : ফ্রিল্যান্সার

একসময় নাম ছিল GetAFreelancer, বর্তমান নাম freelancer, সদস্য সংখ্যা ৪০ লক্ষের বেশি। সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলির একটি। তাদের সম্পর্কে প্রশংসা এবং সমালোচনা দুইই রয়েছে। ফ্রিল্যান্সিং সাইট সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার জন্য যাকিছু প্রয়োজন সবই রয়েছে এই সাইটের। বাংলাদেশে তাদের প্রচারনাও চোখে পড়েছে।

ফ্রিল্যান্সার সাইটের পরিচিতি, ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি জানলে সহজেই অন্য যেকোন সাইট ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরন হিসেবে তাদের পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে এখানে।

১. সদস্য হওয়া

ফ্রিল্যান্সার সাইটের সদস্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে ই-মেইল এড্রেস প্রয়োজন। ফ্রিল্যান্সিং কাজের জন্য পৃথক ইমেইল ব্যবহার করতে চাইলে সেটা আগে তৈরী করে নিন। তাদের সাইটে যান এবং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নাম লেখানোর জন্য লিংকে ক্লিক করুন (কাজ করার জন্য ক্লায়েন্ট হিসেবে সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে ক্লিক করবেন না)।

নিজের নাম, ঠিকানা, ইমেইল এড্রেস ইত্যাদি দিয়ে ফরম পুরন করুন। ফ্রিল্যান্সার একাউন্টের জন্য লগিন নেম, পাশওয়ার্ড ইত্যাদি দিন এবং সাবমিট করুন।

আপনার ইমেইল চেক করুন। আপনার কাছে মেইল করে একটি কোড পাঠানো হবে (কয়েক মিনিট সময় লাগতে পারে)। কোডটি কপি করে তাদের সাইটে পেষ্ট করুন। এখন থেকে আপনি তাদের সদস্য। লগিন নেম এবং পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে তাদের সাইটে ঢুকতে পারেন।

সদস্য হওয়ার সময় (এবং পরে) আপনার পরিচিত কয়েকজনের ইমেইল এড্রেস দিয়ে (যারা ফ্রিল্যান্সার এর সদস্য হননি) সদস্য হওয়ার আহ্বান জানাতে পারেন। এতে আপনার নামে পয়েন্ট যোগ হবে।

২. প্রোফাইল তৈরী করা

আপনার একাউন্টে ঢুকলেই ড্যাসবোর্ড থেকে প্রোফাইল তৈরী বা পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন। সেখানে আপনি যে তথ্যগুলি ক্লায়েন্টের সামনে তুলে ধরতে চান সেগুলি দিন। নিজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ননা লিখুন, নিজের ছবি আপলোড করুন (অনেকে লোগো ব্যবহার করেন), যে বিষয়গুলির কাজ করতে চান সেই বিষয়গুলি সিলেক্ট করুন, আগের করা কাজের উদাহরন থাকলে আপলোড করুন ইত্যাদি।

প্রোফাইল যত উন্নত কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ক্লায়েন্ট কাজ দেয়ার আগে ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইল দেখে নেন। কাজেই একে সবসময়ই গুরুত্ব দিতে হয়।

৩. মেম্বারশিপ

ফ্রিল্যান্সারে বিনামুল্যের সদস্য হওয়া যায় আবার টাকা দিয়ে সদস্য হয়ে অতিরিক্ত সুবিধে পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলতে পারেন, বিনামুল্যের সদস্য হিসেবে সব সুবিধে পাওয়া যায় না।

বর্তমান নিয়মে তাদের মেম্বারশীপ ৪ ধরনের, বিনামুল্যের ছাড়াও বেসিক, ষ্টান্ডার্ড এবং প্রিমিয়াম। মাসিক ফি বিনামুল্য থেকে প্রায় ৫০ ডলার পর্যন্ত (৪৯.৯৫)। সাধারন মেম্বাররা সীমিত সংখ্যক বিড করার সুযোগ পান, অন্যদের এই সুবিধে বেশি। এছাড়া সহজে কাজ পাওয়া, টাকা উঠানোর সহজ ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য টাকা দিয়ে সদস্য হতে হয়।

৪. বিড করা

তাদের সাইটে ঢুকলে সবশেষ জমা দেয়া কাজগুলির তালিকা দেখা যাবে। সেখানে কাজের বর্ননা, আনুমানিক দর ইত্যাদি তথ্য দেয়া থাকে। কাজের নামের ওপর ক্লিক করে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। আপনার কাজের ধরনের সাথে মানানসই কাজ এখান থেকে পছন্দ করে বিড করতে পারেন। অথবা আপনি যে ধরনের কাজ খোজ করছেন সেই ধরনের কাজের তালিকা দেখে নিতে পারেন।

৫. প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া

ফ্রিল্যান্সার সাইটের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ করা। কোন কাজকে প্রতিযোগিতা হিসেবে তুলে ধরা হয়। আপনি সরাসরি তাতে অংশ নিতে পারেন। যেমন লোগো ডিজাইন প্রতিযোগিতা। লোগো তৈরীর বর্ননা এবং পুরস্কারের পরিমান দেয়া থাকে। সরাসরি লোগো ডিজাইন করে পাঠিয়ে দিতে পারেন। জয়ী হলে পুরস্কারের টাকা পাবেন।

প্রতিযোগিতার বিষয়টি সুবিধেজনক অনেকগুলি কারনে। যারা অংশ নেন তাদের কাজ দেখে নিজের কাজ উন্নত করতে পারেন, ক্লায়েন্ট রেটিং দেখে জানতে পারেন তিনি কোন ধরনের কাজ পছন্দ করছেন, তারসাথে মিল রেখে নিজের কাজ উন্নত করতে পারেন। সাধারনত প্রতিযোগিতার পুরস্কারের টাকার পরিমান বিড করা কাজের থেকে বেশি।

বিড করার সময় আপনার দক্ষতা প্রথমে যাচাই করা হয়। প্রতিযোগিতায় সরাসরি ভাল কাজ জমা দিয়ে দেখানোর সুযোগ থাকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে স্ক্রিপ্টল্যান্স নামে আরেকটি ফ্রিল্যান্স সাইট এই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রিল্যান্সার সাইটটি কিনে নিয়েছে।

প্রতিযোগিতায় লোগো ডিজাইন বিষয়ক কাজ সবচেয়ে বেশি। সাথে ব্যানার ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন এবং অন্যান্য কাজও দেয়া হয়।

৬. টাকা উঠানোর পদ্ধতি

অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতির সাথে মানিবুকার ব্যবহার করা যায়। সেকারনে বাংলাদেশ থেকে ব্যবহার করতে কোন সমস্যা নেই।

আপনার একাউন্টে ঢুকলেই আপনার নমে জমা টাকার পরিমান দেখতে পাবেন। টাকা তাদের একাউন্ট থেকে নিজের একাউন্টে পাঠানোর জন্য উইথড্র ফান্ড কমান্ড দেবেন।

৭. পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা

অন্যান্য অনেক সাইটের মত এখানেও আপনি যে বিষয়ে কাজ করতে চান সেই বিষয়ে অনলাইন পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। যারা পরীক্ষায় ভাল করেন তারা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামুলক অগ্রাধিকার পান।

বিনা ফি-তে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ তুলনামুলক কম। অধিকাংশ বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ফি দিতে হয়।

৮. ফ্রিল্যান্সারের রেটিং

বিড করলে বা প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে আপনার নামে পয়েন্ট যোগ হয়। যার পয়েন্ট যত বেশি তিনি তত সুবিধে পান। এছাড়া আপনার কাজের দক্ষতা অনুযায়ীও রেটিং করা হয়।

৯. ফ্রিল্যান্সার মার্কেটপ্লেস

ফ্রিল্যান্সার মার্কেটপ্লে নামে একটি অংশে অনলাইনে বিক্রির সুযোগ রয়েছে। ওয়েবের জন্য ডিজাইন বা টেম্পলেট তৈরী করে এখানে রেখে বিক্রি করতে পারেন। বিক্রি হলে টাকা পাবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, একই ডিজাইন বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিনতে পারে।

বিক্রির জন্য ডিজাইন তৈরীর নির্দেশ তাদের সাইটে দেয়া আছে।

১০. ডকুমেন্টেশন

ফ্রিল্যান্সার সাইট ব্যবহারের নিয়মকানুন, ভাল করার জন্য পরামর্শ থেকে শুরু করে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে তাদের সাইটে।

সাইটে দেয়া তথ্যে আপনার চাহিদা পুরন না হলে প্রশ্নও করতে পারেন।

১১. এফিলিয়েশন

তাদের এফিলিয়েশন প্রচার করে অন্যদের সদস্য বানিয়ে আয় করতে পারেন। আপনার মাধ্যমে সদস্য

হয়ে আয় করলে তার অংশ আপনাকে দেয়া হবে ।

ফ্রিল্যান্সার এর সমালোচনা

ফ্রিল্যান্সার এর প্রশংসা যেমন রয়েছে তেমনি এর সমালোচনাও কম নেই । তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রীতিমত মারাত্মক । কেউ কেউ একে স্ক্যাম সাইট হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এবিষয়ে ক্রমাগত প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন । ইন্টারনেটে বহু ওয়েবসাইট-ব্লগ-ফোরামে বিভিন্ন জনের মতামত রয়েছে এবিষয়ে । নিজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে কেউ সমালোচনা করছেন, কেউ প্রশংসা করছেন ।

তাদের নামে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে এমন;

১. কাজ শেষ হওয়ার পর টাকা উঠানোর সময় নানা কারন দেখিয়ে টাকা দিতে আপত্তি করে । কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন তাদের একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ।
   টাকা না দেয়ার একটি সাধারন কারন হচ্ছে পরিচিতি নিশ্চিত করা । নিজের পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাশপোর্ট ইত্যাদি হাতে ধরে ছবি উঠিয়ে পাঠানোর পরও বলা হয়েছে পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি ।
   অথচ ফ্রিল্যান্সার কাজ ঠিকভাবে করেছেন, তার আয়ের টাকা সাইটে জমা আছে । এই টাকা দিতে কোন আপত্তি থাকা উচিত না । এমনকি ছদ্মপরিচয় ব্যবহার করলেও তাদের আপত্তি থাকার কোন কারন নেই ।
২. হয়ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার জিতেছেন, টাকা উঠানোর সময় বলা হল ক্লায়েন্ট তার পরিচয় নিশ্চিত করেননি । এটা গ্রহনযোগ্য যুক্তি হতে পারে না । ক্লায়েন্ট কাজ বুঝে নিয়েছেন, সাইটকে টাকা বুঝিয়ে দিয়েছেন, এরপর তিনি নিজের ইমেইল নিশ্চিত করলেন কি-না তাতে কার কি যায় আসে! তিনি একে প্রাধান্য দেবেন কেন ? আর এজন্য ফ্রিল্যান্সারের টাকা আটকে রাখা হবে কেন ?
৩. অনেকে অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন কারন দেখিয়ে তাদের একাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেয়া হয়েছে । কারো কারো অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট থেকেও টাকা কেটে নেয়া হয়েছে ।
৪. যে কাজে অংশ নেননি এমন কাজের উল্লেখ করে ফি হিসেবে টাকা কেটে নেয়ার অভিযোগ করেছেন অনেকে ।

৫. কোন কোন ক্লায়েন্ট তাদের সাইটেই উল্লেখ করেছেন তিনি প্রতিযোগিতায় যে পুরস্কারের চুক্তি করেছেন বর্ননার সময় তারচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে তারকাছে বেশি টাকা নেয়া হয়েছে অন্যদিকে যে পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে সেটা তিনি দিতে নারাজ। ক্লায়েন্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রতিযোগিতা বাতিল করে সরে গেছেন।
৬. escrow নামের নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থায় ভুয়া হিসেব দেখানো হয়েছে। এই টাকা ফ্রিল্যান্সার কখনো পান না।
৭. অনেকেই অভিযোগ করেছেন বিনা কারনে তাদের একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাদের দাবী, মুলত টাকা না দেয়ার কারনে এটা করা হয়েছে।

এই অভিযোগগুলির অনেকগুলি এতটাই মারাত্মক যে সাইটকে অবিশ্বাস করতে হয়। অন্যদিকে এর পরও বহু সংখ্যক ফ্রিল্যান্সার এবং ক্লায়েন্ট সাইটটি ব্যবহার করছেন। আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই হিসেব মেলানো কঠিন এই সাইট ব্যবহার করবেন কি করবেন না।
বিবেচনা করতে পারেন এভাবে। সাইটটি তাদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। অভিযোগগুলি দুর করে সাইট চালু রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া অনেকে যখন ব্যবহার করে ভাল ফল পাচ্ছেন তখন আপনিও ব্যবহার করতে পারেন।
অন্যদিকে এত বিপুল পরিমান সুনির্দিষ্ট অভিযোগ যখন কারো নামে করা হয় সেটা উপেক্ষা করা যায় না। ভুল বোঝাবুঝি, অব্যবস্থাপনা অথবা ইচ্ছাকৃত যাই হোক না কেন, এগুলি সত্যি। এধরনের সাইটের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না।

সাবধানতার জন্য যে কাজগুলি করতে পারেন তা হচ্ছে;

১. তাদের সাইটে টাকা জমা রাখবেন না। উঠানোর মত টাকা জমা হলে নিজের একাউন্টে সরিয়ে ফেলুন।
২. নিজের একাউন্টের দিকে শতর্ক দৃষ্টি রাখুন। যদি আপনার টাকা কারন ছাড়া কাটা হয় সেই মুহুর্তে নিজে থেকেই একাউন্ট বাতিল করুন। কেউ প্রতারনা করছে এটা জানার পর সেখানে কাজ করার কোন অর্থ নেই।
৩. শুধুমাত্র একটি সাইটের ওপর নির্ভর করবেন না। অন্য সাইটেও একই সংগে কাজ করুন।

৪. তাদের নিয়মবিরোধী কোন কাজ করবেন না। তাদের পক্ষ থেকে বন্ধ একাউন্ট সম্পর্কে নিয়ম ভঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (নির্দিস্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি)। কারো কারো ক্ষেত্রে সেটা সত্য হতে পারে। ডিজাইনের সময় অন্যের কপিরাইট করা কিছু ব্যবহার করা কিংবা অন্য ডিজাইন হুবহু নকল করা নিয়মভঙ্গ। এসব কারনে একাউন্ট বাতিল করলে আপনি অভিযোগ করতে পারেন না।

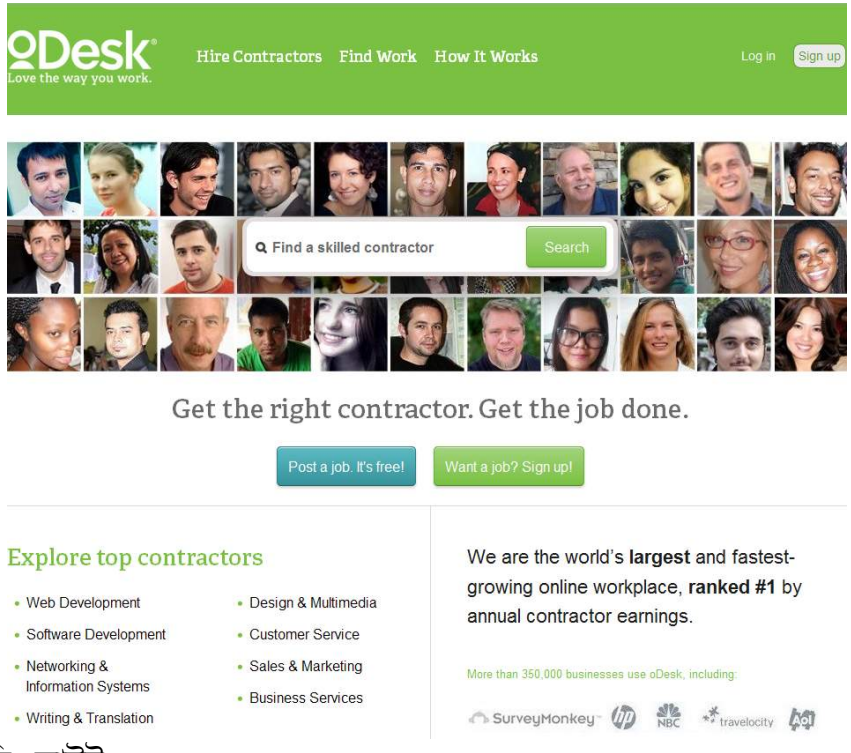

অন্যান্য ফ্রিল্যান্সিং সাইট

ফ্রিল্যান্সারের কখনোই কোন একটি সাইটের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত না। কোন সাইট ব্যবহার করে পুরোপুরি সন্তুষ্ট থাকলেও অন্য সাইটের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত। বিশেষ সাইটে কখনোই সমস্যা হবে না এবিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না।

সাধারনভাবে ফ্রিল্যান্সিং সাইটের পরিচিতি উল্লেখ করার সময় সবচেয়ে বড় সাইটগুলির নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন odesk.com, freelancer.com, elance.com, guru.com, vWorker.com
ইন্টারনেটে সার্চ করলে এধরনের আরো বহু সাইট পাওয়া যাবে। প্রতিটি সাইটেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট থাকে। একেক সাইট একেকজনের জন্য সুবিধেজনক মনে হয়। কোন সাইট একজন ব্যবহার করে সেই কারনে আপনাকেও ব্যবহার করতে হবে এমন ধরে না নেয়াই ভাল।
কোন সাইট ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে সেই সাইটের রিভিউ পড়ে নিন, কোন অভিযোগ আছে কিনা জেনে নিন এবং তাদের টাকা দেয়ার পদ্ধতি জেনে নিন।

ফ্রিল্যান্সিং কাজ পাওয়া এবং কাজ করা

যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন তারা কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা নিয়ে শুরু করেন। ধরুন গ্রাফিক ডিজাইন। তিনি ফটোশপ-ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে বাস্তব কিছু কাজ করেছেন, এই যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অনলাইনে কাজ করতে চান।
তিনি ওডেস্ক বা ফ্রিল্যান্সার এর মত কোন সাইটের সদস্য হয়ে কাজের জন্য চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক। ফ্রিল্যান্সিং কাজ সম্পর্কে অনেক সময়ই এমনভাবে বলা হয় যে তিনি ধরে নেন কাজের জন্য বিড করলেই সাথেসাথে কাজ পাওয়া যাবে।
বাস্তবতা সেকথা বলে না। অনেককেই প্রথম কাজ পাওয়ার জন্য কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত বিড করে যেতে হয়। কখনো কখনো অনেকে চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন এমন উদাহরনের অভাব নেই।
বিষয়টি যুক্তি দিয়ে দেখলে এমন হতে পারে, আপনি যখন প্রথমবারের মত কাজের চেষ্টা করছেন তখন আপনার নামের পাশে কোন ফ্রিল্যান্সিং কাজের অভিজ্ঞতা লেখা নেই, যারা আগে থেকে কাজ করছেন তাদের আছে। কাজেই ক্লায়েন্ট নিশ্চিয়তা পান না আপনি কাজটি ঠিকভাবে করতে পারবেন কি-না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়মত কাজ শেষ না হওয়ার ঝুকি ক্লায়েন্ট নিতে চান না। ফলে প্রথম কাজ পাওয়া সহজ হয় না। অনেকে ধরেই নেন কাজ করার চেয়ে কাজ পাওয়া কঠিন।
সরলভাবে বিষয়টি এমন, প্রথম কাজ পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। এজন্য বহুদিন চেষ্টা করতে হয়।

যারা বহুদিন ধরে কাজ করছেন তারাও একদিন এভাবেই শুরু করেছিলেন একথা মনে করে নিজেকে বলতে পারেন, এটাই পদ্ধতি। আপনাকে এভাবেই সামনের দিকে যেতে হবে।

সুবিধের দিক হচ্ছে যারা কাজ করেছেন তারা সবসময়ই তাদের অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের জানান। তাদের পথ অনুসরন করে এই বাধা অতিক্রম করা যায়।

অভিজ্ঞ ফ্রিল্যান্সারদের অভিজ্ঞতা, ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলির দেয়া পরামর্শ এবং যারা ফ্রিল্যান্সিং কাজ নিয়ে গবেষনা করে তদের বক্তব্যগুলি একসাথে করলে সহজে কাজ পাওয়ার জন্য কিছু নিয়ম তৈরী হতে পারে। নিয়মগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে।

কিভাবে সহজে কাজ পাবেন

ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কাজ পাওয়ার পদ্ধতি বিড করা। যত বিরক্তিকরই মনে হোক না কেন, বারবার চেষ্টা করে বিফল হোন না কেন, একাজ না করে উপায় নেই। কিভাবে বিড করলে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা সেদিকে দৃষ্টি রাখুন;

১. কম টাকায় বিড করুন

সাধারনত ক্লায়েন্ট কাজের বর্ননার সাথে তার বাজেট উল্লেখ করে দেন। যেমন কোন ডিজাইনের জন্য ২০ থেকে ২৫০ ডলার। এর অর্থ তিনি ২৫০ ডলারের বেশি খরচ করবেন না।

অনভিজ্ঞ হিসেবে আপনি যখন বিড করছেন তখন আপনি তাকে কম টাকায় কাজ করার সুবিধে দেয়ার কথা বলতে পারেন। সমস্যা হচ্ছে, একেবারে কম টাকা উল্লেখ করলে তিনি আপনাকে অদক্ষ ধরে নিতে পারেন। দাম এবং মান দুইয়ের সামঞ্জস্য রেখে বিড করুন।

কাজেই নতুনদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে, অন্যরা কত বিড করেছে সেটা দেখে নিন। এরপর যতটা সম্ভব কম টাকায় বিড করুন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ক্লায়েন্ট সবসময়ই কম টাকায় কাজ করাতে আগ্রহি একথা ঠিক না। অনেকে ২৫০ ডলার উল্লেখ করার পরও যদি জানানো যায় সত্যিকারের ভাল কাজের জন্য খরচ আরো বাড়বে তাহলে তিনি সেটা বাড়াতে আপত্তি করেন না।

২. সহজ কাজ করুন

আপনি বেশি টাকার কাজ করতে চান, বেশি আয় করতে চান। সেজন্য বেশি দক্ষতা প্রয়োজন। হয়ত সেটা আপনার আছেও। কিন্তু কাজ না করা পর্যন্ত নতুন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি আপনার দক্ষতা

দেখানোর সুযোগ পাচ্ছেন না।

তুলনামুলক সহজ কাজের চেষ্টা করুন। এতে অল্প টাকা পাওয়া যাবে, কাজে সন্তুষ্টি হয়ত আসবে না কিন্তু আপনার নামের পাশে অভিজ্ঞতা জমা হবে। এর ওপর ভর করে ক্রমে বড় এবং জটিল কাজের দিকে যেতে পারেন।

৩. নমুনা দেখান

আপনি দক্ষতার সাথে, ভালভাবে কাজ করতে পারেন সেটা জানানোর জন্য আগের করা কাজগুলির নমুনা দেখান। প্রোফাইলে সেটা দেয়ার পরও বিড করার সময় (যদি দেয়ার সুযোগ থাকে) তাহলে কাজের সাথে মানানসই নমুনা আপলোড করুন।

লোগো ডিজাইনের মত কাজে আগেই নমুনা ডিজাইন করে দেখাতে পারেন। এতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪. রেফারেন্স ব্যবহার করুন

আপনি বড় কোন কোম্পানীর কাজ করেছেন, বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য কোন কাজ করেছেন ইত্যাদি উল্লেখ করলে সবসময়ই কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়া যায়। হয়ত অবাক হতে পারেন, অনেকে বড় কাজ বিনা টাকায় করেন শুধুমাত্র রেফারেন্স ব্যবহার করা যাবে এই কারনে। এই পদ্ধতি সবসময়ই কার্যকর।

৫. ক্লায়েন্ট বিশ্লেষন করুন

সাধারনভাবে মনে করা হয় একজন ক্লায়েন্ট তার কাজের জন্য ফ্রিল্যান্সিং সাইটে যোগাযোগ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই একথা ঠিক হলেও লক্ষ করলে দেখা যাবে একই ক্লায়েন্ট নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের কাজ করাচ্ছেন। আরেকটু গভিরে গেলে দেখা যাবে তিনি কাজগুলি তার নিজের না। তিনি বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে কান নিচ্ছেন, সেগুলি ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে করিয়ে নিচ্ছেন।

আপনার পক্ষে যদি যানা সম্ভব হয় কোনটি ক্লায়েন্টের নিজের কাজ, কোনটি তিমি মাধ্যম হিসেবে করাচ্ছেন তাহলে সেভাবে বিড করে সহজে ফল পাওয়া যায়।

বিষয়টি এমন, যিনি একে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি যতটা সম্ভব বেশি লাভ করতে চান। তারকাছে কম টাকাই মুখ্য। তাদের কাছে বেশি টাকা পাওয়ার সম্বাবনা নেই। অন্যদিকে সুবিধে হচ্ছে, কাজে একেবারে নিখুত না হলেও তিনি নিজের লাভের কারনে মুল ক্লায়েন্ট বোঝানোর দায়িত্ব নেবেন,

সেই হিসেবে তাদের কাজ করা তুলনামুলক সহজ। এধরনের ক্লায়েন্টের কাছে একবার কাজ পেলে নিয়মিত কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অন্যদিকে কাজটি যদি ক্লায়েন্টের নিজের হয় তাহলে তিনি সবচেয়ে ভাল কাজ পেতে চাইবেন। আপনার কাজের বৈশিষ্ট কি, কি কারনে আপনি কাজটি পাওয়ার যোগ্য এধরনের যোগাযোগ করে কাজের চেষ্টা করতে পারেন।

৬. ক্লায়েন্টকে বিশেষ সুবিধে দিন

কোন কাজের জন্য বিড করেছেন হয়ত কয়েক ডজন ফ্রিল্যান্সার। ক্লায়েন্ট তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেবেন। আপনি নিজেকে সেখানে দেখতে চাইলে তাকে জানান ঠিক কোন কারনে আপনি অন্যদের থেকে আলাদা।

স্থানীয় কোন ব্যবসার সাথে বিষয়টি তুলনা করতে পারেন। পাশাপাশি দুটি দোকান, একই জিনিষ বিক্রি করে, একই দামে। তারপরও এক দোকানে ভিড় বেশি অন্য দোকানে ক্রেতা নেই।

৭. হিসেব করে বিড করুন

আপনাকে হয়ত ইচ্ছেমত প্রতিটি কাজে বিড করার সুযোগ দেয়া হবে না। নির্দিস্ট সময়ের জন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আপনি অবশ্যই তাদের সবগুলিকে কাজে লাগাতে চান। সেকারনেই প্রয়োজন হিসেব করে বিড করা।

প্রথমে সম্বাব্যতা যাচাই করুন, আপনার কোন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শুধুমাত্র সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিন। সম্ভাবনা কম থাকলে সেকাজ বিড করা থেকে দুরে থাকুন। এমনকি নিজের পুরো কোটা পুরন না হলেও।

এর ভাল দিক রয়েছে একাধিক। যেহেতু সম্ভাবনা কম সেহেতু ধরেই নেয়া হচ্ছে আপনি কাজটি পাচ্ছেন না। চেষ্টা করে কাজ না পাওযা সবসময়ই মনকষ্টের কারন। অন্তত এথেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে যে সম্ভাব্য কারনে কাজটি পাবেন না মনে হচ্ছে সেটা দুর করার প্রস্তুতি নিতে পারেন। বিশেষ কোন দিকে আস্থার অবাব থাকলে সেই বিষয়ে আরো দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।

৮. অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন

ফ্রিল্যান্সিং এক ধরনের ব্যবসা। একজন ব্যবসায়িকে সবসময়ই চেষ্টা করতে হয় কিভাবে ব্যবসার উন্নতি করবেন, সেভাবেই একজন ফ্রিল্যান্সারকে সবসময়ই চেষ্টা করতে হয় উন্নতির জন্য। কোন ভুল করেছেন

কি-না, করলে আগামীতে সেটা কিভাবে এড়ানো যায় ইত্যাদি ক্রমাগত বিশ্লেষন করে নিজের উন্নতি করতে পারেন ।

ভাল ফ্রিল্যান্সারের জন্য নীতিমালা

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যারা ভাল করছেন তারা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেন । সেগুলি যারা মানেন না তারা নানা ধরনের সমস্যায় পড়েন । কাজ পাওয়া একমাত্র সমস্যা না, বরং প্রাথমিক সমস্যা । এরপর কাজ করা, ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করা, টাকা বুঝে পাওয়া ইত্যাদি বিষয় রয়েছে । একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনার কাজ তখন শেষ যখন আপনি হাতে টাকা পেয়েছেন । মুলত এজন্যই সবকিছু ।

এজন্য ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলি এবং অন্যরা কিছু নিয়ম উল্লেখ করেন । এগুলি মেনে সমস্যা এড়ানো যায় । এগুলি পরীক্ষিত সত্য কাজেই সন্দেহ করার কারন নেই ।

নিয়মগুলি দেখে নিন এবং কাজের সময় ব্যবহার করুন ।

১. কাজের বর্ননা ভালভাবে পড়ুন
   এটা প্রথম শর্ত । ক্লায়েন্ট যে বর্ননা দিয়েছেন সেটা একাধিকবার পড়ে নিশ্চিত হোন আপনি ভালভাবে তার বক্তব্য বুঝেছেন । যদি আরো কিছু জানার থাকে তাহলে ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করুন । অনেক সময় ক্লায়েন্ট এমন কোন বক্তব্য বা শর্ত জুড়ে দেন যা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করে । কাজের পুরোটা ভালভাবে না বুঝে কখনো বিড করবেন না ।
২. ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জেনে নিন
   কাজ দেয়ার আগে ক্লায়েন্ট ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইল দেখে নেন । কাজ করার আগে ক্লায়েন্টের প্রোফাইল দেখা ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব । ফ্রিল্যান্সারের মত ক্লায়েন্টের জন্যও রেটিং, তিনি কতগুলি কাজ করেছেন, কত টাকা দিয়েছেন, যারা কাজ করেছেন তারা তাকে কিভাবে দেখেন, কারো টাকা বাকি রেখেছেন কি-না ইত্যাদি জানা যায় প্রোফাইল থেকেই ।
   সহজ কথায়, ক্লায়েন্টের সামান্য সমস্যা থাকলে তাকে এড়িয়ে চলুন ।

৩. অনুমতি (ওয়ার্ক অর্ডার) ছাড়া কাজ করবেন না

ক্লায়েন্ট আপনাকে কোনভাবে বলতে পারেন, আপনি কাজ শুরু করুন।

সাধারন নিয়ম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং সাইটের নিয়ম মেনে তিনি আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজটি করতে বলবেন। এর বাইরের যেকোন পদ্ধতি অবৈধ। যেমন অনেকে সুবিধে দেয়ার কথা বলে ফ্রিল্যান্সিং সাইটকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করাতে চান। কখনো কখনো এভাবে বড় কাজ পাওয়া যায় একথা ঠিক, নতুন ক্লায়েন্টের কাজ এভাবে করা থেকে বিরত থাকুন। কাজ শেষে তিনি টাকা দেবেন এই নিশ্চয়তা নেই। ফ্রিল্যান্সিং সাইটের মাধ্যমে যখন কাজ করানো হয় তখন টাকা আদায়ের দায়িত্ব তারা নেয়।

৪. কাজের চুক্তি লিখিতভাবে রাখুন

কোন কাজ কতদিনে করতে হবে, ঠিক কি করতে হবে, টাকার পরিমান ইত্যাদি লিখিত থাকলে পরবর্তীতে সমস্যা তৈরী হয় না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এই চুক্তি লিখিতভাবে ফ্রিল্যান্সিং সাইটে আপলোড করেন। পরবর্তীতে সমস্যা দেখা দিলে তারা এই চুক্তির ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে পারেন। শর্ত লেখার বিষয়ে পেশাদারিত্ব দেখান। নমনীয়তা দেখাবেন না।

৫. অর্থের জন্য নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা নিন

ফ্রিল্যান্সিং সাইটে টাকা না দেয়ার ঘটনা ঘটে। আপনি একটি লোগো নমুনা ডিজাইন করে দিলেন, তিনি সেটা নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। আপনি টাকা পেলেন না। কিংবা কোন কাজ করার মাঝপথে ক্লায়েন্ট কোন কারনে কাজটি করতে চাইলেন না, বিষয়টি জানানোও প্রয়োজন বোধ করলেন না। ফলে কাজ করেও আপনি টাকা পেলেন না।

সব ফ্রিল্যান্সিং সাইটে এজন্য নিরাপত্তামুলক একটি ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থায় নির্দিস্ট পরিমান অর্থ ফ্রিল্যান্সিং সাইটে জমা রাখার পর কাজ শুরু হয়। আপনি শুরুতেই উল্লেখ করে দিন কতটা অর্থ এভাবে জমা রাখলে আপনি কাজ করবেন। কোন সমস্যা হলে অন্তত এই টাকা আপনি পাবেন।

৬. ডিজাইন আপলোডের সময় ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করুন

আপনি নমুনা হিসেবে যে ডিজাইন আপলোড করেছেন সেটা নিয়ে ক্লায়েন্ট বিদায় হয়েছেন এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সাধারনভাবে পরামর্শ, ডিজাইনে ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করুন যেন সেটা সরাসরি ব্যবহার করা না যায়।

৭. ক্লায়েন্টের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখুন

কাজ শেষ মানেই ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক শেষ এধরনের আচরন করবেন না। অনেক ফ্রিল্যান্সিং কাজই পাওয়া যায় মুলত ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে। এই মুহূর্তে তারকাছে কাজ না থাকলেও ভবিষ্যতে থাকবে, কিংবা তার পরিচিত কারো কাজ প্রয়োজন হবে।

কাজ শেষ হওয়ার পরও সৌজন্যমুলক যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করুন।

কিভাবে বেশি কাজ করবেন

একজন ফ্রিল্যান্সারের কাছে বেশি কাজ মানে বেশি টাকা। আবার বেশি কাজ করার সমস্যাও খুব কম নেই। অতিরিক্ত কাজ করলে কাজের মানের ওপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। অন্যদিকে সময়মত কাজ শেষ না হওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে শারীরিক এবং মানষিক চাপ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা তৈরী হতেই পারে।

আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে বেশি কাজ পাচ্ছেন, স্বাভাবিকভাবে যতটা করতে পারেন তার থেকেও বেশি, এমন অবস্থায় আপনি কি সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন ?

অবশ্যই পারেন। এখানে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলি বিবেচনা করুন।

১. সহকারী ব্যবহার করুন

নিজে করে কাজ শেষ করতে পারছেন না এমন সময় অন্য কাউকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিন। কাজ যেহেতু আপনার নামে সেহেতু কাজ ঠিকভাবে হচ্ছে কি-না দেখার দায়িত্ব আপনার। সেকারনে তদারকির দায়িত্ব আপনার। স্বাভাবিকভাবেই কাজ থেকে যা আয় হবে সহকারী পুরোটা আশা করবেন না। তাকে দেয়ার পরও আপনার হাতে কিছু থাকবে। এর ভাল দিক একাধিক। প্রথমত ঠিকভাবে কাজ করার কারনে ক্লায়েন্ট সন্তুষ্ট থাকছে অন্যদিকে আয় বাড়ছে।

২. অন্য ফ্রিল্যান্সারের সাথে কাজ ভাগাভাগি করুন

পছন্দমত সহকারী পাওয়া যদি কঠিন মনে হয় তাহলে অন্য ফ্রিল্যান্সারের সাথে যোগাযোগ করে তারসাথে কাজ ভাগাভাগি করুন। এভাবে একাধিক ফ্রিল্যান্সারের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে যিনি বেশি কাজ পাচ্ছেন তার কাজ অন্যরা করার সুযোগ পান। ফলে আপনি যখন কাজ পাচ্ছেন না তখনও অন্যের কাজ করে সেই অভাব পুরন করতে পারেন।

৩. সময়ের সার্থক ব্যবহার করুন

কাজ করার সময় কি আপনি সময়ের সঠিক ব্যবহার করছেন ? শুনে আশ্চর্য হতে পারেন অধিকাংশ মানুষ সেটা করেন না। বেশি কাজ করার সময় ক্রমাগত দীর্ঘক্ষন কাজ করে যান। বেশি সময় কাজ করলে কর্মদক্ষতা কমতে থাকে। ফলে যে কাজ ১ ঘন্টায় শেষ হওয়ার কথা সেকাজ করতে তারচেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

একেকজনের কর্মদক্ষতা একেকসময় বেশি কাজ করে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। কোন লেখক লিখতেন ভোরবেলা, কেউ রাতের বেলা। কারন এইসময় তারা সবচেয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল কাজের সময় জেনে তাকে কাজে লাগান। ক্রমাগত ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ না করে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিন।

আপনি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নন। তিনি কাজের স্বার্থে কখনোই ঘুমাতেন না, একইসাথে দুহাতে লিখতে পারতেন। তাকে অনুকরন করার চেষ্টা করলে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবেন। বরং সক্রেটিসের কথা অনুযায়ী নিজেকে জানুন। নিজের সামর্থের মধ্যে সেরা কাজটি করুন। যখন ঘুম প্রয়োজন তখন ঘুমানো আপনার জন্য সেরা কাজ।

৪. একসাথে একাধিক কাজ করবেন না

সাধারনভাবে মনে করা হয় একসাথে একাধিক কাজ করলে সবকাজই ঠিক থাকে, কাজ দ্রুত হয়। বাস্তবতা সেকথা বলে না। আপনি একটিমাত্র কাজই পুরো মনোযোগ দিয়ে করতে পারেন। একটি কাজ শেষ করে অন্য কাজে হাত দিন। ডিজাইন তৈরী বা লেখার সময়ও একটি শেষ করে অন্যটি শুরু করুন। কাজের প্রাধান্য বিচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। আপনার যে কাজগুলি করা প্রয়োজন সেগুলিকে পরপর সাজান। এদের মধ্যে যেকাজ আগে করা প্রয়োজন সেটা আগে করুন। ইতিহাসে যারা খ্যাতিমান তারা সবাই প্রচুর কাজ করেছেন এই নিয়মে।

৫. দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে চেষ্টা করুন

দুশ্চিন্তা কোন উপকার করে না একথা সকলেই বোঝেন তারপরও ইচ্ছে করলেই দুশ্চিন্তা থেকে দুরে থাকতে পারেন না। পরিবারের কেউ অসুস্থ তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকাই স্বাভাবিক। এর প্রভাব কাজ পড়বে সেটাও স্বাভাবিক। একইভাবে অন্যান্য নানাবিধ কারন কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

বিষয়টি এভাবে দেখতে পারেন। যদি কারো অসুস্থতার মত বিষয় হয় তাহলে নিজেকে বোঝান। আপনি

ডাক্তার নন। তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, ওষুধ, অন্যান্য নিয়ম অনুযায়ী যাকিছু করা সম্ভব সবই করেছেন সেটা আপনার দায়িত্ব)। আরো যাকিছু প্রয়োজন সেটা করবেন। শুধুমাত্র দুশ্চিন্তা বিষয়টি বাদ দিন। বাস্তবতা মেনে নেয়া একটি বড় গুন। সমস্যাকে মেনে নিতে পারলে আরো সমস্যা থেকে দুরে থাকা যায়। এমনকি সমস্যা দুর করাও যায়।

আপনার চারিদিকে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে যা আপনার মনকে বিক্ষিপ্ত করে। অথচ আপনার সেখানে কিছু করার নেই। বিষয়টি সেভাবে দেখুন। যেটুকু করার আছে সেটুকু করুন, বাকিটুকু মাথা থেকে বিদেয় করুন। অন্যান্য কাজে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ফ্রিল্যান্সিং : কোন কাজ করবেন

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ বাছাই করতে সমস্যায় পরেন অনেকেই। যখন বলা হয় কত টাকা আয় করা যাবে তখন প্রত্যেকেরই আগ্রহ জন্মে যেকাজে বেশি অর্থ পাওয়া যায় সেকাজের দিকে। অনেক সময় সেকাজ তার পক্ষে করা সম্ভব কিনা যাচাই করা হয় না। অনেক সময় ভুল প্রচারনাও এজন্য দায়ী। কোন কাজ এমনভাবে উল্লেখ করা হয় যেন ইচ্ছে করলে সবাই করতে পারেন। যারা টাকার বিনিময়ে ট্রেনিং দেন তারাও উৎসাহ দেন, তাদের কাছে কোর্স করলেই সহজে হাজার হাজার ডলার আয় করার সুযোগ পাবেন।

একটু উদাহরন দেখা যাক। ওয়েব ডিজাইনের কোর্সের জন্য ২০ হাজার টাকা নিয়ে বলা হয় কাজ শিখলে মাসে কয়েক হাজার ডলার কাজ করার যোগ্য হবেন। এক দশক আগের একই ধরনের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন ওয়েব ডিজাইন শিখে বৃটেনে ৬৫ হাজার পাউন্ডের চাকরী পাওয়া যায়। একজন প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নিজে সেকাজ করছেন না কেন। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর পাওয়া যায়নি।

আপনি ওয়েব ডিজাইন শিখে মাসে কয়েক হাজার ডলার আয় করতে পারেন কথাটি ঠিক। একথা বলার সময় আপনাকে বলা হয় না এজন্য কি কি শিখতে হবে, সেটা শেখার সবার পক্ষে সম্ভব কি-না। কোন ভিজ্যুয়াল ডেভেলপার ব্যবহার করে কিংবা জুমলা-ওয়ার্ডপ্রেস সাইট তৈরী করা শিখে আপনি বড়জোর ৫০-১০০ ডলারের কাজ পেতে পারেন। হাজার ডলারের কাজ পাবেন যখন আপনি এর প্রতিটি কোড লিখতে সমর্থ, নিজে টেম্পলেট তৈরী করতে পারেন বা তাদের দেয়া ডিজাইন অনুযায়ী কোড তৈরী করতে পারেন। সহজ কথায় আপনাকে

এইচটিএমএল, পিএইচপি, জাভাস্ক্রিপ্ট ইত্যাদিতে দক্ষ কোডার (প্রোগ্রামার) হতে হবে। কাজটি সকলের পক্ষে সম্ভব না।

কথাটি এতটাই গুরুত্বপুর্ন যে আরেকবার বলতে হচ্ছে, প্রোগ্রামিং কোড লেখা সকলের জন্য না।

যারা মাসে হাজারখানেক ডলার আয়ে সন্তুষ্ট তারা তুলনামুলক সহজ ডাটা এন্ট্রির কাজ করতে পারেন। প্রতিপৃষ্ঠা ২ ডলার করে হিসেব করলে ১ হাজার ডলারের জন্য ৫০০ পৃষ্ঠা টাইপ করতে হয়। সেটা অবশ্যই সম্ভব। তারপরও ডাটা এন্ট্রি কাজকে একেবারে সহজ বলে ধরে নেবেন না। সেখানে নির্দিস্ট নিয়মে কাজ করতে হয়, নির্ভুল টাইপ করতে হয়, কখনো কখনো ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটঅয়্যারের বাইরে অন্য সফটঅয়্যার ব্যবহার করাও প্রয়োজন হয়। ফ্রিল্যান্সিং জগতে অত্যন্ত পরিচিত কিছু কাজের পরিচিতি, সেগুলি করার জন্য কি জানা প্রয়োজন ইত্যাদি তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে এখানে।

ডাটা এন্ট্রি

ডাটা এন্ট্রিকে সবচেয়ে সহজ কাল বললে খুব একটা ভুল হয় না। কিংবা অন্যভাবে বলতে পারেন, অন্য কাজগুলি ডাটা এন্ট্রির থেকে কঠিন।

ডাটা এন্ট্রি বলতে মুলত টাইপ করা বুঝায়। সাধারনত এজন্য পিডিএফ ফাইল দেয়া হয়। সেটা দেখে ওয়ার্ডে টাইপ করতে হয়। কাজের বর্ননা দেয়ার সময় সরাসরি উল্লেখ করে বলা হয়, ওয়ার্ডে টাইপ করার কাজ।

ডাটা এন্ট্রির কাজ কখনো কখনো ভিন্ন ধরনের হতে পারে। বলা হতে পারে এন্ট্রি করা ডাটাকে এক্সেল স্প্রেডসিট বা এক্সেস ডাটাবেজে দিতে হবে। কখনো কখনো আরো বাড়িয়ে বলা হয় এক্সেসে রিপোর্ট তৈরী করে দিতে হবে। মোটকথা, সবসময়ই ওয়ার্ডে টাইপ করে সব কাজ করা যাবে এমন কথা নেই। সাথে অন্যকিছু জানলে বেশি ধরনের কাজ করা যায়।

আপাতত এটুকু স্পষ্ট করে নেয়াই ভাল, শুধুমাত্র ওয়ার্ডে টাইপ করা শিখে ডাটা এন্ট্রি কাজ করা যায়। কাজ নেয়ার সময় (বিড করার সময়) নিশ্চিত হয়ে নিতে হয় প্লেইন টেক্সট টাইপিং কথাটি লেখা আছে। যদি না থাকে তাহলে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারেন।

অনলাইনে ফরম পুরন করাও এক ধরনের ডাটা এন্ট্রি। এধরনের কাজে অর্থ বেশি, অন্যদিকে এধরনের কাজের জন্য দক্ষতাও বেশি প্রয়োজন হয়। অফলাইনে টাইপ করার সময় আপনি ধীর গতিতে টাইপ করতে পারেন, টাইপ করার পর ভুল সংশোধন করতে পারেন। অনলাইনে একবারে ত্রুটিমুক্ত টাইপ করতে হয়।

কি জানা প্রয়োজন

ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য মুলত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড জানা প্রয়োজন। দ্রুত এবং নির্ভুল টাইপে দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। সেইসাথে আরোকিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। বিষয়গুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে;

১. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ভালভাবে শিখুন

ডাটা এন্ট্রি কাজের প্রথম শর্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সফটঅয়্যার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড জানতে হবে। অন্য ওয়ার্ড প্রসেসর বা অন্য সফটঅয়্যার ব্যবহার করে ডাটা এন্ট্রি করতে পারেন না। ওয়ার্ড সম্পর্কে বলা হয় কোন সফটঅয়্যার এরচেয়ে সহজ হতে পারে না। অনেকে দুদিনেই শিখে ফেলতে পারেন। তারপরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অনেকে ওয়ার্ডের সাধারন বিষয়গুলি শেখাকে গুরুত্ব দেন না। অনেক অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর পাওয়া যাবে যারা লেখাকে মার্জিনের মাঝখানে আনেন স্পেসবার ব্যবহার করে, এক পৃষ্ঠা থেকে আরেক

পৃষ্ঠায় যান ক্রমাগত এন্টার চেপে, পেজ নাম্বার টাইপ করে দিন। এগুলি পরবর্তীতে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই কাজগুলির জন্য ওয়ার্ডের নিয়ম জেনে নিন। ডাটা এন্ট্রি যখন মুল উদ্দেশ্য তখন এগুলিই মুল কাজ। ডকুমেন্টকে কিভাবে সুন্দর করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই বিষয়গুলি আকর্ষনীয় বলে অনেকেই সহজে বিভ্রান্ত হন। একটা কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, ওয়ার্ড ডিজাইন বা পেজমেকিং সফটঅয়্যার না। একাজের জন্য পৃথক সফটঅয়্যার আছে।

২. ফন্ট বিষয়ে শতর্ক থাকুন

আপনাকে যখন ডাটা এন্ট্রির কাজ দেয়া হয়েছে তখন হয়ত ফন্টের উল্লেখ করা হয়নি। সাধারন নিয়ম হচ্ছে প্রচলিত ফন্টের বাইরে ফন্ট ব্যবহার করবেন না। নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা পর্যন্ত উইন্ডোজের জন্য টাইমস নিউ রোমান এবং এরিয়েল এদুটি ফন্টের বাইরে যাবেন না।

একইভাবে নির্দিষ্ট নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ফন্টের কোনরকম পরিবর্তণ করবেন না। বোল্ড, ইটালিক, বড়-ছোট করা ইত্যাদি কাজ করবেন না। ক্লায়েন্ট হয়ত আপনার টাইপ করা কাজকে অন্য সফটঅয়্যারে ব্যবহার করবেন।

৩. ফরম্যাট করবেন না

নির্দিস্ট ভাবে উল্লেখ না করা পর্যন্ত প্যারাগ্রাফ বা পেজ ফরম্যটিং এর জন্য কোন কমান্ড ব্যবহার করবেন না।

৪. ভার্শন ব্যবহারে শতর্ক থাকুন

ওয়ার্ডের অনেকগুলি ভার্শন প্রচলিত। যারা নিয়মিত কাজ করেন তাদের অনেকেই ২০০৩ এবং এক্সপি এই ভার্শনদুটি ব্যবহার করেন, যদিও এর পর অনেকবার ভার্শন পরিবর্তন করা হয়েছে।

আপনি পরের ভার্শন ব্যবহারের সময় একথা মনে রাখুন, নতুন ভার্শনে করা কাজ পুরনো ভার্শনে ওপেন করা যায় না, পুরনো ভার্শনের কাজ নতুন ভার্শনে ব্যবহার করা যায়। ক্লায়েন্ট কোন ভার্শ ব্যবহার করে, কিংবা কোন ভার্শনে কাজ পেতে চান জেনে নিন, তারথেকে পরবর্তী ভার্শন ব্যবহার করবেন না।

যদি কোন কারনে করতেই হয় তাহলে সেভ করার সময় Rich Text Format (RTF), হিসেবে সেভ করুন।

৫. টাইপিং শিখুন এবং দক্ষতা বাড়ান

টাইপিং না শিখে যখন কেউ টাইপের কাজ করেন তিনি সাধারনত দুআঙুলে টাইপ করেন। এভাবে টাইপ করে দ্রুত টাইপ করা যায় না। অন্যদিকে না দেখে টাইপ করা যায় না। একবার ছাপা কাগজ, একবার কিবোর্ড একবার মনিটর এভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। যারা টাইপিং শেখেন তারা কিবোর্ড বা মনিটরের দিকে না তাকিয়ে টাইপ করতে পারেন। ভুল টাইপ করলে না দেখেই সেটা ধরতে পারেন।

বিষয়টা এমন, কিবোর্ডে F এবং J কি এর ওপর সামান্য উচু দাগ দেয়া আছে। সেখানে আঙুল রাখলে জানা যায় হাত ঠিক যায়গায় আছে কি-না। এখানে দুই হাতের তর্জনী রেখে পাশের চার কি-তে চার আঙুল রাখা হয়। এদেরকে বলা হয় হোম-কি। হাত সবসময় এখানে থাকে, এখানে রেখে হাত উচু না করেই অন্য কি ব্যবহার করা যায়। কিবোর্ড এভাবেই তৈরী।

টাইপিং অভ্যেস করার জন্য বহু সফটঅয়্যার পাওয়া যায়। সেগুলি ব্যবহার করে টাইপিং এর নিয়ম জানা, টাইপিং এর গতি কত, বিশেস কোন কি- ব্যবহারে সমস্যা হয় কিনা, ভুলের পরিমান কত ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। মেভিস বিকন টিচেস টাইপিং একাজের জন্য বিশ্বব্যাপি জনপ্রিয় একটি সফটঅয়্যার।

ডাটা এন্ট্রি কাজের সিদ্ধান্ত নিন বা না নিন, কম্পিউটার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলে টাইপিং কাজে দক্ষতা বাড়ান। ভুলে যাবেন না একজন প্রোগ্রামারকেও টাইপ করতে হয়। যত সহজে, যত দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে টাইপ করবেন সুবিধে তত বেশি। অনেক দেশে স্কুলে টাইপিং শেখা বাধ্যতামুলক। একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের কাছে দ্রুত টাইপ মানে বেশি টাকা আয়।

৬. বাস্তব কিছু টাইপ করুন

অনেকেই ওয়ার্ড শেখার সময় কিবোর্ড টিপে যান, কি টাইপ করছেন সেদিকে লক্ষ করেন না। বাস্তব কাজ করার জন্য বাস্তব কিছু দেখে টাইপ করা বাঞ্ছনিয়। কোন কাগজ বা বই ইত্যাদি সামনে রেখে হুবহু টাইপ করে নিজের দক্ষতা যাচাই করুন।

৭. নিউমেরিক কিপ্যাড ব্যবহার করুন

প্রতিটি কিবোর্ডের ডানদিকে ক্যালকুলেটরের কি এর মত পৃথক কিপ্যাড থাকে। সংখ্যাবিষয়ক কিছু খুব দ্রুত টাইপ করা যায় এর মাধ্যমে। ডাটা এন্ট্রি কাজে অনেক কাজই সংখ্যাভিত্তিক। সংখ্যাভিত্তিক ডাটা

এন্ট্রি কাজে পারিশ্রমিক বেশি। এধরনের কাজের প্রস্তুতি হিসেবে নিউমেরিক কিপ্যাড ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ান।

৮. যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ান

ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য ওয়ার্ড এবং টাইপিং এর দক্ষতা বাড়াতে পারেন দ্রুতই। একেবারে শুন্য থেকে শুরু করলেও কয়েক মাসে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। কাজ করতে শেখার সাথেসাথে কাজ পাওয়ার জন্য অন্য বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগের মুল ভাষা ইংরেজি। এদিকে কোন ঘাটতি থাকলে সেটা পুরন করুন। ইংরেজি পড়া অভ্যেস করুন। ইংরেজিতে লিখে বক্তব্য প্রকাশ করা অভ্যেস করুন।

৯. দলগতভাবে কাজের প্রস্তুতি নিন

আপনি একা কাজ শিখে কাজ নিয়ে কতে পারেন, আবার কয়েকজন একসাথে হয়ে দল হিসেবে কাজ করতে পারেন। দলগতভাবে ডাটা এন্ট্রি কাজে সুবিধে একা করার থেকে অনেক বেশি। ইংরেজি জানা এবং দক্ষ একজন যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, অন্যরা টাইপিংএ দক্ষ হলেই দল গড়ে কাজ করা সম্ভব। আপনি নিজে যোগাযোগের কাজ করলে আরো অনেকের কাজের সুযোগ করে দিতে পারেন। আপনার যেমন লাভ, অন্যদেরও উপকার।

ডাটা এন্ট্রি কাজে অনেক সময়ই ক্লায়েন্ট অল্প সময়ে বিপুল পরিমান কাজ করিয়ে নিতে চান। সেকারনে দলগতভাবে পরিচিতি দিয়ে কাজ পাওয়া সহজ। একা একজনকে বড় ডাটা এন্ট্রি কাজ দেয়া হয় না।

কি প্রয়োজন

ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য সাধারন মানের একটি কম্পিউটার থাকাই যথেস্ট। বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় এদের মধ্যে সবচেয়ে কমদামী কম্পিউটার ব্যবহার করেও ডাটা এন্ট্রি কাজ করা যায়। সাধারনভাবে ল্যাপটপের থেকে ষ্টান্ডার্ড কি-বোর্ড টাইপিং কাজে বেশি উপযোগি বলে ধরা হয়। বিষয়টি ব্যক্তিগত পছন্দের। কেউ ল্যাপটপে কাজ করে স্বাচ্ছন বোধ করতে পারেন, অথবা ল্যাপটপের সাথে পৃথক কিবোর্ড লাগিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনাকে দেয়া পিডিএফ ফাইলকে প্রিন্ট করে ব্যবহার করা সুবিধেজনক মনে করেন তাহলে প্রিন্টার প্রয়োজন হতে পারে।

কখনো কখনো ওসিআর (অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিকগনিশন) সফটঅয়্যার ব্যবহার করে কিছু কাজ এগিয়ে নেয়া যায়। এই সফটঅয়্যারগুলি ইমেজ থেকে লেখাকে ওয়ার্ড বা অন্য সফটঅয়্যারে ব্যবহার উপযোগি টেক্সট-এ পরিনত করে। কোন কোন সফটঅয়্যার পিডিএফ ফাইলকে টেক্সট ফাইলে পরিনত করে। এধরনের কোন সফটঅয়্যারের সুবিধে থাকলে সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এমনভাবে ডাটা এন্ট্রি করার সময় টেক্সট নির্ভুল রয়েছে কি-না যাচাই করা জরুরী।

ডাটা এন্ট্রি কাজ কার জন্য

ডাটা এন্ট্রি কাজ যে কেউ করতে পারেন। যারা চাকরী করেন তারা অতিরিক্ত আয়ের জন্য অফিস সময়ের বাইরে কাজ করতে পারেন। যারা তুলনামুলক জটিল কাজে দক্ষ নন তারা প্রধান পেশা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অনেক ফ্রিল্যান্সার নিজের বিষয়ে কাজ না পেলে অনেক সময় প্রয়োজনে তুলনামুলক সহজ ডাটা এন্ট্রি কাজ করেন। এতে দোষের কিছু নেই।

ডাটা এন্ট্রির কাজ অন্যদেশ থেকে করানোর মুল উদ্দেশ্য খরচ কমানো। কাজেই কম টাকায় কাজ শুরু করলে কাজ পেতে সমস্যা হওয়ার কথা না। কিছুদিনের অভিজ্ঞতা হলে সকলেই জেনে যান কোন কাজে কত নেয়া উচিত।

বিপুল জনসংখ্যা এবং কম কাজের সুযোগের দেশ বাংলাদেশে অনলাইন ডাটা এন্ট্রি বহু সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

লেখালেখি, অনুবাদ

ইন্টারনেটে কাজের সময় ফ্রিল্যান্সাররা কোন কাজ সবচেয়ে বেশি করেন ? শুনে অবাক হতে পারেন, সবচেয়ে বেশি কাজ লেখালেখির।

ব্লগের জন্য সাধারন পোষ্ট লেখা, রিভিউ লেখা থেকে শুরু করে গবেষনামুলক লেখা, কোন ধরনের কাজের অভাব নেই। লেখার সাথে যেহেতু ভাষার দক্ষতা, লেখার মান ইত্যাদি নির্ভরশীল সেহেতু ডাটা এন্ট্রি থেকে বেশি যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। কাজ যত জটিল পারিশ্রমিক তত বেশি এই নিয়মে আয়ও হতে পারে ডাটা এন্ট্রি থেকে অনেক বেশি। ইংরেজির সাথে অন্য কোন ভাষা জানা থাকলে অনুবাদের কাজ করা যায়।

কোন কোন লেখার কাজ তুলনামুলক সহজ হতে পারে। ব্লগের জন্য পোষ্ট লেখাকে উদাহরন হিসেবে দেখতে পারেন। অনেকেই ব্লগ ব্যবহার করেন এডসেন্স বা এফিলিয়েশন থেকে আয়ের জন্য। তারা ব্লগের পোষ্টসংখ্যা বাড়ানোর জন্য টাকা দিয়ে পোষ্ট লিখে নেন। এদের অনেকের চাহিদা কম, নির্দিস্ট কয়েকটি কিওয়ার্ড করেকবার ব্যবহার করতে হবে যেন সার্চ করলে সেগুলি পাওয়া যায়। বক্তব্য কি সেটা নিয়েও অনেকে মাথা ঘামান না। এধরনের পোষ্টের জন্য ১ থেকে ৫ ডলার পর্যন্ত দেয়া হয়।

তুলনামুলক কঠিন কাজ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা। এজন্য সেই বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়, তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। নির্দিষ্ট কোন পন্য বা বিষয় সম্পর্কে রিভিউ লেখাকে উদাহরন হিসেবে দেখতে পারেন। বই, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার গেম থেকে শুরু করে সব ধরনের পন্যের রিভিউ লেখার কাজ পাওয়া যায়।

কোন বিষয়ে এক্সপার্ট হিসেবে কিছু লেখার কাজ হয়ত সকলের জন্য না। আপনি কোন বিষয়ে দক্ষ হলে সেই বিষয়ে লেখার কাজ খোজ করতে পারেন। প্রতিবেদন লেখা থেকে শুরু করে নির্দিস্ট বিষয়ে বই বা টিউটোরিয়াল লেখা পর্যন্ত সব ধরনের কাজ রয়েছে করার জন্য।

লেখালেখি বিষয়টি এত বিচিত্র হতে পারে যে এবিষয়ে নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। সাধারন নিয়ম হচ্ছে, যে বিষয়ে আপনি বেশি জানেন সেই বিষয়ে লেখার কাজ খোজ করবেন। যেমন বিজ্ঞান যদি আপনার বিষয় না হয় তাহলে অনেক শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সমস্যা হতে পারে।

সার্চ করে, ফ্রিল্যান্সিং সাইটের কাজের তালিকা দেখে ধারনা পেতে পারেন আপনার জন্য কোনটি উপযোগি।

কি প্রস্তুতি প্রয়োজন

অনেকেই মনে করেন লেখালেখি সবার জন্য না। এতে সত্যতা থাকলেও সাথে একথাও ঠিক, চেষ্টা করলে যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই লিখতে পারেন। কবি যদি বলতে পারেন যে কেউ কবিতা লিখতে পারে, এজন্য লম্বা চুল প্রয়োজন নেই, কবির মত পোষাক প্রয়োজন নেই, চাদের দিকে তাকিয়ে থাকা প্রয়োজন নেই। খালি গায়ে ঘামতে ঘামতে বা শীতে কাপতে কাপতেও বসন্তের কবিতা লেখা যায়। তাহলে চারিদিকে যাকিছু আছে সেগুলি নিয়ে কয়েকলাইন লিখতে পারা যাবে না কেন? স্কুলে-কলেজে রচনা লিখতে শেখানো হয়েছে তো এজন্যই।

তারপরও লেখার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। বলা হয় লিখতে লিখতে লেখক। হঠাত লেখা শুরু করে সঠিক ভাষা, সঠিক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন না। একে অভ্যেসে পরিনত করতে হয়। সেই দক্ষতা অর্জনের একটাই পথ, লিখে যাওয়া।

ভাষায় দুর্বলতা থাকলে সেটা কাটানো প্রথম প্রয়োজন। নিজে পড়াশোনা করেই হোক, কোথাও কোর্স করেই হোক, এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা প্রয়োজন। বর্তমানে লেখালেখির বিষয়ে কোর্স করার সুযোগও রয়েছে। ইন্টারনেটে পরামর্শ দেয়ার জন্য রয়েছে বহু ওয়েবসাইট। অনেক সাইটে লিখে তার মান যাচাই করার ব্যবস্থাও রয়েছে। আপনি লিখবেন, অন্যরা বলে দেবে কিভাবে সেটা আরো ভাল হতে পারত। কিংবা আপনি অন্যের লেখাকে উন্নত করার পরামর্শ দেবেন।

মুলত ইংরেজিতে লিখতে হবে একথা ধরে নিয়ে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন।

১. ইংরেজি দক্ষতা বাড়ান।
ইংরেজি শেখার বই পড়ুন, লেখার নিয়ম কানুন নিয়ে বই পড়ুন। ইন্টারনেটেই এধরনের বহু বই পাবেন। প্রয়োজন মনে করলে কোর্স করুন। ইংরেজি শেখা বলতে ইংলিশ স্পোকেন কোর্স ধরে নেবেন না। আপনি লিখতে চান, তারসাথে মানানসই কোর্স করুন।
হয়ত লক্ষ করেছেন বিবিসি, সিএনএন এরা এমন ইংরেজি ব্যবহার করে যা অত্যন্ত সহজ, সকলেই বুঝতে পারে। ইংরেজির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একে কাজে লাগাতে পারেন।

২. যেখানে লেখা সম্ভব সেখানে লিখুন
যেখানে লেখার সুযোগ রয়েছে সেখানে লিখুন। অভ্যেস ছাড়া হঠাত করে লেখা শুরু করা যায় না। আপনিও প্রস্তুতি না নিয়ে কাজের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন না। বরং কোন ব্লগে আর্টিকেল লেখা, এমনকি নিয়মিত মন্তব্য লেখা দিয়ে শুরু করতে পারেন। অনেক ওয়েবসাইট মতামত বা রিভিউ লেখার জন্য টাকা দেয়। এভাবে কিছু আয় করাও সম্ভব। যদি সেটা সম্ভব নাও হয় তাহলেও প্রস্তুতি হিসেবে বিনা আয়ে লিখুন।

৩. জানুন
লেখার সাথে জানার সম্পর্ক। আপনি যে বিষয়ে জানেন না সে বিষয়ে লিখতে পারেন না। সাম্প্রতিক তথ্যের খোজ রাখাকে অভ্যেসে পরিনত করুন। খবরের কাগজ পড়ুন, টিভি দেখুন, ইন্টারনেটে আপনার পছন্দের বিষয়ের খবর এবং তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখুন।

৪. নিজস্ব ব্লগ তৈরী করুন
আপনি ইচ্ছে করলেই পত্র-পত্রিকায় লিখতে পারেন না। তারা আপনার লেখা ছাপবে না। অথচ বিনা

খরচে খুব সহজে নিজের ব্লগ তৈরী করে সেখানে লিখতে পারেন। আপনার পছন্দের বিষয় নিয়ে ব্লগ তৈরী করে সেখানে লিখতে শুরু করুন। একসময় ব্লগ নিজেই আয়ের উৎসে পরিনত হতে পারে। সেইসাথে নিজের পরিচিতি বাড়ানো, সহজে যোগাযোগ ইত্যাদি সুবিধেও পেতে পারেন ব্লগের মাধ্যমে।

গ্রাফিক ডিজাইন, লোগো ডিজাইন

ফ্রিল্যান্সিং কাজের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় গ্রাফিক ডিজাইন। জনপ্রিয়তার মুল কারন বিষয়টি আকর্ষনীয় এবং সহজবোধ্য। সহজেই শিখে কাজ করা যায় আবার যারা দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় জড়িত তারাও উচুমানের কাজের সুযোগ পান।

এবিষয়ে অনেক আলোচনা যেমন হয় তেমনি সেখানে ভুল বোঝার সম্ভাবনাও বেশি। বিশেষ করে যদি নির্দিষ্ট কাজের বর্ননা এবং সেজন্য কি প্রয়োজন সেটা উল্লেখ না করা হয়।

গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহার সব যায়গায়। কাজটিও তেমনি বিচিত্র। আপনার চারিদিকে যাকিছু দেখছেন সবখানেই গ্রাফিক ডিজাইনের বিষয় রয়েছে। কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে, টিভিতে, সংবাদপত্রে, বইপত্রে, বিজ্ঞাপনে, পোষ্টারে, সাইনবোর্ডে সবখানেই। স্বাভাবিকভাবেই কাজের সুযোগও অনেক বেশি। কাজেই এই বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অনলাইন গ্রাফিক ডিজাইন কাজ খুব সরল থেকে উচুমানের হতে পারে। যেমন ছবি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ দেয়া তুলনামুলক সহজ কাজ। অন্যদিকে কোন কর্পোরেশনের প্রচারপত্র ডিজাইন করা উচুমানের কাজ। ভুলে যাবেন না, বিশ্বখ্যাত কোন কোম্পানী মানের বিষয়ে কখনো ছাড় দেন না। তারা বিশ্বমানের কাজই চান। বাংলাদেশের কোন হাউজিং কোম্পানী তাদের প্রচারের জন্য যে কাগজপত্র ছাপেন তা থেকে ধারনা করতে পারেন বিশ্বখ্যাত কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমান কতটা হতে পারে।

কাজ বিভিন্ন ধরনের হওয়ার সুবিধে অনেক। অল্প কিছুদিন শিখে যেমন কাজ শুরু করা যায় তেমনি ক্রমশ দক্ষতা বাড়ার সাথেসাথে উচুমানের কাজের দিকে যাওয়া যায়।

ফ্রিল্যান্সাররা সাধারনভাবে যে কাজগুলি বেশি করেন সেগুলির তালিকা করলে হতে পারে এমন;

১. ছবির পরিবর্তন
কোন ছবির সমস্যা দুর করা, ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ দেয়া ইত্যাদি কাজ। ছবির মাপ পরিবর্তন, ওয়াটারমার্ক যোগ করা বা বাদ দেয়ার মত কাজও করানো হয়।

২. ব্যানার বিজ্ঞাপন ডিজাইন
ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপন ডিজাইন। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য, মাপ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়, কখনো কখনো প্রয়োজনীয় ছবিও দেয়া হয়।

৩. ওয়েবপেজের জন্য ডিজাইন
ওয়েবপেজের টাইটেল থেকে শুরু করে সেখানে ব্যবহৃত বাটন, আইকন সহ অন্যান্য গ্রাফিক এলিমেন্টগুলি ডিজাইনের কাজ।

৪. সাইনবোর্ড, ব্যানার, বিলবোর্ড ডিজাইন
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড, ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদি ডিজাইন করা। এজন্যও প্রয়োজনে ছবি দেয়া হয়।

৫. ফ্লাইয়ার ডিজাইন
প্রচারের জন্য ফ্লাইয়ার, ব্রোসিওর, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি ডিজাইন।

৬. বইয়ের প্রচ্ছদ এবং ইলাস্ট্রেশন
ই-বুক বা ছাপা বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন বা ভেতরের ছবি তৈরী।

৭. টি-সার্ট ডিজাইন
টি-সার্টের সামনের (কখনো কখনো পেছনের বা পাশের সহ) ডিজাইন তৈরী একটি জনপ্রিয় কাজ।

৮. পন্যের প্যাকেজ ডিজাইন
কোন পন্যের গায়ে লাগানো লেবেল বা প্যাকেজ ডিজাইন বড় ধরনের কাজ। প্রায়ই আগের ডিজাইনকে নতুনভাবে ডিজাইন করা প্রয়োজন হয়।

৯. গেমের জন্য ডিজাইন
কম্পিউটার, ভিডিও গেম বা মোবাইল ডিভাইসের গেমের জন্য চরিত্র, আইকন, ইন্টারফেস ইত্যাদি ডিজাইন।

১০. লোগো ডিজাইন

লোগো ডিজাইন এতটাই ব্যাপক বিষয় যে অনেকে একে গ্রাফিক ডিজাইন থেকে আলাদাভাবে হিসেব করেন। ছোট বা বড় যে কোন প্রতিষ্ঠানেরই লোগো প্রয়োজন হয়। সেইসাথে ওয়েবসাইটগুলির অনেকে লোগো ব্যবহার করেন। প্রতিদিন যে বিপুল সংখ্যক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, প্রতি মুহূর্তে ব্যবসাভিত্তিক ওয়েবসাইট তৈরী হচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই লোগো প্রয়োজন। এদের বড় অংশই বর্তমানে ডিজাইনের জন্য ফ্রিল্যান্সারদের ওপর নির্ভর করেন। একজন লোগো ডিজাইনার শুধুমাত্র লোগো ডিজাইন নিয়েই থাকতে পারেন। বাস্তবে ভাল লোগো ডিজাইনারের সেটা প্রয়োজন হয়ও।

এর বাইরে আরো যে বিচিত্র ধরনের কাজ করানো হয় সেগুলির তালিকা তৈরী সম্ভব না। বরং কাজকে সরলভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে।

১. প্রাথমিক কাজ

যারা একেবারে অল্প টাকায় কাজ করাতে চান তাদের কাজকে এই ভাগে রাখতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রয়োজন সামান্য। ছবির ব্রাকগ্রাউন্ড বাদ দেয়া বা ছবির কোন অংশে পরিবর্তন আনা ফটোশপ জানা সকলের পক্ষেই করা সম্ভব। উল্লেখ করা টাকার পরিমান কম দেখলে কাজকে প্রাথমিক কাজের হিসেবে রাখতে পারেন। যেহেতু তারা কম টাকা দেবেন সেহেতু মান নিয়ে ততটা আপত্তি করেন না। এধরনের কাজ পাওয়া এবং করা তুলনামুলক সহজ বলে শুরুতে এধরনের কাজে হাত দেয়া সকলের জন্যই ভাল। এমনকি যারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রাফিক ডিজাইন পেশায় জড়িত তারাও এখান থেকে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে পারেন।

অনেকে সবসময়ই এধরনের কাজ করে যেতে আগ্রহি কারন এধরনের কাজে বেশি সময় দিতে হয় না। কেউ কেউ এধরনের কাজ নিয়ে অন্যদের দিয়ে করান।

২. মধ্যম পর্যায়ের কাজ

অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সিং গ্রাফিক ডিজাইন কাজ এই পর্যায়ের। পন্যের লেবেল, প্যাকেজ ডিজাইন থেকে শুরু করে নানা ধরনের বিজ্ঞাপন ডিজাইনের কাজের জন্য দক্ষ ডিজাইনার হতে হয়। গ্রাফিক ডিজাইনের নিজস্ব যে নিয়মগুলি আছে সেগুলি মেনে সঠিক রং, কম্পেজিশন, ইমেজ, ফন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে নির্দিস্ট বক্তব্য তুলে ধরতে হয়। পেশাদার গ্রাফিক ডিজাইনাররা ডিজাইনের মুল নিয়মের ব্যতিক্রম করেন

না, যা প্রাথমিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে ।
এধরনের কাজ করার আগে অবশ্যই গ্রাফিক ডিজাইনের নিয়ম জেনে নেবেন এবং দক্ষতা বাড়াবেন ।

৩. উচুমানের কাজ
গ্রাফিক ডিজাইন ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ ডিজাইন বলে একটি বিষয় আছে । আপনি এমন ডিজাইন করবেন যা অন্য ডিজাইন থেকে আলাদা । এধরনের কাজের জন্য একদিকে গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষতা অন্যদিকে সৃষ্টিশীলতা দুইই প্রয়োজন হয় । এধরনের কাজ থেকে আয় অন্যদের থেকে অনেক বেশি ।

এই তিন ধরনকে এভাবে দেখতে পারেন, শুরুতে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজে হাত দেয়া, সেখান থেকে ক্রমাগত দক্ষতা বাড়ানোর সাথে পরবর্তী ধাপের দিকে যাওয়া ।
অধিকাংশ পেশাদারের জন্য মধ্যম পর্যায়ের কাজ যথেষ্ট হতে পারে । আপনাকে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার হতেই হবে এমন কথা নেই । যদি হন সেটা খুবই ভাল ।

লোগো ডিজাইন

লোগো ডিজাইন সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন । লোগো বিশেষ ধরনের ডিজাইন । অনেকে শুধুমাত্র লোগো ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন । বাংলাদেশ থেকে যারা ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইন কাজ করেন তাদের মধ্যেও লোগো ডিজাইন প্রথম পছন্দ ।

লোগো কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিক, কাজেই সবসময়ই ক্রিয়েটিভ ডিজাইন। আপনি অন্য কারো লোগো অনুকরন করে নতুনভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। লোগোর ভালমন্দ হিসেব করার পদ্ধতিও খুব সহজ না। অনেকেই হয়ত অবাক হবেন লোগোর জগতে মাইক্রোসফট, ফেসবুক, টুইটার এই টেক্সট লোগোগুলি আদর্শ (মাইক্রোসফটের ও অক্ষর এর কাটা অংশ লক্ষ করুন, একে কাটিং এজ এর প্রতিক ধরা হয়)। কোকাকোলার টেক্সট লোগো, এপলের আইকনিক লোগো, সিটি ব্যাংকের লোগো ইত্যাদি বিশ্বসেরা লোগো।

লোগো কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরে। এর মাধ্যমে কোম্পানীর কাজের ধরন তুলে ধরা হয়। সেকারনে এর সেপ, রং সবকিছুই গুরুত্বপুর্ন। অন্যদিকে লোগোকে সরল হতে হয়, এমন হতে হয় যা একবার দেখে মনে রাখা যায়, যে কোন যায়গায় ব্যবহার করা যায়। বিজনেসকার্ড, প্যাড, ওয়েবপেজ, বিজ্ঞাপন থেকে শুরু কোন পন্যের প্যাকেটের গায়ে, পোষাকে কিংবা গাড়িতে।

লোগো ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে হলে লোগোর বৈশিষ্টগুলি জেনে নেয়াই ভাল। অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে শুধুমাত্র লোগো ডিজাইন বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য। সেগুলি থেকে লোগোর মুল বৈশিষ্ট কি হতে পারে, লোগোর মাধ্যমে কিভাবে বক্তব্য তুলে ধরতে হয়, বর্তমানে কোন ধরনের লোগোর প্রচলন বেশি ইত্যাদি জানা যায়।

আপনি হঠাত করে লোগো ডিজাইনার হতে পারেন না। এজন্য যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রস্তুতি নেয়াই ভাল।

কি জানতে হবে

গ্রাফিক ডিজাইন এবং ফটোশপ শব্দদুটি একে অন্যের পরিপুরক। যদিও গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য বহু সফটঅয়্যার রয়েছে তারপরও পেশাদারী কাজে ফটোশপকে বাদ দিতে পারেন না। বরং যারা ফটোশপ ব্যবহার করেন তারা সাধারনত অন্য সফটঅয়্যার নিয়ে মাথা ঘামান না। গ্রাফিক ডিজাইন কাজের প্রথম শর্ত, ফটোশপ ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।

ফটোশপ একটি বিশাল সফটঅয়্যার। এর ব্যবহার বিচিত্র। প্রিন্ট, ডিজিটাল মিডিয়া বা ওয়েবের জন্য কাজের ধরনও আলাদা। যিনি ভিডিও বা এনিমেশনের জন্য গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করবেন তিনি প্রিন্ট মিডিয়ার কাজ করবেন এমন কথা নেই। আবার যিনি প্রিন্টের কাজ করবেন তারজন্য প্রিন্টারে ব্যবহৃত রং সম্পর্কে জানা যতটা জরুরী অন্যদের জন্য ততটা না। উদাহরন হিসেবে বলা যায়, অনেকে নিখুত রং পাওয়ার জন্য সলিড কালার নামের বিশেষ রং ব্যবহার করেন। প্রিন্টের জন্য ডিজাইনের সময় এবিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হয়। অন্যদিকে

যিনি ডিজিটাল মিডিয়ার কাজ করেন তার আদৌ এগুলি জানা প্রয়োজন নেই। কাজ দেখতে কেমন সেদিকে দৃষ্টি দেয়া তারকাছে বেশি গুরুত্বপুর্ন।

অনেকে গ্রাফিক ডিজাইন কাজের উল্লেখের সময় শুধুমাত্র ফটোশপের ওপর জোর দেন। প্রিন্টের জন্য টেক্সট ব্যবহারের সময় ফটোশপ যথেষ্ট না। একইভাবে লোগো ডিজাইনের জন্য ফটোশপ যথেষ্ট না। বরং অধিকাংশ লোগো ডিজাইনার শুধুমাত্র ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করেন। কেউ কেউ কোরেল ড্র ব্যবহার করলেও বাস্তবে ইলাষ্ট্রেরের বিকল্প নেই।

কাজেই গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে ফটোশপ এবং ইলাষ্ট্রেটর দুটিতেই দক্ষ হতে হয়।

বর্তমানে ফটোশপ এবং ইলাষ্ট্রেরে থ্রিডি ব্যবহারের কিছু সুযোগ রয়েছে। তারপরও অনেক সময় থ্রিডির জন্য পৃথক সফটঅয়্যার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি যখন বাড়ির বিজ্ঞাপনে বাড়ির ছবি দেখেন, জানবেন সেটা থ্রিডির জন্য সফটঅয়্যার ব্যবহার করে তৈরী। থ্রিডি ষ্টুডিও ম্যাক্স এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এধরনের ডিজাইন করতে হলে থ্রিডি মডেলার এর সাহায্য নিতে হয়, অথবা নিজেকেই মডেলিং শিখতে হয়।

ইন্টেরিয়র ডিজাইনের জন্য ইলাষ্ট্রেটর ব্যবহার করা হলেও অনেকে অটোক্যাড কিংবা অন্য আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সফটঅয়্যার ব্যবহার করেন। ফ্লাশ এনিমেশন ব্যবহার করে এনিমেটেড ব্যানার তৈরী করা যায়। কাজেই বিশেষ ধরনের কাজের জন্য ফটোশপ-ইলাষ্ট্রেটরের বাইরে অন্য কোন সফটঅয়্যার জানা থাকলে সুবিধে পাওয়া যায়।

সফটঅয়্যার ব্যবহার করে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় শেখা যেমন জরুরী তেমনি ভাল ডিজাইনের বৈশিষ্টগুলি শেখাও জরুরী। একজন ভাল ডিজাইনার প্রথার বাইরে চমকপ্রদ কিছু করেন বলেই সহজে দৃষ্টি কাড়ে।

ভাল ডিজাইনের নিয়মকানুন বিষয়ে বহু বই পাওয়া যায়। ফটোশপ ক্রিয়েটিভ ম্যাগাজিন নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পত্রিকা রয়েছে। সেখানে উদাহরন দিয়ে ভাল ডিজাইনের বৈশিষ্টগুলি উল্লেখ করা হয়। এধরনের আরো পত্রিকা থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এছাড়া ইন্টারনেটে বহু ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে ভাল ডিজাইনের বৈশিষ্টগুলি তুলে ধরা হয়।

ভাল গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়ার জন্য প্রতিটি ডিজাইনের বৈশিষ্ট লক্ষ করা জরুরী। কোন ডিজাইন কেন ভাল, কোনটি কেন মন্দ, খুত কি, কিভাবে তাকে ভাল করা যেত এই দৃষ্টিতে দেখে নিজের কাজে তার প্রভাব ফেলা যায়।

গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে শেখার শেষ নেই। যিনি ১০ বছর কিংবা আরো বেশি সময় ধরে পেশাদার কাজ করেন তাকেও সবসময়ই নতুন কিছু শিখতে হয়। ভুলে যাবেন না, গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ সবসময়ই নতুন কিছু তৈরী করা। এমনকিছু যা অন্য কেউ করেননি।

সুবিধের দিক এটাই, অল্প শিখে গ্রাফিক ডিজাইন কাজ শুরু করা যায়। এরপর ক্রমাগত শিখে উন্নতির দিকে যাওয়া যায়।

কোথাও কোর্স করে গ্রাফিক ডিজাইন শেখা যেতে পারে। নিজে পড়াশোনা করেও শিখতে পারেন। সবচেয়ে ভাল হয় শেখার সাথেসাথে যেখানে পেশাদারী কাজ হয় এমন কোথাও কাজ দেখার সুযোগ পেলে। যারা নিয়মিত কাজ করেন তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু পদ্ধতি থাকে যা বইপত্রে পাওয়া যায় না।

সেইসাথে নিজে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। ডিজাইনে যা দেখাতে চান সেটা করে দেখুন। অন্যদের দেখিয়ে মতামত শুনুন, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবর্তণ করে আরো ভাল কিছু করার চেষ্টা করুন।

গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে কিছু পরামর্শ

গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করার সময় সাধারন কিছু নিয়ম মানতে হয়। বিভিন্ন কারনে অনেকে এবিষয়ে সচেতন না থেকে সমস্যায় পরেন। এই নিয়মগুলির ব্যক্তিক্রম কখনোই করা উচিত না।

১. ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করুন
   ক্লায়েন্ট ঠিক কি চান প্রথমেই জেনে নিন। পছন্দ বিষয়টি প্রত্যেকের নিজস্ব। আপনার পরিকল্পনা এবং ডিজাইন খুব ভাল হওয়ার পরও ক্লায়েন্ট সেটা পছন্দ না করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ডিজাইনারকে পুনরায় কাজ করতে হতে পারে। আগেই মতামত নিয়ে কাজ সহজ করতে পারেন।

২. ফন্ট ব্যবহারে শতর্ক থাকুন
   গ্রাফিক ডিজাইনে ফন্ট গুরুত্বপুর্ন বিষ। অনেক সময়ই এর ওপর ডিজাইনের সৌন্দর্য নির্ভর করে। অপ্রচলিত ফন্ট ব্যবহার করলে ক্লায়েন্ট সেটা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন কি-না নিশ্চিত হয়ে নিন। অনেক সময় ক্লায়েন্টকে ফন্ট কপি করে দিতে হয়। সম্ভব না হলে ফটোশপের ক্ষেত্রে ফন্টকে রাষ্টারে পরিনত করে নিন, অথবা ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রে আউটলাইন করে নিন।

৩. রং ব্যবহারে সচেতন থাকুন
   ডিজাইনটি কোথায় ব্যবহার করা হবে তার ওপর নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের রং ব্যবহার করবেন।

প্রিন্টের জন্য সিএমওয়াইকে, বিশেষ সময়ে সলিড কালার বা স্পট কালার, ডিসপ্লের জন্য আরজিবি, ওয়েবের জন্য ওয়েব সেফ কালার ইত্যাদি আগেই ঠিক করে নিন। অনেক সময় একই ডিজাইন বিভিন্ন যায়গায় ব্যবহার করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি আলাদা আলাদাভাবে পরিবর্তন করে নিন।

প্রতিটি রঙের নির্দিষ্ট প্রতীকি অর্থ রয়েছে। কোন রঙ শিশুদের জন্য, কোনটি মেয়েদের জন্য, কোনটি আভিজাত্য বুঝায়, কোনটি নিরপেক্ষতা, কোনটি প্রকৃতি বুঝায়। সহজ একটি উদাহরন, হলুদ অর্থ ক্ষুধা, লাল অর্থ দ্রুত। দুটি একসাথে করলে হয় ফাষ্টফুড। ম্যাকডোনাল্ডস সহ অধিকাংশ ফাষ্টফুড এই দুটি রং ব্যবহার করে।

প্রতিটি রঙের অর্থ জেনে ব্যবহার করুন। ইন্টারনেটে রঙ বিষয়ক চার্ট পাবেন। সেটা হাতের কাছে রাখুন।

৪. কপিরাইটেড কিছু ব্যবহার করবেন না

ডিজাইন কাজের সময় ছবি প্রয়োজন হয়। ইন্টারনেট ছবির একটি বড় উৎস। যে কোন ছবি ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হয়ে নিন সেটি কপিরাইট করা কি-না। অন্যের কপিরাইট করা ছবি ব্যবহার করে সমস্যায় পরতে পারেন। অনেক সময় ব্যবহারের অনুমতিসহ কেনা ষ্টক ইমেজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও ক্লায়েন্ট আপত্তি করেন।

সাধারন নিয়ম, যতটা সম্ভব ষ্টক ইমেজ থেকে দুরে থাকুন। অন্যের ছবি ব্যবহারে ডিজাইনারের কৃতিত্ব নেই।

ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট

ফ্রিল্যান্সিং কাজের মধ্যে ওয়েব ডিজাইন একটি গুরুত্বপুর্ন কাজ। তুলনামুলক সহজ থেকে শুরু করে বড় ওয়েবসাইটের জটিল কাজও করানো হয় ফ্রিল্যান্সারদের দিয়ে।

ওয়েব ডিজাইন শব্দটি ডিজাইন এবং সাইট তৈরী দুঅর্থেই ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো ডিজাইন বলতে গ্রাফিক ডিজাইনারকে দিয়ে ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হবে সেটা তৈরী করা বুঝায়, মুল সাইট তৈরীর কাজ তিনি করেন না। সেকাজ করানো হয় প্রোগ্রামার দিয়ে। কখনো একই শব্দ ব্যবহার করেই কোড লিখে বা অন্যভাবে সেই ওয়েবসাইট তৈরী করা বুঝানো হয়। এখানে ওয়েবসাইট তৈরীর বিষয় বুঝানো হচ্ছে।

একেবারে সহজ কাজের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা ইত্যাদিতে সাইট তৈরী করে দেয়া। সাধারনত তৈরী টেম্পলেট ব্যবহার করে, কোড না লিখেই এধরনের কাজ করা যায়। কোডিং সামান্য জানলে কাজ করতে সমস্যা হয় না। আর জটিল কাজ হতে পারে যখন নির্দিষ্ট ডিজাইন দিয়ে সেভাবে পুরো সাইট তৈরী করতে বলা হয়। এর মাঝামাঝি কাজের মধ্যে রয়েছে সাইটের কোন সমস্যা দুর করা, নতুন কিছু যোগ করা ইত্যাদি। এজন্য অভিজ্ঞতা এবং কোডিং এ দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

কি জানতে হবে

ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা ইত্যাদি সিএমএস ব্যবহার করে সাইট তৈরী, টেম্পলেট পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের উইজেট যোগ করা ইত্যাদি শিখে সাধারন কাজের চেষ্টা করা যেতে পারে। এই সফটঅয়্যারগুলি এমনভাবে তৈরী যা সাধারন ব্যবহারকারীরাও দ্রুত শিখে নিতে পারেন।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার জন্য প্রচলিত সবগুলি সফটঅয়্যার ব্যবহারপদ্ধতি জানা প্রয়োজন।

ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটঅয়্যার ব্যবহার করা হয়। অনেক সফটঅয়্যারকে বলা হয় ভিজ্যুয়াল ডেভেলপার। টেক্সট, ছবি, বাটন ইত্যাদি যায়গামত বসিয়ে সাইট তৈরী করা যায়। সফটঅয়্যার নিজেই প্রয়োজনীয় কোড তৈরী করে নেয়। একেবারে ছোট কাজের জন্য এগুলি উপযোগি হতে পারে। বাস্তবে পেশা হিসেবে ব্যবহারের জন্য এগুলি তত উপযোগি না। এধরনের ভিজুয়াল ডেভেলপারের ওপর নির্ভর না করাই ভাল। বরং যতটা সম্ভব এগুলি থেকে দুরে থাকুন।

এডবি ড্রিমওয়েভার অনেক পেশাদার ওয়েবডেভেলপার ব্যবহার করেন। এখানে ভিজুয়াল ডেভেলপমেন্টের সুযোগ যেমন রয়েছে তেমনি কোড ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। নতুন ভার্শনগুলিতে ওয়ার্ডপ্রেস-জুমলা ইত্যাদির টেম্পলেট তৈরী, পরিবর্তন ইত্যাদি করা যায়।

যদিও বলা হয় এইচটিএমএল না শিখে কাজ করা যায়, তাহলেও বাস্তবে কাজের জন্য এইচটিএমএল শিখতে হয়। যত ভালভাবে শিখবেন কাজ করা তত সহজ হবে। সাধারনভাবে বলা হয় এইচটিএমএল, সিএসএস এবং জাভাস্ক্রিপ্ট এগুলি শেখা প্রয়োজন। এর বাইরেও ওয়েব কাজের জন্য অন্যান্য ল্যাংগোয়েজ রয়েছে। সেগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে পিএইচপি, মাই-এসকিউএল এবং এপাচি এই তিনটি টুল বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলি ব্যবহারে যিনি দক্ষ তাকে ওয়েবডেভেলপার বলতে পারেন, প্রোগ্রামারও বলতে পারেন।

প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা করতে হয়। যদি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন তবেই কোডিং এর পেছনে সময় ব্যয় করুন।

কি জানতে হবে বিষয়টি সংক্ষেপ করে এভাবে বলা যায়,ওয়ার্ডপ্রেস-জুমলা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে, সাথে কিছু এইচটিএমএল শিখে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ড্রিমওয়েভার এবং সাথে এইচটিএমএল, পিএইচপি, সিএসএস ইত্যাদি শিখে সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ কতে পারেন। আর বড় ধরনের ই-কমার্স সাইটের কাজ করার জন্য প্রোগ্রামার হতে হবে।

সাথে আরেকটু বিষয় মনে রাখতে পারেন, কোডের অর্থ বোঝাটাই মুল বিষয়। সবসময় পুরো কোড লিখতে হবে এমন কথা নেই। সাধারনভাবে প্রচলিত প্রতিটি কাজের কোড ইন্টারনেটে সার্চ করলে পাওয়া যায়।

অনলাইনে এইচটিএমএল শেখার জন্য একটি বিখ্যাত সাইট www.w3schools.com

ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ

যারা ওয়েব ডেভেলপার হবেন সিদ্ধান্ত নেন তাদের বেশকিছু জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এইচটিএমএল-সিএসএস শিখবেন নাকি পিএইচপি শিখবেন। সাইট তৈরীর জন্য ভিজ্যুয়াল টুল ব্যবহার করবেন নাকি সরাসরি কোডের ওপর নির্ভর করবেন। সমস্যা আরো জটিল হয় যখন দুদিকেই বিশেষজ্ঞমত প্রচার করা হয়। যিনি নিজে যেভাবে কাজ করে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন তিনি অন্যদেরও সেটাই করতে বলেন। যিনি সরাসরি কোড লিখে কাজ শুরু করেছেন তিনি কোন ধরনের ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্টের বিপক্ষে যাবেন এটাই স্বাভাবিক। তিনি হয়ত কখনো সেগুলি ব্যবহার করেও দেখেননি। যারা ব্যবহার করেন তাদের বক্তব্য, এভাবে যদি কিছু কাজ সহজে করে নেয়া যায় তাহলে ব্যবহার করব না কেন! একসময় সফটঅয়্যারের মেনু ডিজাইনের পুরো কাজ কোড লিখে করতে হত। এখন সেটা করার অর্থ অকারন সময় নষ্ট করা।

এধরনের বিতর্ক সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সৃষ্টি করে তা হচ্ছে সময় নষ্ট করা। এটা নাকি ওটা এই সিদ্ধান্ত নিতে সময় গড়িয়ে যায়।

এই সমস্যা মোকাবেলা করতে পারেন কিছু নিয়ম মেনে। ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলেও একে ব্যবহার করতে পারেন যে কোন কাজেই।

১. একটি বিষয় বেছে নিন

আপনি একইসাথে একাধিক গান শোনেন না, একটি শোনা শেষ করে আরেকটি শোনেন। শেখার সময়

এই নিয়মকে কাজে লাগান। ভাল ওয়েব ডেভেলপার হওয়ার জন্য আপনাকে কম-বেশি এইচটিএমএল শিখতে হবে। সেটা ভালভাবে শিখে নিন। এরপর সিএসএস, পিএইচপি বা জাভাস্ক্রিপ্ট যা করতে চান সেটা শুরু করুন। একটা শেষ না করে আরেকটায় হাত দেবেন না।

সাধারন অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ কাজে ভিজ্যুয়াল ডেভেলপার ব্যবহার করলেও শুরুতে কিছুটা এইচটিএমএল জেনে নেয়া ভাল।

২. সাধারন নিয়মগুলি মেনে চলুন

আপনি কোন সফটঅয়্যার ব্যবহার করবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ। কাজ যখন ওয়েব ডিজাইন তখন ওয়েব ডিজাইনের নিয়মগুলি ঠিক রাখুন। কোড লেখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানার পরামর্শ দেয়া হয়। সেগুলি ঠিক রাখুন। শুরুতে কিছুটা জটিল মনে হলেও অভ্যস্থ হলে একসময় বড়ধরনের সুবিধে পাওয়া যাবে।

৩. সুন্দর চেহারার বিষয়টি পরে রাখুন

নতুন ওয়েব ডিজাইনারের প্রথম লক্ষ থাকে তিনি এমন সুন্দর কিছু তৈরী করবেন যেন অন্যরা প্রশংসা করে। হয়ত কেউ কেউ সেটা করেনও। মুল ভিজিটরের কাছে পেজটি সহজে-ঠিকভাবে ব্যাবহার করা যায় কিনা সেটাই বেশি গুরুত্বপুর্ন। যদি না যায় সৌন্দর্য্যের জন্য হয়ত কেউ একবার সাইট ভিজিট করবেন, পরবর্তীতে কখনো সেই সাইট ব্যবহার করবেন না।

ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য অবশ্যই গুরুত্বপুর্ন। তারচেয়েও গুরুত্বপুর্ন সাইটটি সমস্যামুক্ত হওয়া। সেদিকে প্রথমে দৃষ্টি দিন।

৪. পছন্দমত বিষয়গুলি সংগ্রহে রাখুন

ইন্টারনেট একটি বিশাল যায়গা। ওয়েব ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় বহুকিছু ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এদিকে লক্ষ রাখুন। কোথাও ভালকিছু দেখলে সেটা সংগ্রহে রাখুন তারমত কিছু করার উদাহরন হিসেবে। বিভিন্নধরনের কাজের জন্য তৈরী কোড পাওয়া যাবে। সেগুলি সংগ্রহে রাখতে শুরু করুন। এগুলি পরিক্ষীত, কাজেই প্রয়োজনের সময় এগুলি ব্যবহার করে সময় এবং শ্রম দুই বাচাতে পারেন।

৫. যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করুন

যত বেশি সম্ভব বই পড়ুন, টিউটোরিয়াল দেখুন, বিভিন্ন সাইটে দেয়া অনলাইন আর্টিকেল পড়ুন।

সবসময়ই শেখার এবং কাজে লাগানোর মত কিছু পাবেন। সামান্য একটু পরামর্শ জীবন পাল্টে দিয়েছে এমন উদাহরনের শেষ নেই।

৬. সঠিক সফটঅয়্যার ব্যবহার করুন

আপনার জন্য সঠিক সফটঅয়্যার কোনটি ঠিক করার দায়িত্ব আপনার নিজের। কোডিং এর জন্য কেউ নোটপ্যাড++ পছন্দ করেন, কেউ ড্রিমওয়েভার ব্যবহার করেন, কেউ অন্য সফটঅয়্যার ব্যবহার করেন। গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য কেউ ফটোশপ দিয়েই সব কাজ করেন, কেউ ফায়ারওয়ার্কস ব্যবহার করেন। আপনি যেটাতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন সেটাই ব্যবহার করুন। আরেকজন কি ব্যবহার করছে সেটা দেখে অনুকরন করবেন না।

৭. কাজ শুরু করুন

কনফুসিয়াসের একটি কথা প্রবাদের মত ব্যবহৃত হয় সারা বিশ্বে, যদি চলতে থাকেন একসময় গন্তব্যে পৌছুবেন। একে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারেন। করছি-করব একথা বলে অপেক্ষা করলে আপনি কখনোই গন্তব্যে পৌছুবেন না। করব বলে মাস-বছর এমনকি যুগ পার করে দেয়ার ঘটনা বিরল না।

যদি সত্যিই কিছু করতে চান, এখনই শুরু করুন। সামান্য করে হলেও সামনের দিকে যেতে চেষ্টা করুন। একসময় গন্তব্যে পৌছুবেন।

প্রোগ্রামিং এবং অন্যান্য

কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজ উল্লেখ করার সময় প্রোগ্রামিং সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেতে পারত। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য যে সুযোগগুলি প্রয়োজন বাংলাদেশে তা অনেকটাই সীমিত। ইচ্ছে এবং মেধা থাকা সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে প্রোগ্রামার হওয়া সম্ভব হয় না। ৯০ এর দশকে অনেকেই ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং এর দিকে ঝুকেছিলেন, কেউ কেউ সি-তে ভাল কাজ করে দেখিয়েছেন। বিভিন্ন কারনে সেই আগ্রহ কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রোগ্রামার হতে আগ্রহি মানুষের সংখ্যা একেবারেই কম। ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ নেই। স্থানীয়ভাবে প্রোগ্রামারদের চাহিদা নেই বলে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব না। পাইরেসি নিয়ন্ত্রন করে প্রোগ্রামারকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেই বলে বানিজ্যিক সফটঅয়্যার তৈরী করে বিক্রির সুযোগও নেই।

কাজেই, প্রোগ্রামার হওয়া বা না হওয়া একান্তই নিজের ইচ্ছে। এটুকু মনে রাখা ভাল, বাংলাদেশে থেকে প্রোগ্রামার হতে চাইলে সেজন্য রীতিমত যুদ্ধ করতে হবে। কয়েকবছর যুদ্ধ করে হাল ছেড়ে দিলেও কেউ ফিরে তাকাবে না।

প্রোগ্রামার হলে কাজের সুযোগ অনেক। শুধুমাত্র মোবাইল ডিভাইসের জন্যই সফটঅয়্যার রয়েছে বহু লক্ষ। এদের অধিকাংশই স্বাধীনভাবে তৈরী করা। বিক্রি করা হয় এপল, গুগল, মাইক্রোসফট, স্যামসাং ইত্যাদি কোম্পানীর মাধ্যমে। তাদের কাছে পাঠালে তারা তাদের সাইটের মাধ্যমে বিক্রি করে এবং সেখান থেকে বিক্রির অংশ পাওয়া যায় (বলে রাখা ভাল বাংলাদেশ থেকে সব যায়গায় এভাবে অংশ নেয়া যায় না)।

প্রোগ্রামিং সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায়, একে স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের সুযোগ নেই। যদি প্রোগ্রামার হতে চান তাহলে শুরুতেই কি কাজ করবেন সে সম্পর্কে খোজ নিয়ে কার কাজ করবেন, সেজন্য কি প্রয়োজন, শেখার ব্যবস্থা কি করতে পারেন, অন্যন্য কি কি পাওয়া সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা নিন।

আগে যেমন বলা হয়েছে, ফ্রিল্যান্সিং কাজের ধরনের শেষ নেই। ইন্টারনেটে পাঠানো যায় এমন যে কোন কাজই করা যেতে পারে। কোন কাজ করবেন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কোন ফ্রিল্যান্সিং সাইটের সদস্য হয়ে কাজের তালিকার দিকে দৃষ্টি দিন। আপনার করার মত পছন্দসই কোন কিছু অবশ্যই পাবেন।

সেলফ ডেভেলপমেন্ট : ফ্রিল্যান্সিং কাজে ভাল করার জন্য করনীয়

যারা ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেন তাদের বক্তব্য এককথায় পরিনত করলে এমন হতে পারে;
ফ্রিল্যান্সিং একটি ব্যবসা। একে ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখলে তবেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।
এবং সকলেরই জানা ব্যবসা অত্যন্ত জটিল বিষয়। একই ব্যবসা করে একজন ধনী হন আরেকজনকে ব্যবসা গুটিয়ে সরে যেতে হয়। একই নিয়ম মেনে একজন ভাল করেন আরেকজন করেন না।
ফ্রিল্যান্সার কি সাধারনভাবে কিছু নিয়ম মেনে চলতে পারেন ?
উদাহরন বলে, সেটা সম্ভব। যারা ভাল করেছেন বা করছেন তারা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলেন। যারা সেই নিয়ম ঠিকভাবে মানেন না তারা সমস্যায় পরেন। এক দশকের বেশি সময় ধরে ফ্রিল্যান্সিং পর্যালোচনা করে এধরনের বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন অনেকে।
তারপরও একথা মনে রাখা জরুরী, ফ্রিল্যান্সিং নিজে একদিকে পরিবর্তনশীল বিষয়, অন্যদিকে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ফ্রিল্যান্সিং এর সফলতা-ব্যর্থতা এতটাই নির্ভরশীল যে একজনের সাফল্য অনুসরন করে আরেকজন সফল হবেন এটা ধরে নেয়া যায় না। ব্যক্তিগত, সামাজিক, ভৌগলিক, প্রযুক্তিগত নানাবিধ কারনে একজনের নিয়ম আরেকজনের জন্য উপযোগি হয় না।
সাধারনভাবে সকলের উপযোগি নিয়মগুলির দিকে একবার দৃষ্টি দেয়া যাক;

নিজেকে তুলে ধরুন

প্রচারে প্রসার, এটা ব্যবসা সম্পর্কে বলা হয়। আপনি কোন পন্য বিক্রি করতে চান, সকলের কাছে তার পরিচিতি তুলে ধরুন। সাবান হিসেবে লাক্স কিংবা হুইলের প্রচারনাকে উদাহরন হিসেবে দেখতে পারেন। গ্রামের দেয়ালেও তাদের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। ক্রমাগত দেখতে দেখতে একসময় মানুষের মনে এমনভাবে নাম গেথে যায় যে দোকানে গিয়ে নাম বলার সময় বলেন লাক্স অথবা হুইল।
দ্বীতিয় নিয়ম, সহজ প্রাপ্যতা। গ্রামের দোকানেও এই পন্যগুলি পৌছে দেয়া হয় কোম্পানীর পক্ষ থেকে। যার প্রয়োজন তিনি ইচ্ছে করলেই যে কোন দোকান থেকে কিনতে পারেন।
একই নিয়মে ফ্রিল্যান্সারের নিজেকে প্রচার করতে হয় এবং তারসাথে সহজে যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ফ্রিল্যান্সার অবশ্যই পন্যের মত বিজ্ঞাপন দেন না। তার প্রচারের ধরন আলাদা। তিনি ঠিক কি কাজ করেন,

কতদিন ধরে এই কাজ করছেন, সফলতার উদাহরন কি ইত্যাদি তুলে ধরেন সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের সামনে। যিনি একাজে যত সফল তিনি তত সহজে কাজ পান। অন্যকথায়, ক্লায়েন্ট তত সহজে তাকে খুজে পান তিনি তত ভাল করেন।

কাজটি জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। দক্ষতা ছাড়া নিজেকে দক্ষ দাবী করতে পারেন না, অভিজ্ঞতা না থাকলে অভিজ্ঞতার বর্ননা দিতে পারেন না, আগে কাজ না করলে উদাহরন দেখাতে পারেন না। কিভাবে এই পর্যায় পার হবেন সেকথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধরে নেয়া যাক আপনি বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছেন, দক্ষতা বেড়েছে। সেগুলিকে ফ্রিল্যান্সিং প্রচারের কজে ব্যবহার করতে চান। এজন্য সাধারনভাবে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি দেখা যাক;

প্রোফাইল উন্নত করুন

ফ্রিল্যান্সারের তথ্য রাখার মুল যায়গা তার প্রোফাইল। যে কোন সাইটে সদস্য হলে সেখানে নিজের তথ্য রাখার যে ব্যবসা সেটা। অন্য যেখানেই তথ্য রাখুন না কেন, আপনার প্রোফাইল দেখে ক্লায়েন্ট আপনাকে যাচাই করবেন।

প্রোফাইল উন্নত রাখার জন্য ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে সবসময়ই পরামর্শ দেয়া হয়। মোটামুটিভাবে নিয়ম হচ্ছে;

১. পরিপুর্ন তথ্য রাখা

ক্লায়েন্ট যে বিষয়গুলিতে আগ্রহি হতে পারেন তার সবগুলি উল্লেখ করুন। একেকজন ক্লায়েন্ট একেক কারনে ফ্রিল্যান্সার বাছাই করেন। কেউ সবচেয়ে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ খোজ করেন, কেউ অল্প খরচে কাজ করাতে চান, কেউ নির্দিষ্ট দেশের ফ্রিল্যান্সার পছন্দ করেন। আপনার কোন বিষয় ক্লায়েন্ট পছন্দ করবেন আগেই ধরে নিতে পারেন না। সেকারনে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা জরুরী।

সাধারন নিয়ম ফ্রিল্যান্সার কাজ দেখে বিড করবেন এটা হলেও নিয়মিত ক্লায়েন্ট ফ্রিল্যান্সারদের প্রোফাইল দেখে নিজেই যোগাযোগ করেন। এভাবে দীর্ঘকালীন কাজ পাওয়া যায়।

কোন সাইটে প্রোফাইল তৈরীর যায়গা যদি যথেষ্ট মনে না হয় তাহলে অন্য কোন যায়গায় (ব্লগে) নিজের বিস্তারিত তথ্য রেখে তার লিংক রাখতে পারেন।

২. যোগাযোগের তথ্য রাখুন

ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলি আশা করে আপনি সবসময় তাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। এটা তাদের

ব্যবসা ভুলে যাবেন না। অনেকেই এর বাইরে যোগাযোগ পছন্দ করেন না। তাদের নিয়ম মেনে যোগাযোগের যাকিছু মাধ্যম রাখা সম্ভব সেগুলি রাখুন।

এক্ষেত্রেও বক্তব্য, একেকজন ক্লায়েন্ট একেক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা পছন্দ করেন। কেউ শুধুমাত্র ইমেইল, কেউ মোবাইল ফোন, কেউ স্কাইপ বা এধরনের ব্যবস্থা। আপনি যেগুলি ব্যবহার করতে পারেন সেগুলি উল্লেখ করুন।

বিশেষ কারনে যদি কোনটি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, কিংবা নির্দিষ্ট সময়ে যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয় সেটাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন। যেমন আপনি লিখে রাখতে পারেন দিনের অমুক সময় আপনাকে পাওয়া যাবে।

৩. নিজের আগ্রহ তুলে ধরুন

প্রোফাইলে নিজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। সেখানে নিজের আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা তুলে ধরুন। কিভাবে তুলে ধরবেন জানার জন্য অন্য কারো প্রোফাইল দেখে নিন। সাধারনভাবে নিয়ম হচ্ছে, আপনার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট কি কি সুবিধে পাবে তাকে প্রাধান্য দেয়া। নিজের প্রশংসা করবেন না। ব্যবসার আমরাই প্রথম, আমরাই একমাত্র এধরনের প্রচারনাকে উদাহরন হিসেবে দেখতে পারেন। তারা প্রথম নাকি একমাত্র তাতে ক্রেতার কিছু যায় আসে না, তারা ক্রেতাকে কি সুবিধে দেবে, কাজ কত ভালভাবে করবে সেটাই বিবেচ্য। ক্লায়েন্টও এই দৃষ্টিতেই ফ্রিল্যান্সারকে দেখেন।

আপনি তার কাজ ঠিকভাবে করতে পারবেন, তুলনামুলক কম টাকায় করবেন, সময়মত করবেন এবং আপনি কাজটি পছন্দ করেন এধরনের বক্তব্য ক্লায়েন্টকে আকৃষ্ট করে।

৪. নিজের ছবি ব্যবহার করুন

অনেকে বিভিন্ন কারনে প্রোফাইলে নিজের ছবির বদলে লোগো বা অন্য ছবি ব্যবহার করেন। দেখা গেছে যারা নিজের ছবি ব্যবহার করেন তারা অগ্রাধিকার পান। নিতান্ত কারন না থাকলে নিজের ছবির বদলে অন্যকিছু ব্যবহার করবেন না।

৫. অভিজ্ঞতার উল্লেখ করুন

আগে যে কাজগুলি করেছেন সেগুলির উল্লেখ করুন। বড় কোন কোম্পানীর কাজ করলে তার উল্লেখ সবসময়ই অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়।

৬. উদাহরন দেখার ব্যবস্থা রাখুন
আগের করা কাজের উদাহরন তুলে ধরুন। বিশেষ করে গ্রাফিক ডিজাইনারদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। কোন কোন কাজে এত সহজে উদাহরন দেখানোর সুবিধে নেই। সেক্ষেত্রে ব্লগ বা অন্য কোথাও উদাহরন রেখে তার লিংক ব্যবহার করুন। অথবা সেগুলির বর্ননা রাখুন।

৭. সঠিক ভাষা ব্যবহার করুন
প্রোফাইলে বানান ভুল বা অন্য কোন ভুল অমনোযোগিতা প্রকাশ করে। কখনোই বানান ভুল রাখবেন না। বর্ননা লেখার সময় ভাষাগত সমস্যাবোধ করলে অন্য প্রোফাইল দেখে নিন, প্রয়োজন অন্য কারো সাহায্য নিয়ে লিখুন। ইংরেজি আপনার প্রধান ভাষা না হলে সমস্যা হতেই পারে।

অনলাইন পরিচিতি তৈরী করুন

পরিচিতি বাড়ানোর জন্য নিখুত প্রোফাইল হয়ত তৈরী করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন সেটা অন্যদের দেখানোর ব্যবস্থা করা। ভুলে যাবেন না, আপনার মত বহু লক্ষ ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইল রয়েছে। আপনাকে তাদের সকলের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এজন্য এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন যেন ক্লায়েন্ট, সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট বা অন্যরা আপনার কথা জানেন।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর কথা যখন হচ্ছে তখন অনলাইনে পরিচিতি বাড়ানো এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগি। যত বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন ইন্টারনেটে আপনার পরিচিতি বাড়ান সম্ভাবনা তত বেশি।

এজন্য ফ্রিল্যান্সারা সাধারনত যা করেন;

১. ব্লগ তৈরী
ফ্রিল্যান্সার যে বিষয় নিয়ে কাজ করেন তারসাথে মানানসই ব্লগ তৈরী করতে পারেন। সেখানে নিজের কাজের তথ্য, পরামর্শ, উদাহরন, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি দিয়ে একদিকে নিজের দক্ষতা তুলে ধরতে পারেন অন্যদিকে সরাসরি ব্লগ থেকে আয়ও করতে পারেন।

২. সোস্যাল নেটওয়ার্ক সাইট ব্যবহার
অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সার ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন, গুগল ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে নিজেকে তুলে ধরা যায়।

৩. ই-বুক ব্যবহার
অনেকেই তথ্যমুলক ই-বুক তৈরী করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার করেন। এর মাধ্যমে নিজের পরিচিতি তুলে ধরা সম্ভব হয় সহজেই।

৪. রিভিউ-ব্লগপোষ্ট লেখা
কোন পন্য বা সেবার রিভিউ লিখে সহজেই নিজের পরিচিতি তুলে ধরা যায় যার নিজের ব্লগ নেই তিনি অন্য ব্লগে লিখেও সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেন।

৫. ইউটিউব ভিডিও ব্যবহার
যারা ভিডিও বা এনিমেশনের কাজ করেন তাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধেজনক পদ্ধতি ভিডিও তৈরী করে ইউটিউবে রেখে দেয়া। ফ্রিল্যান্সিং কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্য ভিডিও তৈরী করেও এভাবে প্রচার করা যেতে পারে। ভিডিও মার্কেটিং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বিষয়।

৬. অন্যের সাইটে মন্তব্য লেখা
অন্যের সাইটে মন্তব্য লিখে, পরামর্শ দিয়ে অনেকে পরিচিতি লাভ করেন। জনপ্রিয় ব্লগগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে কিছু ব্যক্তি নিয়মিত মন্তব্য লেখেন।

এখানে উল্লেখ করা বিষয়গুলির মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখবেন না। নিজেই কোন পদ্ধতি বের করুন এবং তার মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরুন।

স্থানীয়ভাবে পরিচিতি বাড়ান

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে স্থানীয় কাজের গুরুত্বের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন ফ্রিল্যান্সার কখনোই স্থানীয় কাজের সুযোগ হাতছাড়া করেন না। অনলাইনে পরিচিতি বাড়ানোর মত স্থানীয়ভাবে পরিচিতি বাড়িয়ে কাজের সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে।

নানাভাবে স্থানীয় কাজের জন্য পরিচিতি বাড়ানো যায়। সাধারনভাবে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি হচ্ছে;

১. বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা
স্থানীয়ভাবে প্রচারের জন্য কাজের ধরন অনুযায়ী লিফলেট, ষ্টিকার, পোষ্টার যে কোনকিছুই ব্যবহার করা

যেতে পারে। যে সমাজে ইন্টারনেটের ব্যবহার কম সেখানে এভাবে বেশি মানুষের কাছে যাওয়া যায়। কাজের সাথে মানানসই হলে বিজ্ঞাপনও দেয়া যেতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে স্থানীয়ভাবে প্রচারের সময় অনলাইন প্রচারের মত নিজেকে তুলে ধরছেন না, আপনার কাজকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। জানেন নিশ্চয়ই সরাসরি ওষুধের বিজ্ঞাপন দেয়া যায় না তারপরও ওষুধ কোম্পানীগুলি আইন ফাকি দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করে।

২. অন্যদের সাথে আলাপ করা

যখন যারসাথে আলাপ হয় তখন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরা প্রচারনার একটি বড় অংশ। তাদের যে কেউ, কিংবা তাদের পরিচিত কেউ ক্লায়েন্টে পরিনত হতে পারেন। ফ্রিল্যান্সিং কাজের জন্য অনেকেই পরিচিতদের মধ্যে কাউকে খোজ করেন।

৩. সেবামুলক কাজ করুন

সবসময়ই টাকার বিনিময়ে কাজ করতে হবে এমন কথা নেই। অনেক সময় সমাজের উপকারের জন্যও নিজের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। সাথে লাভ হিসেবে পরিচিতি বাড়ানোর সুযোগ থাকে।

৪. সেমিনারে-আলোচনায় অংশ নেয়া

ফ্রিল্যান্সিং বা নিজের কাজ বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেয়া নিজের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য খুবই কার্যকর। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের পরামর্শ দিলে তারা উপকৃত হন এবং বক্তাকে মনে রাখেন। স্কুলে বা কলেজে এধরনের বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে নিজের পরিচিতি বাড়ানোর পাশাপাশি তাদেরকে বাস্তবমুখি করা যায়।

৫. অন্যকে শেখানো

ট্রেনিং সেন্টারে বা ব্যক্তিগতভবে কাউকে শেখানোর মাধ্যমে নিজের পরিচিতি এবং দক্ষতা দুইই বাড়ানো যায়। সাথে আয়ও করা যায়। শিক্ষার্থী একসময় সরাসরি কাজে সহায়তাও করতে পারেন। এভাবে একসময় ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিনত হওয়া যায়।

ঠিক এই পদ্ধতিগুলিই অনুসরন করতে হবে এমন কথা নেই। সফল ব্যবসার প্রচারনার পদ্ধতির কথা বিবেচনা করুন। তারা নিত্যনতুন পদ্ধতি বের করেন। এখানে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলির বাইরে নানা পদ্ধতিতে ফ্রিল্যান্সার নিজের প্রচার বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন।

পেশাদারিত্ব দেখান

ফ্রিল্যান্সারের পরিচয় তিনি পেশাদার। কিন্তু পেশাদারিত্ব হিসেব করা হয় কিভাবে ?

পেশাদার তার কাজে দক্ষ, সময়মত কাজ করেন, টাকা ছাড়া কাজ করেন না ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে পেশাদারিত্ব প্রকাশ করতে পারেন।

ভিন্নভাবে উদাহরন দেখা যাক। ঢাকা শহরে অফিস শুরুর সময় বা ছুটির সময় লোকাল মিনিবাসগুলি ডাইরেক্টে পরিনত হয়। এর অর্থ হচ্ছে শুরু থেকে শেষ ষ্টপেজ পর্যন্ত ভাড়া দিতে হবে। আপনি পথে উঠুন, পথে নামুন তাতে তাদের আপত্তি নেই। সহজ কথায়, ভাড়ায় ডাইরেক্ট, কাজে লোকাল।

এই উদাহরন দেয়ার অর্থ বাস্তবে দেখা কিছু পেশাদার। কাজের কথা বললে প্রথমেই শুনবেন, আমি প্রফেশনাল। এর অর্থ টাকা ছাড়া কথা বলবেন না। আপনি টাকা অগ্রিম দিয়ে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার পর দেখলেন বিষয়টি আসলে সেই মিনিবাসের মত। টাকার পেশাদার, কাজে পেশাদারিত্বের নামগন্ধও নেই। টাকাগুলো পানিতে গেছে মনে করে একসময় হাল ছেড়ে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এধরনের পেশাদারের সংখ্যা অনেক। যারা টিভি মেরামত করে তাদের অনেককে দেখা যায় নষ্ট টিভির মিউজিয়াম গড়েন। তারকাছে টিভি ঠিক করতে দিলে ধরে নিতে পারেন আপনার টিভি সেখানে আরেকটি আইটেম হিসেবে জমা হবে।

বাংলাদেশে এটা করা সম্ভব কারন আপনার কাছে বিকল্প নেই। একজনের কাছে ঠকে তাকে বাদ দিয়ে আরেকজনের কাছে যেতে পারেন, ফল একই। ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিখিত এবং অলিখিত চুক্তি রয়েছে তারা একে অন্যের ক্ষতি করবেন না। একজন দাম বাড়ালে আরেকজন দাম ঠিক রেখে বেশি বিক্রির পথে যাবেন না, একজন ভেজাল মেশালে আরেকজন ভেজাল না মিশিয়ে তার বিক্রির পথ বন্ধ করবেন না। অন্তত এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমঝোতার অভাব নেই।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং কাজের সময় এই পদ্ধতি ব্যবহারের মানষিকতা থাকলে সময়মত নিজে থেকে সরে যাওয়াই ভাল। আপনার কথা এবং কাজে সামান্য হেরফের করলে কাজ হারাবেন। শুধু সেই কাজই না, ভবিষ্যতে কাজ

পাওয়া সুযোগও বন্ধ হবে। ক্লায়েন্ট আপনার সাথে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না, আপনাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। নিজেই আপনার কাছ থেকে সরে যাবেন।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনার একমাত্র দায়িত্ব, ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট রাখা। আপনি কাজে কতটা দক্ষ শুধুমাত্র তারওপর ক্লায়েন্টের সন্তুষ্টি নির্ভর করে না। ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকবার দেখে নেয়া যাক ফ্রিল্যান্সিং কাজে পেশাদারিত্ব ঠিক রাখার জন্য কি করতে হয়।

১. পেশাদার বিনা টাকায় কাজ করেন না

সব দেশেই কিছু মানুষ থাকেন যারা বিনা টাকায় কাজ করাতে পছন্দ করেন। বিষয়টি ঘটে নানাভাবে। কখনো টাকা দেয়ার কথা বলে পরবর্তীতে না দেয়া, কখনো কোন কারন দেখিয়ে বিনা টাকায় কিছু করিয়ে নেয়া (যেমন অমুক কাজের নমুনা করে দিন। সেই নমুনা নিয়েই তিনি সরে যান। সেকারনে গ্রাফিক ডিজাইন কাজে নমুনা দেয়ার সময় ওয়াটারমার্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়)। সবাই নিশ্চয়ই ঠকবাজ নন। অনেকে সরলভাবেই অগ্রিম না দিয়ে কাজ শুরু করতে বলতে পারেন।

ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরীর উদাহরন দেখা যাক। আপনাকে বলা হল কিভাবে তৈরী করবেন সেটা জানান। আপনি ঠিক কি করবেন ষ্টোরিবোর্ড তৈরী করে কত খরচ হবে ইত্যাদি জমা দিলেন। কোন কারনে তিনি আপনাকে দিয়ে কাজটি করালেন না।

বিষয়টি কি দাড়াল। আপনি তাকে কাজের আইডিয়া দিলেন (হতে পারে তিনি সেটা দেখিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে সেই কাজই করাবেন। হয়ত কম খরচে। কিংবা নিজেই করবেন, আইডিয়া পেলেন ফাও)। আপনার হয়ত জানার উপায় নেই মুল কারন কি। জানলেও কিছু যায় আসে না। আপনি যে কাজ করেছেন সেকাজের দাম পাচ্ছেন না।

এভাবে উল্লেখ করার কারন হচ্ছে, আপনি যখন ফ্রিল্যান্সার তখন কোন কাজ কিভাবে করবেন সেটা জানানোকেও কাজ মনে করুন। কাজ কিভাবে করবেন জানানো এক ধরনের কনসালটেন্সি। আগেই ঠিক করে নিন যদি তিনি কাজ না করেন তাহলে কনসালটেন্সি ফি দিতে হবে।

বিনা টাকায় কাজ করা এক ধরনের সংক্রামক ব্যধি। যত বেশি করবেন তত বেশি করতে বাধ্য হবেন। যদি কোন কারনে বিনা টাকায় কাজ করতে হয় তাহলে তাকে বিনা টাকার কাজ হিসেবেই বিবেচনা করুন, সেখানে টাকা আশা করবেন না।

২. পেশাদার বাকিতে কাজ করেন না

বাকি বিক্রি মাথায় হাত, এধরনের কথা হয়ত লেখা দেখেছেন বহু দোকানে। ফ্রিল্যান্সারের ক্ষেত্রে বাকি বিশাল সমস্যা। শুধুমাত্র বাকির কারনে পেশা বদল করার উদাহরনের অভাব নেই। অনেকের উদ্দেশ্যই থাকে বাকিতে কাজ করানো। কদিন পর টাকা পাবেন, সামনে আরো কাজ আছে একবারে বিল পাবেন ইত্যাদি কথার মাধ্যমে কাজ চলতে থাকে, সাথে বাকিও জমতে থাকে। যখন সেটা সহ্যের বাইরে চলে যায় তখন তিনি আপনাকে ছেড়ে আরেকজনের কাছে যান এবং নতুনভাবে শুরু করেন।

আপনি সবাইকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। বড় কোম্পানীতে টাকা দেয়ার বিষয়ে অনেক নিয়ম-কানুন মানতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও তারা অগ্রিম বা সাথেসাথে টাকা দিতে পারেন না।

কাউকে বাকি দেয়ার আগে তাকে যাচাই করে নিন। কিছু টাকা বাকি রাখার পর যদি আবারও বাকি রাখতে ইচ্ছে করেন সাথেসাথে তাকে বাদ দিন। বাকির ওপর বাকি সবসময়ই ফাকিবাজি। অন্তত এক্ষেত্রে ঠকে শেখার প্রয়োজন নেই।

৩. পেশাদার কাজ শুরু করলে শেষ করেন

আগের দুটি বিষয় ক্লায়েন্টের আচরন নিয়ে। এর বিপরীতে পেশাদারের আচরন কি হওয়া উচিত। তিনি কি ভাড়ায় ডাইরেক্ট হয়ে কাজে লোকাল হবেন!

কোন কাজ করবেন, কোন কাজ করবেন না সেটা যাচাই করে পেশাদার কাজে হাত দেন। একবার কাজ শুরু করলে সেকাজ শেষ পর্যন্ত করেন। অন্তত নিজের কোন সমস্যার কারনে কাজ বন্ধ করেন না।

একটা উদাহরন দেখা যাক। কোন কাজের খরচ হিসেব করার সময় হয়ত ভুলক্রমে এমন হিসেব করেছেন যেখানে পাওনা টাকার থেকেও আপনার খরচ বেশি। এমন অবস্থায় কি করতে পারেন? পেশাদাদের দায়িত্ব কথা ঠিক রাখা। আপনি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন আপনার হিসেবে ভুল হয়েছে, বাস্তবে খরচ বেশি। সাধারনত ক্লায়েন্ট এধরনের পরিস্থিতি বোঝেন। যদি না বোঝেন তাহলেও আপনার দায়িত্ব নিজের ক্ষতি স্বিকার করে হলেও কাজটি ঠিকভাবে শেষ করা। কখনোই কাজ বন্ধ করা না, ক্লায়েন্টকে ঝুলিয়ে রেখে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা না।

এর সুবিধে অনেক। এক কাজে ক্ষতি হলেও তিনি আপনার দায়িত্বপালনে সন্তুষ্ট। নিশ্চিত থাকতে পারেন আবারও কাজ প্রয়োজন হলে তিনি আসবেন। তখন নিশ্চয়ই আরেকবার হিসেবে ভুল করবেন না।

অনেকে বলেন ব্যবসা মাছ ধরার মত। ক্রেতা আকর্ষন করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফ্রিল্যান্সিংকে

অনায়াসে তারসাথে তুলনা করতে পারেন। এজন্য পেশাদারিত্বে ঠিক রাখা সবচেয়ে জরুরী।
কোন কাজ করবেন কিনা শুরুতেই যাচাই করে নিন। কোন সমস্যা থাকলে ক্লায়েন্টকে অপারগতার কথা জানান। কাজ করবেন একথা বলার পর সেটা শেষ করার দায়িত্ব আপনার।

৪. ফ্রিল্যান্সারের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক থাকে

বাংলাদেশে কিছু কেনার সময় প্রথম প্রশ্ন করতে হয়, দাম কত। পরের প্রশ্ন, কত হলে বিক্রি করবেন। পেশাদার কখনো এপথে যান না। তিনি তার কাজের রেট জানেন, তারথেকে বেশি দাবী করেন না, কম নেন না।

অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর সময় বেশি টাকা চাইলে কাজ পাবেন না, কম চাইলে ক্লায়েন্ট ধরে নেবেন ফ্রিল্যান্সার দক্ষ নন। সিদ্ধান্ত ক্লায়েন্টের ওপর ছেড়ে দিলে তিনি জানবেন ফ্রিল্যান্সার পেশাদার নন। সুযোগ পেলে করবেন না পেলে করবেন না এই মনোভাব পোষন করেন। কাজেই ফ্রিল্যান্সারের নিজের কাজের রেট ঠিক করা জরুরী।

কাজের রেট ঠিক করা হয় সেই কাজের জন্য ব্যয় করা সময়, নিজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান সবকিছু মিলিয়ে। অনেক কাজই ঘন্টা হিসেবে করা হয়। কারো ঘন্টাপ্রতি রেট ১০ ডলার কারো ১০০ ডলার। ফ্রিল্যান্সারের সবসময়ই মুল্যায়ন করা উচিত তার কাজের ঘন্টাপ্রতি রেট কত হতে পারে। শুরুতে কম, অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথেসাথে তার বৃদ্ধি হবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া উচিত।

৫. পেশাদার যোগাযোগের ঘাটতি রাখেন না

পেশাদার তার বক্তব্য স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন। কি কি শর্তে কাজ করবেন সেটা স্পষ্ট করেন। তিনি কোন কাজ করতে না চাইলে সেটাও সময়মত জানিয়ে দেন। তিনি সবসময় ক্লায়েন্টকে হ্যা বলেন না। কোন কাজে সমস্যা হলে সাথেসাথে জানিয়ে দেন। সমস্যায় পড়লে নিজেকে আড়াল করেন না।

৬. পেশাদার বাস্তববাদি

আমার সমান দক্ষ বাংলাদেশে জনাদশেক আছে, একথা আমি কয়েক ডজন মানুষের মুখে শুনেছি। বিভিন্ন বিষয়ে। খোজ করলে হয়ত শতশত কিংবা হাজার হাজার ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা একই মনোভাব পোষন করেন। ক্রিয়েটিভ কাজের ক্ষেত্রে অনেকের জন্য এই সমস্যা প্রকট আকার ধারন করে। অনেকে এনিমেটেড মুভি বানিয়ে অস্কার পাওয়ার স্বপ্নের কথা প্রকাশ করেন, যদিও এখনো কাজ শুরু করেননি।

সত্যিকারের পেশাদার স্বপ্নে বাস করেন না, নিজেকে যাচাই করেন। কোনটা বাস্তব কোনটা স্বপ্ন এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝেন।

৭. পেশাদার ক্লায়েন্টের সুবিধের দিকে লক্ষ রাখেন
একজন পেশাদার সবসময়ই ক্লায়েন্টের লাভের সুযোগ করে দেন। কিভাবে কাজ করলে কাজের মান ভাল হবে, খরচ কমবে ইত্যাদি যদি ক্লায়েন্ট না জানেন তাকে জানিয়ে দেন। কখনো কখনো এতে পেশাদারের আপাত লাভ কম হলেও এরফলে স্থায়ী লাভ হয়। তিনি আস্থা লাভ করেন এবং সবসময়ই কাজ পান।

ফ্রিল্যান্সিং কাজ যেমন বিচিত্র ধরনের হতে পারে তেমনি কাজের সময় বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে পারে। ফ্রিল্যান্সার যখন নিজের জন্য সাধারন কিছু নিয়ম ঠিক করে নেন তখন সমস্যা মোকাবেলা করা সহজ হয়।
অবশ্যই এই নিয়মে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হতে পারে। যদি সমস্যা থেকেই যায় তাহলে ফ্রিল্যান্সারের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত, আমি কি পেশাদারের মত আচরন করছি ?

ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করুন

কোন কাজের জন্য ক্লায়েন্টের সামনে থাকে শতশত ফ্রিল্যান্সার। এদের মধ্য থেকে ক্লায়েন্ট সেই ফ্রিল্যান্সারকে বেছে নেবেন যার ওপর তার আস্থা আছে।
ক্লায়েন্ট আপনাকে চেনেন না। আপনি প্রথমবার তারকাছে কাজের জন্য যোগাযোগ করেছেন। আশা করছেন তিনি আপনার ওপর আস্থা রাখবেন। সেক্ষেত্রে আস্থা বিচারের পদ্ধতিগুলি কি হতে পারে।
সাধারনভাবে সফল ফ্রিল্যান্সাররা এজন্য কিছু নিয়ম মেনে চলেন। ক্লায়েন্ট সবসময় শুধুমাত্র ভাল কাজ, সবচেয়ে দক্ষ কিংবা সবচেয়ে কম টাকার কাজ করার সুযোগ খোজেন না। এই বাইরে সম্পর্ক বলে যে বিষয়টি থাকে সেটা গুরুত্বপুর্ন। একারনেই একজন ব্যবসায়ী ভাল করেন, আরেকজন করেন না। যদিও দুজনেই একই জিনিষ একই দামে বিক্রি করছেন।

পরীক্ষিত কিছু নিয়ম মেনে ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করা যেতে পারে। সংক্ষেপে সেগুলি এমন;

১. কাজে আগ্রহ দেখান

ক্লায়েন্ট জানান আপনি কাজটি করতে আগ্রহি। এধরনের কাজ পছন্দ করেন। প্রশ্ন থাকতে পারে সেটা প্রয়োজন কেন ? আগ্রহি বলেই তো যোগাযোগ করেছেন, সেটা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে কেন ? বাস্তবতা হচ্ছে মানুষ এধরনের আগ্রহ দেখতে পছন্দ করে। অফিসে সামনে যাকে বসিয়ে রাখা হয় তারজন্য সবসময় হাসি বাধ্যতামুলক। সুন্দর পোষাক পড়তে হয়। অন্যরা খুশি হন বলেই এটা করা হয়।

২. ক্লায়েন্ট কি চায় বুঝুন

ক্লায়েন্ট ঠিক কি চান সেটা বোঝার চেষ্ট করুন এবং তাকে জানান আপনি সেটা বুঝেছেন। হয়থ তিনি আগের ডিজাইনকে নতুনভাবে তৈরী করতে চান। ঠিক কি কারনে তিনি আগেরটি পছন্দ করছেন না, নতুন ডিজাইনে তিনি কি চান বিষয়টি জানা জরুরী।

ক্লায়েন্ট সবচেয়ে বিরক্ত হন যখন তিনি দেখেন তিনি যা চান সেটা হচ্ছে না।

৩. ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করুন

অনেকেই ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করতে ইতস্তত করেন। ধরে নেন এতে ক্লায়েন্ট বিরক্ত হবেন। কারো কারো ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক। ক্লায়েন্ট যখন কাজের বর্ননা লিখে দেন সেটা দেখে অভিজ্ঞ ফ্রিল্যান্সার বুঝে যান তার মনোভাব। যার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় নেই তিনি সবকিছু গুছিয়ে লিখে প্রকাশ করেন। যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেবিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

অধিকাংশ ক্লায়েন্ট তার কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা রাখেন না। তিনি আশা করেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেটা পুরন করবেন। তিনি আরো কি চান এধরনের প্রশ্ন করলে তিনি তার পরিকল্পনা প্রকাশের সুযোগ পান।

৪. ক্লায়েন্টকে কাজ উন্নত করার সুযোগ দিন

কাজটি ক্লায়েন্টের। আপনার দায়িত্ব তার কাজ সম্পন্ন করা। ক্লায়েন্ট নিজের কাজে অংশ নিয়েছেন, নিজের পরিকল্পনামত হয়েছে এধরনের কিছু পছন্দ করেন। এভাবে না করে অন্যভাবে করলে কেমন হতে পারে, এধরনের বিষয় উল্লেখ করে তার মতামত নিন।

আপনি তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন এমন ভাব প্রকাশ করবেন না। অনেকে সেটা পছন্দ করেন না। বরং আপনি তারকাছে পরামর্শ চাইছেন এভাবে বক্তব্য প্রকাশ করুন।

ক্লায়েন্ট শুরুতে আপনার প্রোফাইল দেখবেন, আপনার আগে করা কাজের নমুনা দেখবেন, এরপর দেখবেন আপনার যোগাযোগের ধরন। প্রথম দুটিতে ভাল করলে তৃতীয়টিতেও ভাল করতে সমস্যা হওয়ার কথা না।

প্রশ্ন থাকতে পারে, ক্লায়েন্টের সব কথা ঠিক বলে কি মেনে নেবেন ?

নিশ্চয়ই না। ক্লায়েন্ট আপনার অফিসের বস নন। তার কথা মানতে আপনি বাধ্য নন। যদি তিনি এমন কিছু বলেন যা আপনার নীতির বিরোধী আপনি সেটা জানাতে পারেন। ক্লায়েন্ট এমনকিছু কাজের জন্য বলতে পারেন যা অনৈতিক, অবৈধ বা কোনভাবে কারো জন্য ক্ষতিকর। আপনি নিজেকে সেকাজ থেকে দুরে রাখবেন এটাই স্বাভাবিক।

এমন ক্ষেত্রে একটি নিয়ম মেনে চলাই ভাল। আপনি ক্লায়েন্টের মনোভাব পাল্টাতে পারেন না, সে চেষ্টা করবেন না। বরং সেকাজটি আপনার জন্য না, ভদ্রভাবে সেকথা বলে সরে আসুন।

যে ভুলগুলি করবেন না

যে কোন শিক্ষার দুটি ধরন থাকে। একটিতে আপনি শেখেন কোন কাজগুলি করবেন, আরেকটিতে কোন কাজগুলি করবেন না। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কোন কাজগুলি করবেন সেকথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কাজগুলি করবেন না সেগুলি দেখে নেয়া যাক।

১. পরিচিতি ঠিকভাবে তুলে না ধরা

ক্লায়েন্টের আপনাকে জানার সুত্র হচ্ছে আপনার দেয়া তথ্য। সেখানে যতটুকু প্রকাশ করবেন ততটুকুই তিনি জানবেন, তার ভিত্তিতে আপনাকে বিচার করবেন। অনেকে বিষয়টিতে ততটা গুরুত্ব দেন না। এটা ফ্রিল্যান্সারের একটি বড় ধরনের ভুল।

নিজের সম্পর্কে যাকিছু ভাল সবই প্রোফাইলে এবং অন্য সেখানে প্রকাশ করা সম্ভব প্রকাশ করুন। এবিষয়ে ইতস্তত করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনা হয়।

অবশ্য অন্যসবকিছুর মত এখানেও ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এক কাজের দক্ষতার যায়গায় অন্য কাজের দক্ষতার উল্লেখ করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। বিশেষ ধরনের কাজে কিংবা অন্য কোন কারনে হয়ত

কারো জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। সাধারন নিয়ম হচ্ছে নিজের সম্পুর্ন তথ্য তুলে ধরা।

২. সময়মত উত্তর না দেয়া

ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করলে সাথেসাথে উত্তর না দেয়াকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেকা হয়। আপনার উত্তর হ্যা বা না যাই হোক না কেন, সাথেসাথে জানানো জরুরী।

কোন কারনে যদি কোন কাজ করতে না চান তখন একথা ধরে নেবেন না, উত্তর দেয়া প্রয়োজন নেই। আপাতত তার কাজ না করলেও ভবিষ্যতে করা প্রয়োজন হতে পারে। এই কাজটি কোন কারনে করবেন না জানিয়ে দিলে সে সম্ভাবনা থাকে, উত্তর না দিলে তিনি ভবিষ্যতে কখনোই যোগাযোগ করবেন না।

কাজে কোন সমস্যা তৈরী হলে সেকথা সাথেসাথে জানানো প্রয়োজন। এরফলে তিনি বিকল্প কিছু ভাবতে পারেন।

৩. ভাষাগত ভুল

আপনার ভাষা ইংরেজি না অথচ যোগাযোগ করতে হচ্ছে ইংরেজিতে, কাজেই ভুল হতে পারে। অনেক ক্লায়েন্ট বিষয়টি মেনে নেন। কিন্তু আপনি জানেন ভাষার সামান্য ভুলের কারনে কি বিপর্যয় ঘটতে পারে। একটি অক্ষরের হেরফেরে বিপরীত অর্থ বুঝানো হতে পারে।

ঠিকভাবে যাচাই না করে কখনো ক্লায়েন্টের কাছে ইমেইল পাঠাবেন না। অন্য কোনভাবে যোগাযোগের সময় ভাষার দিকে লক্ষ রাখুন।

৪. রেফারেন্স ব্যবহার না করা

আগে যে কাজ করেছেন, যার কাজ করেছেন এধরনের কিছু থাকলে উল্লেখ করে সবসময়ই অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। অনেকে এতে ইতস্তত করেন। একে ভুল বলেই ধরা হয়। নিজেকে তুলে ধরার জন্য যাকিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব সেটা করাই ফ্রিল্যান্সারের কর্তব্য।

৫. যোগাযোগের সুত্র না রাখা

কারো কাছে হয়ত ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরেছেন কিন্তু তিনি কিভাবে যোগাযোগ করবেন সেটা জানাননি। যেমন কোন ব্লগে লেখার সময় নিজের পরিচিতি তুলে ধরলেও ইমেইল এড্রেস দেননি। এটা ফ্রিল্যান্সারের ভুল কাজগুলির একটি। আপনি যখন ক্লায়েন্ট আশা করছেন তখন যোগাযোগের সুত্রগুলি এমনভাবে প্রকাশ করবেন যেন কেউ সহজে আপনাকে খুজে পান।

৬. আগ্রহে ঘাটতি

কোন কারনে হয়ত কোন কাজ আপনার মনপুত হচ্ছে না। আপনার আচরনে সেটা প্রকাশ করা ফ্রিল্যান্সারের ভুল। আপনাকে সব কাজ করতেই হবে এমন কথা নেই। হয়ত আপনি সেকাজ করবেন না। তারপরও ক্লায়েন্টকে কখনো জানাবেন না আপনার সেকাজে আগ্রহ নেই। বরং নির্দিষ্ট কোন কারন থাকলে সেটা জানান।

ক্লায়েন্ট যে টাকায় কাজ করাতে চান সেটা আপনার পছন্দ না হলে সেটা জানান। অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে অনেক ক্লায়েন্টই টাকার পরিমান বাড়িয়ে দেন।

৭. ব্যস্ততা দেখানো

অনেকে ব্যস্ততা দেখানোকে নিজের কৃতিত্ব বলে মনে করেন। ধরে নেন এতে তার কদর বাড়বে। ফ্রিল্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা বড় ধরনের ভুল। ব্যস্ত ব্যক্তিকে কেউ কাজের দায়িত্ব দেয় না। শুনতে বেমানান হলেও একথা বিশ্বাস করতে পারেন, যিনি কাজ করেন তিনি কখনো ব্যস্ত থাকেন না। সবসময়ই তারকাছে কাজের জন্য কিছু সময় থাকে। যিনি কাজ করেন না তিনি সবসময়ই ব্যস্ত।

৮. নিজেকে না জানা

আপনি চেষ্টা করেও কাজ পাচ্ছেন না। অনেক চেষ্টা করেও কারন খুজে পাচ্ছেন না। চারিদিকে না দেখে নিজেকে জানার চেষ্টা করুন। আপনি কিছু ভুল করছেন।

যারা কাজ পাচ্ছেন তাদের উদাহরন দেখুন। নিজের ভুল বোঝার চেষ্টা করুন। হয়ত আপনি যেকাজে দক্ষ সেধরনের কাজ খোজ না করে অন্য কাজ খোজ করছেন, ভুল যায়গায় যোগাযোগ করছেন। যেকোন কিছুই হতে পারে।

অন্য সকলের ভুলের মত নিজেকে না জানা ফ্রিল্যান্সারের জন্যও ভুল।

সময়ের সঠিক ব্যবহার

সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা ফ্রিল্যান্সারের জন্য যতটা গুরুত্বপুর্ন ততটা হয়ত অন্যদের কাছে না। ফ্রিল্যান্সারের কাছে অতিরিক্ত কাজ মানে অতিরিক্ত টাকা। অতিরিক্ত কাজ করার জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত সময়। আপনি ইচ্ছে করলে সময় বাড়িয়ে নিতে পারেন না, সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বেশি সময় কাজে ব্যয় করতে পারেন, অল্প সময় অপব্যয় করতে পারেন।

সাধারনবাবে মনে হতে পারে আপনি যখন কোন কাজ করছেন তখন সেই কাজের সময় হিসেব করাটাই মুখ্য। নির্দিষ্ট কাজ করার সময় ছাড়াও ফ্রিল্যান্সারের বহু সময় ব্যয় করতে হয় কাজের প্রস্তুতি নিতে এবং যোগাযোগ করতে। ক্লায়েন্টের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতে যে সময় ব্যয় হয় সেটা সরাসরি কাজে ব্যয় হয় না। যোগাযোগের ব্যবস্থায় সচেতন না থাকলে সময়ের অপচয় আরো বেশি হতে থাকে।

নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম যাচাই করে ফ্রিল্যান্সার সময়কে কাজে লাগাতে পারেন। অনেকে এগুলি লিখে রাখেন এবং ক্রমাগত মেনে চলতে চলতে অভ্যেসে পরিনত করেন;

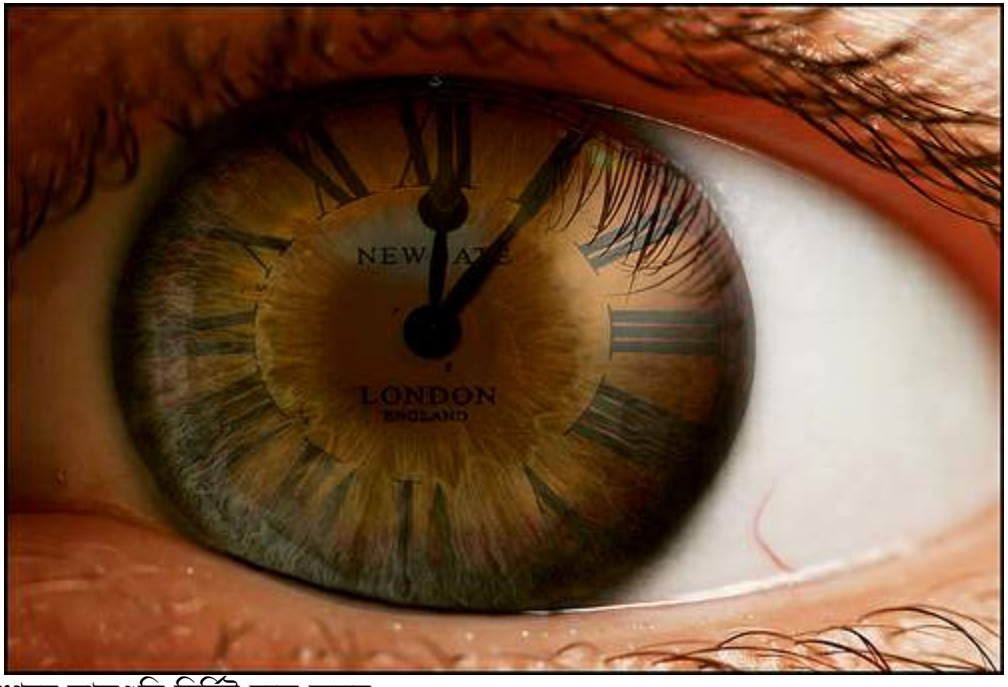

১. সাধারন কাজগুলি নির্দিষ্ট ছকে করুন

ফ্রিল্যান্সারকে প্রোপোজাল তৈরী, বিল তৈরী, চিঠি লেখা ইত্যাদি কাজ নিয়মিতভাবে করতে হয়। এগুলির জন্য নির্দিষ্ট ছক তৈরী করে নিন। প্রয়োজনের সময় নাম-বক্তব্য ইত্যাদি পরিবর্তন করে সেটাই বারবার ব্যবহার করুন।

২. অভিজ্ঞতা লাভ করুন

যে যেবিষয়ে যত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ তিনি সেই কাজ কম সময়ে করতে পারেন। বিশ্বখ্যাত ম্যাকডোনাল্ডস অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়েও উদাহরন। তাদের কাছে যিনি আলু কাটেন তাকে সবসময় আলু কাটার কাজ। যে যেকাজই করুন না কেন, তিনি সেই বিষয়ে দক্ষ কর্মীতে পরিনত হন। ফল হিসেবে দ্রুত এবং নিখুত কাজ পাওয়া যায়।

৩. দিনের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করুন

যারা কর্মদক্ষতা বিষয়ে গবেষনা করেন তারা বলছেন যারা দিনের নির্দিস্ট সময়ে কাজ করে তাদের দক্ষতা যারা দিনের বিভিন্ন সময়ে কাজ করেন তাদের থেকে বেশি। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে দিনের যে কোনসময় কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে বলে সহজেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটার সম্ভাবনা থাকে। দিনের কোন সময় কতঘন্টা কাজ করবেন আগেই ঠিক করে নিন এবং সেই নিয়মে কাজ করতে চেষ্টা করুন।

৪. প্রয়োজনীয় সবকিছু হাতের কাছে রাখুন

কাজ কতে যাকিছু প্রয়োজন হতে পারে সেগুলি হাতের কাছে রাখুন। নিজের কর্মদক্ষতায় যারা খ্যাতিমান তাদের টেবিল এবং ঘরের জিনিষপত্র ছড়ানো-ছিটানো থাকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতে। আপাত ছড়ানো-ছিটানো মনে হলেও তারা জানেন কোন জিনিষ কোথাও রয়েছে। এভাবে রাখলে দ্রুত হাতে পাওয়া যায় বলেই রাখেন।

আপনাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখতে হবে এমন কথা নেই। অনেকে টেবিল পরিস্কার রাখতে পছন্দ করেন। কেউ কেউ যুক্তি হিসেবে বলেন এটা গুছিয়ে কাজ করার মানষিকতা প্রকাশ করে।

বক্তব্য হচ্ছে, প্রয়োজনের সময় কলম খুজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা করুন।

৫. কাজ বারবার না করে একবারে করুন

অনেকে যখন কিছু প্রয়োজন হয় তখন দোকানে গিয়ে কিনে আনেন। এধরনের প্রয়োজন যখনই হবে তখন নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এরপর আর কি প্রয়োজন হতে পারে। সারাদিনে কিংবা আগামী দুদিনে। সেকাজগুলি একবারে করে ফেলুন। কোথাও যাওয়ার সময় আগেই হিসেব করে নিন সেই এলাকায় অন্য কি কাজ আছে। সেকাজগুলি একবারে করে ফেলুন।

৬. অন্যের সাহায্য নিন

যে কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করানো সম্ভব সেকাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিন। একজন ওয়েব ডিজাইনার তার প্রয়োজনীয় বাটন ডিজাইনের কাজ নিজে না করে গ্রাফিক ডিজাইনারকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। এরফলে নিজের কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় করা যায়। একইভাবে পারিবারিক কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিজের সময় বাচানো যায়।

৭. যোগাযোগে মিতব্যয়ী হোন

কাজ করার সময় ফোন বেজে উঠলে কাজের ক্ষতি হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে কাজের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কেউ যদি ফোন করেন। ফোন রিসিভ করে নতুনভাবে কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। সচেতন থেকে এদিকে সময় বাচাতে পারেন। যাদের যোগাযোগ করা প্রয়োজন তাদের এসএমএস বা ইমেইলে যোগাযোগ করতে বলুন। প্রয়োজনে কাজের সময় ফোন বন্ধ রাখুন। কাউকে ফোন করার সময় তার কাজের দিকে লক্ষ রাখুন। তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন এমন সময় ফোন করার অভ্যেস পরিহার করলে সকলেরই উপকার।

ব্লগ-সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ইত্যাদিকে অনেকে সুবিধেজনক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেকে এদেরকে বলেন ভার্চুয়াল এসিস্টেন্ট। সহকর্মীর মতই এগুলি কাজে সহায়তা করে।

৮. নিয়মিত বিশ্রাম নিন

একটানা কাজ করলে একসময় কাজের গতি কমে আসে। বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় শুরু করলে কর্মদক্ষতা বড়ে। গবেষকদের এই বক্তব্যকে কাজে লাগান।

পারকিনসনের সুত্র বলে একটি পদ্ধতি রয়েছে, বৃটিশ সরকারী কর্মচারী সংখ্যায় কমিয়ে কর্মদক্ষতা বাড়ানোর লক্ষে গবেষনা করে ১৯৫৫ সালে এটা প্রকাশিত হয়। এর মুল বক্তব্য হচ্ছে, কাজের জন্য সুবিধেজনক সময় বের করা। ব্যাখ্যাও খুব সহজ। দিনের কাজ শেষে ওভারটাইম বিষয়টির সাথে কমবেশি সকলেই পরিচিত। অনেকসময় ওভারটাইমের জন্য সাধারন সময়ের চেয়ে বেশি অর্থ দেয়া হয়। এই সুত্রের বক্তব্য হচ্ছে, সারাদিন কাজ করার পর এমনিতেই কর্মদক্ষতা কম থাকে। এই সময়ে কাজ হয় সকালের ১ ঘন্টার তুলনায় অনেক কম।

পশ্চিমা দেশগুলিতে কর্মদক্ষতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। সবাইকে মিনিট হিসেব করে চলতে বাধ্য করা হয়। তাদের অন্য সবকিছু এজন্য সহায়ক। কেউ অফিসে যাওয়ার সময় ১২ মিনিট হিসেব করলে তিনি ১২ আগে রওনা দেন এবং সময়মত পৌছাতে পারেন, এজন্য ১৩ মিনিট প্রয়োজন হয় না। আপনার সমাজে সেটা সম্ভব না বলেই সচেতনতা বেশি প্রয়োজন।

শুনে হয়ত অবাক হতে পারেন, অনেকে টিভিতে অনুষ্ঠান দেখার বদলে ডিভিডি কিনে দেখেন। টিভিতে দেখানোর সময় বিজ্ঞাপন যোগ করে যে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করে সেটা কমানোর জন্য। জিনিষপত্র কিনতে দোকানে না গিয়ে ইন্টারনেটে কেনেন। ৪ বার বাইরে যাওয়া প্রয়োজন হলে তাকে কমিয়ে ২ বারে আনেন। ফোনে কথা বলার পরিবর্তে ইমেইল, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এরফলে একদিকে বেশি কাজ করা যায় অন্যদিকে অনায়াসে সপ্তাহে দুদিন পুরো ছুটি ভোগ করা যায়।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সফল হওয়ার জন্য কম সময়ে বেশি কাজ করা গুরুত্বপুর্ন।

ফ্রিল্যান্সার কখন সফল হন

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সফলতা লাভ করার যাকিছু বৈশিষ্ট সবকিছুই আপনার রয়েছে। আপনি আপনার কাজে দক্ষ, মনোযোগি, সৃষ্টিশীল। তারপরও হয়ত আপনি সফল হচ্ছেন না। আশানুরুপ কাজ পাচ্ছেন না, পছন্দমত আয় হচ্ছে না।

উল্লেখ করা বৈশিষ্টগুলির সাথে আরেকটা বৈশিষ্ট আলাদাভাবে প্রয়োজন হয়। সেটা হচ্ছে নিয়মাবর্তিতা। আপনি কতটুকু নিয়ম মেনে চলেন সেটা নিশ্চিত করা। আরো নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করলে, ফ্রিল্যান্সারের জন্য যেভাবে নিয়ম মেনে চলা উচিত সেভাবে মানা।

একজন ফ্রিল্যান্সারের কাজ তদারকি করার কেউ নেই। তিনি নিজেই নিজের কাজ তদারক করবেন। সেকারনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

একজন ফ্রিল্যান্সারকে নানারকম চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। কখনো অতিরিক্ত কাজের চাপ, কখনো ক্লায়েন্টের সমালোচনার মানষিক চাপ, কখনো ফ্রিল্যান্সিং কাজে ব্যস্ত থাকার কারনে পারিপার্শিক চাপ ইত্যাদি। এতকিছুর মধ্যে মনে হওয়া স্বাভাবিক, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি। এর বেশি আমার কিছু করার নেই।

হয়ত সেটাই ঠিক। অন্তত কারো কারো ক্ষেত্রে তো বটেই। আপনি যখন এত চাপের মধ্যে থেকে কাজ করেন তখন অন্যরা সহানুভুতির দৃষ্টিতে দেখে কাজে কিছুটা সহায়তা করবে এটা আশা করতেই পারেন। যদি সেটা না ঘটে তাহলে নিজেকেই সমাধান খুজতে হয়।

একজন সফল ফ্রিল্যান্সার বিষয়টিকে নিয়মের মধ্যে আনেন। তার কাজের পদ্ধতি এমনভাবে সাজান যেখানে সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

আপনি আপনার কাজের পদ্ধতিকে যাচাই করে নিতে পারেন তাদের পদ্ধতির সাথে;

১. আপনি কি প্রতিদিন কিছু কাজ করেন

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি কি প্রতিদিন নির্দিস্ট কিছু সময় কাজ করেন ? ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, হাতে কাজ থাক বা নাই থাক।

ভাল না লাগলেও কাজ করলে সে কাজ এগিয়ে থাকে। একসময় সেটা ভাললাগায় পরিনত হয়। হাতে ক্লায়েন্টের কাজ না থাকলে অনেকে নতুন কিছু শেখেন, আগামী কাজের প্রস্তুতি নেন। একজন ডিজাইনার আগেই ডিজাইন টেম্পলেট তৈরী করে রাখেন। এগুলি সবসময়ই সফলতার পক্ষে কাজ করে।

২. যখন কাজ থাকে তখনও কাজে চেষ্টা করেন

ফ্রিল্যান্সিং এক ধরনের ব্যবসা। কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সবসময়ের চেষ্টা ব্যবসাকে আরো উন্নত করা। একজন সফল ফ্রিল্যান্সার সবসময়ই কাজের উন্নতি করতে চেষ্টা করেন। হাতে কাজ থাকার পরও নতুন কাজের চেষ্টা করেন।

বিষয়টি এভাবে দেখতে পারেন, বর্তমানে যে কাজ করছেন তাথেকে হয়ত মাসে আয় ৫০০ ডলার। এমন কাজ কেন খোজ করবেন না যা থেকে ৭০০ ডলার আয় করা যায়।

আপনি ২৪ ঘন্টাকে ৪৮ ঘন্টা বানিয়ে বেশি কাজ করতে পারেন না, অনায়াসে কাজের মুল্য বাড়াতে পারেন। সেকারনে সবসময় ভাল কাজের খোজ করার গুরুত্বপুর্ন।

৩. পছন্দ না হলেও সেকাজ করেন

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ বাছাই করার সুযোগ আপনার রয়েছে। ইচ্ছে করলে কোন কাজ করবেন, কোন কাজ করবেন না। সবসময়ই কি শুধুমাত্র পছন্দের কাজ করেন ?

ফ্রিল্যান্সার কখনো কখনো অপছন্দের কাজও করেন। পছন্দ করেন না তারপরও কাজ ভালভাবে করে

আপনি ক্লায়েন্টকে খুশি রাখতে পারেন। তারকাছে পছন্দের কাজ পেতে পারেন। আর যখন কাজ থাকে না তখন বিকল্প কাজ হিসেবে ব্যবহারের পথ খোলা থাকে।

৪. সমস্যার কারনে কাজ থেকে সরে যান না

কাজ করার সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরী হতে পারে। সমালোচনা সহ্য করতে হতে পারে। একসময় কাজ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেও তৈরী হতে পারে।

সফল ফ্রিল্যান্সার কখনো কাজ ছেড়ে দেন না। সমস্যা দেখা দিলে আরো বেশি মনোযোগি হয়ে সমস্যা মোকাবেলা করেন। বিশ্বে যারা খ্যাতিমান তাদের সবাইকে সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। কবে জীবনানন্দ দাসের এমন সমালোচনা করা হয়েছিল যে তাকে বিরক্ত হয়ে দিতে হয়েছিল। নিজের কাজ থেকে সরে যাননি।

ধরে নিন সমালোচনা করা কিছু মানুষের অভ্যেস। ভাল-মন্দ সব কাজেই কিছু মানুষ সমালোচনা করবেন বলে পণ করেছেন।

অন্য যে সমস্যাই আসুক, সফল ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব তার সমাধান খোজা এবং ফ্রিল্যান্সিং ঠিক রাখা।

৫. নিজের ভুল স্বিকার করতে পারেন এবং সংশোধন করতে পারেন

নিজের ভুল ধরতে পারার ক্ষমতা সকলের থাকে না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করা। অনেক সময় ভুল করার পরও তাকেই সমর্থন করেন।

ফ্রিল্যান্সার সবসময়ই অন্যের কাজ করেন। তার সবসময়ই মনে রাখা প্রয়োজন যার কাজ তিনি যেভাবে চান সেভাবে করে দেয়া তার দায়িত্ব। সবসময় ক্লায়েন্ট ঠিককথা বলবেন এমন কথা নেই, তারপরও পেশাগত কারনে তিনি যে কোন বিচ্যুতি স্বিকার করে নেবেন এবং নিজেকে সংশোধন করবেন।

৬. ফ্রিল্যান্সিং এর বাইরে কাজ অবহেলা না করা

ফ্রিল্যান্সিং জীবনের সবকিছু না। এর বাইরে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন রয়েছে। ফ্রিল্যান্সিং এর কারনে এদেরকে অবহেলা করে ফ্রিল্যান্সিং এ সফল হওয়া যায় না। একসময় এগুলি ফ্রিল্যান্সিং কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।

ফ্রিল্যান্সারের সফলতা পরিমাপ করবেন কিভাবে ? কখন বলবেন কেউ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সফল, কিংবা ব্যর্থ?

সফলতা-ব্যর্থতার হিসেব একেকজনের কাছে একেকরকম। কেউ ধনস্পদের খুশি। অবৈধ উপায়ে আয় করার পর যখন সমাজের সবাই নিন্দে করে তখনও তৃপ্তি অনুভব করে সম্পদের কথা ভেবে। এদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই।

কেউ খুশি নিজের আত্মসন্মানে। অর্থকষ্টে থেকেও তারা খুশি কারন অন্যরা তদের সন্মান করে। এধরনের মানুষ যুগ যুগ ধরে উদাহরন হিসেবে বেচে থাকেন।

এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সংখ্যা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। নিজের সন্মান রক্ষা করেও যারা ভালভাবে বাচতে চান। যথেস্ট পরিমান অর্থ চান, তবে সেটা নিজে পরিশ্রম করে আয়ের মাধ্যমে।

ফ্রিল্যান্সারের কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, একেবারে ব্যতিক্রম ছাড়া। উইনএম্প নামে এমপিথ্রি গান শোনার সফটঅয়্যার যিনি প্রথম তৈরী করেন তিনি পেয়েছিলেন ১ কোটি ডলার। এধরনের নতুন কিছু করে কোটিপতি হওয়া সম্ভব। কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং ব্যবহার করে, অনেকের আয়ের ব্যবস্থা করেও বিপুল পরিমান অর্থ আয় করা সম্ভব।

সবার পক্ষে সেটা বাস্তবসন্মত না। কাজেই ফ্রিল্যান্সারের সফলতা মাঝামাঝি হিসেব করাই ভাল। সুনামের সাথে কাজ করে নিজের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোকেই সফলতা হিসেবে ধরে নিন। যখন গর্ব করে অন্যকে বলতে পারেন আমি সন্মানজনক কাজ করি, নিজের পরিশ্রম করা আয়ে চলি।

কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ফ্রিল্যান্সার হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ না।

মার্কেটিং : বেশি কাজ পাওয়ার জন্য কি করবেন

একজন ফ্রিল্যান্সারের সফলতার জন্য গুরুত্বপুর্ন শর্ত যথেষ্ট পরিমান কাজ পাওয়া। কাজে দক্ষ হয়েও একজন কাজ পান না, আরেকজন তুলনামুলক কম দক্ষতা নিয়েও সবসময় কাজ পান এমন উদাহরনের অভাব নেই। প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক, কাজ পাওয়ার জন্য করনীয় কি।

এককথায় উত্তর, সফল মার্কেটিং এর ব্যবস্থা করা। অনেকের হয়ত ধারনাও নেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রচারের জন্য কি পরিমান ব্যয় করেন। সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন একবার ছাপার জন্য অনেকে বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করেন। টিভিতে প্রচারের জন্য ব্যয় করেন আরো অনেক বেশি। প্রত্যক্ষ প্রচারনার সাথে ভিন্ন ধরনের প্রচারনাও রয়েছে। অনেকে সেবামুলক কাজ করেন যার মুল উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক প্রচার।

কারন একটাই, প্রচার যত বেশি, ব্যবসায় তত উন্নতি। ফ্রিল্যান্সিংকে ব্যবসার সাথে তুলনা করলে এখানেও প্রচারের গুরুত্ব ব্যবসার মতই গুরুত্বপুর্ন।

একজন দক্ষতা থেকেও কাজ পাচ্ছেন না আরেকজন বেশি কাজ পাচ্ছেন একে তুলনা করুন পন্যের প্রচারের সাথে। শুধুমাত্র প্রচারের কল্যানে তুলনামুলক খারাপ পন্য বেশি বিক্রি হচ্ছে, ভাল পন্য বাজার পাচ্ছে না। এমনকি তুলনামুলক কম দামে দেয়ার পরও।

ব্যবসা বিষয়ক শব্দ মার্কেটিং এর বাংলা প্রতিশব্দ বাজারজাত করা। কোন পন্যকে বাজারে সহজলভ্য করা, তাকে পরিচিত করা। ফ্রিল্যান্সার পন্যব্যবসার মত বিজ্ঞাপন দিতে পারেন না। তার প্রচারের ধরন ভিন্ন। তারপরও প্রচার করতে হয়।

সাধারনভাবে ফ্রিল্যান্সারের নিজেকে তুলে ধরার বিষয়গুলি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচার শব্দটি যখন উল্লেখ করা হচ্ছে তখন ভিন্নদৃষ্টিতে আরেকবার বিষয়গুলি দেখে নেয়া যাক।

ক্লায়েন্ট কখন আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন

আপনি অনলাইনে কাজ খুজে কাজের বর্ননা দেখে যোগাযোগ করবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনি কি এমন আশা করেন ক্লায়েন্ট নিজেই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে ?

সেটা সম্ভব। নিজের পরিচিতি এমনভাবে প্রকাশ করুন যেন ক্লায়েন্ট সেটা দেখতে পান, আপনার সাথে যোগাযোগ করতে উৎসাহবোধ করেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেটা করা যায়।

১. প্রোফাইল সেভাবে তৈরী করুন
   আপনার প্রোফাইল এমনভাবে তৈরী করুন যেন ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করতে আগ্রহি হন। অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সিং সাইট হায়ার-মি জাতিয় কোন ব্যবস্থা থাকে। এর মাধ্যমে আপনি জানাতে পারেন ক্লায়েন্ট আপনার সাথে যোগাযোগ করলে আপনি তাতে সাড়া দেবেন। সরাসরি এধরনের ব্যবস্থা থাকলে সেটা ব্যবহার করুন। না থাকলে সংক্ষেপে সেটা লিখে দিন।
২. আগের ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ রাখুন
   আপনি আগে যার কাজ করেছেন, যিনি আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন তারসাথে যোগাযোগ রাখুন। কাজের বিষয় না থাকলেও বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। তারহাতে কাজ থাকলে তিনি

যোগাযোগ করবেন, তার পরিচিত কারো কাজ থাকলে আপনার কথা তাকে জানাবেন।
যখনই কারো কাজ শেষ করবেন তাকে জানিয়ে দিন আপনি ভবিষ্যতে এধরনের আরো কাজ করতে আগ্রহি।

৩. ব্লগ-সোস্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করুন
পছন্দের কোন বিষয়ে নিজস্ব ব্লগ তৈরী করুন। সেখানে আপনার কাজের ধরন এবং যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে জানিয়ে দিন কারো কাজ থাকলে তিনি যোগাযোগ করতে পারেন।
ব্লগ ছাড়াও ফেসবুক, টুইটার এবং অন্যান্য সোস্যাল নেটওয়ার্ক একই কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

৪. ই-বুক লিখুন
আপনার কাজের বা আগ্রহের বিষয়ে ই-বুক লিখে অনলাইনে ডাউনলোডের জন্য দিন। সেখানে কাজের জন্য আপনার সাথে যোগাযোগের তথ্য রাখুন।

৫. পরিচিতদের জানিয়ে দিন
আপনি কি কাজ করেন, কি সুবিধা দেন সেকথা পরিচিতজনদের জানিয়ে দিন। তাদের নিজেদের কাজ করা প্রয়োজন হতে পারে কিংবা তাদের পরিচিত কারো প্রয়োজন হতে পারে। যোগাযোগের তথ্য দিলে তারা প্রয়োজনের সময় যোগাযোগ করবেন।

৬. সেবামুলক কাজ করুন
নিজের দক্ষতাকে সেবামুলক কোন কাজে ব্যবহার করুন। এতে একদিকে যেমন অন্যের সরাসরি উপকার হয় তেমনি এরফলে তারাও প্রয়োজনে আপনার উপকার করতে আগ্রহি হন।

৭. উপহার দিন
উপহার সবাই পছন্দ করে। এর মাধ্যমে একজনের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক সহজ হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারে সময় অন্যকে উপহার দেয়া খুব সহজ। বিনামুল্যে ডাউনলোড করার জন্য কোন লিংক, কোন ভাল তথ্যের লিংক ইত্যাদি পরিচিত কাউকে দিয়ে সহজ সম্পর্ক তৈরী করতে পারেন। এধরনের পরিচিতি যত বেশি কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

৮. নতুন পদ্ধতি খুজুন
আরো কি করা যায় খুজে পাচ্ছেন না। অনলাইনে সার্চ করুন। আপনার সমস্যা যাই হোক না কেন, ইন্টারনেটে সমাধানের পরামর্শ পাবেন।

ক্লায়েন্ট আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এটা যখন আপনি চান তখন আপনাকে সেকাজে সচেষ্ট হতে হবে। একাজে তাড়াহুড়া চলে না। সময় এবং বুদ্ধি দুই ব্যবহার করতে হয়। আপনার চেষ্টা যত বেশি সফল হওয়ার সম্বাবনা তত বেশি।

স্বল্পকালীন কাজ বনাম দীর্ঘকালীন কাজ

ফ্রিল্যান্সিং কাজ ছোট হতে পারে যা কয়েক ঘন্টায় বা কয়েক দিনে শেষ করে দিতে পারেন। বড় কাজ হতে পারে যা কয়েক মাস ধরে করতে হয়, কিংবা অনবরত সেকাজ করে যেতে হয়।

কাজ বড় না ছোট এরসাথে মার্কেটিং এর সম্পর্ক কতটা ?

খুব সাধারন যুক্তি, বড় কাজ একবার শুরু করলে নতুনভাবে কাজ খুজতে হচ্ছে না। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি নিয়মিত চাকরীর মত সেটা করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে ছোট কাজের জন্য সবসময়ই আপনাকে কাজ খোজ করতে হচ্ছে।

মনে হতে পারে বড় কাজ তাহলে ভাল। সেটার চেষ্টাই করা উচিত। বাস্তবে বড় কাজ এবং ছোট কাজ দুইয়ের ভাল এবং মন্দ দিক দুইই থাকে। একেকজনের জন্য একেকটি সুবিধেজনক।

বড় কাজের সুবিধাগুলিকে একসাথে করলে এমন হতে পারে;

১. বড় কাজ বা বড় কোম্পানীর কাজ দীর্ঘস্থায়ী। একবার কাজ পেলে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজের জন্য চেষ্টা না করলেও চলে।
২. সাধারনত বড় কোম্পানী বেশি টাকা দেন। ফলে আয় বেশি।
৩. বড় কোম্পানীর কাজে টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা বেশি।
৪. বড় কোম্পানীর কাজ করেছেন একথা পরিচিতির সাথে ব্যবহার করে সহজে অন্য কাজ পাওয়া যায়।
৫. বড় কোম্পানী বা বড় কাজ পরিকল্পিত, ফলে কাজ করা তুলনামুলক সহজ।
৬. একই কাজ দীর্ঘদিন করলে কাজ করা সহজ হয়। কাজের মান উন্নত হয়।

ছোট কোম্পানী বা ক্লায়েন্টের ছোট কাজের নিজস্ব কিছু সুবিধা রয়েছে;

১. ছোট থেকে বড় হওয়া
সব কোম্পানীই ছোট হিসেবে শুরু করে, ছোট কোম্পানী একসময় বড় হয় । আপনি ছোট থাকা অবস্থায় শুরু করলে কোম্পানী বড় হওয়ার পর একই সুবিধে পেতে পারেন । বরং বড় হওয়ার পথে সাথে থাকার কারনে অতিরিক্ত সুবিধে পেতে পারেন ।

২. যোগাযোগ সহজ
বড় কোম্পানীতে যারা সিদ্ধান্ত নেন তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা কঠিন । ছোট কোম্পানীতে মুলত যিনি যোগাযোগ করেন তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন । ফলে কাজ করা সহজ হয় ।

৩. কাজ পাওয়া সহজ
নতুন ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে বড় কোম্পানীর কাজ পাওয়া কঠিন । ছোট কোম্পানীর কাজ পাওয়া সে তুলনায় সহজ ।

৪. বেশি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী
ফ্রিল্যান্সারের সবসময়ই লক্ষ থাকে বেশি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা । ছোট কাজ করার সময় বেশি মানুষের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাওয়া যায় । তারাই একসময় বড় কোম্পানীতে যান, অন্য যায়গায় যান এবং সেখানে যোগাযোগের পথ তৈরী করেন ।

ছোট কাজ পছন্দ করবেন না বড় কোম্পানীর বড় কাজের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এভাবে;

১. শুরুর দিকে ছোট কাজের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজে কাজ পাওয়া যায় । বেশকিছু কাজ করার পর সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে বড় কাজের দিকে যেতে পারেন ।

২. সব কাজকে সমানভাবে দেখুন । পেশাদারের বড় বৈশিষ্ট তিনি ক্লায়েন্ট অনুযায়ী পৃথক আচরন করেন না । ছোট কাজ করার সময়ও কাজের মান, নিজের অবস্থান ঠিক রাখুন ।

৩. ছোট কাজ করার সময় কম টাকায় কাজ করতে হতে পারে । অনেকে একবারে বেশি টাকা দিতে পারেন না । টাকার পরিমান বেশি হলে একবারে না নিয়ে ধাপে ধাপে নিতে হতে পারে । এটুকু নিশ্চিত করুন যে টাকা পাবেন । টাকা পাওয়া নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কিছু অগ্রিম নিন । ভুলে যাবেন না, ছোট কোম্পানী বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকা না পাওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে ।

৪. কাজ একেবারেই ছোট এবং সহজ মনে হলে তাদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে চেষ্টা করুন। কিভাবে তারা কম খরচে ভাল কাজ পেতে পারেন পরামর্শ দিন। প্রয়োজনে পরিচিত তুলনামুলক নতুন কাউকে কাজ পাইয়ে দিতে চেষ্টা করুন।

যে ভুলগুলি করবেন না

ফ্রিল্যান্সার মার্কেটিং কাজে ভুল করেন। অনেক সময় এই ভুল পেশার জন্য হুমকির কারন হতে পারে। কোন কাজগুলি ক্ষতিকর সেগুলি জানলে অবশ্যই তা থেকে সাবধান থাকা সম্ভব।

সাধারনভাবে যে ভুলগুলি ফ্রিল্যান্সার করেন সেগুলি একসাথে করলে এমন হতে পারে;

১. সক্রিয় ভুমিকা না নেয়া
অনেকে মার্কেটিংকে দুভাগে ভাগ করেন, একটিভ এবং প্যাসিভ। একটিতে আপনি নিজে উদ্দ্যোগ নিয়ে প্রচার করতে পারেন, অন্যটিতে আপনি আশা করতে পারেন আপনার পরিচিতি কোনভাবে বাড়বে। ফ্রিল্যান্সিং কাজে একটিভ মার্কেটিং প্রয়োজন। বিশেষ কাজের ধরনে হয়ত কাজ থেকে পরিচিতি বাড়তে পারে। যত বেশি কাজ করবেন পরিচিতি তত বাড়বে। এক্ষেত্রে হয়ত প্রচার প্রয়োজন হয় না। তারপরও সাধারনভাবে মার্কেটিং বিষয়টি পৃথকভাবে দেখে সেদিকে দৃষ্টি না দেয়াকে বিশেষজ্ঞরা ভুল পদক্ষেপ বিবেচনা করেন।
খুব বেশি না হোক, একেবারে নিষ্ক্রিয় না থেকে সক্রিয়ভাবে কিছুটা হলেও প্রচারের ব্যবস্থা নিন।

২. পর্যাপ্ত তথ্য প্রদর্শন না করা
ফ্রিল্যান্সারের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে এধরনের যত বেশি তথ্য প্রকাশ করা যায় ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ পাওয়ার সুযোগ তত বেশি। এমনকি ভাল কাজের সাথে তুলনামুলক সস্তা কাজও নমুনা হিসেবে রেখে উপকার পাওয়া যায়। ক্লায়েন্টদের একেকজনের চাহিদা একেকরকম। পেশাদার হিসেবে ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব সব ধরনের ক্লায়েন্টের চাহিদা পুরন করা।

৩. যোগাযোগর সুত্র না রাখা
যেখানে আপনার পরিচিতি বা প্রসঙ্গ সেখানেই যোগাযোগের ঠিকানা, এটাই মার্কেটিং এর নিয়ম। হয়ত কোন ক্লায়েন্ট আপনার কোন কাজ দেখে সেই মুহুর্তেই ফোন করতে চান। এজন্য ফোন নাম্বার রাখা

প্রয়োজন হয় ।

নিতান্ত কারন না থাকলে সব রকমের যোগাযোগের ব্যবস্থার উল্লেখ না রাখা মার্কেটিং এর ভুল হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

৪. ভাষা এবং আচরনে পেশাদারিত্ব না দেখানো

বড় কোন কোম্পানীর মার্কেটিং কাজে যাদের নিয়োগ দেয়া হয় তাদের বৈশিষ্ট লক্ষ করতে পারেন । তাদেরকে পরিপাটি পোষাক পরতে হয়, সুন্দর করে কথা বলতে হয় । কেউ সমালোচনা করলে হাসতে হল, গালাগালি করলেও হাসতে হয় ।

একজন ফ্রিল্যান্সার নিশ্চয়ই গালাগালি শুনতে বাধ্য নন । আবার বিরূপ পরিস্থিতিতে সংযত আচরন না করা তার ক্ষতির কারন হতে পারে । ফ্রিল্যান্সার ইচ্ছে করলেই বিশেষ ক্লায়েন্টের কাজ না করতে পারেন । এমন পরিস্থিতিতে ভদ্রভাবে না বলে দিন । রূঢ় ভাষা ব্যবহার করলে একজন ক্লায়েন্টের প্রভাব অন্য ক্লায়েন্টের ওপর পরতে পারে । খারাপ আচরনের পরিচিতি ফ্রিল্যান্সারের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ।

৫. ভুল বানান ব্যবহার

ফ্রিল্যান্সারদের অনেকের জন্যই ভুল বানান একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হয় । বিশেষ করে যোগাযোগের সময় ইমেইল বা ফ্রিল্যান্সিং সাইটে মেসেজ বোর্ডে । ভুল বানান থেকে ধরে নেয়া হয় ফ্রিল্যান্সার অমনোযোগি ।

সবসময় স্পেলচেকার ব্যবহার করুন ।

ব্লগ-সোস্যাল সাইট ব্যবহার

ফ্রিলান্সারের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য সবসময়ই ব্লগ এবং সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে কাজ করে । কারো কারো কাছে এটাই আয়ের বড় উৎসে পরিনত হয় । তারপরও একজনের জন্য যতটা জরুরী আরেকজনের জন্য ততটা নাও হতে পারে ।

ব্লগ এবং সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহারের সুবিধে এবং অসুবিধে দুদিক দেখে নেয়া যাক;

ব্লগ-সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ভাল দিক

১. সহজে নিজেকে তুলে ধরা যায়
বিনা খরচে ব্লগ এবং সোস্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা যায় । যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাদের কমবেশি সকলেই এগুলি ব্যবহার করেন । ফলে খুব সহজে নিজেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সামনে তুলে ধরা যায় ।

২. নমুনা দেখানোর সুযোগ
খুব সহজেই নিজের কাজের নমুনা দেখানোর পথ তৈরী হয় এদের মাধ্যমে । ছাপা বিজ্ঞাপন, লিফলেট ইত্যাদির সাথে তুলনা করতে পারেন, এগুলির জন্য বিপুল পরিমান ব্যয় করতে হয় । ব্লগ বা সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে খরচ ছাড়াই একাজ করা যায় ।

৩. একই বিষয়ে আগ্রহি ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ
আপনার ব্লগ বা ফেসবুক-টুইটার পেজ ব্যবহার করবেন যিনি আপনার মত একই বিষয়ে আগ্রহি । ফলে সরাসরি কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে যোগাযোগ তৈরী হতে পারে । সরাসরি কাজের জন্য যোগাযোগ করা যায় এদের মাধ্যমে ।

৪. বিকল্প আয়ের উৎস
ব্লগিং অনেকের কাছে প্রধান আয়ের উৎস । এফিলিয়েশন বা সরাসরি বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে ব্লগ থেকে আয় করা যেতে পারে । ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ না পেলে সেই সময় এই আয় থেকে চলা যয় ।

৫. অন্যের মতামত জানার সুযোগ
আপনার কাজ সম্পর্কে অন্যেরা কি ভাবেন জানার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে এগুলি । কেউ আপনার ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন, পরামর্শ দিয়ে আরো উন্নতি করতে সহায়তা করতে পারেন ।

৬. দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
কাজের বিষয় নিয়ে কিছু লেখার সময় সেবিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়, আরো পড়াশোনা প্রয়োজন হয় । এগুলি সবসময়ই ফ্রিল্যান্সারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ।

৭. অন্যের উপকার করা
নিজের অভিজ্ঞতা, টিউটোরিয়াল, টিপস ইত্যাদি প্রকাশ করলে সেখান থেকে অন্যরা উপকৃত হতে পারেন । কেউ উপকার পেলে তিনিও কোনভাবে আপনার উপকারের চেষ্টা করবেন ।

ফ্রিল্যান্সারদের সবাই ব্লগ এবং ফেসবুক-টুইটার ইত্যাদি ব্যবহার করেন এমন না। বরং অনেকে এদের থেকে দুরে থাকেন। তাদের নিজস্ব যুক্তিও রয়েছে এজন্য।

১. কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট না
   কোন ফ্রিল্যান্সার যদি এমন কাজ করেন যেখানে ব্লগ বা টুইটার সহায়তা করতে পারে না তাহলে তারকাছে এগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।
২. সময় ব্যয়
   ব্লগ বা সোস্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সময় অনেকে নিয়মিত সেগুলি ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। সেখানে নতুন কিছু লেখা, কেউ লিখলে তার উত্তর দেয়া ইত্যাদি কাজে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়। অনেকের জন্যই সেটা সম্ভব হয় না।
৩. নির্দিস্ট ধরনের ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধতা
   অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্লগ বা ফেসবুক-টুইটার নির্দিস্ট ধরনের ব্যক্তিদের আকর্ষন করে। অনেকেই এর বাইরে থেকে যান। ফলে তাদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ ঘটে না।
৪. ব্যক্তিগত কারন
   অনেকে ব্যক্তিগত কারনে এসব থেকে দুরে থাকেন। এতে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও ব্যবহার করেন না, পছন্দ করেন না বলে।

আপনি ব্যবহার করবেন কি-না নির্ভর করে আপনি একে প্রয়োজনীয় মনে করেন কি-না তার ওপর। উপকার পাওয়ার জন্য সময়, শ্রম কখনো কখনো অর্থ ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়। যদি সেগুলি করার পর উপকার পাওয়াকেই বেশি গুরুত্বপুর্ন মনে হয় তাহলে ব্যবহার করবেন নিশ্চয়ই।
অনেক ফ্রিল্যান্সার একে শুধুমাত্র মার্কেটিং কাজেই ব্যবহার করেন এমন না, বরং আরেকটি ব্যবসা হিসেবে দেখেন। এগুলি একসময় পুরোপুরি লাভজনক ব্যবসায় পরিনত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

ফ্রিল্যান্সিং এবং ক্রিয়েটিভিটি

ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন। নিশ্চিতভাবেই একেকজন একেক ধরনের ব্যাখ্যা দেবেন, যার একটির সাথে অন্যটির যথেস্ট পার্থক্য চোখে পড়বে। বরং একটি উদাহরন দিয়ে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ যখন ছবি আকতে শুরু করেন তখন তার আকার একটি শ্রমিকে ছবি তখনকার খাতনামা শিল্পীকে দেখিয়েছিলেন নিজের দক্ষতা সম্পর্কে জানার জন্য। সেই শিল্পী তাকে বললেন ছবির কোথায় কোথায় সমস্যা আছে, এরপর একদিন সময় নিলেন আরো বিস্তারিত জানানোর জন্য। পরদিন যা বললেন সেটা অদ্ভুত। তিনি বললেন তার নিজের পক্ষেও এমন ছবি আকা সম্ভব না।

সাধারন প্রথা অনুযায়ী তিনি নিখুত ছবি আকতে পারেন। সে চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সেই শ্রমিকের হাতে কোদালের বদলে অন্যকিছু ধরিয়ে দিয়ে অনায়াসে অন্য কেউ বুঝানো যায়। ভ্যান গগের ছবিতে সেটা সম্ভব না। সেটা পুরোপুরিই শ্রমিক।

বর্তমানে ভ্যান গগের আকার যেকোন ছবির মুল্য বহুকোটি ডলার।

একই উদাহরন ভারতীয় গণিতবিদ রামানুজ সম্পর্কেও। প্রায় শতবর্ষ আগে তিনি যে অংকের ফর্মুলা আবিস্কার করে গেছেন বর্তমানে সেগুলি ব্যবহার শুরু হয়েছে কম্পিউটারে। অথচ তিনি পড়ামোনার সুযোগ পাননি। ইংল্যান্ডে যে অধ্যাপক এরসাথে তিনি কাজ করেছেন তিনি রামানুজকে প্রচলিত অংক শেখানোর চেষ্টা করেননি। বরং তিনি বলেছেন এতে তার সৃষ্টিশীলতা বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

কাজেই কেউ যদি বলেন সৃষ্টিশীলতা এমন কিছু যা শেখানো যায় না, একেবারে জন্মগত প্রতিভা তাতে খুব ভুল হয়ত নেই। আবার বিপরীতভাবে যদি বলা হয় কেউ শিখিয়ে সৃষ্টিশীল কাজ করানো সম্ভব সেটাও বাড়িয়ে বলা না। অন্তত এটা নিশ্চিত, চর্চা করে সৃষ্টিশীলতা বাড়ানো যায়, কিংবা সৃষ্টিশীলতার বাধাসৃষ্টিও করা যায়।

ফ্রিল্যান্সারের কাছে সৃষ্টিশীলতা খুবই গুরুত্বপুর্ন। মুলত একারনেই অনেকে সাধারন পেশাজীবীর চেয়ে ফ্রিল্যান্সার বেশি পছন্দ করেন। লোগো ডিজাইনের জন্য ফ্রিল্যান্সিং সাইটে প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন যেন যে কেউ সৃষ্টিশীল কিছু করে দেখাতে পারেন।

কি কি কারনে ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা বাধাগ্রস্থ হতে পারে, এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কি বলেন একবার দেখে নেয়া যাক।

১. পরিবার

মনস্তত্ববিদ ফ্রয়েড তার গবেষনা থেকে বলেছেন কোন ব্যক্তি যার যাকিছু মৌলিক বৈশিষ্ট তা লাভ করে

প্রথম ৫ বছরের মধ্যে। এরপর এই বৈশিষ্টের বড় ধরনের পরিবর্তন হয় না। অন্যকথায়, একজন ব্যক্তি চিন্তাশীল হবেন কিনা সেটা নির্ভরশীল জীবনের প্রথম ৫ বছরের মধ্যে। একারনে উন্নত বিশ্বে শিশুদের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়। শিশুদের শিক্ষামুলক খেলনা দেয়া হয়, গান-ছড়া-কবিতা-ছবিআকা ইত্যাদি শেখানো হয়।

অন্যকথায় অভিভাবক সৃষ্টিশীল কাজের উদাহরন দেখালে শিশুও সেদিকে আকৃষ্ট হয়। পারিবারিকভাবে একই বিষয়ে ভাল করার উদাহরন দেখতে পারেন এভাবে। সত্যজিত রায় এর বাবা সুকুমার রায়, তার বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায় কিংবা সত্যজিত রায়ের সন্তান সন্দীপ রায় সকলেই একই ধরনের বিষয়ে প্রতিভাবান।

আপনি নিশ্চয়ই আপনার ছোটবেরায় ফিরে যতে পারেন না, কিংবা সেখানে পরিবর্তন আনতে পারেন না। তারপরও বিষয়টি জানা প্রয়োজন কারন আপনি একদিকে নিজের সীমাবদ্ধতার কারন জেনে সেটা দুর করার চেষ্টা করতে পারেন, অন্যদিকে যারা একই সুবিধা বঞ্চিত তাদের সুযোগ তৈরী করে দিতে পারেন।

২. শিক্ষাব্যবস্থা

পরিবারের পরই শিশুর গন্তব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানে শিক্ষ-সহপাঠিদের নিয়ে আরেকটি পরিবার। বিষয়টি নিজের পরিবারের মতই কাজ করে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাথীরা ভাল করে। কোথাও খেলাধুলায়, কোথাও বিতর্কে, কোথাও সংস্কৃতিচর্চ্চায় উৎসাহ দেয়া হয়। ফল হিসেবে তারা সেদিকে ভাল করে।

৩. সমাজ

শিক্ষাজীবন শেষে সমাজ একজনের পরিবার। সমাজে যত ভাল উদাহরন থাকে ব্যক্তির ভাল করার সুযোগ তত বেশি। কোন কোন দেশে কমবেশি সকলেই গানবাজনার সাথে জড়িত, কোথাও খেলাধুলার সাথে জড়িত। ভাল উদাহরন যত বেশি ভাল করার সম্ভাবনা তত বেশি, খারাপ উদাহরন যত বেশি খারাপের সম্ভাবনা তত বেশি।

ক্রিয়েটিভিটির দিকে সমাজের প্রভাব মারাত্মক। বাংলাদেশে পাইরেসি আইন কার্যত নেই। সিনেমা-নাটক থেকে শুরু করে সব যায়গায় চুরি করা মিউজিক ব্যবহার করা হচ্ছে, গ্রাফিক ডিজাইনার অন্যের ছবি ব্যবহার করছেন। ফলে নিজস্ব মিউজিক তৈরী বা নিজস্ব ডিজাইন তৈরীতে আগ্রহ তৈরী হচ্ছে না।

একজন ফ্রিল্যান্সার যখন আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করবেন তখন অন্যের মিউজিক বা ডিজাইনে ক্লিপআর্ট ব্যবহারের সুযোগ নেই। সমাজ যদি এই চেতনা তৈরী না করে তাহলে কাজে নেমে হাবুডুবু খেতে হয়।

আশার কথা হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে, চেষ্টা করে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ছবি আকা শুরু করেছিলেন শেষ বয়সে। শিল্পী হিসেবে তিনি বিশ্বমানের। যদি মনে হয় কোন কারনে আপনি পিছিয়ে আছেন তাহলেও এখন শুরু করে সেই ঘাটতি পুরনের চেষ্টা করতে পারেন।

ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হওয়ার কারন

ওপরের উল্লেখ করা বিষয়গুলিকে দেখে মনে হতেই পারে এখানে আপনার খুব বেশি করনীয় কিছু নেই। করনীয় থাক বা না থাক, আপনাকে এগুলি মেনে নিতে হবে। এরপরও নিমান্ত ব্যক্তিগত কারনে, অনিয়মিত পদ্ধতির কারনে ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হতে পারে। একজন ফ্রিল্যান্সার অন্তত এই বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রন করতে পারেন।
ফ্রিল্যান্সারের ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হওয়ার কারন সম্পর্কে যা বলা হয় সেগুলি এমন;

১. একাধিক বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া
ক্রিয়েটিভ কাজের জন্য মনসংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। ক্রিয়েটিভিটি কাজ করে সরাসরি মস্তিস্কের সাথে। কম্পিউটারের সামনে বসে কোন ক্রিয়েটিভ কাজ করছেন, কিংবা কিছু ভাবছেন তখন যদি কেউ কলিং বেল বাজায় এবং আপনাকে দরজা খুলে কথা বলতে হয়, অথবা কেউ ফোন করে এবং আপনাকে কথা বলতে হয় তাহলে চিন্তা বাধাগ্রস্থ হবে এটাই স্বাভাবিক।
আপনি কাজ করার জন্য অন্য সবকিছু বাদ দিতে পারেন না। যা পারেন তা হচ্ছে প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিস্ট সময় ঠিক করে নেয়া। যখন ক্রিয়েটিভ কাজ করবেন তখন দরজা খোলা বা ফোন ধরার কাজগুলি অন্য কেউ করবে এভাবে ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। অনেক ফ্রিল্যান্সার কাজের সময় ফোন বন্ধ রাখেন। ফোনের চেয়ে ইমেইল বেশি পছন্দ করেন। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়গুলি সামান্য মনে হলেও কাজে এর প্রভাব অনেক বেশি।

২. কম ঘুম
ফ্রিল্যান্সার সবসময় ঘড়ির নিয়মে কাজ করতে পারেন না। সময়মত কাজ শেষ করতে কখনো সারারাত

কাজ করতে হয় । স্বাভাবিকভাবেই এতে ঘুমের সমস্যা হয়, দিনে ঘুমানোর প্রবনতা তৈরী হয় । অনেকেই াভিযোগ করেন রাতে ঘুম হয়না বলে সকালে দেরীতে ওঠেন । বিষয়টি বিপরীতভাবে দেখার চেষ্টা করুন । সকালে দেরীতে ওঠেন বলেই রাতে ঘুম কম হয় ।

নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে রাতের ঘুম বাদ দিয়ে কাজ না করাই ভাল । ঠিকমত ঘুম হলে শরীর এবং মন ঝরঝরে থাকে যা ক্রিয়েটিভ কাজের জন্য সহায়ক ।

৩. সফল না হওয়ার ভয়

ক্রিয়েটিভ কাজে সাথেসাথে সফল হওয়ার ঘটনা বিরল । শুরুতে ভ্যাগ গগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার প্রতিটি ছবির দাম বহুকোটি ডলার । অথচ তিনি কোন ছবি বিক্রি করতে পারেননি । অন্যকথায় তার সময়ে মানুষ তার ছবির গুরুত্ব বোঝেনি ।

যে কোন ক্রিয়েটিভ কাজে এটা বিশাল সমস্যা । আপনি যে দৃষ্টিতে দেখে কাজ করেছেন আরেকজনের সেই দৃষ্টিশক্তি নেই । ফলে তারকাছে কাজটি ভাল হয়নি । ক্রমাগত এধরনের ঘটনা দেখতে দেখতে একসময় নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয়, আসলেই কি আমার কাজ ঠিক হচ্ছে?

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উৎসাহ পেতে পারেন । তিনিও একসময় নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি যা লিখছেন সেগুলি কি আদৌ কবিতা হচ্ছে?

এই প্রশ্ন করে তিনি কাজ বন্ধ রাখেননি । আপনি সফল হচ্ছেন না একারনে কাজ বন্ধ রাখবেন না । সেটা আপনার ক্রিয়েটিভির জন্য ক্ষতির কারন হবে ।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ক্লায়েন্টকে খুশি রাখা আপনার দায়িত্ব । তিনি যদি ক্রিয়েটিভ কিছু না বোঝেন তাহলে তাকে তার পছন্দমত (বানিজ্যিক) কাজ করে দিন । সেইসাথে নিজের ক্রিয়েটিভিটি ঠিক রাখার জন্য চর্চ্চা অব্যাহত রাখুন ।

৪. অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা

একজন ফ্রিল্যান্সারের হাতে কাজ থাকলে আয় আছে, কাজ না থাকলে আয় নেই । যখন প্রয়োজনীয় খরচের টাকা হাতে থাকে না তখন স্বাভাবিকভাবেই অর্থবিষয়ক চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খায় । ক্রিয়েটিভিটি বাধাগ্রস্থ হয় ।

ক্রিয়েটিভিটি ঠিক রাখার জন্য সবসময় খারাপ সময়ের জন্য কিছু জমানোর অভ্যেস করা ভাল । সম্ভব

হলে বেশি অর্থ পাওয়া যায় এমন কাজ করুন। মুল কথা হচ্ছে, চিন্তা আপনাকে অর্থ এনে দিচ্ছে না। যে চিন্তার ফল নেই সেই চিন্তা বাদ দিয়ে কাজে মনোযোগ দিন।

৫. অতিরিক্ত চাপ

অনেক ফ্রিল্যান্সারই অতিরিক্ত আয়ের জন্য অতিরিক্ত কাজ হাতে নেন। কখনো কখনো ক্লায়েন্ট ফ্রিল্যান্সরের কাছে বেশি প্রত্যাসা করেন বলে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। দুটিই ক্ষতিকর। অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন কাজ এড়ানো সম্ভব হলে এড়িয়ে চলুন। কাজের জন্য যতটা বাস্তবে সময় প্রয়োজন তারথেকে বেশি সময় হতে রাখুন। সম্ভব হলে কম টাকার বেশি কাজের বদলে বেশি টাকার কম কাজের দিকে দৃষ্টি দিন।

ক্রিয়েটিভিটি ফ্রিল্যান্সারের সম্পদ। আপাতত লাভের কারনে একে বাধাগ্রস্থ করলে পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি গতে পারে। কাজেই এরজন্য যাকিছু বাধা হতে পারে তাদের এড়িয়ে চলুন।

ক্রিয়েটিভিটি বাড়ানো

ক্রিয়েটিভিটি কি বাড়ানো সম্ভব!

ক্রিয়েটিভি হচ্ছে অন্যকে অনুকরন না করে নিজে কিছু করা। কাজেই অন্যের উদাহরন ধেকে আপনি ক্রিয়েটিভিটি বাড়াতে পারেন না। এটুকু বলা যায়, নিয়মিত চর্চ্চা করে, নিয়ম মেনে একে উন্নত করা যায়। কিম্বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন উৎস থেকে ক্রিয়েটিভ চিন্তা গ্রহন করতে পারেন। অনেকেই এজন্য নির্দিস্ট কিছু পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন।

আপনি যেভাবে ক্রিয়েটিভ ধারনা পেতে পারেন সেগুলি হতে পারে এমন;

১. প্রকৃতি থেকে

মানুষ্যের আইডিয়ার প্রধান উৎস প্রকৃতি। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার বিখ্যাত ড্যাফোডিল কবিতা লেখার পর একজন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন এত ফুল তিনি কোথায় দেখলেন। উত্তরে কবি তাকে তাকে যেখানে নিয়ে গেলেন সেটা নর্দমান মত একটা যায়গা, এখানে ওখানে কয়েকটা ড্যাফোডিল রয়েছে। সত্যিকারের ড্যাফোডিল তৈরী হয়েছে তার মনের মধ্যে।

কবি, শিল্পী সবসময়ই প্রকৃতির সাধারন বিষয়ের মধ্যে অসাধারন কিছু দেখতে পান। সেই দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করুন। এমনকিছু দেখতে পাবেন যা আগে লক্ষ করেননি।

২. প্রযুক্তি থেকে

প্রকৃতির মত বিষয় থেকেই প্রযুক্তির উদ্ভাবন। একটা গরু হেটে যাওয়ার পর মাটিতে যে গর্ত তৈরী হয়েছে সেখানে পানি জমে থাকতে দেখে মাটির পাত্রের উৎপত্তি।

আপনার সামনে যে যন্ত্র রয়েছে তারদিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন, একে স্বাভাবিকের বাইরে অন্য কি কাজে লাগানো যেতে পারে। একজন বোবা ব্যক্তি মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন, সেটা এধরনের ক্রিয়েটিভিটি।

৩. প্রতিদিনের ঘটনা থেকে

আপনার চারিদিকে প্রতি মুহূর্তে যাকিছু ঘটছে তার সবকিছু কি মনোযোগ দিয়ে দেখেন? একজন ব্যক্তি কিভাবে হেটে যাচ্ছে, কোন ধরনের পোসাক পড়েছে তা থেকে নতুন আইডিয়া পেতে পারেন।

৪. সঙ্গিত থেকে

বলা হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি গান বেশি পছন্দ করেন। ফ্রিল্যান্সাররা ব্যতিক্রম নন। অনেকেই ক্লাসিকাল মিউজিক শোনেন। গান শোনার সময় মনের মধ্যে একধরনের দৃশ্য কল্পনা করেন।

এ থেকে পেতে পারেন নতুন কিছু।

৫. বই, পত্রপত্রিকা থেকে

গল্পের বই, পত্রিকার কোন প্রতিবেদন, টিভির কোন অনুষ্ঠান যে কোন কিছু থেকেই নতুন একটি বিষয় পেয়ে যেতে পারেন। আপনার মনে হতে পারে আপনি নিজেও এধরনের কিছু করতে পারেন, হয়ত আরো ভালভাবে।

৬. ব্লগ ওয়েবসাইট থেকে

ইন্টারনেট নিজেই বিশাল এক জগত। এমন কিছু নেই যা ইন্টারনেটে নেই। নিজের কম্পিউটারের সামনে বসেই এই বিশ্বকে আপনি দেখতে পারেন।

কোন ব্লগ বা ওয়েবসাইট থেকে পেতে পারেন নতুন কোন বিষয়। হয়ত আপনার চোখে পড়ল একজন একেবারে অপ্রচলিত কোন বিষয় নিয়ে ব্লগ করেছেন। আপনি আরেকটি অপ্রচলিত বিষয় নিয়ে ব্লগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেন। আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা হয়ে উঠবে আপনার নিজস্ব।

এখানে উল্লেখ করা বিষয়গুলির সাথে একটি সাধারন বৈশিষ্ট বিদ্যমান। আইডিয়া পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সেটা খোজ করা। আপনি প্রতি মুহুর্তে নতুন কিছু খোজ করছেন, ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন, এটাই ক্রিয়েটিভির মুল কথা। এই মানষিকতার কারনে একজন ক্রিয়েটিভ হন, আরেকজন হন না।

ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট : ক্লায়েন্টের সাথে আচরন কেমন হওয়া বাঞ্চনিয়

ফ্রিল্যান্সার ক্লায়েন্টের সাথে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করেন । দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক যত ভাল কাজ তত ভালভাবে হবে একথা বলা প্রয়োজন হয় না। সমস্যা হয় যদি কোন কারনে সম্পর্কে সমস্যা তৈরী হয়। অধিকাংশ সমস্যার মুল কারন ভুল বোঝাবুঝি। একজন অন্যজনের বক্তব্য ঠিকভাবে অনুসরন না করলে সম্পর্ক খারাপের দিকে যায়।

ক্লায়েন্টের কোন দোষ থাকতে পারে একথা মনে রেখেই অনায়াসে বলা যায়, ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা। অমুক ক্লায়েন্টের কাজ করব না, এধরনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সমস্যা সমাধানের সবধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। অন্তত যাচাই করা উচিত ক্লায়েন্ট আসলেই এড়িয়ে যাওয়ার মত খারাপ প্রকৃতির কি-না। একথা চিরসত্য, প্রত্যেকেরই দোষগুন দুই থাকে। এদের মধ্যে থেকেই তুলনামুলক ভালকে বেছে নিতে হয়।

নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি অনুসরন করে একজন ফ্রিল্যান্সার ক্লায়েন্টকে যাচাই করতে পারেন। একইভাবে নির্দিষ্ট নিয়মে সাধারনভাবে উদ্ভুত সমস্যাগুলির সমাধানও করতে পারেন।

সবাই এক নন, প্রত্যেকেই আলাদা

কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে প্রথম শর্ত, তিনি আরেকজন নন একথা মনে রাখা। একজন ক্লায়েন্ট কাজ করার সময় বারবার পরার্মশ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন বলে আরেকজন সেকাজ করবেন এমন কথা নেই। একজন ক্লায়েন্ট সময়মত টাকা দিয়েছেন বলে আরেকজন দেবেন এমন কথাও নেই। প্রত্যেকেকেই পৃথক পৃথকভাবে দেখা প্রয়োজন।

এজন্য প্রয়োজন নতুন ক্লায়েন্টকে যাচাই করা। কিছু নিয়ম মেনে ফ্রিল্যান্সার সেটা করতে পারেন।

১. তার ধরন জানার চেষ্টা করুন

যেসব ক্লায়েন্ট বা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কাজ করান তাদের সম্পর্কে জানা তুলনামুলক সহজ। ক্লায়েন্ট যেভাবে ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইল দেখেন সেভাবে ফ্রিল্যান্সার ক্লায়েন্টের প্রোফাইল দেখে নেন। তার রেটিং দেখে কোন বিষয়ে অভিযোগ থাকলে আগেই সাবধান হতে পারেন।

২. যতটা সম্ভব লিখিত শর্ত রাখুন

কোন কাজ শুরুর আগে সেবিষয়ে যতটা সম্ভব লিখিত তথ্য নিন। কাজের বর্ননা, ঠিক কি করতে হবে, সংশোধন-পরিবর্তণ হলে সেজন্য অতিরিক্ত খরচ ইত্যাদি লিখিত না থাকার কারনে পরবর্তীতে সমস্যা তৈরী হয়। কোন ক্লায়েন্ট অনভিজ্ঞতার কারনে মনে করতে পারেন কাজ করার পর যতবার প্রয়োজন ততবার তিনি সেখানে পরিবর্তন আনতে পারেন। এটাও কাজের অংশ। বাস্তবে সেটা সম্ভব হয় না। আগেই শর্ত ঠিক করে এধরনের সমস্যা এড়ানো যায়।

পরিচিত ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে এধরনের সমস্যা বেশি হয়। কাজকে পরিচিতির দৃষ্টিতে না দেখে পেশাদারী দৃষ্টিতে দেখুন।

৩. নতুন ক্লায়েন্টের কাছে কিছু অগ্রিম নিন

ক্লায়েন্ট যাচাই করার জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। কেউ কাজ করে টাকা না দিয়ে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে টাকা চাওয়ামাত্র সরে যাবেন। অগ্রিম কিছু টাকা নিয়ে একেবারে না পাওয়ার ক্ষতি কিছুটা এড়ানো যায়।

৪. সময়মত বিল দিন

কাজ শেষ করার পর অনেক ক্লায়েন্টকে লিখিত বিল দিতে হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান লিখিত বিল ছাড়া টাকা দিতে পারে না। একাজে দেরী না করে কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বিল জমা দিন। বিল ছাড়া টাকা আশা করবেন না।

৫. তাগাদা দিন

কোন বিশেষ কারন ছাড়া ক্লায়েন্ট সময়মত টাকা দিতে দেরি করলে তাগাদা দিন। কেউ ভুলে যান, কেউ গড়িমসি করেন কোন কারনে। মনে করিয়ে দেয়া ফ্রিল্যান্সারের কর্তব্য।

কোন ধরনের কাজ পছন্দ করবেন

ফ্রিল্যান্সার কাজ করেন টাকার জন্য। কাজেই যে কাজ করলে টাকা পাওয়া যাবে সেকাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। বাস্তবে সবসময় সেটা করা সম্ভব হয় না। ফ্রিল্যান্সারের কাছে অনৈতিক এমন কোন কাজের জন্য বেশি টাকার প্রস্তাব কেউ দিতে পারেন। অবৈধ কাজে টাকা বেশি একথা বললে হয়ত খুব ভুল হয় না। অনেকেই নীতি সম্পর্কে এতটাই সচেতন যে নিজে কষ্ট স্বিকার করলেও অনৈতিক কাজ করেন না।

বিপরীতে ভাল কাজ হলে টাকা পাওয়ার বিষয় নেই এমন কাজও অনেকে অনায়াসে করেন, সময়ে নিজের টাকা খরচ করে হলেও। এটাই পৃথিবীর ইতিহাস।

ফ্রিল্যান্সার সচেতনভাবে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ বাছাই করতে পারেন। একে অভ্যেসে পরিনত করলে একদিকে কাজ করা সহজ হয় অন্যদিকে আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগ তৈরী হয়।

কোন কাজগুলি পছন্দ করবেন ঠিক করার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে পারেন;

১. পছন্দ করেন এমন বিষয়

একেকজনের পছন্দ একেকরকম। কেউ গান শুনতে পছন্দ করেন, কেউ ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন, কেউ খেলাধুলা পছন্দ করেন। ক্রিকইনফো সাইটে যিনি ক্রমাগত টাইপ করে ক্রিকেটের ধারাবর্ননা দিচ্ছেন তারকথা বিবেচনা করতে পারেন। তিনি ক্রিকেট ভালবাসেন বলেই তারপক্ষে একাজ করা সম্ভব। ফ্রিল্যান্সার কোন কাজ করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করে নিতে পারেন তিনি কাজটি পছন্দ করেন কি-না। আগেই পছন্দের বিষয় ঠিক করলে সেবিষয়ের কাজ করা সহজ হয়।

সহজ কথায়, টাকা আয়ের সাথেসাথে কাজ করার আনন্দ পাওয়া যায় এমন কাজকে ফ্রিল্যান্সারের অগ্রাধিকার দেয়া ভাল।

২. ভাল টাকায় দীর্ঘকালিন কাজ

টাকা আয় যেখানে মুলকথা সেখানে বেশি টাকা পাওয়া যায় এমন কাজ পছন্দ করাই স্বাভাবিক। সেইসাথে যদি কাজটি দীর্ঘ সময়ের হয় তাহলে আরো ভাল। বেশ কিছুদিনের জন্য কাজ পাওয়া-নাপাওয়ার সমস্যা থেকে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

কাজ বাছাইয়ের সময় কাজের পারিশ্রমিক এবং সময় এদুটিকে প্রাধান্য দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

৩. দক্ষতা বাড়ায় এমন কাজ

হয়ত কোন কাজে পারিশ্রমিক কম। বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে কাজটি ফ্রিল্যান্সারের কাছে নতুন। এজন্য এমনকিছু করতে হবে যা তাকে নতুন কিছু শেখার সুযোগ এনে দেবে। এধরনের কাজে অনায়াসে হাত দেয়া যায়।

ফ্রিল্যান্সারকে সবসময়ই দক্ষতা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজ করার বিকল্প নেই। তুলনামুলক কম টাকার কাজ হলেও দক্ষতা বাড়ায় এমন কাজ পছন্দ করা যেতে পারে।

৪. ভাল আয়ের কাজ

এমন কাজ যা থেকে ভাল আয় হবে। হয়ত অন্যান্য পছন্দের বিষয় নেই, টাকাটাই মুখ্য। তাহলেও সেকাজ বিবেচনায় আনতে পারেন।

৫. অন্যের উপকারের জন্য কাজ

হয়ত টাকার পরিমান একেবারেই সামান্য, তারপরও কোন কোন কাজ ফ্রিল্যান্সার পছন্দ করেন এতে অন্যের উপকার হবে বলে। হয়ত কোন কাজের জন্য কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশি ব্যয় করা সম্ভব হয় না, বরং সেই টাকা তারা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারেন। এধরনের কাজ কম টাকায় হলেও পছন্দ করতে পারেন।

কোন ধরনের কাজ এড়িয়ে চলবেন

ফ্রিল্যান্সার কোন কোন কাজ যেমন পছন্দ করেন তেমনি কোন কোন কাজ অপছন্দ করেন। অনেককেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর একাজ করতে হয়। অন্যেরা যখন অভিজ্ঞতালাভ করেছেন তখন তাদের পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন একাজে;

১. জটিল ক্লায়েন্টের কাজ

অনেক ক্লায়েন্টের মনোভাব অত্যন্ত জটিল। হয়ত শুনে অবাক হবেন, কোন কোন অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষকে জটিল মনে হয়। কোন কোন দেশের মানুষ বিশেষ দেশের মানুষকে হেয় জ্ঞান করে। কেউ কাজের বিষয়ে অতিমাত্রায় খুতখুতে। এধরনের ক্লায়েন্টের কাজ করা অসুবিধেজনক।

যদি কোনভাবে ক্লায়েন্টের এধরনের স্বভাব প্রকাশ পায় সেকাজে হাত না দেয়াই ভাল।

২. যে কাজের শেষ নেই

চুক্তি বিষয়ক আইন হচ্ছে, অনির্ধারিত বিষয়ে চুক্তি হয় না। একে ফ্রিল্যান্সিং কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যে কাজের শুরু আছে শেষ নেই এমন কাজে হাত না দেয়া ভাল। অন্যকথায় কোন কাজ করার আগে কাজটি কি করলে শেষ হবে নিশ্চিত করে নেয়া উচিত।

৩. যে কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই

কাজ কতটুকু ঠিক করার সাথে সাথে কাজ কতদিনে শেষ হবে সেটা ঠিক করে নেয়া জরুরী। ক্লায়েন্ট হয়ত কাজ করতে বললেন, কতদিনে শেষ করতে হবে উল্লেখ করলেন না (সুবিধেমত সময়ে করবেন), এধরনের কাজে হাত না দেয়াই ভাল।

একজন ফ্রিল্যান্সারের সুবিধেমত সময় বা অবসর সময় বলে কিছু নেই। এধরনের কথা বলা হয় টাকা কম দেয়া বা না দেয়ার জন্য। ফ্রিল্যান্সার একটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করেন।

৪. যে কাজে সময় কম

অমুক কাজ এই সময়ের মধ্যে করে দিতে হবে, এধরনের কাজে হাত দেবেন না। কেউ যখন বলেন অমুক কাজ দুঘন্টায় করতে হবে তার অর্থ তিনি কাজ এবং সময়ের হিসেব বোঝেন না। এসব বিষয়ে সচেতন হলে কাজটি আগে শুরু করতেন। নিজের সমস্যা তিনি ফ্রিল্যান্সারের কাধে চাপাতে চান।

যদি খুব কম সময়ে কোন কাজ জরুরী ভিত্তিতে করতে হয় সেজন্য অতিরিক্ত টাকা নেয়া সাধারনভাবে প্রচলিত। সরাসরি তাকে জানিয়ে দিন, এই সময়ে করলে অতিরিক্ত এই পরিমান টাকা দিতে হবে। নয়ত সেকাজ থেকে দুরে থাকুন।

৫. অসম্ভব লক্ষ্যপুরনের কাজ

অনেককে কাজের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ দেয়া হয়। যেমন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজের সময় বলা হয়, ১ মাসের মধ্যে ১০ হাজার ভিজিটর বাড়াতে হবে। এধরনের কাজ থেকে দুরে থাকা উচিত। আগের কথা আরেকবার মনে করতে পারেন, অনির্ধারিত বিষয়ে আপনি চুক্তি করছেন। আপনি শর্ত পুরন করতে পারলে টাকা পাবেন, নইলে পাবেন না।

কোন কাজ করার আগে সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।

৬. অনৈতিক, আইনবিরোধী কাজ
এমন কোন কাজের কথা কেউ বলতে পারেন যা অনৈতিক বা আইনবিরোধী। মনে রাখা জরুরী, এক সমাজে যা স্বাভাবিক আরেক সমাজে তা অনৈতিক বা আইনবিরোধী হতে পারে। হয়ত আমেরিকায় করা যায় বাংলাদেশে আইনবিরোধী এমন কাজের কথা ক্লায়েন্ট বলতে পারেন। ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব এধরনের বিষয় থেকে দুরে থাকা।

৭. কারো জন্য ক্ষতিকর কাজ
কেউ টাকা দিয়ে এমন কাজের উল্লেখ করতে পারেন যা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠি ইত্যাদির জন্য ক্ষতিকর। একজন ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে এধরনের বিষয় পৃথক করা কঠিন। কোন কাজ করার আগে অন্তত একবার নিজেকে প্রশ্ন করে নেয়া যেতে পারে, একাজে কারো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি ?
বিদ্বেসমুলক প্রচারের কারনে কি ঘটতে পারে এর উদাহরনের শেষ নেই। সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

৮. অর্থ পাওয়ার পদ্ধতি সুবিধেজনক না
বাংলাদেশে অনলাইনে অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। জনপ্রিয় কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না, অনেক সময় টাকা উঠানোর সময় আপনি কাজ করে উপার্জন করেছেন এর প্রমান দেখাতে হয় (কেন হয় সেপ্রশ্নের উত্তর সরকার দিতে পারে। হয়ত তারা ধরে নিয়েছেন আপনি চুরি করেছেন)।
যে কোন কাজ করার আগে টাকা পাওয়ার পদ্ধতি নিশ্চিত হয়ে নিন। টাকা হাতে না পেলে সেকাজ করার কোন অর্থ নেই।

৯. আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত না
কখনো কখনো এমন কাজ করা প্রয়োজন হতে পারে যেকাজ আপনার মুল কাজের সাথে সম্পর্কিত না। এধরনের কাজ স্বল্প সময়ের জন্য করলে করতে পারেন, এধরনের ধীর্ঘ কাজে হাত না দেয়াই ভাল। এতে আপনার মুল কাজের থেকে দুরে থাকার কারনে ক্ষতি হতে পারে।

আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ক্লায়েন্ট প্রত্যেকেই আলাদা। একইভাবে কাজও প্রতিটি আলাদা। এক কাজ দিয়ে অন্য কাজ বিচার করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফ্রিল্যান্সারের শতর্ক থাকা উচিত, সব ক্লায়েন্টের সব কাজ করা যায় না। ক্লায়েন্ট এবং কাজ দুই বাছাই করতে হয়।

ক্লায়েন্টকে কখন অবিশ্বাস করবেন

ফ্রিল্যান্সিং এ ভাল ফলের জন্য ক্লায়েন্ট এবং ফ্রিল্যান্সার দুইয়ের স্বচ্ছ সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস্তবে সেটা অনেক সময়ই হয় না। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যে নিয়মগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি মেনে ফ্রিল্যান্সার নিজে থাকতে পারেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, সড়ক দুর্ঘটনা দুভাবে হয়। এক, আপনি নিজে গাড়ি সাবধানে না চালালে। আরেক, অন্য কেউ এসে আপনাকে ধাক্কা দিলে।

ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে সমস্যা তৈরী হওয়ার উদাহরনের অভাব নেই। অনেক ক্লায়েন্টই নিজে অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের জন্য ফ্রিল্যান্সারকে বিভ্রান্ত করেন, বা করার চেষ্টা করেন। যারা ভুক্তভোগি তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগে থেকে শতর্ক থাকতে পারেন এবিষয়ে।

সাধারনভাবে ক্লায়েন্ট যে কথাগুলি বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন সেগুলি এমন;

১. আমার কোন চাহিদা নেই

এভাবে বলার অর্থ, তিনি বোঝাতে চান আপনার ওপর তিনি এতটাই বিশ্বাস রেখেছেন যে আপনি যেভাবে কাজ করবেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ঠ থাকবেন।

তিনি কাজের জন্য টাকা খরচ করবেন অথচ নিজের চাহিদা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না এটা বিশ্বাস করার কোন কারন নেই। তিনি কাজ শুরুর পর একের পর এক চাহিদা এনে হাজির করবেন। শুরুতেই সেগুলি বললে কাজ করানো কঠিন বলে এভাবে শুরু করছেন।

সমাধানের নিয়ম, কাজের বিস্তারিত আগেই জেনে নিন। নির্দিষ্ট বর্ননা ছাড়া কাজে হাত দেবেন না।

২. আমি বুঝাতে পারছি না, কাজ দেখলে বলতে পারব

তিনি কি চান বুঝাতে পারছেন না, আপনি কাজ করলে সেখানে কি ভুল আছে বলে দিতে পারেন।

এধরনের ক্লায়েন্ট থেকে দুরে থাকুন। তিনি ভুল ধরার বিশেষজ্ঞ। আপনি যাই করুন না কেন তিনি ভুল ধরবেন।

৩. এখন টাকা দিতে পারব না, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন
এদের কখনো বিশ্বাস করবেন না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা, কোট-টাই পড়া এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমাকে দেখে কি ভদ্রলোক মনে হয় না!
হয় না। কারন তিনি ভদ্রলোক ছিলেন না। কোন ভদ্রলোক পাওয়া টাকা না দিয়ে নিজেকে ছোট করেন না। তারকাছে টাকার চেয়ে সন্মান বড়।

৪. আমাকে অবিশ্বাস করছেন, আমি এতদিনের পরিচিত
এদের থেকে যতটা সম্ভব দুরে থাকুন। যারসাথে যত ঘনিষ্টতা, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ঠকানোর সম্ভাবনা তত বেশি। সম্ভব হলে পরিচিতের কাজ বিনামুল্যে করে দিন, কখনোই বাকিতে না। এতে ব্যবসা এবং বন্ধুত্ব দুটোই হারাবেন।

৫. আমার পরিচিত অমুকে এই কাজ করেন
মিথ্যে কথা। তিনি একথা বলে টাকা কম দেয়ার বা অন্য সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছেন। বরং তাকে সরাসরিই বলুন তিনি সেই পরিচিতের কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছেন কেন ?

৬. আমিও একাজ পারি, সময়ের অভাবে করতে পারছি না
সাধারনত মিথ্যে কথা। কাজকে সহজ হিসেবে দেখিয়ে সুবিধে নেয়ার চেষ্টা করছেন। কখনো কখনো সত্যি হতে পারে। হয়ত সত্যিই ব্যস্ততার কারনে সময় দিতে পারছেন না। কথার ধরন দেখে বিষয়টি যাচাই করতে পারেন।
কাজকে কাজ হিসেবে দেখুন। তিনি নিজে পারেন কি পারেন না তাতে আপনার উপকার হচ্ছে না।

৭. আমার দুঘন্টার মধ্যে কাজ দরকার
এধরনের কাজে হাত দেবেন না। তিনি যদি ঘন্টার হিসেব রেখে কাজ করেন তাহলে শেষ মুহুর্তে কাজের জন্য এলেন কেন। তার কাজ সময়মত শেষ হওয়ার কথা ছিল।
যদি জরুরী কাজ করতে হয় সেজন্য অতিরিক্ত টাকা নিন। সারা বিশ্বে এই নিয়ম প্রচলিত।

ক্লায়েন্টকে কিভাবে না বলবেন

যে কোন কারনেই হোক, আপনি কোন ক্লায়েন্টের কাজ করতে চান না। তাকে কিভাবে সেটা জানাবেন?

কাজটি কঠিন। আপনি খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি সরাসরি না বলতেও পারেন না। ভুলে যাবেন না, তিনি ইচ্ছে করলে আপনার বিপক্ষে প্রচার করতে পারেন। ক্লায়েন্টের মতামত অনেক সময়ই ফ্রিল্যান্সারের ক্ষতি করে।

সমাধান, কৌশলের আশ্রয় নেয়া। কিভাবে না করবেন তাকেও নিয়মের মধ্যে আনুন। যায়গামত একেক যায়গায় একেক কৌশল প্রয়োগ করুন।

এজন্য সাধারনভাবে প্রচলিত কৌশলগুলি;

১. অন্য কাজে বেশি গুরুত্ব দিন
   নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টের কাজ রেখে অন্য কাজে বেশি মনোযোগ দিন। কাজের খোজ করলে জানিয়ে দিন আপনি গুরুত্বপুর্ন ক্লায়েন্টের কাজ করছেন। কিছুটা ভিন্নভাবে হলেও জানিয়ে দিন ক্লায়েন্ট হিসেবে তাকে আপনি পছন্দ করছেন না। যাকে পছন্দ করেন তার কাজ আগে করেন।

২. কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত সময় নিন, কিংবা কাজটি জমিয়ে রাখুন
   ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ সময়মত শেষ করা প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু কাজ করে যদি আয়ের নিশ্চয়তা না থাকে তাহলে ইচ্ছে করেই কিছুটা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিন। কাজ জমিয়ে রাখুন। তিনি সচেতন হলে নিজে থেকেই সরে যাবেন।

৩. কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং আনুসাঙ্গিক কিছু তাকেই দিতে বলুন
   কাজের জন্য যাকিছু প্রয়োজন তার একটা তালিকা তৈরী করে তাকে সেগুলি দিতে বলুন। তথ্য, ছবি ইত্যাদি সময়মত হাতে পেলে কাজ শুরু করবেন একথা জানিয়ে দিন।

৪. বিস্তারিত নিয়ম তৈরী করে নিন
   কোন কাজ কিভাবে করবেন তার বিস্তারিত তালিকা আগেই তৈরী করে রাখুন। প্রাথমিক আলোচনা, কাজের বর্ননা, পারিশ্রমিক সমস্তকিছুই রাখুন তাতে। প্রতিটি কাজের আলোচনার সময় তালিকা মিলিয়ে নিন।

   সবসময় হয়ত এই নিয়ম মানা প্রয়োজন হয় না। বিস্বস্ত ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে অনেক সাধারন নিয়মেরও ব্যতিক্রম করতে হয়। তারপরও যত নিয়ম মেনে চলা যায় সমস্যার সম্ভাবনা তত কম।

৫. ক্লায়েন্ট প্রোফাইল এবং কাজের হিসেব রাখুন

যাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন, যাদের কাজ করেছেন তাদের প্রতিটির তথ্য লিখে রাখুন। তাদের রেট দিন। অল্পদিনের মধ্যেই একটা তালিকা তৈরী হবে যা দেখে সহজেই বুঝে যাবেন কোথায় কতটুকু সময় দেয়া লাভজনক। যারা মার্কেটিং এ অভিজ্ঞ তারা সবার কাছে প্রচার করেন না। কোথায় প্রচার লাভজনক তার প্রাথমিক হিসেব করে সেদিকে বেশি সময় ব্যয় করেন এবং ভাল ফল পান।

ফ্রিল্যান্সিং কাজেও এই নিয়ম ব্যবহার করতে পারেন। যেখানে ভাল ফল পাওয়া যায় সেদিকে বেশি সময় ব্যয় করুন।

ফ্রিল্যান্সার এর সমস্যা এবং তার সমাধান

ফ্রিল্যান্সাকে সমস্যায় পড়তে হয়। এই সমস্যা তালিকা অনেক দীর্ঘ। হঠাত করে দীর্ঘ সময় কাজ না পাওয়া, কাজ করে টাকা না পাওয়া, কাজের মুহুর্তে কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দেয়া ইত্যাদি যে কোন কারনেই ফ্রিল্যান্সারকে বিপদে পড়তে হয়।

ইংরেজিতে প্রবাদ, বেটার সেফ দ্যান সরি। বাংলায় বলতে পারেন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আগে সাবধান থাকা ভাল। এই নিয়মে ফ্রিল্যান্সার আগে থেকে শতর্ক থাকতে পারেন যে বিষয়েগুলিতে সমস্যা হতে পারে। সেবিষয়ে আগে থেকে শতর্কতামুলক পদক্ষেপ নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি বিষয়ক সমস্যা

কম্পিউটার ব্যবহার করেন অথচ সমস্যায় পড়েননি এমন উদাহরন পাওয়া সম্ভব না। কম্পিউটার নিজেই নষ্ট হতে পারে, হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে সমস্ত তথ্য হারিয়ে যেতে পারে, ভাইরাসের আক্রমন হতে পারে, হ্যাকারের আক্রমন হতে পারে, ভুল করে তথ্য মুছে দিতে পারেন। জরুরী কাজের সময় বিদ্যুৎ না থাকার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের ভালই আছে।

কম্পিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিষয়ে যে সমস্যাগুলি হতে পারে এবং এবিষয়ে অগ্রিম কি পদক্ষেপ নিতে পারেন সেগুলির দিকে লক্ষ রাখা উচিত প্রত্যেকেরই।

১. ব্যাকআপ কম্পিউটার রাখুন

অনেকেই একটামাত্র কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করে কাজ করেন। আরেকটি কম্পিউটার রাখার অর্থ অতিরিক্ত খরচ হয়। সেটা সম্ভব না হওয়ায় অনেককে বাধ্য হয়ে একাজ করতে হয়। এজন্য সম্ভাব্য বিপদের কথা একবার মনে করুন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ জমা দিতে হবে এমন সময় কম্পিউটারের সমস্যা হলে কি করবেন ?

হার্ডওয়্যার, সফটঅয়্যার কিংবা অজানা কারনে সমস্যা হতেই পারে। হয়ত সবকিছুই ঠিক আছে, সেই মুহূর্তে কাজ করছে না। ফলে সময়মত কাজ শেষ করাও সম্ভব না।

সমাধান, বিকল্প কম্পিউটার রাখার চেষ্টা করুন। যদি আরেকটি কম্পিউটার রাখা সম্ভব না হয়, অন্য কারো সাথে এমন যোগাযোগ রাখুন যেন প্রয়োজনের সময় তার কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়।

২. ফাইলের ব্যাকআপ রাখুন

কম্পিউটার যতটা নষ্ট হয় তারথেকেও বেশি ঝুকিতে থাকে আপনার ফাইলগুলি। নিজের ভুলে, ভাইরাসের কারনে, হঠাৎ কম্পিউার বন্ধ হওয়ার কারনে এবং আরো বহুবিধ কারনে আপনার ফাইল মুছে যেতে পারে। এন্টিভাইরাস সম্পর্কে সবসময় বলা হয়, এমন কোন এন্টিভাইরাস নেই যা ভাইরাসমুক্ত থাকার নিশ্চয়তা দেয়।

ফ্রিল্যান্সারের সামনে একটিমাত্র পথ, প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি অন্য কোথাও কপি করে রাখা। কতদিন পরপর ব্যাকআপ নেবেন সেটা কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে। অনেকের দিনে অন্তত একবার চলতি কাজের ব্যাকআপ নেয়া প্রয়োজন হয়। এতে নিশ্চিত থাকতে পারেন খুব বেশি হলে একদিনের কাজ পুনরায় করতে হবে।

ব্যাকআপ নেয়ার পদ্ধতিও কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে। যাদের তথ্য বেশি (যেমন ইমেজ, ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদি) তাদের ব্যাকআপ রাখতে বেশি যায়গা প্রয়োজন হয়।

কেউ ডিভিডিতে ব্যাকআপ রাখেন, যাদের তথ্য বেশি তাদের অনেকে পোর্টেবল হার্ডডিস্ক ব্যবহার করেন।

ব্যাকআপ নেয়ার পর নিরাপদ ভেবে কম্পিউটারের ফাইল মুছে না দেয়াই ভাল। সমস্যার বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে। আপনার কম্পিউটারের বদলে ব্যাকআপ নষ্ট হতে পারে। এজন্য সবসময়ই একাধিক ব্যাকআপ রাখা ভাল।

৩. নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন

অনেকে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ কেনার সময় সবচেয়ে কমদামী খোজ করেন। পেশাদার কখনো তার পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কেনার সময় কমদামী জিনিষ কেনেন না, বরং সবচেয়ে ভাল এবং নির্ভরযোগ্য জিনিষ কেনেন। কমদামী কিবোর্ড, মাউস কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, কমদামী ডিভিডি সহজে নষ্ট হয়।

কমদামী মোবাইল ফোনেও কথা বলার কাজ চলে, কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সামান্য খরচ কমাতে গিয়ে পেশা হুমকির সম্মুখিন হতে পারে। কাজেই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনকিছু দাম কমাতে খারাপ কিনবেন না। একথা শুনে ধরে নেবেন না আপনার সবচেয়ে দামী কম্পিউটার প্রয়োজন। অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রেই খুব বেশি মেগাহার্টজ প্রসেসর, খুব বেশি মেমোরী প্রয়োজন হয় না। আপনার কাজের সাথে মানানসই কম্পিউটার কিনুন।

৪. কাজের কম্পিউটার বিনোদনের কাজে ব্যবহার করবেন না

যে কম্পিউটার ফ্রিল্যান্সিং কাজে ব্যবহার করেন সেই কম্পিউটার মুভি দেখা বা গেম খেলার কাজে ব্যবহার করবেন না। অনেকেরই হয়ত জানা নেই, কম্পিউটার গেম ভাইরাসের আখড়া।

অপ্রয়োজনীয় সফটঅয়্যার ইনষ্টল করবেন না। অনেকে মনে করেন ইনষ্টল করার পর আনইনষ্টল করলে সমাধান হয়। বাস্তবে সেটা হয় না। অনেক ফাইল থেকে যায় যা কাজে ব্যাঘ্যাত ঘটাতে পারে।

৫. এন্টিভাইরাস ব্যবহার করুন

কোনধরনের এন্টিভাইরাস ইনষ্টল করা নেই এমন অবস্থায় কম্পিউটার ব্যবহার করবেন না। কোন এন্টিভাইরাস যত দুবলই হোক, সাধারন ভাইরাসগুলিকে প্রতিহত করতে পারে। বিনামুল্যে কিছু ভাইরাস ব্যবহার করা যায় (এভাষ্ট, এভিজি ইত্যাদি)। এগুলি যথেষ্ট কার্যকর। তাদের সাইট থেকে বিনামুল্যের ভার্শন ডাউনলোড করে ইনষ্টল করে নিন। সবসময় নিজে থেকে আপডেট হবে।

৬. পাইরেটেড সফটঅয়্যার ব্যবহারে শতর্ক থাকুন

সব দেশেই মানুষ কমবেশি পাইরেটেড সফটঅয়্যার ব্যবহার করেন। অনেকের পক্ষেই ফটোশপ বা অটোক্যাড-ম্যাক্সের মত দামী সফটঅয়্যার কেনা সম্ভব না সেকারনে বাধ্য হয়ে অনেককে সেটা করতে হয় (আয়ের সাথে সমতা রাখার কারনে)। সমস্যা হচ্ছে এগুলি আসে হ্যাকারদের মাধ্যমে। তারা কি-জেন, ক্রাক ইত্যাদি সরবরাহ করার সময় তারমধ্যে নিজস্ব কোড ঢুকিয়ে দেয়। সেগুলি কম্পিউটার থেকে তথ্য পাচার করে, ফাইল নষ্ট করে।

পাইরেটেড সফটঅয়্যার ব্যবহারে সাবধান থাকুন। কেনা সফটঅয়্যার ব্যবহার করতে পারলে সবচেয়ে ভাল।

৭. বিদ্যুত বিভ্রাটে ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশে লোডসেডিং সাধারন ঘটনা। অল্পদিনে এই সমস্যার সমাধান হবে একথাও কেউ মনে করেন না। ফ্রিল্যান্সিং কাজে এটা বড় ধরনের বাধা। কাজের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা আপনাকেই নিতে হবে। অনেকেই আদৌ ইউপিএস ব্যবহার করেন না। এরফলে বিদ্যুত গেলে সাথেসাথে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। এতে ওপেন করা কাজ নষ্ট হয়, সফটঅয়্যারে সমস্যা হতে পারে, হার্ডডিস্ক নষ্ট হতে পারে। অন্তত ফাইল সেভ করে কম্পিউটার বন্ধ করার মত ব্যাকআপ দেয়া ইউপিএস ব্যবহার করুন।
সম্ভব হলে কাজ চালানোর মত আইপিএস ব্যবহার করুন।

কাজ বিষয়ক সমস্যা

ফ্রিল্যান্সার তার কাজ নিয়ে অনেক সময় সমস্যায় পড়েন, বা নিজেই সমস্যা তৈরী করেন। কাজ ঠিকভাবে, সময়মত করবেন একথা বারবার নিজেকে বোঝানোর পরও কিছু সমস্যা থেকে যায়। এদিকে সবসময়ই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১. নিজের পছন্দমত সময়ে কাজ করা

অনেক ফ্রিল্যান্সার ধরে নেন তিনি নিজের পছন্দমত সময়ে কাজ করবেন। যেহেতু তিনি ফ্রিল্যান্সার সেহেতু ভাল লাগলে তখন কাজ করবেন, ভাল না লাগলে কাজ করবেন না।
এটা পেশাদারিত্বের জন্য ক্ষতিকর। কোন কাজ করবেন কি-না সেটা কাজ শুরুর আগে ঠিক করে নিতে পারেন। কাজ করবেন একথা বলার পর নিজের কারনে কাজে গাফিলতি করার সুযোগ নেই। সময়মত কাজ শেষ না করলে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ভাল করার কোন সম্বাবনা নেই।
অনেকে ধরে নেন হাতে যখন সময় আছে তখন একসময় করা যাবে। এরফলে যখন সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাড়াহুড়ো করতে হয়। তাড়াহুড়োর কাজে সমস্যা থাকে এটাই স্বাভাবিক। ফল হিসেবে ক্লায়েন্ট অসন্তুষ্ট হবেন এবং কাজ হাতছাড়া হবে।

সমস্যা দুর করার জন্য কাজে নিয়মিত হওয়া জরুরী। ভাল ফ্রিল্যান্সার কখনো কাজ জমিয়ে রাখেন না। দিনে কতঘন্টা বা কতটুকু কাজ করবেন আগেই ঠিক করে নেন এবং সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না।

২. অতিরিক্ত কাজ হাতে নেয়া

বেশি কাজ মানে বেশি টাকা, এই নিয়মে যখন কাজ পাওয়া যায় তখন অনেকে সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ নিয়ে ফেলেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে সব কাজ সময়মত দেয়া সম্ভব হয় না, বা দ্রুত কাজ করার ফলে কাজে ত্রুটি থেকে যায়।

একজন ভাল ফ্রিল্যান্সার কখনো অতিরিক্ত কাজ হাতে নেন না। বরং কাজের চাপ বেশি থাকলে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দামী কাজের দিকে যান।

সবসময় যতটুকু কাজ ভালভাবে করা সম্ভব ততটুকু কাজই হাতে নিন।

৩. নমুনা এবং কাজের পার্থক্য

আপনি কাজের নমুনা দেখানোর সময় সবচেয়ে ভাল নমুনা দেখাবেন এটাই স্বাভাবিক। ক্লায়েন্ট সেটা দেখেই ফ্রিল্যান্সারকে বিচার করবেন। বাস্তব কাজে যদি সেই মান ধরে রাখা না যায় তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। এবিষয়ে শতর্ক থাকা উচিত। ক্লায়েন্ট ভুল বুঝতে পারেন এমন নতুনা দেখানো উচিত না। ক্লায়েন্টও অনেক সময় নমুনা এবং মুল কাজের পার্থক্যের সমস্যা সৃষ্টি করেন। যে নমুনা দেখান সেটা দেখে কাজকে যা মনে হয় বাস্তব কাজ তারথেকে ভিন্ন। কোন ক্লায়েন্ট এধরনের কিছু করলে সাথেসাথে সেটা তাকে জানান, প্রয়োজনে সেকাজ থেকে দুরে থাকুন।

৪. গাইডলাইন না মানা

ক্লায়েন্ট তার কাজের যে নির্দেশগুলি দিয়েছেন সেগুলি মনোযোগ দিয়ে না পড়ে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। হয়তো তিনি নির্দিস্ট ফন্ট ব্যবহার করতে বলেছেন যা আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই নির্দেশ না মানার কারনে তিনি আপনার দায়িত্ববোধ, দক্ষতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন।

যে কোন কাজের বর্ননা একাধিকবার পড়ে নিন। সেটা দেখে আরেকটি কাগজে গুরুত্বপুর্ন দিকগুলি লিখে রাখুন এবং কাজ দেয়ার আগে আরেকবার যাচাই করে নিন।

৫. যোগাযোগে দেরী করা

যোগাযোগে দেরী করা ফ্রিল্যান্সারের বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। ক্লায়েন্ট কোন প্রশ্ন করলে, কোন নির্দেশ দিলে সেটা আপনি পেয়েছেন এটা সাথেসাথে নিশ্চিত করুন। কখনো কখনো এমন নির্দেশ

থাকতে পারে যা সাথেসাথে মানা প্রয়োজন ।
যে মাধ্যমেই যোগাযোগ করুন না কেন, সেটা ব্যবহারে নিয়মিত হোন । ইমেইল ব্যবহার করলে দিনে কয়েকবার ইমেইল দেখুন এবং উত্তর দিন ।

কাজের ধরন এবং ক্লায়েন্ট অনুযায়ী কাজ নিয়ে বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে । ফ্রিল্যান্সারের দায়িত্ব সাথেসাথে সমস্যার সমাধান করা । অন্তত এক কাজের সমস্যার প্রভাব যেন অন্য কাজে প্রভাব না ফেলে সেটা নিশ্চিত করা ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা

সাধারনভাবে মনে হতে পারে ফ্রিল্যান্সার অন্যদের থেকে ভালভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারেন, সুস্থ থাকতে পারেন । একথা সত্য হওয়ার পরও কিছু স্বাস্থ্যঝুকি থেকে যায় ।
জীবনযাপনের প্রতিটি ধরনের সাথেই কোন না কোন ধরনের স্বাস্থ্যঝুকি থাকে । ফ্রিল্যান্সারের স্বাস্থ্যঝুকিও বিশেষ ধরনের । সহজে চোখে পড়ে না বলে অনেকেই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বোধ করেন না । ফলে একসময় সমস্যা প্রকট আকার ধারন করতে পারে ।

১. জীবনযাপন পদ্ধতির সমস্যা
অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সিং পেমা কম্পিউটারভিত্তিক । ফলে ফ্রিল্যান্সারকে বহু সময় কাটাতে হয় কম্পিউটার মনিটরের সামনে । মনিটরের কথা যখন বলা হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই চোখের ওপর অতিক্তি চাপের প্রসংগ এসে যায় । সেইসাথে শারীরিকভাবে নড়াচড়া কম করায় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ।
মনিটর ব্যবহারের সাধারন নিয়ম, ভাল মনিটর ব্যবহার করা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা । কখনো কখনো অনেককে মনিটরের জন্য বেশি রেজ্যুলুশন ব্যবহার করতে হয় যেখানে ফন্ট ছোট হওয়ার কারনে দেখতে সমস্যা হয় । বড় মনিটর ব্যবহার করা, ফন্ট সুবিধেজনক মাপে রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্যা এড়ানো যেতে পারে । চোখের সামান্য দেখা দিলে (মাথাব্যথা) সাথেসাথে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত ।

শরীর সুস্থ রাখা, শরীরের রক্তচলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য নড়াচড়া করা প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় কাজ করতে হলে মাঝেমাঝে সামান্য হাটাহাটি, হালকা ব্যায়াম করে নিজেকে ভাল রাখা যায়।

২. চাপ

ফ্রিল্যান্সারকে প্রায় সবসময়ই ঘড়ির সাথে মিল রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করতে হয়। ক্রমাগত এধরনের চাপের মধ্যে থাকার প্রভাব শরীরে পড়তেই পারে। মাথাব্যথা, ঘুমের সমস্যা, ক্লান্তি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে সহজেই। একসময় এগুলি অসুখে পরিনত হতে পারে।

এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্ত থাকার জন্য কাজে হিসেবি হওয়া প্রয়োজন। কোন ক্লায়েন্টের কাজ করতে বেশি চাপ অনুভব করলে সেধরনের কাজ এড়িয়ে চলতে পারেন।

৩. একাকিত্ব

বহু ফ্রিল্যান্সার বাড়িতে বসে কাজ করেন। এদের অনেকেই দির্ঘদিন আদৌ বাড়ি থেকে বের হন না। ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করেন, ঘুমানোর সময় কাজ বন্ধ করেন। সুস্থ থাকার জন্য বিষয়টি খুব উপযোগি না।

ফ্রিল্যান্সিং কাজের বাইরে অন্য কাজ করা, সামাজিক যোগাযোগ করা ইত্যাদির জন্য কিছু সময় বরাদ্দ রেখে এই সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৪. ভিটামিন ডি স্বল্পতা

মানুষের শরীরের ভিটামিন ডি এর প্রয়োজন মেটে দুভাবে, সরাসরি সুর্যের আলো থেকে অথবা খাবারের মাধ্যমে। যাদের সারাদিন ঘরের মধ্যে কাজ করতে হয় তাদের পক্ষে সুর্যের আলো থেকে এই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না।

তুলনামুলক সহজে এই সমস্যা দুর করা যায়। ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার কিংবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ট্যাবলেট-ক্যাপসুল থেকেও দ্রুত উপকার পাওয়া যায়।

৫. অনিয়মিত খাবার

ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে টাটকা খাবার খাওয়ার সমস্যা হতেই পারে। অনেকে সময়ই ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা খাবার খাওয়া প্রয়োজন হয়। অনেকে ফাষ্টফুড পছন্দ করেন। ফল হিসেবে একসময় শারীরিক সমস্যা তৈরী হয়।

অসুস্থ হওয়ার অর্থ কষ্টবোধ করা এবং কাজের ক্ষতি করা। আগে থেকে এবিষয়ে সাবধান থাকতে

পারেন। খেতে ভাল লাগে এমন খাবারের বদলে শরীরের জন্য উপযোগি খাবার কিনে রাখতে পারেন। খাবার কম খাওয়া যেমন সমস্যা তেমনি বেশি খাওয়াও কারো কারো জন্য সমস্যা। কেউ কেউ হাতের কাছে খাবার রাখেন এবং খেতে থাকেন। অনিয়মিত খাবার সবসময়ই ক্ষতিকর।

অর্থ বিষয়ক সমস্যা

চাকুরীজীবির মত মাস গেইে ফ্রিল্যান্সার বেতন পান না। তার আয় অনিশ্চিত। কখনো যথেষ্ট পরিমান আয় করেন কখনো আদৌ আয় থাকে না। এছাড়া অসুস্থতা, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা সহ বিভিন্ন কারনে কাজে করতে সমস্যা হতে পারে।

আগে সাবধান থেকে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

১. সঞ্চয় করুন
   যখন যথেষ্ট আয় হয় তখন তার পুরোটা খরচ না করে কিছু সঞ্চয় করুন। আয় সবসময় একই নিয়মে হতে থাকবে ধরে নেবেন না। ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সাধারন অভিজ্ঞতা বিশেষ সময়ে কাজ না পাওয়া। বছরের বিশেষ সময়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, অর্থনৈতিক মন্দায়, রাজনৈতিক সহ বহু কারনে কাজে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
২. হিসেব রাখুন
   ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে প্রতিমাসের হিসেব রাখা হয়ত সম্ভব না। এজন্য ছয় মাসের কিংবা বছরের হিসেব রাখা প্রয়োজন হয়। এক বছরে আয় কত, ব্যয় কত ইত্যাদি হিসেব রেখে সেখান থেকে ধারানা পাওয়া যায় আরো আয়ের জন্য কি করা সম্ভব। কিংবা হঠাৎ অর্থ প্রয়োজন হলে কি করা যেতে পারে।
৩. বিকল্প আয়ের পথ খোলা রাখুন
   বিশেষ সময়ে কাজ না পাওা সব ফ্রিল্যান্সারের সমস্যা। সেজন্য সব ফ্রিল্যান্সারই বিকল্প আয়ের পথ খোলা রাখেন। ব্লগ থেকে আয়ের ব্যবস্থা রাখা, স্থানীয়ভাবে কাজের যোগাযোগ রাখা, ট্রেনিং দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে খারাপ সময়ের খরচ চালানো যেতে পারে।

৪. অন্যের সাথে কাজ করুন
নিজে সরাসরি কাজ না পেলে কাজ পাচ্ছেন এমন কারো সাথে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করুন। একইভাবে হাতে বেশি কাজ পেলে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিন।

৫. হাতে কাজ থাকা অবস্থায় অন্য কাজ খুজুন
অনেকেই হাতে কাজ থাকলে নতুন কাজের খোজ করা বন্ধ করে দেন। একজন ফ্রিল্যান্সারের সবসময়ই কাজ পাওয়ার চেষ্টা ধরে রাখা জরুরী।

৬. পছন্দ হয় না এমন কাজ করুন
হয়ত বিশেষ কোন কাজ আপনি পছন্দ করেন না। করতে ভাল না লাগা, আয় কম, পরিশ্রম বেশি ইত্যাদি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারন থাকতে পারে। বিপদের সময় প্রয়োজনে সেধরনের কাজও করুন।

নিজেকে যাচাই করা

ফ্রিলান্সারদের কেউ সন্তুষ্ট কেউ সন্তুষ্ট নন। এর কারন বিবিধ। কারো আয় কম হচ্ছে, কেউ যে কাজ করছেন সেটা পছন্দ করছেন না। অথচ ফ্রিল্যান্সিং এ সফল হওয়ার মুল শর্তই এগুলি। নিজের পছন্দমত কাজ করবেন, ভাল আয় করবেন এজন্যই কেউ ফ্রিল্যান্সার হন।

এধরনের সমস্যা যখন তৈরী হয় তখন কিছু বিষয় যাচাই করে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমি ঠিক মানে সবাই ঠিক, এই নিয়মে সমাধান নিজের মধ্যে খুজতে পারেন।

সহজে কাজটি করার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুজুন;

১. যে কাজ করছেন সেকাজে কি আপনি সন্তুষ্ট
ভাল কাজের প্রথম শর্ত কাজে সন্তুষ্ট থাকা। যদি কাজটি আপনি করতেই চান তাহলে সন্তুষ্ট না হওয়ার কারন খুজুন। হয়ত বিষয়টি সাময়িক। চেষ্টা করলে কারন বের করা সম্ভব। হাতে যে কাজ রয়েছে সেটাই আরো মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করে দেখুন।
যদি কাজের ধরন অপছন্দের কারন হয় তাহলে ধরন বদল করুন। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সে স্বাধিনতা রয়েছে।

২. বর্তমান কাজ আপনার দক্ষতা প্রকাশ করছে বলে মনে হচ্ছে কি
আপনি অবশ্যই কোন কাজে দক্ষ। অন্যদের থেকে ভালভাবে কাজটি করতে পারেন। আপনি যে কাজ করছেন সেখানে কি সেই দক্ষতার প্রকাশ ঘটছে ?
যদি উত্তর না বোধক হয় তাহলে আরো নির্দিষ্টভাবে মানানসই কাজ খোজ করুন।

৩. একই কাজ আবারো করতে হলে কি পরিবর্তন আনবেন
মানুষ ভুল করে, ভুল থেকে শিক্ষালাভ করে। হয়ত আগের কাজে কোন ভুল করেছেন যা আপনার মনে থেকে গেছে। নিজেকেই বলছেন ভুলটি করা উচিত হয়নি।
আগের কাজের ভুল সংশোধন করতে পারেন না। বরং নিজেকে প্রশ্ন করুন কাজটি আবারো করলে সেখানে ঠিক কোন বিষয়ে সাবধান হতেন। সেই পদ্ধতি বর্তমান এবং আগামী কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন।

৪. কোন কাজ সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরী করেছে
যে কাজগুলি করা হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন কাজ নিয়ে কি আপনি অসন্তুষ্ট। সেই কাজের বৈশিষ্ট কি জানার চেষ্টা করুন। জানার ঘাটতির কারনে হলে সেটা পুরন করুন।

৫. কোন কাজ করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছেন
কোন কাজ করে ফ্রিল্যান্সার আনন্দ পান। ক্লায়েন্টের ব্যবহার থেকে শুরু করে কাজের ধরন, পারিশ্রমিক যে কোন কিছুই এর কারন হতে পারে। কারনগুলি চিহ্নিত করুন। তারসাথে মিল রেখে অন্য কাজ খোজ করুন।

৬. আপনার সম্পর্কে ক্লায়েন্টের মুল্যায়ন কি
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট ফ্রিল্যান্সারের কাজের মুল্যায়ন করেন। অনেক ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কাজ শেষে এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যেখানে ক্লায়েন্ট ফ্রিল্যান্সারের রেট ঠিক করেন। সেগুলি বিশ্লেষন করুন।
আপনার কোন বিশেষ দিক নিয়ে কি তারা সন্তুষ্ট নন। কোন বিষয়ে কি আরো দক্ষতা বা পেশাদারিত্বের পরিচয় দেখানো প্রয়োজন ছিল। যদি থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিন।

অনেক ফ্রিল্যান্সার এই প্রশ্নগুলি লিখে রাখেন, কিছুদিন পরপর প্রশ্নগুলির উত্তর খুজে নিজেকে যাচাই করেন। এরফলে বড় ধরনের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়।

ফ্রিল্যান্সার নিজেই যখন সমস্যা

ফ্রিল্যান্সার নিজেই কি নিজের সমস্যা তৈরী করতে পারেন! নিজেই নিজের ক্ষতি কথাটা নিশ্চয়ই হাস্যকর শোনাচ্ছে। আপনি ইচ্ছে করে নিজের সমস্যা তৈরী করবেন কেন ?

তাহলে হাস্যকরভাবেই দেখা যাক ফ্রিল্যান্সার কতভাবে নিজের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেন;

১. সময়মত কাজ শেষ করবেন না
   সন্মানী ব্যক্তি কখনো সময়মত কাজ করেন না। সভার সভাপতি সবসময়ই দেরী করে সভায় আসে। নইলে কি মান থাকে ?
   আপনি আরেকজনের কথামত কাজ শেষ করবেন কেন ? যখন ইচ্ছে হয় তখন করবেন।
২. ক্লায়েন্ট কিছু বললে সাথেসাথে উত্তর দেবেন না
   ক্লায়েন্ট ইমেইল পাঠিয়েছে। তাতে কি ? আগে ফেসবুক-টুইটারের কাজগুলি শেষ করুন। ইমেইল জমা আছে থাক, একসময় দেখা যাবে।
৩. ফোনের উত্তর দেবেন না
   আজকাল ফোন ব্যবস্থা উন্নত। ফোন ধরার আগেই কে ফোন করেছে জানা যায়। ক্লায়েন্ট ফোন করলে ধরবেন না। জানা কথা তিনি কাজ ছাড়া অন্য আলাপ করবেন না। তারচেয়ে বরং বন্ধুর সাথে ফোনে আলাপ করুন।
৪. ক্লায়েন্ট যা চায় সেটা করবেন না
   আপনি ফ্রিল্যান্সার, কাজ করবেন নিজের যোগ্যতায়, সেখানে ক্লায়েন্ট মাতব্বরি করার কে ? আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে কাজ করুন।
৫. নিজের অনুভুতি প্রকাশ করুন
   কোন কারনে রাগ হয়েছে, কাউকে গালাগালি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। রাগ গোপন করতে হয় না। সেটা শরীর এবং মনের জন্য ক্ষতিকর। সেগুলি ক্লায়েন্টের কাছে প্রকাশ করুন, সুস্থ থাকুন।

৬. জরুরী কাজ শেষ করুন

অনেকে আক্ষেপ করেন সারাদিন অফিসের কাজ করে সময় নষ্ট করলাম। আসলেই তো, অফিসের কাজ করবেন কেন নিজের কাজ বাদ দিয়ে।

চাকরী করলে সেটা সম্ভব না। ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে সম্ভব। ক্লায়েন্টের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন। নিজের জরুরী কাজগুলো শেষ করুন।

৭. গেমের দক্ষতা বাড়ান

গেম খেলায় আরেকজন আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে। হতেই পারে না। ক্রমাগত গেম খেলুন, দক্ষতা বাড়ান, সবাইকে পেছনে ফেলুন।

৮. টিভি দেখুন

টিভিতে রেসলিং দেখাচ্ছে, কিংবা নাটক। সেটা বাদ দেবেন কেন ? কাজ পরেও করা যাবে আগে টিভিটা দেখে নিন। একটা শেষ হলে আরেকটা শুরু করুন। এক চ্যানেলে দেখে আরেকটা।

৯. শখ পুরন করুন

ছোটবেলায় নিশ্চয়ই অনেক শখ ছিল। মাছধরা, ঘুড়ি ওড়ানো, তাস খেলা, আড্ডা দেয়া থেকে শুরু করে বহুকিছু। বড়রা বাধা দিয়ে সেগুলি পুরন করতে দেননি। এখন যেহেতু বাধা দেয়ার কেউ নেই সেহেতু সেগুলি পুরন করুন।

১০. বিছানা কাজে লাগান

আপনার ভাল একখানা বিছানা আছে। ভেবে দেখেছেন কি পৃথিবীতে কত মানুষের বিছানা নেই। আপনার যখন আছে তখন তাকে কাজে লাগান। সকালে ওঠা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সম্ভব হলে আদৌ উঠবেন না। উঠলেও কিছুক্ষন পর আবার বিছানায় যান।

যদি নিজের সমস্যা ডেকে আনতেই চান তাহলে এদের যেকোনটি বা সবগুলি মানতে পারেন।

অন্যান্য সমস্যা

ফ্রিল্যান্সারের নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকে যা তাকে নিজেই মোকাবেলা করতে হয়। কখনো কখনো সমস্যা এতটাই বড় হয়ে দেখা দিতে পারে যে মনে হতে পারে ফ্রিল্যান্সার হওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।

ইচ্ছে থাকলেও আপনি সব সমস্যা এড়াতে পারেন না। দুর্ঘটনা ঘটে। তেমনি ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে যা সম্ভব তা হচ্ছে তাকে সহনীয় অবস্থায় আনা।

এজন্য যে বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন তার তালিকা তৈরী করলে হতে পারে এমন;

১. পারিবারিক জরুরী প্রয়োজন

চাকরী করার সময় আপনি বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি নিতে পারেন। ফ্রিল্যান্সারের ছুটি নেয়ার সুযোগ নেই। কাজ বন্ধ রাখা অর্থ আরো বড় বিপদ ডেকে আনা। সময়মত কাজ না করলে সেই কাজের টাকা হাতছাড়া হবে, অন্য কাজ পেতে সমস্যা তৈরী হবে।

নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্তত একজন ফ্রিল্যান্সারের সাথে যোগাযোগ রাখা যেতে পারে যিনি প্রয়োজনে কাজে সাহায্য করতে পারেন। সেইসাথে ক্লায়েন্টকে জানিয়ে সময় বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন।

২. শারীরিক অসুস্থতা

শারীরক অসুস্থতা যে কারো জন্যই সমস্যার বিষয়। ফ্রিল্যান্সার এজন্য ছুটি নিতে পারেন না, কাজে ব্যাঘাত ঘটে অন্যদিকে চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করতে হয়।

অসুস্থতা এড়ানো যায় না। সাবধানে থেকে কমানো যায়। সেইসাথে খরচের জন্য কিছু টাকা জমিয়ে রাখা সবসময়ই ভাল।

৩. কাজে বিরক্তি

একই কাজ সবসময় করতে করতে তাতে বিরক্তি আসা সাধারন বিষয়। এজন্য মানুষ চাকরী পর্যন্ত বদল করেন। ফ্রিল্যান্সারের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটতে পারে।

ফ্রিল্যান্সারের সুবিধে হচ্ছে চাকরী বদলের চেয়ে ফ্রিল্যান্সিং কাজের ধরন পাল্টানো সহজ। এক কাজ ছেড়ে অনায়াসে আরেক কাজের দিকে গিয়ে এই সমস্যা কাটানো যায়।

৪. লেনদেনের সমস্যা

বাংলাদেশ সহ অনেক দেশে কাজ করার পর টাকা না পাওয়ার ঘটনা ঘটে শুধুমাত্র লেনদেনের ব্যবস্থার কারনে। এরপরও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। চেক হারিয়ে যেতে পারে, ব্যাংকে অকারনে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে, টাকা হাতে পেতে দেরী হতে পারে, এমনকি ক্লায়েন্ট টাকা না দিয়ে সরে যেতে পারেন।

ফ্রিল্যান্সারের যেহেতু নিয়মিত আয় নেই সেহেতু এধরনের পরিস্থিতির কথা ভেবে কিছু টাকা হাতে রাখা ভাল ।

৫. অখুশি ক্লায়েন্ট

ফ্রিল্যান্সার সবকিছু ঠিকমত করার পরও ক্লায়েন্ট অখুশি, এমন উদাহরনের অভাব নেই । এর কোন সমাধানও নেই । মানুষ বিচিত্র প্রানী । অনেক কাজেরই নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা হয় না ।

ক্লায়েন্টের অখুশির কারন জানতে চেষ্টা করুন । যদি দেখা যায় যুক্তিসংগত কোন কারন নেই তাহলে এধরনের পরিস্থিতি মেনে নেয়া ছাড়া গতি নেই । বরং নিজেকে এটুকু বলতে পারেন, ক্লায়েন্ট যত খারাপই হোক আমি খারাপ হব না ।

৬. যন্ত্রপাতির সমস্যা

ফ্রিল্যান্সিং কাজ সবসময়ই প্রযুক্তিনির্ভর । প্রযুক্তির পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটে যে অনেক সময় আগের সমস্তকিছুই পাল্টে ফেলতে হয় । যে সফটঅয়্যারে আপনার দক্ষতা সেই সফটঅয়্যারের ব্যবহার কমে যেতে পারে, একেবারে বাতিল হয়ে যেতে পারে ।

সবসময়ই প্রযুক্তির খবর রাখুন । এক সফটঅয়্যারের বদলে অন্য সফটঅয়্যারের প্রচলন বৃদ্ধি পেলে সেটাও শিখে নিন । একসময় ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং বলতে ডিবেজ, ক্লিপার, ফক্সবেজ, ফক্সপ্রো বুঝানো হত, বর্তমান প্রোগ্রামারদের সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য সফটঅয়্যার শিখতে হয়েছে ।

৭. একাকিত্ব

ফ্রিল্যান্সারকে একা কাজ করতে হয়, পরিচিতজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না । ফলে তারাও ক্রমে দুরে সরে যেতে পারে ।

পরিচিতজন এবং বন্ধুবান্ধবের জন্য নিয়মিত কিছু সময় রেখে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব । সপ্তাহে একদিন ছুটি, মাসে একবার কোথাও বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি ফ্রিল্যান্সিং কাজের সাথেই করা সম্ভব ।

৮. সাধারন নিয়মে বিঘ্ন ঘটা

অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সার রাত জেগে কাজ করেন, সকালে দেরিতে ওঠেন । খাবার সময়মত খাওয়া হয় না । এসব অনিয়মের কারনে শারীরিক এবং মানষিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ।

ফ্রিল্যান্সারের নীতিনির্ধারক ফ্রিল্যান্সার নিজেই । সাধারন নিয়মকে অবহেলা না করে এই সমস্যা দুর করা যায় ।

এর বাইরেও একেকজনের একেক ধরনের সমস্যা তৈরী হতে পারে। সমস্যার মুখোমুখি হলে ফ্রিল্যান্সার নিজেকে বলতে পারেন, ফ্রিল্যান্সিং তার চাকরী বা ব্যবসা। এটা ঠিক রাখার পাশাপাশি অন্য সবকিছু ঠিক রাখতে হবে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডির সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করতে পারেন, সমস্যা মানুষের তৈরী, মানুষের পক্ষে তার সমাধান করা সম্ভব।

এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান হয়না। ফ্রিল্যান্সারের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ অন্যদের থেকে বেশি। ফ্রিল্যান্সারকে অন্যের কথায় চলতে হচ্ছে না, একে মুলমন্ত্র হিসেবে ধরে সমস্যার সমাধান করা অন্যদের থেকে সহজ।

শেষ কথা

ফ্রিল্যান্সিং একধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি। একজন ফ্রিল্যান্সারের দৃষ্টিভঙ্গি এমন যিনি প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে করেন। যে কাজ লাভজনক না বা উপকারী না, নিজের বা অন্য কারো, সেকাজে তিনি সময় ব্যয় করেন না। সময়ের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। প্রতি মুহূর্তে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। অন্যদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেন।

বাংলাদেশের বহু সমস্যার সমাধান দিতে পারে ফ্রিল্যান্সিং। দেশে এবিষয়ে আগ্রহের ঘাটতি নেই। নিয়মিতভাবে প্রচার-প্রচারনা-আলোচনা করে তাতে সহযোগিতা করছেন অনেকেই। সংবাদমাধ্যমগুলি বড় ভুমিকা রাখছে প্রচারে। ওডেস্ক, ফ্রিল্যান্সার, ই-ল্যান্স এর মত বিশ্বখ্যাত সাইটগুলির প্রতিনিধি বাংলাদেশে এসে সহযোগিতা করছেন। এরপরও সমস্ত বিষয়কে একসাথে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা থেকে গেছে। সেকারনেই এই বই।

এই বই পড়ে হয়ত আপনি ফ্রিল্যান্সার হবেন না। কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর ভাল (এবং মন্দ) দিকগুলি সম্পর্কে জানবেন। যে কাজই করুন, নিজের উন্নতির জন্য কিছু পরামর্শ অবশ্যই পাবেন। এখানে দেয়া তথ্যগুলির উৎস ইন্টারনেট এবং বইপত্র থেকে পাওয়া বিশেষজ্ঞ মতামত এবং বিভিন্নজনের অভিজ্ঞতা। এদেরকে উপেক্ষা করার সুযোগ তেমন নেই।

এখানে দেয়া তথ্যগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা হলে সেটাই এই বইয়ের সার্থকতা। সিদ্ধান্ত আপনার।